বৈদ্যপুরাবৃত্ত।

ব্রাহ্মণাংশ-নির্ণয়খণ্ড।

বৈদ্যপুরাবৃত্ত।

ব্রাহ্মণাংশ-পূর্ব্বখণ্ড।

বিবিধ আর্য্যশাস্ত্রের সমালোচনা দ্বারা

বৈদ্য শ্রীগোপীচন্দ্র সেনগুপ্ত
কবিরাজ কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা।

৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট,

মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে,

কে, পি, নাথ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১২।

মূল্য ১৷৷০ টাকা।

অবতরণিকা।

গোপিতং যৎ পুরাবৃত্তং বৈদ্যজাতেশ্চিরন্তনম্।
সত্যং বৃথাজাতিপ্রিয়ব্রাহ্মণেন কলৌ যুগে॥
শাস্ত্রালাপৈরসদ্ভিশ্চ টীকাভাষ্যাদিভিস্তথা।
তৎ সর্ব্বঞ্চ বিশেষেণ গ্রন্থেঽস্মিন্ সম্প্রদর্শিতম্॥

বর্ত্তমান যুগের অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি যে বৈদ্যজাতিসম্বন্ধীয় প্রাচীন ইতিহাসসমুদয়ের মূলোৎপাটনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, এবং আজপর্য্যন্তও অনেকেই যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আছেন তাহা এই পুস্তক পাঠ করিলেই বিদিত হইবে। বৈদ্যজাতিসম্পর্কীয় প্রাচীন ইতিহাসের লোপ হয় বলিয়াই বিবিধ শাস্ত্রালোচনা দ্বারা এই পুস্তক রচিত হইল, ইহার মূলে আর কোন উদ্দেশ্য নাই।

৩১শে আষাঢ়, ১৩১২ সালাব্দ।
নিবাস ব্রহ্মকোলা, মো—গয়েলা।
সিরাজগঞ্জ,—জিলা পাবনা।

শ্রীগোপীচন্দ্র সেনগুপ্ত
কবিরাজ

বৈদ্যপুরাবৃত্ত।

ব্রাহ্মণাংশ-পূর্ব্বখণ্ড।

প্রথমাধ্যায়।

বৈদ্যাম্বষ্ঠ—অতি প্রাচীনকাল হইতে আর্য্যগণ একমাত্র অম্বষ্ঠকেই যে কখন বৈদ্য কখন অম্বষ্ঠ বলিতেন, আর্য্যশাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা নিম্নে সেই ইতিহাস পরিব্যক্ত হইতেছে;

মনু বলিতেছেন,

"সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং।
বৈদেহকানাং স্ত্রীকার্য্যং মাগধানাং বণিক্‌পথঃ ॥৪৭॥"

১০ অধ্যায়, মনুসংহিতা।

সূতদিগের অশ্বসারথ্য, অম্বষ্ঠদিগের চিকিৎসা, বৈদেহকদিগের অন্তঃপুর রক্ষা, মাগধদিগের জল ও স্থলপথে বাণিজ্যবৃত্তি।

"বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোহম্বষ্ঠ উচ্যতে।
কৃষ্যাজীবো ভবেত্তস্য তথৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ।
ধ্বজিনী জীবিকা চৈব চিকিৎসাশাস্ত্রজীবকঃ॥" (১)

ধর্ম্মপ্রচার, জাতিতত্ত্ববিবেক, জাতিমিত্র ও
অম্বষ্ঠদীপিকাধৃত, উশনঃসংহিতাবচন।

ব্রাহ্মণের বৈশ্যকন্যাপত্নীতে জাত সন্তানের নাম অম্বষ্ঠ, কৃষি, আগ্নেয়, সৈনাপত্য ও চিকিৎসা তাহার বৃত্তি।

(১) বঙ্গবাসী প্রেসে যে উশনঃসংহিতা ছাপা হইয়াছে, তাহাতে এই বচন নাই। ৬ ষষ্ঠ খণ্ড নব্যভারত মাসিক পত্রিকার ১১।১২ সংখ্যাতে "বর্ণভেদ—বৈদ্য" ও "বর্ণভেদ—কায়স্থ"

"বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠো মুনিসত্তম।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থে নির্দ্দিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ॥"

পরাশর সংহিতাধৃত ও জাতিমালা পুস্তকধৃত
পরশুরামসংহিতাবচন।

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈশ্যকন্যাতে জাত সন্তানের নাম অম্বষ্ঠ, হে মুনিসত্তম, মুনিশ্রেষ্ঠদিগের কর্ত্তৃক অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তির ইতিহাস মনু, উশনাঃ ও পরাশর প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, উদ্ধৃত বচনগুলিতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। অতএব চিকিৎসা করা অর্থে অম্বষ্ঠই চিকিৎসক (২)। চিকিৎসকের অর্থ যখন বৈদ্য (৩) তখন অম্বষ্ঠ আর বৈদ্য শব্দ যে একমাত্র অম্বষ্ঠবাচক, সে ইতিহাসটি মনুসংহিতা প্রভৃতি দ্বারা পরিস্ফুট হইতেছে। মনুসংহিতা সত্যযুগের এবং পরাশরসংহিতা এই কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র (৪) হওয়াতে মনু আর পরাশরসংহিতা দ্বারা একথা সপ্রমাণ হইতেছে যে, সত্যযুগ হইতে কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত (৫) অম্বষ্ঠ আর

প্রস্তাবে বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ উশনঃসংহিতা হইতে বহু বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত পুস্তকে নাই, অতএব বঙ্গবাসী প্রেসের মুদ্রিত উক্ত পুস্তকে উক্ত বচন পরিত্যক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

(২) "চিকিৎসাং কুরুতে যস্তু সচিকিৎসক উচ্যতে।
সত্য ধর্ম্মপরো যশ্চ বৈদ্য ঈদৃক্ প্রশস্যতে॥"
মৎস্যপুরাণ বচন, বাচস্পত্যাভিধানধৃত।

(৩) বৈদ্যশব্দের অর্থ দেখ—
"রোগহার্য্যগদঙ্কারো ভিষগ্‌বৈদ্যৌ চিকিৎসকে।"
মনুষ্যবর্গ, অমরকোষ।

(৪) "কৃতে তু মানবাধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ॥" ১অ পরাশর সং।

(৫) "অথাতো হিমশৈলাগ্রে দেবদারুবনালয়ে।
ব্যাসমেকাগ্রমাসীনমপৃচ্ছন্ ঋষয়ঃ পুরা॥
মানুষাণাং হিতং ধর্ম্মং বর্ত্তমানে কলৌ যুগে।" ইত্যাদি ২।৩।৪ শ্লোক।
১অ, পরাশর সং।

পরাশর সংহিতার এই প্রমাণ দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে পরাশর ও ব্যাস, ইঁহারা এই

বৈদ্য শব্দ একমাত্র অম্বষ্ঠবাচকরূপে আর্য্যশাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে; ইহা আধুনিক রীতি অথবা ইতিহাস নহে। চিকিৎসাবৃত্তি (ব্যবসায়) নিমিত্ত অম্বষ্ঠকে যে চিকিৎসক বৈদ্য কহে ইহাও আমাদের কথা নহে, ২য় ৩য় টীকাধৃত মৎস্যপুরাণ ও অমরকোষ বচন দ্বারা প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, উহা অতি প্রাচীন কালের রীতি ও ইতিহাস (৬)।

"ব্রহ্মা মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথাপূর্ব্বঞ্চ গৌরবং॥"

জাতিতত্ত্ববিবেক, শব্দকল্পদ্রুম ও অম্বষ্ঠদীপিকাকৃত
হারীতসংহিতাবচন।

ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই পাঁচ পুত্র দ্বিজ এবং যথাপূর্ব্ব ইঁহাদিগের গৌরব; অর্থাৎ বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় হইতে বৈদ্য, বৈদ্য হইতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, মূর্দ্ধাভিষিক্ত হইতে ব্রাহ্মণের সম্মান অধিক জানিবে। (৭)

কলিযুগের মনুষ্য এবং নিম্নলিখিত রাজতরঙ্গিণীবচনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রতীত হয়, তাঁহারা কলির প্রথমের মনুষ্য, কারণ ব্যাস পাণ্ডবগণের সমকালের লোক।

"শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥" প্রথমতরঙ্গ, কহ্লণ, রাজতরঙ্গিণী।

(৬) মৎস্যপুরাণ বেদব্যাসের রচিত হইলে টীকার প্রমাণ দ্বারা নির্ণীত হয় যে, কলির ৬৫৩ বৎসরের সমকালে মৎস্যপুরাণের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে কল্যব্দের ৫০০৪ বৎসর চলিতেছে। উহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত রাজতরঙ্গিণীর কথিত ৬৫৩ বৎসর বিয়োগ করিলে ৪৩৫১ বৎসর অবশিষ্ট থাকে। অতএব মৎস্যপুরাণ হইতেই পরিব্যক্ত হয় যে, চারি হাজার বৎসরের পূর্ব্বেও অম্বষ্ঠকে চিকিৎসা করা অর্থে চিকিৎসক ও বৈদ্য বলিবার রীতি আর্য্যসমাজে প্রচলিত ছিল। অমরকোষ নামক অভিধানের রচয়িতা অমরসিংহ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ পণ্ডিত ছিলেন। বিক্রমাদিত্য সহস্রাধিক বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং অমরকোষের দ্বারাও প্রমাণ হয় যে, সহস্রাধিক বৎসরের পূর্ব্বেই অম্বষ্ঠ, বৈদ্য ও চিকিৎসক এই তিনটি শব্দ একার্থবাচক ছিল।

(৭) হারীতসংহিতা বলিয়া আমরা যে বচনটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম, বঙ্গবাসী প্রেসের ছাপার পুস্তকে উক্ত বচন নাই, এজন্য ঐ বচনসম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহযুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি যে, বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত স্মৃতি ও পুরাণগুলিতে রঘুনন্দনের "অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি" সংগ্রহে উদ্ধৃত (স্মৃতি পুরাণের) অনেক বচন পরিত্যক্ত

"স্বজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণাস্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥ ৪১॥"

১০ অ, মনুসংহিতা।

ভাষ্য—"স্বজাতিজাস্ত্রৈবর্ণিকেভ্যঃ সমানজাতীয়াসু জাতাস্তে দ্বিজধর্ম্মাণ ইত্যেতৎ সিদ্ধমেবম্। অনন্তরজা অনুলোমা ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যয়োঃ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যায়াং জাতাস্তেঽপি দ্বিজধর্ম্মাণ উপনেয়া ইত্যর্থঃ। স্পষ্টার্থং ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ," ইত্যাদি। ৪১। মেধাতিথি।

টীকা—"স্বজাতিজেতি। দ্বিজাতীনাং সমানজাতীয়াসু জাতাঃ তথা আনুলোমোন্যোৎপন্নাঃ ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়াবৈশ্যয়োঃ ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়ামেব ষট্ পুত্রা দ্বিজধর্ম্মিণঃ উপনেয়াঃ। যে পুনরন্যে দ্বিজাত্যুৎপন্না অপি সূতাদয়ঃ প্রতিলোমজাস্তে শূদ্রধর্ম্মাণো নৈষামুপনয়নমস্তি। ৪১। কুল্লূকভট্ট।"

স্বজাতিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যের বৈশ্যকন্যা ভার্য্যাতে জাত তিন পুত্র, আর অনন্তরজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা; ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যকন্যা পত্নীতে জাত তিন পুত্র, সমুদয়ে এই ছয়পুত্র দ্বিজধর্ম্মী, শূদ্রের সহিত বিবাহসম্বন্ধ দ্বারা যে সকল পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহারা অপধ্বংসজ অর্থাৎ উপনয়নাদিসংস্কারবিহীন।

উপরি উদ্ধৃত হরীতবচনে প্রকাশ পায় যে, ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, সমুদায়ে এই পাঁচ পুত্র দ্বিজ, কিন্তু উদ্ধৃত মনুবচনে দেখিতে পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ (৮) ও মাহিষ্য এই ছয় পুত্র দ্বিজ। ইহাতে উপলব্ধি হইতেছে, হারীত মনুর কথিত একটি দ্বিজপুত্রের

হইয়াছে। নিম্নে হারীতসংহিতার একটিমাত্র বচন আমাদের এই কথার প্রমাণস্বরূপে ধৃত হইল যথা,—

অথ সাধ্বীমাহ হারীতঃ।

আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সাধ্বী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥" সহানুগমন, শুদ্ধিতত্ত্ব।

(৮) "ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥ ৮॥" ১০ অ, মনুসংহিতা।
"বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশস্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠো নিষাদঃ শূদ্র্যাং যঃ পারশব উচ্যতে॥

কথা বলেন নাই। যদি বল কাহার কথা বলেন নাই, অম্বষ্ঠের, না, মাহিষ্যের? উত্তর, হারীত যখন বলিতেছেন, ক্ষত্রিয় হইতেও বৈদ্যের গৌরব অধিক, তখন দ্বিজগণনায় হারীত মনূক্ত মাহিষ্যকেই গণনা করেন নাই বুঝিতে হইবে। যেহেতু সম্মানে ক্ষত্রিয় হইতে মাহিষ্য নিকৃষ্ট। মনুসংহিতার দ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে, মাহিষ্য সম্মানে ক্ষত্রিয় হইতে নিকৃষ্ট অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কন্যা-ভার্য্যোৎপন্ন পুত্রাপেক্ষায় নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়, কিন্তু অম্বষ্ঠের সম্মান ক্ষত্রিয় হইতে অধিক (৯)। হারীতবচনে অম্বষ্ঠার্থেই যে বৈদ্যশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। অতএব হারীতসংহিতার প্রমাণ দ্বারাও সাব্যস্ত হইতেছে যে, অতি প্রাচীন কালেই অম্বষ্ঠ আর বৈদ্য শব্দ একমাত্র অম্বষ্ঠবাচক ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশরসংহিতায় মহর্ষি হারীতের নাম পাওয়া যাইতেছে,—

মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বশম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥ ৪ ॥
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ ॥ ৫ ॥"

১অ, যাজ্ঞবল্ক্য সং।

"শ্রুত মে মানবাধর্ম্মা বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা। ইত্যাদি। ১৩।
শাতাতপাশ্চ হারীতা যাজ্ঞবল্ক্যকৃতাশ্চ যে ॥ „ । ১৪।" (১০)

১অ, পরাশর সং।

বৈশ্যশূদ্র্যোস্তু রাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ তথা স্মৃতৌ।
বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৯২ ॥"

১অ, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

(৯) "বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্ব্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০ ॥

টীকা—"বিপ্রস্যেতি। ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়াদিত্রয়স্ত্রীষু ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যাদিদ্বয়োঃ স্ত্রিয়োঃ বৈশ্যস্য শূদ্রায়াং বর্ণত্রয়াণাং এতে ষট্ পুত্রাঃ সবর্ণপুত্রকার্য্যাপেক্ষয়া অপসদা নিকৃষ্টাঃ স্মৃতাঃ। ১০। কুল্লুক ভট্ট।"

ভাষ্য—"এতে ত্রৈবর্ণিকানামেকান্তরদ্ব্যন্তরস্ত্রীজাতা অপসদাঃ............। সমানজাতীয়পুত্রাপেক্ষায়া ভিদ্যন্তে। ১০।" মেধাতিথি।

(১০) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় পরাশরের ও তৎপুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নাম এবং পরা-

পূর্ব্বে এই অধ্যায়ের ৫। ৬ টীকাতে প্রদর্শিত হইয়াছে, পরাশর ও তৎপুত্র ব্যাস চারি সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে এই ভারতে জীবিত ছিলেন। তদ্দ্বারা যাজ্ঞবল্ক্য আর পরাশর সংহিতার বয়ঃক্রমও চারি সহস্র বৎসরের অধিক বলিয়া নির্ণীত হয়। অতএব উপরি উক্ত হারীতসংহিতার প্রমাণ হইতেও এই প্রাচীন ইতিহাস পরিস্ফুট হইতেছে যে, অম্বষ্ঠকে বৈদ্য বলিবার রীতি হিন্দুসমাজমধ্যে আজ কাল প্রচলিত হয় নাই, উহাকে চারি সহস্র বৎসরের অনেক পূর্ব্বের রীতি মনে করিতে হইবে; অর্থাৎ অদ্য হইতে চারি সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে আর্য্যেরা যে সকল গ্রন্থ লিখিতেন তৎসমুদায়ই অম্বষ্ঠার্থে বৈদ্য এবং বৈদ্যার্থে তাঁহারা অম্বষ্ঠশব্দের প্রয়োগ করিতেন।

"বেদাজ্জাতো হি বৈদ্যঃ স্যাদম্বষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রকঃ।" (১১)

শব্দকল্পদ্রুম, জাতিতত্ত্ববিবেক,

ধর্ম্মপ্রচারধৃত শঙ্খসংহিতাবচন।

ব্রাহ্মণের অম্বষ্ঠ নামা পুত্রই বেদ হইতে জাত অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন করিয়া সম্যক্ জ্ঞানলাভরূপ জন্মগ্রহণকরা অর্থে (১২) বৈদ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

শরসংহিতায় যাজ্ঞবল্ক্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ও ব্যাসকে সম সম কালের লোক বলিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। এই প্রমাণ হইতে ইহাও পরিব্যক্ত হয় যে, হারীত প্রভৃতি অন্যান্য সংহিতাকার ঋষিরা সকলেই যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ও ব্যাস প্রভৃতির পূর্ব্ববর্ত্তী।

(১১) বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত শঙ্খসংহিতায় এ বচনও নাই, কিন্তু প্রায় শত বৎসর হইল রাজা রাধাকান্ত দেব যখন তাঁহার কৃত শব্দকল্পদ্রুমনামক অভিধানে এই বচনার্দ্ধ সংগ্রহ করিয়াছেন, তখন বঙ্গবাসী প্রেসের শঙ্খসংহিতায় বচনটী পরিত্যক্ত হইয়াছে মনে করিতে হইবে। আর বিদ্যাসাগর কৃত বিধবাবিবাহবিষয়ক পুস্তকে ও মহামহোপাধ্যায় কুল্লুক ভট্ট কৃত মন্বর্থমুক্তাবলীটীকাতে "বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃস্মৃতম্।" ইত্যাদি বচনটি বৃহস্পতিসংহিতার বলিয়া উদ্ধৃত আছে, কিন্তু তাহা বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত বৃহস্পতিসংহিতায় নাই, এ অবস্থায় বঙ্গবাসী প্রেসের মুদ্রিত পুস্তকের প্রতি সকলের সন্দিগ্ধচিত্ত হওয়াই যে ন্যায়-সঙ্গত তাহা বলা বাহুল্য।

(১২) প্রাচীনকালের আর্য্যদিগের যে মাতৃগর্ভে প্রথম (শরীরের) জন্ম, উপনয়ন হইতে দ্বিতীয় জন্ম, বেদাধ্যয়ন সাঙ্গ হইতে তৃতীয় জন্ম হইত, এবং শেষোক্ত দুইটী জন্ম দ্বারা তাঁহারা

"কৃতেতু মানবা ধর্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ॥"

পরাশর সংহিতার প্রথমাধ্যায়ের এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণীকৃত হয় যে, শঙ্খ-সংহিতা দ্বাপরযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র। অতএব অম্বষ্ঠ* আর বৈদ্য এই দুইটি শব্দ যে একমাত্র অম্বষ্ঠবাচক তাহা দ্বাপরযুগেরও ইতিহাস। এই কলিযুগের শাস্ত্রেই কেবল অম্বষ্ঠ আর বৈদ্য শব্দ একজাতিবাচকরূপে ব্যবহৃত হয় নাই, কিংবা এই কলিযুগে অম্বষ্ঠেরা বৈদ্য বা বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠাখ্যা প্রাপ্ত হন নাই।

"আয়ুর্ব্বেদোপনয়নাদ্বৈদ্যো দ্বিজ ইতি স্মৃতঃ।
তেষাং মুখ্যোঽমৃতাচার্য্যস্তস্থাবম্বাকুলে হি তৎ।
অম্বষ্ঠ ইত্যসাবুক্তস্ততো জাতিপ্রবর্ত্তনাৎ।
জননীতো জনুর্লব্ধা যজ্জাতা বেদসংস্কৃতৈঃ।
অম্বষ্ঠাস্তেন তে সর্ব্বে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অথ রুক্‌প্রতিকারিত্বাদ্ভিষজস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

জাতিতত্ত্ববিবেকধৃত,অগ্নিবেশসংহিতা।

আয়ুর্ব্বেদে উপনীত হওয়া হেতু বৈদ্য দ্বিজ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বৈদ্য-দিগের মধ্যে প্রধান অমৃতাচার্য্য মাতামহকুলে অবস্থিতি করিতেন, এজন্য তিনি অম্বষ্ঠ বলিয়া কথিত হন এবং তাঁহা হইতে অম্বষ্ঠজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। অম্বষ্ঠ-দিগের মাতৃগর্ভে প্রথম জন্ম (শরীরের উৎপত্তি) হওয়ার পরে, বেদবিহিত উপনয়ন সংস্কার দ্বারা পুনর্ব্বার জন্ম হয় বলিয়া অম্বষ্ঠগণ দ্বিজ ও বৈদ্য শব্দে অভিহিত হইয়াছেন, এবং রোগপ্রতিকারকরাহেতু অম্বষ্ঠগণ ভিষক্ বলিয়া খ্যাত।

"বেদেভ্যশ্চ সমুৎপন্নস্ততো বৈদ্য ইতি স্মৃতঃ।
তিষ্ঠত্যম্বাকুলে জাতস্তস্মাদম্বষ্ঠ উচ্যতে॥"

ব্রহ্মপুরাণ-বচন।

বেদ চতুষ্টয় অধ্যয়ন-করিয়া জ্ঞানলাভরূপ জন্মগ্রহণকরাহেতু (বেদং বা বেদান্ বেত্তি, এই অর্থে) বৈদ্য, আর অম্বাকুলে অবস্থিত অর্থে অম্বষ্ঠ কহে।

যে দ্বিজ ও ত্রিজ বলিয়া অভিহিত হইতেন ও এই শেষের দুইটি জন্মকে যে তাঁহারা আধ্যাত্মিক জন্ম মনে করিতেন, এই ত্রিজ আর বৈদ্য যে একই কথা, তাহা এই পুস্তকের "ব্রাহ্মণে বৈদ্যে প্রভেদ কি?" অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

"—— ——ক্রোড়ে বিলোক্যৈব
শিশুং মুনীন্দ্রাঃ প্রাপুর্মুদং বেদত্রয়েষু জাতঃ।
বৈদ্যস্ততোঽয়ং জননীকুলে চ স্থাতা ততোঽম্বষ্ঠ ইতি প্রসিদ্ধঃ॥"

জাতিতত্ত্ববিবেক ৯২ পৃঃ ধৃত,

স্কন্দপুরাণ বচন।

সেই শিশুকে মাতৃক্রোড়ে অবলোকন করিয়া মুনীন্দ্রগণ একান্ত আহ্লাদিত হইলেন। উক্ত শিশু বেদত্রয়োৎপন্ন অর্থাৎ বেদত্রয় অধ্যয়নকরতঃ জ্ঞানলাভরূপ জন্মগ্রহণ করাতে (১৩) বৈদ্য সংজ্ঞা লাভ করে এবং জননীকুলে (অম্বাকুলে) অবস্থিতি করাতে অম্বষ্ঠ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে।

যুধিষ্ঠির উবাচ—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রস্থাপি ততঃ পরং।
ব্রহ্মোৎপন্নাশ্চতুর্ব্বর্ণা অম্বষ্ঠা ভিষজঃ কথং॥ ৩॥"

বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণ, বিবরণ খণ্ড,

স্কন্দপুরাণ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র, ব্রহ্মা হইতে চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, অম্বষ্ঠ বৈদ্যের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল?

"ইতি তে কথিতো ভূপ অম্বষ্ঠবংশনির্ণয়ঃ।
বৈদ্যানাং পদ্ধতির্যেষাং কথয়ামি বিশেষতঃ॥ ১২॥"

ঐ বিবরণ খণ্ড, স্কন্দপুরাণ।

হে রাজন্, আপনাকে অম্বষ্ঠবংশের উৎপত্তি আদি সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলাম, অতঃপর বৈদ্যগণের মধ্যে যাহার যে পদ্ধতি তাহাই বলিতেছি।

"সুষুবে তনয়ং ভদ্রা বীরভদ্রেতি নামতঃ।
পপাঠাম্বষ্ঠকুলেঽপি মুনিভিঃ সুসংস্কৃতঃ॥
স্থিতোঽম্বষ্ঠকুলে যস্মাদম্বষ্ঠ ইতি সংজ্ঞিতঃ।

---

(১৩) জরায়ু ব্যতীত আর কিছু হইতেই মনুষ্য শরীরের জন্ম হইতে পারে না, এই জন্য বেদোৎপন্নের এই প্রকার আধ্যাত্মিক অর্থকরা সঙ্গত বলিয়া, আমরা সর্ব্বত্রই উক্তরূপ উক্ত প্রকার অর্থ করিলাম। মনুর ভাষ্যকার মেধাতিথিও প্রথম অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকের এই প্রকার আধ্যাত্মিক অর্থযুক্ত ভাষ্য করিয়াছেন।

শ্রুত্বৈবমদ্ভুতাখ্যানমগ্নিবেশাদয়স্তথা।
পাঠয়ামাসুর্ভূর্বৈদ্যং বীরভদ্রং সমাহিতাঃ॥"

প্রাচীন বৈদ্যকুলপঞ্জিকাধৃত,
পুরাণবচন।

ভদ্রা বীরভদ্রনাম্না তনয় প্রসব করিলেন। সেই বীরভদ্র অম্বষ্ঠকুলে স্থিতি করত মুনিগণের দ্বারা উপনয়নাদিসংস্কারে সুসংস্কৃত হইয়া আয়ুর্ব্বেদপাঠ করেন। অম্বষ্ঠকুলে অবস্থিতি করাতেই তিনি অম্বষ্ঠ আখ্যা প্রাপ্ত হন। এই অদ্ভুত আখ্যান অর্থাৎ বীরভদ্রের অপূর্ব্বজন্মবৃত্তান্তশ্রবণ করিয়া অগ্নিবেশ প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ মুনিগণ সেই ভূবৈদ্য (যেমন স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমার) বীরভদ্রের নিকট উপনীত হইয়া মহর্ষি আত্রেয়ের উপদেশমতে তাঁহাকে আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়ন করাইলেন।

উদ্ধৃত অগ্নিবেশসংহিতা, ব্রহ্মপুরাণ, কুলপঞ্জীধৃত পুরাণ ও স্কন্দপুরাণাদির বচনেও ব্যক্ত হইতেছে যে, আর্য্যগণ অম্বষ্ঠকেই বৈদ্য বলিতেন। একমাত্র ব্রাহ্মণ যেমন কখন বিপ্র কখন ব্রাহ্মণ বলিয়া আখ্যাত হন, তেমনি একমাত্র অম্বষ্ঠই প্রাচীন কালে কখন অম্বষ্ঠ কখন বৈদ্য বলিয়া অভিহিত হইতেন। উদ্ধৃত স্কন্দপুরাণীয় বচনে দেখা যায় যে, স্কন্দপুরাণকার বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণ নাম দিয়া প্রকরণমধ্যে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি বলিয়াছেন; এরূপ স্থলে আর্য্যদের সময়ে অম্বষ্ঠ আর বৈদ্যশব্দ যে একমাত্র অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যবাচক ছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিতেছে না। স্কন্দপুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণাদি ব্যাসের কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতএব উপরে যে ইতিহাস প্রদর্শিত হইল, এই অধ্যায়ের ৫।৬ টীকার প্রমাণানুসারে তাহার বয়ঃক্রম পাঁচ সহস্র বৎসরেরও অধিক বলিয়া সাব্যস্ত হয়। (১৪)

(১৪) অষ্টাদশ পুরাণ ব্যাসের কৃত, ইহাতে সকল পুরাণই যে মহাভারতরচয়িতার প্রণীত, তাহা সুনিশ্চিত নহে। কারণ বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয়াংশের তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টাবিংশতিসংখ্যক বেদব্যাস উক্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে শেষ ব্যাস মহাভারতরচয়িতা, পরাশরের পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। এমতাবস্থায় সমুদয় পুরাণের বয়ঃক্রমই কৃষ্ণদ্বৈপায়নের তুল্য, একথা বলা যাইতে পারে না। কোন কোন পুরাণ তাঁহার অনেক পূর্ব্বেও রচিত হইয়া থাকিবে।

১। "অথ সকলদিগ্দেশীয় কলিযুগাবতার ইব নিখিলমঙ্গলালয়ঃ শ্রীলঃ আদিশূরনামা সদ্বৈদ্যকুলোদ্ভবঃ পরমধার্ম্মিক আসীৎ।

২। ততো বহুতিথে কালে গৌড়ে বৈদ্যকুলোদ্বহঃ।
বল্লালসেননৃপতিরজায়ত গুণোত্তমঃ॥

৩। শ্রীমদ্বল্লালসেনঃ প্রকৃতি সুচতুরঃ পুণ্যবানেকধাতা।
সদ্বিদ্যো বৈদ্যবংশোদ্ভবঃ"

শ্রীযুত মহিমচন্দ্র মজুমদার কৃত, 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' পুস্তকের
২৬১ পৃষ্ঠধৃত বারেন্দ্র কুলপঞ্জী।

৪। "অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
রাঢ়গৌড়বরেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈবচ॥
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব"

ঐ, কৃত, 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' পুস্তকের ২৬২ পৃষ্ঠধৃত,
শব্দকল্পদ্রুমধৃত দেবীবর বচন।

৫। "অম্বষ্ঠানাং কুলেঽসৌ প্রথমনরপতিঃ শৌর্য্যবীর্য্যাদিযুক্তস্তস্মান্নাম্নাদি-শূরো বিমলমতিরিতি খ্যাতিযুক্তোবভূব।"

২৬২ পৃঃ ঐ পুস্তকধৃত, অম্বষ্ঠসম্পাদিকা-বচন।

৬। "পুরা বৈদ্যকুলোদ্ভূতবল্লালসেনমহীভুজা।
ব্যবস্থাপিতং কৌলীন্যং দুহিসেনাদিবংশজে॥"

(২৬২পৃঃ) ঐ পুস্তকধৃত, কবিকণ্ঠহার প্রণীত বৈদ্যকুলপঞ্জী
অর্থাৎ সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জীধৃত বচন।

"অষ্টাদশপুরাণানি বিবিধাগমনানি চ।
নির্ম্মায় চতুরো বেদান্ ব্যাসেন ভারতং কৃতং॥"

ভগবদ্গীতার টীকাধৃত এই বচনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উপলব্ধি হয় যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের অনেক পূর্ব্ব হইতে পুরাণের সৃষ্টি আরম্ভ হয়। তবে পুরাণসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিলে ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের পরেও কোন কোন পুরাণের পরিসমাপ্তি ও কোন কোন পুরাণ রচিত ও সংগৃহীত হইয়াছে।

৭। "অথ বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দনঃ।
কুরুতেঽতিপ্রযত্নেন কুলশাস্ত্রনিরূপণং॥"

ঐ 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' পুস্তকের ২৬২ পৃষ্ঠধৃত রামানন্দ শর্ম্ম ঘটক কৃত বঙ্গজ কায়স্থ কুলদীপিকা।

"আসীদ্গৌড়ে মহারাজঃ আদিশূরঃ প্রতাপবান্।
সদ্বৈদ্যকুলসম্ভূত আসমুদ্রযশোবলঃ।
পুরা বৈদ্যকুলে জাতবল্লালসেনমহীভুজা।
স্থাপিতং যেন কৌলিন্যং চুহিসেনাদিবংশজে॥"

চতুর্ভুজকৃত, চতুর্ভুজনামক বৈদ্যকুলপঞ্জী।

১। "যদ্যপ্যাদিশূরো জাত্যাম্বষ্ঠঃ,"—ইত্যাদি ইত্যাদি।
২। "আদিশূরোঽম্বষ্ঠকুলেঽপি,"—ইত্যাদি " ।
৩। "সোঽম্বষ্ঠবংশপ্রভবাদিশূরো,"—ইত্যাদি " ।
৪। "আসীন্নরেন্দ্রো ভিষগাদিশূরঃ,"—ইত্যাদি " ।

শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীশঙ্কর রায় কৃত আদিশূর ও বল্লাল পুস্তক ও ৬ষ্ঠ খণ্ড নব্যভারতধৃত ব্রাহ্মণকুলাচার্য্যগণের গ্রন্থাবলীধৃত বচন।

"শ্রীমদ্বল্লালনামা ক্ষিতিপতিরতুলো বৈদ্যবংশাবতংসঃ।" ইত্যাদি ২।

অম্বষ্ঠাচারচন্দ্রিকা।

"শ্রীমদ্বল্লালসেন ——— ।
সদ্বিদ্যো বৈদ্যবংশোদ্ভবঃ।" বারেন্দ্র কুলপঞ্জী।

"শ্রীল আদিশূরনামা রাজা সদ্বৈদ্যকুলোদ্ভবঃ।"

বারেন্দ্র ঘটককারিকা।

"ধন্যঃ শ্রীমদীশ্বরপরায়ণ আদিশূরঃ সুবৈদ্যরাজঃ।"

দীনাজপুরজিলার (অধুনা মালদহের) অন্তর্গত গঙ্গাতীরবর্ত্তী গৌড়মণ্ডল রাজধানীতে প্রস্তরাঙ্কিত শ্লোক।

উদ্ধৃত কুলশাস্ত্রের বচনাবলীতে এক আদিশূর ও একমাত্র বল্লাল সেন নৃপতিকে কোন বচনে অম্বষ্ঠ, কোন বচনে বৈদ্য বলিয়া উক্ত হওয়াতে অম্বষ্ঠ আর বৈদ্য শব্দ যে এক জাতি (শ্রেণী) বাচক, সে ইতিহাসটি ব্রাহ্মণদিগের

প্রণীত কুলশাস্ত্র দ্বারাই বিশেষরূপে প্রকাশ পাইতেছে। অম্বষ্ঠ আর বৈদ্য শব্দ, একমাত্র অম্বষ্ঠবাচক না হইলে কুলশাস্ত্রপ্রণেতা ব্রাহ্মণেরা কখনই উক্ত শব্দ-দ্বয়কে একজাতিবাচকরূপে কুলশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিতেন না। গৌড়ে ব্রাহ্মণ নামক পুস্তকপ্রণেতা বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণদিগের কুলশাস্ত্রপ্রণেতা দেবীবর চৈতন্য দেবের সমকালের লোক—(১৫)। ইহার পূর্ব্বের আর রাঢ়ীয় বারেন্দ্র কোন কুলপঞ্জী পাওয়া যায় না (১৬)। ইহাতে বোধ হইতেছে রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-গণের মত কুলপঞ্জী আছে—দেবীবরকৃত পঞ্জী কিংবা ধ্রুবানন্দমিশ্রকৃত মিশ্র গ্রন্থই প্রাচীন (১৭)। সম্প্রতি চৈতন্যাব্দার ৪১৯ বৎসর অতীত হইয়াছে (১৮)।

(১৫) "যখন রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিসংগ্রহ গৌরাঙ্গ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার * * * * * করেন, সেই সমকালে ভট্টনারায়ণের অধস্তন ১৬ পুরুষে বন্দ্যবংশে সর্ব্বানন্দ ঘটকের ঔরসে দেবীবর ঘটক জন্মগ্রহণ করেন। শকাব্দা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জন্ম হইয়া থাকিবে।" ২০৬ পৃঃ গৌড়ে ব্রাহ্মণ।

"চৈতন্যের জ্যেষ্ঠ বিশ্বম্ভর সংসারাশ্রম ত্যাগ ও দণ্ডধারণ করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ ১৪০৭ শকের ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যাকালে জন্মগ্রহণ করেন। ২২৫ পৃঃ গৌড়ে ব্রাহ্মণ।

(১৬) "বল্লালসেন কর্ত্তৃক শ্রেণীবিভাগ এবং ঘটকনিয়োগ হইবার পূর্ব্বে রাঢ়দেশগামী শ্রীনিবাস গৌড়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমন বিষয়ে একখানি গ্রন্থ লিখেন। পরে উদয়াচার্য্য ভাদুড়ি বারেন্দ্র কুলবর্ণন করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সকল প্রাচীন কুলগ্রন্থ এখন অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না।" ৪ পৃঃ গৌড়ে ব্রাহ্মণ।

"বর্ত্তমান সময়ে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ঘটকদিগের যে সকল কুলগ্রন্থ দেখা যায়, তাহার কোনখানি শকাব্দা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বের লিখিত বলিয়া বোধ হয় না।"

৫পৃঃ গৌড়ে ব্রাহ্মণ।

(১৭) "ধ্রুবানন্দ মিশ্র বন্দ্যকুলসম্ভূত। ঘটকদের উক্তি এই যে, দেবীবর ঘটকবিশারদ মেলবন্ধন করেন, দেবীবরের উপদেশমত ধ্রুবানন্দ মিশ্র গ্রন্থ লিখেন। দেবীবরও বন্দ্যবংশীয়।"

৫১৬ পৃষ্ঠা গৌড়ে ব্রাহ্মণ পুস্তক।

(১৮) শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দা ৪১৯—৪২০। এ, কে, দের ও হিন্দুপ্রেস পঞ্জিকা দেখ।

১। "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পৃথিবীতে অবতরি।
অষ্ট চল্লিশ বৎসর প্রকটবিহারি॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত ছাপান্নে হইলা অন্তর্দ্ধান॥"

গৌড়ে ব্রাহ্মণ পুস্তকের ২২৭ পৃষ্ঠধৃত, আদি খণ্ড ১৩ পরিচ্ছেদ।

বৈদ্যকুলপঞ্জীকাকার চতুর্ভুজ, ৫৫৯ ও কবিকণ্ঠহার ২৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়াতে (১৯) এই সকল কুলগ্রন্থের প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে অদ্য হইতে দুই তিন চারি ও পাঁচ শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যকুলপঞ্জী লেখকগণ, বৈদ্য আর অম্বষ্ঠ শব্দ একমাত্র অম্বষ্ঠকে উপলক্ষ করিয়া স্ব-স্ব প্রণীত গ্রন্থে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন।

"অম্বষ্ঠ—(অম্ব পিতা—স্থা থাকা+অ—সংজ্ঞার্থে—আয়ুর্ব্বেদে অধিকারী বলিয়া যিনি রোগসময়ে পিতার ন্যায় থাকেন) সং পুং ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত, বৈদ্য, দেশবিশেষ, হস্তিপক।"

পণ্ডিত রামকমল বিদ্যালঙ্কার কৃত "প্রকৃতিবাদ" অভিধান।

"বৈদ্য আয়ুর্ব্বেদবেত্তা সচাম্বষ্ঠজাতিশ্চিকিৎসাবৃত্তিশ্চ।
তৎপর্য্যায়,—রোগহারী, অগদঙ্কারঃ, ভিষক্, বৈদ্যঃ, চিকিৎসকঃ।
ইত্যমরভরতৌ।" ৪৯০৮ পৃষ্ঠা প্রথম সংস্করণ, শব্দকল্পদ্রুম।

জাতিতত্ত্ব বিবেক, জাতিমিত্র প্রভৃতি বহুপুস্তকধৃত।

বৈদ্যশব্দের অর্থ আয়ুর্ব্বেদবেত্তা, অম্বষ্ঠ জাতি, চিকিৎসাবৃত্তি। রোগহারী, অগদঙ্কার, ভিষক্ বৈদ্য ও চিকিৎসক, অমরসিংহ এবং ভরতমল্লিক প্রণীত অমরকোষ ও তাহার টীকায় বৈদ্যশব্দের এই কয়টি অর্থ উক্ত হইয়াছে।

"অম্বষ্ঠো বিপ্রাদ্বৈশ্য কন্যায়ামুৎপন্ন ইতি মেদিনী।
অয়ং চিকিৎসাবৃত্তির্বৈদ্য ইতি খ্যাতঃ।"

৮৭ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় সংস্করণ শব্দকল্পদ্রুম অভিধান।

---

(১৯) "গ্রহরস বারসো যস্য শাকস্য সংখ্যা।
রচয়তি ভুজবেদো নাম সংখ্যা চ যস্য।"

চতুর্ভুজ কৃত, চতুর্ভুজনামক বৈদ্যকুলপঞ্জী বচন।

"কবিনা কণ্ঠহারেণ মাতুলোদ্দিষ্টবর্ত্মনা।
পঞ্চসপ্ততিথৌ শাকে ক্রিয়তে কুলপঞ্জিকা॥"

কবিকণ্ঠহার কৃত, সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা।

উদ্ধৃত দুই শ্লোকে দেখা যায়, "চতুর্ভুজ" নামক বৈদ্য কুলগ্রন্থ, ১২৬৯ শকাব্দায় আর কবিকণ্ঠহার কৃত, "সদ্বৈদ্য কুলপঞ্জিকা" ১৫৭৫ শকাব্দায় লিখিত হয়। বর্ত্তমান ১৮২৫ শকাব্দ মধ্যে এই অঙ্কের বিয়োগ করিলে ৫৫৬ ও ২৫০ বৎসর অবশিষ্ট থাকে।

ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যকন্যাতে উৎপন্ন অম্বষ্ঠ, এই কথা মেদিনী অভিধানে আছে। চিকিৎসা বৃত্তি দ্বারা অম্বষ্ঠ, বৈদ্য বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন।

"অম্বষ্ঠ (পুং) অম্ব [শব্দ অর্থাৎ চিকিৎসক শব্দ প্রসিদ্ধি নিমিত্ত] [অভি-প্রায় করা] ড] ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত, বৈদ্য। দেশবিশেষ। হস্তিপক।" শ্রীযুত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় কৃত শব্দদীধিতি অভিধান।

রামকমলকৃত প্রকৃতিবাদ অভিধানে তাঁহার নিজের লিখিত প্রথমবারের বিজ্ঞাপনের শেষে উক্ত গ্রন্থের সৃষ্টিকাল ১৯২৩ সংবৎ লিখিত আছে। তাহা দ্বারা ৩৭ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত গ্রন্থ লিখিত হয় বলিয়া প্রমাণ হইতেছে। উহাতে অর্থাৎ উক্ত বিজ্ঞাপনে শব্দকল্পদ্রুমেরও নাম আছে যথা,—"পণ্ডিতাগ্রগণ্য ডাক্তার উইলসন সাহেবের অভিধান, শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্প-দ্রুম, ভরতমল্লিক (২০) ও রায় মুকুট প্রভৃতি মহাত্মাদিগের (২১) অমরকোষের টীকা এবং অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অবলম্বন করিয়া," ইত্যাদি। এই প্রমাণ দ্বারা শব্দকল্পদ্রুমকে রামকমল কৃত প্রকৃতিবাদ অভিধান হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে হইল। শব্দদীধিতি অভিধান ১২৮১ শকাব্দায় মুদ্রিত হয় বলিয়া উক্ত অভিধানের (শিরোভাগে) জানা যায়। যাহা হউক, উপরি উক্ত অভিধানগুলির দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে ঐসকল আভিধানিক পণ্ডিতেরাও তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী

(২০) "ভরতমল্লিকস্য স্বহস্তলিখিতপুস্তকসমাপ্তিঃ। শকাব্দাঃ ১৫৯৭।"

৪৫০ পৃষ্ঠা, পুস্তকসমাপ্তি বাক্য॥ "চন্দ্রপ্রভা" (বৈদ্যকুলগ্রন্থ) ভরত মল্লিক কৃত।

(২১) সম্প্রতি বিক্রমসংবতের ১৯৬১ বৎসর চলিতেছে, অতএব বিক্রমাদিত্য রাজা যে সহস্রবৎসরাধিককালপূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অমরকোষকার অমরসিংহ বিক্রমা-দিত্যের সভার নবরত্নের একটী রত্ন যথা,—

"ধন্বন্তরি-ক্ষপণকামরসিংহ-শঙ্কু-বেতালভট্ট-ঘটকর্পর কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥"

অমরকোষের মনুষ্যবর্গে চিকিৎসকের অর্থ ভিষক্, বৈদ্য ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। চিকিৎসা-বৃত্তিহেতু অম্বষ্ঠই যে চিকিৎসক, বৈদ্য, তাহাও মনুসংহিতা প্রভৃতি বহু প্রাচীন শাস্ত্রদ্বারা এই অধ্যায়েই সপ্রমাণ করিয়াছি। চিকিৎসক শব্দের পর্য্যায়ে কোষকার যে অম্বষ্ঠশব্দের উল্লেখ করেন নাই তাহা তাঁহার অনবধান। বিশেষ চিকিৎসকের অর্থ যখন অম্বষ্ঠ, তখন চিকিৎ-সকের পর্য্যায়কেই অম্বষ্ঠশব্দের পর্য্যায় মনে করিতে হইবে। এমতাবস্থায় বলিতে হইল যে, বৈদ্য আর অম্বষ্ঠ যে একই কথা, তাহা অমরকোষ অভিধানেরও অভিপ্রেত।

অতি প্রাচীন কালের শাস্ত্রকারদিগের অনুসরণ করিয়াই স্ব স্ব অভিধানে অম্বষ্ঠ আর বৈদ্য শব্দকে একজাতিবাচকরূপে লিখিয়া গিয়াছেন।

এতক্ষণ যে ইতিহাসের আলোচনা করা হইল, তাহাতে স্থূলতঃ এই কথা পরিব্যক্ত হইতেছে যে, সত্যযুগ হইতে এই কলিযুগের বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে সকল স্মৃতি, পুরাণ ও অভিধানাদির সৃষ্টি হইয়াছে, তৎসমুদয়েই অম্বষ্ঠ আর বৈদ্যশব্দ একজাতি (শ্রেণী) বাচকরূপে উক্ত হইয়াছে। অতএব যাঁহারা বলিয়াছেন, এই কলিযুগে বৈদ্যবংশীয় রাজা রাজবল্লভের সমকালে বা পরে বঙ্গীয় বৈদ্যকুলগ্রন্থলেখক বৈদ্যগণই কেবল বৈদ্যশব্দের স্থলে অম্বষ্ঠশব্দ-ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও সকল যুগের শাস্ত্রীয় ইতিহাসবিরুদ্ধ (২২)। বাস্তবিকপক্ষে বৈদ্য আর অম্বষ্ঠে কোন প্রভেদ নাই। এই পুস্তকে আমরা বৈদ্য-অথবা-অম্বষ্ঠবিষয়ে যে সকল কথা বলিব, যে সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ (ইতিহাস) উদ্ধৃত করিব, তৎসমুদয়কে একমাত্র বৈদ্যজাতি-বিষয়ক ইতিহাস মনে করিতে হইবে। বৈদ্য আর অম্বষ্ঠ শব্দ যে নিয়তই

---

(২২) "মুদ্রিত অমুদ্রিত অনেক বৈদ্য কুলপঞ্জী পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ভরত মল্লিক "বৈদ্যকুল-তত্ত্ব" আর কবিকণ্ঠহারকৃত "সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা" অতি প্রাচীন। রাজনগরের রাজবল্লভের সময়ে যে সকল কুলপঞ্জী রচিত হইয়াছে তাহাতেই অম্বষ্ঠ নামের ছড়াছড়ি আছে।"

"কবিকণ্ঠহার ভরত মল্লিক কৃত কুলগ্রন্থের নাম "বৈদ্যকুলতত্ত্ব" কিম্বা "বৈদ্যকুলপঞ্জিকা" আর রাজবল্লভের পর রামজীবন গোপাল কৃষ্ণ প্রণীত বৈদ্যকুলগ্রন্থের নাম "অম্বষ্ঠ চারুচন্দ্রিকা" "অম্বষ্ঠ সম্পাদিকা"। পাঠক! ইহাতেই বুঝিবেন, বঙ্গীয় বৈদ্যের অম্বষ্ঠ আখ্যায়িকা কত আধুনিক।"

"আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, মূলে তিন প্রকার কায়স্থ যথা, চন্দ্রসেনী, অম্বষ্ঠ ও করণ। * * * কিন্তু কে অম্বষ্ঠ, কে চিত্রসেনী, কে করণ তাহা ঠিক করা যায় না। এমতাবস্থায় বঙ্গদেশীয় কায়স্থশ্রেণীর চিকিৎসাব্যবসায়ী বৈদ্য আখ্যাধারী কতকগুলিন লোক অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হইতে চেষ্টা পাওয়া নিতান্তই হাস্যজনক বলিয়া বোধ হয়।

ষষ্ঠ খণ্ড নব্যভারত ১১।১২ সংখ্যা বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত "বর্ণভেদ" প্রস্তাব।

বঙ্গীয় অম্বষ্ঠেরা (বৈদ্যেরা) যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে অতি প্রাচীনকালে এদেশে আসিয়াছেন এই পুস্তকের উত্তরখণ্ডের ৯ অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইবে। কায়স্থের মধ্যে চিকিৎসাব্যবসায়ী অম্বষ্ঠ বলিয়া কতকগুলিন লোক থাকা ইত্যাদি ইত্যাদি লেখকের উক্তিগুলিন যে নিতান্তই স্বপ্নসম্ভূত তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

একজাতিবাচক এ অধ্যায়ে সে ইতিহাস সুবিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইল। এই দুইটি শব্দই যে ব্রাহ্মণজাতিবাচক, পরবর্ত্তী অধ্যায় সকলে ক্রমে তাহা সুব্যক্ত হইবে।

ইতি বৈদ্যশ্রীগোপীচন্দ্র-সেনগুপ্ত-কবিরাজকৃত-বৈদ্যপুরাবৃত্তে
ব্রাহ্মণাংশে পূর্ব্বখণ্ডে বৈদ্যাম্বষ্ঠো নাম
প্রথমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয়াধ্যায়।

বৈদ্যশব্দের অর্থ।

কি প্রকারে, কি অর্থে আর্য্যেরা বৈদ্যশব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন, এ অধ্যায়ে তদ্বিষয়ক ইতিহাস বিবৃত হইবে। "ব্রহ্মণো জাতঃ" অথবা "ব্রহ্ম জানাতি" কিংবা "বিদ্যয়া যাতি" এই অর্থে যেমন ব্রাহ্মণ ও বিপ্র শব্দের উৎপত্তি (১); তেমনি "বেদং বেত্তি অধীতে বা" কিংবা "বিদ্যাং জানাতি" এই অর্থে বেদ আর বিদ্যা শব্দ হইতে বৈদ্যশব্দেরও উৎপত্তি হইয়াছে (২)। বেদ আর ব্রহ্ম, একই কথা (৩)। সুতরাং ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ হইতে ভিন্ন অর্থ দিয়া আর্য্যেরা বৈদ্য

---

(১) "ব্রহ্মণো জাতঃ" অথবা "ব্রহ্ম জানাতি" এই অর্থে "ব্রহ্মন্" শব্দ "ষ্ণ" প্রত্যয় করিয়া ব্রাহ্মণ শব্দ হইয়াছে। পরবর্ত্তী ৪টীকাধৃত ব্রাহ্মণ শব্দের সাধনপ্রণালী ও অর্থ দেখ।

(২) "ভরতমতে বেত্তি অধীতে বা বৈদ্যঃ ঢ-যে-কাদিতি "ষ্ণ"।"

রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীকৃত টীকা, অমরকোষ।

"বৈদ্য (বেদ আয়ুর্ব্বেদ বা বিদ্যা + অ (ষ্ণ) কুশলার্থে সংপুং আয়ুর্ব্বেদবেত্তা, ভিষক, চিকিৎসক, বিদ্বান্, পণ্ডিত। সিং নাবিদ্যানান্ত বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনাৎ ক্বচিৎ।"

১৪৬৩ পৃঃ, বৈদ্যশব্দের অর্থ, রামকমলকৃত, প্রকৃতিবাদ অভিধান।

(৩) "অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্‌যজুঃ সামলক্ষণম্॥ ২৩" ১অঃ মনুসংহিতা।

শব্দের সৃষ্টি করেন নাই, সংজ্ঞামাত্র ভিন্ন বলিয়া সপ্রমাণ হইল। ব্রাহ্মণ এবং বিপ্র শব্দের অর্থ যেমন ব্রহ্মাদিজ্ঞাপক, উচ্চভাবব্যঞ্জক, বৈদ্যশব্দের অর্থও তেমনি ব্রহ্মাদিজ্ঞাপক, উচ্চ ভাবব্যঞ্জক।

"রোগহার্য্যোঽগদঙ্কারো ভিষগ্‌বৈদ্যৌ চিকিৎসকে।"

মনুষ্যবর্গ, অমরকোষ।

টীকা—"পঞ্চ বৈদ্যস্য নামানি।" রায়মুকুট।

টীকা—"রোগেতি পঞ্চ বৈদ্যে" রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী। "বেত্তি অধীতে বা বৈদ্যঃ চ যে কাদিতি ষ্ণ্যঃ।" ভরত।

রোগহারী, অগদঙ্কার, ভিষক্, বৈদ্য ও চিকিৎসক, এই পাঁচটী শব্দই বৈদ্য-শব্দের পর্য্যায় অর্থাৎ বৈদ্যের এই পাঁচটী নাম।

দ্বিতীয় টীকার অর্থ, যিনি বেদাদি শাস্ত্র জানেন অর্থাৎ, বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নকরত সম্যক্ জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়াছেন তাঁহাকেই বৈদ্য বলে।

"প্রণবাবস্থিতং নিত্যং ভূর্ভুবঃস্বরিতীর্য্যতে।
ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্ব্বাণং যৎ তস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ॥ ২২"

টীকা—"এতদ্বেদচতুষ্টয়াত্মকঞ্চ যৎ তস্মৈ ব্রহ্মণে নম ইতি। ২২। শ্রীধরস্বামী।

"এতদ্‌ব্রহ্ম ত্রিধাভেদমভেদমপি স প্রভুঃ।
সর্ব্বভূতেষভেদেঽসৌ ভিদ্যতে ভিন্নবুদ্ধিভিঃ॥ ২৮
স ঋঙ্ময়ঃ সামময়ঃ স চাত্মা স যজুর্ম্ময়ঃ।
ঋগ্‌যজুঃসামসারাত্মা স এবাত্মা শরীরিণাম্॥ ২৯"

৩ অ, ৩ অং, বিষ্ণুপুরাণ।

ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মন্ বিপ্র কিংবা প্রজাপতি + অ (ষ্ণ) অপত্যার্থে কিংবা ব্রহ্মন্ বেদ + অ (ষ্ণ) অধ্যয়নার্থে। ব্রহ্মার মুখ হইতে জন্ম বলিয়া কিংবা যে বেদ অধ্যয়ন করে) সং পুং শ্রেষ্ঠ বর্ণ, দ্বিজোত্তম। শিং১

"যোগস্তপোদমোদানং ব্রতশৌচং দয়া ঘৃণা।
বিদ্যা বিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতৎ ব্রাহ্মণলক্ষণম্।"

১১৮৫ পৃঃ, রামকমল বিদ্যালঙ্কার কৃত, প্রকৃতিবাদ অভিধান।

"জন্মনা চ ভবেচ্ছূদ্রঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসৈর্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥"

কায়স্থপুরাণ দ্বিতীয় ভাগ, ১০৯ পৃষ্ঠা ও বোম্বের ছাপা ৩য় পৃঃ
কান্যকুব্জ বংশাবলীধৃত পদ্মপুরাণবচন।

"দোষজ্ঞে বৈদ্যবিদ্বাংসৌ জ্ঞোবিদ্বান্ সোমজেঽপি চ।"

নানার্থবর্গ, অমরকোষ।

দোষজ্ঞশব্দের অর্থ বৈদ্য ও বিদ্বান্, আর সোমজ অর্থাৎ বুধ শব্দের অর্থও জ্ঞ এবং বিদ্বান্।

"বিদ্বান্ বিপশ্চিদ্দোষজ্ঞঃ সন্ সুধীঃ কবিদোবুধঃ।
ধীরো মনীষী জ্ঞঃ প্রাজ্ঞঃ সংখ্যাবান্ পণ্ডিতঃ কবিঃ॥ ইত্যাদি।

ব্রহ্মবর্গ, অমর কোষ।

টীকা—"দ্বাবিংশতিঃ পণ্ডিতস্য।" রায়মুকুট।

বিদ্বান্, বিপশ্চিৎ, দোষজ্ঞ, সৎ, সুধী, কোবিদ, বুধ, ধীর, মনীষী, জ্ঞ, প্রাজ্ঞ, সংখ্যাবান্, পণ্ডিত ও কবি, এই সমুদয় শব্দই একার্থবোধক।

উদ্ধৃত অমরকোষের বচনগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়, বৈদ্যশব্দের অর্থ অতিশয় উচ্চ ভাবব্যঞ্জক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও বিপ্রশব্দের অর্থ হইতে বৈদ্যশব্দের অর্থ ভিন্ন নহে।

"বিদ্যাসমাপ্তৌ ভিষজস্তৃতীয়া জাতিরুচ্যতে।
অশ্নুতে বৈদ্যশব্দং হি ন বৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মনা।
বিদ্যাসমাপ্তৌ ব্রাহ্মং বা সত্ত্বমার্ষমথাপি চ।
ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানাত্তস্মাদ্বৈদ্যস্ত্রিজঃ স্মৃতঃ॥"

১ অধ্যায়, চিকিৎসা স্থান, চরকসংহিতা।

জাতি (শ্রেণী) মাত্র ভিষজের অর্থাৎ বৈদ্যের যৎকালে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বিদ্যা (৪) সমাপ্ত (ষড়ঙ্গ বেদচতুষ্টয় সহ আয়ুর্ব্বেদাদি ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন)

---

(৪) "অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বমর্থসাধনম্॥"

বিদ্যা শব্দের অর্থ, রামকমলকৃত, প্রকৃতিবাদ অভিধান।

"অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশঃ॥ ২৮
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চৈব তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থন্তু বিদ্যাহষ্টাদশৈব তাঃ॥ ২৯।"

সমাপন হয়, তৎকালেই তিনি তৃতীয় জাতি বলিয়া কথিত হন, অর্থাৎ প্রকৃত বৈদ্য হন। পূর্ব্বজন্ম (মাতৃগর্ভরূপ প্রথম জন্ম) ও সাবিত্রী (উপনয়নরূপ) দ্বিজ অর্থাৎ দ্বিতীয় জন্ম দ্বারা প্রকৃত বৈদ্যত্ব হয় না, উহার দ্বারা বৈদ্যকুলে (অম্বষ্ঠশ্রেণীতে) জাতমাত্র বৈদ্য (৫) ও দ্বিজত্ব হয় এই মাত্র। বাস্তবিকপক্ষে, বিদ্যাসমাপ্ত হইলেই তাঁহাতে ব্রাহ্ম ও ঋষিসত্ত্ব প্রবেশ করে, সেই হেতুই বৈদ্য (শ্রেণীমাত্র ভিষক্) ত্রিজ বলিয়া অভিহিত হন।

এ বচনের প্রকৃত ভাব এই যে, বৈদ্য মাতৃগর্ভরূপ প্রথম জন্ম দ্বারা শ্রেণীমাত্র বৈদ্য, দ্বিতীয় জন্ম অর্থাৎ উপনয়নরূপ জন্ম দ্বারা দ্বিজ ও বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়নসমাপ্তিরূপ জন্ম দ্বারা ত্রিজ (বেদজ্ঞ) বৈদ্য হন। শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র শর্ম্মা কবিরত্ন কবিরাজ যে এই বচনের অনুবাদ করিয়াছেন তাহা সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না, যেহেতু মন্বাদি বহু প্রাচীন শাস্ত্রে অতি প্রাচীন কাল হইতে চিকিৎসক, ভিষজ, বৈদ্য ইত্যাদি শব্দ অম্বষ্ঠশ্রেণীবাচক বলিয়া প্রকাশিত আছে। এমতাবস্থায় উক্ত বচনে যে ব্রাহ্মণাদিজাতিসাধারণ পরিগৃহীত হইয়াছে তাহা কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। অম্বষ্ঠার্থেই উহাতে ভিষক্‌শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

মহর্ষি চরকের কথায় সুব্যক্ত হইতেছে যে, প্রাচীন কালে যাঁহারা বেদাদিসমুদয়শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া সর্ব্ববিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইতেন,

টীকা—"অঙ্গানীতি। অঙ্গানি শিক্ষাকল্পজ্যোতিশ্ছন্দোনিরুক্তব্যাকরণানি ষট্।"

৬ অ, ৩ অং, বিষ্ণুপুরাণ। শ্রীধরস্বামী।

(৫) বৈদ্যকুলে জাত, অর্থাৎ জাতিমাত্র বৈদ্যের ন্যায় জাতিমাত্র ব্রাহ্মণও পূর্ব্বকালে থাকা সপ্রমাণ হয় যথা,—

"জাতিব্রাহ্মণ—(জাতিব্রাহ্মণ, ৩য়া—ষ) সং পুং তপঃশ্রুতিহীন ব্রাহ্মণ, যে তপস্যা ও বেদ পাঠ করে না, যে কেবল জাতিতে ব্রাহ্মণ। শিং ১ "তপঃশ্রুতিভ্যাং যো হীনো জাতিব্রাহ্মণ এব সঃ॥" ৭০৫ পৃঃ, রামকমলকৃত প্রকৃতিবাদ অভিধান।

জাতিব্রাহ্মণ—(পুং) (৩ তৎ) যে কেবল জাতিতে ব্রাহ্মণ, যে তপস্যা বা বেদপাঠ করে না।

৩১০পৃঃ, শব্দদীধিতি অভিধান।

এই প্রমাণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগুণ, বৈদ্যগুণ না থাকিলে তাহাকে শ্রেণীমাত্র ব্রাহ্মণ বৈদ্য বলা হইত।

তাঁহাদিগকেই প্রকৃত বৈদ্য বলা হইত। প্রাচীন কালে প্রকৃতপক্ষে বৈদ্যের অর্থ ইহাই ছিল। পূর্ব্বকালে কেবল আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়ন করিয়া তাহাতে জ্ঞানলাভ ও চিকিৎসাব্যবসায়মাত্র করিলেই কাহারও বৈদ্য আখ্যা হইত না। বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে জাতিমাত্র বৈদ্য বলা হইত।

"মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥ ১৬৯॥"

২ অধ্যায়, মনুসংহিতা।

ভাষ্য—"...........মাতুঃ সকাশাদগ্রে আদাবধিজননং জন্ম পুরুষস্য দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনে উপনয়নে তৃতীয়ং জ্যোতিষ্টোমাদিযজ্ঞদীক্ষায়াং ....। ত্রীণি জন্মানি দ্বিজস্য শ্রুতিচোদিতানি। নন্বেবং সতি ত্রিজঃ প্রাপ্নোতি। অত্র দ্বিজব্যবদেশে তাবদুপনয়নং নিমিত্তং...........। ১৬৯।" মেধাতিথি।

টীকা—"..........মাতুঃ সকাশাদাদৌ পুরুষস্য জন্ম. দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনে উপনয়নে।...........তৃতীয়ং জ্যোতিষ্টোমাদিযজ্ঞদীক্ষায়াং বেদশ্রবণাৎ। প্রথমদ্বিতীয়তৃতীয়জন্মকথনং ......।" কুল্লূকভট্ট।

"শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় প্রথমতঃ মাতা হইতে জন্মগ্রহণ করেন, উপনয়ন হইলেই তাঁহাদিগের দ্বিতীয় জন্ম হয়, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে তাঁহাদিগের তৃতীয় জন্ম হয়। (১৬৯)"

পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণিকৃত অনুবাদ।

মনুসংহিতার এই বচন দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, উপনয়ন দ্বারা দ্বিজ ও বেদাধ্যয়ন হইতে ত্রিজ হইতেন, উদ্ধৃত মনুসংহিতার বচন দ্বারা এ কথাও ব্যক্ত হইতেছে। চরক যে বৈদ্যগণের ত্রিজ আখ্যার কথা বলিতেছেন, তাহা কেবল তাঁহার কথা নহে, ঐ কথাটী প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তা মনুরও। যাহা হউক, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ষড়ঙ্গ বেদচতুষ্টয় অধ্যয়ন না করিলে প্রকৃত বৈদ্য হয় না, তাহাতে কেহ বলিতে পারেন, তবে কি বর্ত্তমান যুগের কেবল আয়ুর্ব্বেদব্যবসায়ী বৈদ্যগণ বৈদ্য নহেন? উত্তর বৈদ্য নহেন, এরূপ বলা হয় নাই, উল্লিখিত বেদজ্ঞ অর্থে বৈদ্য নহেন বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণশব্দের প্রাচীন কালের অর্থ, বেদজ্ঞ,

যিনি ব্রহ্মকে জানেন, কিন্তু বর্ত্তমানযুগের ব্রাহ্মণগণের সে সকল লক্ষণ না থাকিলেও তাঁহারা যেমন ব্রাহ্মণ অর্থাৎ প্রাচীন কালের সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের সন্তানরূপ ব্রাহ্মণ, তেমনি এযুগের বৈদ্যগণও প্রাচীন কালের বেদজ্ঞ বৈদ্যগণের সন্তানরূপ বৈদ্য।

অত্রিসংহিতা ও পদ্মপুরাণীয় বচনে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, ব্রাহ্মণকুলে জন্মরূপ ব্রাহ্মণেরা অর্থাৎ জাতিমাত্র (৬) ব্রাহ্মণেরা উপনয়নের দ্বারা দ্বিজ এবং বিদ্যা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চরক ও মনুবচনের মতে ষড়ঙ্গ চতুর্ব্বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ স্মৃতি আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়নকরত বিপ্র (ত্রিজ) উপাধি প্রাপ্ত হইতেন (৭)। যে বিপ্র আর ব্রাহ্মণশব্দ একার্থবাচক তাহার

(৬) ৫ম টিপ্পনী দেখ।

(৭) "জন্মনা ব্রাহ্মণোজ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব চ॥ ১৪০।" অত্রি সংহিতা।

"জন্মনা চ ভবেচ্ছূদ্রঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসৈর্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥"

কায়স্থপুরাণ ২ভাগ ১০৯ পৃঃ ও কান্যকুব্জবংশাবলীধৃত পদ্মপুরাণ বচন।

"নাভিব্যাহারয়েদ্ ব্রহ্ম স্বধানিনয়নাদৃতে।
শূদ্রেণ হি সমস্তাবদযাবদ্বেদে ন জায়তে॥" ১৭২। ২অ, মনুসংহিতা।

পদ্মপুরাণে এবং মনুসংহিতাদিতে অনুপনীত ব্রাহ্মণকে শূদ্র বলাতে মহর্ষি অত্রি যে বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হইলে ব্রাহ্মণ হয়, তাহার অর্থ জাতি (শ্রেণীমাত্র) ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে। এমতাবস্থায় মহর্ষি চরক যে বলিয়াছেন, ভিষকেরা বিদ্যাসমাপ্তি দ্বারা বৈদ্য হয়, ঐ ভিষকের অর্থও ভিষক্‌কুলে (অম্বষ্ঠ অর্থাৎ বৈদ্যকুলে) জাতমাত্র বৈদ্য। ব্রাহ্মণকুলে জাতমাত্র ব্রাহ্মণ যদি শূদ্র না হইতেন তাহা হইলে তাঁহার আর উপনয়নের প্রয়োজন হইত না, এবং উপনয়নের পর দ্বিজ নামও হইত না। ইহাতেই বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ বা বৈদ্যকুলে জাতমাত্র ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, নামমাত্র ব্রাহ্মণ বৈদ্য। অনুপনীত ব্রাহ্মণ যে জাতিমাত্র—শূদ্র, তৎসম্বন্ধে আরও প্রমাণ যথা,—

"যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নপি শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥" ১৬৮। ২অ, মনুসংহিতা।

"অশ্রোত্রিয়ানসুবাক্যা অসন্নয়াঃ শূদ্রধর্ম্মাণো—ইত্যাদি।
অব্রতানামশাস্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।" ৩অ, বশিষ্ঠ সং

অর্থ বিদ্বান্ অর্থাৎ অখিলবেদজ্ঞ (ব্রহ্মজ্ঞ) ব্রাহ্মণ। যাহা হউক চরকোক্ত বৈদ্য আর অত্রিসংহিতা ও পদ্মপুরাণীয় বিপ্র একই কথা হইতেছে। অতএব এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে, বৈদ্য, বিপ্র এবং ব্রাহ্মণ এই তিনটী শব্দই একার্থবোধক। একালে বৈদ্যশব্দের অর্থ অব্রাহ্মণ কিন্তু প্রাচীন কালে বৈদ্যশব্দের অর্থ অতি উচ্চ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ছিল। একালে যে কেবল চরকোক্ত ত্রিজ বৈদ্যই নাই তাহা নহে, মনু আর অত্রি এবং পদ্মপুরাণকারের কথিত ত্রিজ, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণও একালে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

যদি বল চরক বলিতেছেন, জাতিমাত্র বৈদ্য, বিদ্যা সমাপ্তি দ্বারা প্রকৃত বৈদ্য আর অত্রি প্রভৃতি বলিয়াছেন, জাতিমাত্র ব্রাহ্মণ, বিদ্যাসমাপ্তি দ্বারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ (বিপ্র) হন। এই উক্তিতে যখন স্পষ্টই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ভিন্ন ভিন্ন জাতি (শ্রেণী) বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে, তখন বিপ্র আর বৈদ্যশব্দের অর্থ এক হইলেও পূর্ব্বকালে বৈদ্য আর ব্রাহ্মণ একজাতি ছিলেন ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, অম্বষ্ঠেরা যে চিকিৎসাবৃত্তি দ্বারা বৈদ্য হন তাহা প্রথমাধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং তাঁহারা যে প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণজাতি ছিলেন, তাহাও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইবে। বেদাদিশাস্ত্রে অম্বষ্ঠের (বৈদ্যের) ব্রাহ্মণের ন্যায় অধিকার দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়, জাতিমাত্র যে বৈদ্য তাহাও জাতিমাত্র ব্রাহ্মণেরই সংজ্ঞান্তর বিশেষ। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ আর বেদজ্ঞ বৈদ্য যে এক কথা তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। চরক যে বলিয়াছেন, জাতিমাত্র বৈদ্য বিদ্যা-সমাপ্তি দ্বারা প্রকৃত বৈদ্য হন, এ বৈদ্যও ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ বা বেদজ্ঞ বিপ্রেরই নামান্তর মাত্র। পুনরায় যদি বল, চরকোক্ত বৈদ্যের অর্থ যে চিকিৎসক? হউক চিকিৎসক, তাহাতে আমাদের সিদ্ধান্তে দোষ ঘটিতেছে না। যখন চরক বিদ্যাসমাপ্তি ব্যতীত প্রকৃত বৈদ্যত্ব প্রদান-করেন নাই, তখন তদুক্ত বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞ বৈদ্য চিকিৎসক হইলেও তাহাতে যে বিপ্রত্ব (ব্রাহ্মণত্ব) ছিল

"বিপ্রাঃ শূদ্রসমাস্তাবদ্বিজ্ঞেয়াস্তু বিচক্ষণৈঃ।
যাবদ্বেদে ন জায়ন্তে দ্বিজা জ্ঞেয়াস্তু তৎপরম্॥" ১অ. শঙ্খসংহিতা।

এই বিধানানুসারেই অনুপনীত ব্রাহ্মণবালকেরা আজ পর্য্যন্তও পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধাদিতে প্রণবোচ্চারণ করিতে পারে না।

তাহা বলা বাহুল্য। বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে বহু শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন নামেরও অভাব নাই। এমতাবস্থায় প্রাচীন কালে একমাত্র বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া বিপ্র আর বৈদ্য দুই শ্রেণী হওয়া সত্য হইলেও তাঁহারা সকলেই যে জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহাতে আপত্তি করা (৮) বৃথা। নিম্নলিখিত প্রমাণ দ্বারাও আমাদের এই কথা সত্য বলিয়া নির্ণীত হইতেছে।

"অমরৈরজরৈস্তাবদ্বিবুধৈঃ সাধিপৈর্ধ্রুবৈঃ।
পূজ্যতে প্রয়তৈরেবমশ্বিনৌ ভিষজাবিতি॥
মৃত্যুব্যাধিজরাবশ্যৈর্দুঃখপ্রায়ৈঃ সুখার্থিভিঃ।
কিং পুনর্ভিষজো মর্ত্ত্যৈঃ পূজ্যাঃ স্যুর্নাতিশক্তিতঃ॥
শীলবান্ মতিমান্ যুক্তো দ্বিজাতিঃ শাস্ত্রপারগঃ।
প্রাণিভিগুর্রুবৎ পূজ্যঃ প্রাণাচার্য্যঃ স হি স্মৃতঃ॥"

১অ, চিকিৎসাস্থান, চরকসং।

"আরও অজর অমর দেবতাগণ আপনাদের অধিপতি ইন্দ্রের সহিত মিলিত ও শুদ্ধ হইয়া ঐ অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসককে পূজা করিয়া থাকেন। মর্ত্ত্যগণ মৃত্যু, ব্যাধি এবং জরাবশীভূত, আরও তাহারা দুঃখবহুল এবং সুখার্থী, অতএব তাহাদের শক্ত্যনুসারে চিকিৎসককে পূজাকরা নিতান্তই উচিত, ইহা বলা বাহুল্য। যে বৈদ্য সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান্, যুক্তিশাস্ত্রনিপুণ এবং শাস্ত্রপারগ, তিনিই প্রাণাচার্য্য বলিয়া অভিহিত হন। অতএব প্রাণিগণ তাঁহাকে গুরুর ন্যায় পূজা করিবে।" চিকিৎসাস্থান, ১অ, চরক সংহিতা।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র শর্ম্মা কবিরত্ন কবিরাজকৃত অনুবাদ।

উদ্ধৃত চরকসংহিতার বচনে বৈদ্য দেবগণের, মনুষ্যগণের ও প্রাণীমাত্রের পূজনীয় বলিয়া উক্ত হওয়াতে বুঝিতে হইবে যে, বৈদ্য ব্রাহ্মণেরও পূজনীয়, মহর্ষি চরক এই কথা বলিয়াছেন। বৈদ্য দেবতা, মনুষ্য ও প্রাণীমাত্রের পূজনীয়, এই কথা বলাতেই যে, বৈদ্যকে ব্রাহ্মণেরও পূজনীয় বলা হইয়াছে তাহাতে

---

(৮) অম্বষ্ঠ যখন জাতিতে ব্রাহ্মণ, তখন অত্রিসংহিতোক্ত "শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব চ" বাক্য দ্বারা প্রাচীনকালের বেদজ্ঞ বৈদ্যও (অম্বষ্ঠও) যে শ্রোত্রিয় উপাধি প্রাপ্ত হইতেন তাহা বলা বাহুল্য।

আর সন্দেহ নাই, যেহেতু ব্রাহ্মণ প্রাণিমাত্রের অন্তর্গত বটেন ও দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ নহেন। মহর্ষি চরকের সমকালে বৈদ্যের ঐ প্রকার অর্থ ও সম্মান না থাকিলে ও বৈদ্যগণ জাতিতে ব্রাহ্মণ না হইলে কখনই চরকসংহিতায় ঐরূপ উক্ত হইত না। চরকসংহিতা একখানি চিরপ্রসিদ্ধ ও প্রাচীন প্রামাণ্য আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ (৯)। উহা কোন কালে ব্রাহ্মণ মহর্ষি বা ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের অগোচর ছিল না। যদি মহর্ষি চরকের ঐ প্রকার উক্তি (অর্থাৎ বৈদ্যশব্দের অর্থ ও সম্মান) শাস্ত্র, ইতিহাস এবং তৎকালের সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ হইত, তাহা হইলে ঐ উক্তির প্রতিবাদ অবশ্যই আমরা কোন না কোন প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাইতাম, এবং ঐ কারণে পণ্ডিতসমাজে অবশ্যই চরকের নিন্দা ও চরকসংহিতাও ঘৃণিত হইত। অতএব বৈদ্যের অর্থ যে ব্রাহ্মণ (বৈদ্য যে

(৯) "ধন্বো ধন্বন্তরির্নাত্র চরকশ্চরতীহ ন।
নাসত্যাবপি নাসত্যাবত্র চিন্তাজ্বরে কিল॥" কাশীখণ্ড, স্কন্দপুরাণ।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন কবিরাজ প্রকাশিত প্রথম ভাগ
চরকসংহিতার ভূমিকাধৃত বচন।

স্কন্দপুরাণ যদি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত হয়, তাহা হইলে "সতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে। কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥" রাজতরঙ্গিণী ইতিহাসের এই প্রমাণানুসারে কুরুপাণ্ডবগণের সমকালবর্ত্তী বেদব্যাসকৃত স্কন্দপুরাণের সৃষ্টি হইতে এপর্য্যন্ত ৪৩৪৯ বৎসর অতীত হওয়া সাব্যস্ত হয়। উদ্ধৃত প্রমাণানুসারে চরকমুনি ইহারও পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছেন। সম্প্রতি কল্যব্দের ৫০০২ বৎসর, তন্মধ্যে রাজতরঙ্গিণীর উক্ত পাণ্ডবদিগের বর্ত্তমান কাল কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর কলির গতাব্দ বিয়োগ করিলে উক্ত ৪৩৪৯ বৎসর হয়। কিন্তু স্কন্দপুরাণসৃষ্টির এই কাল যে ঠিক নহে অম্বষ্ঠোৎপত্তি অধ্যায়ের শেষে তাহা বিবৃত হইবে।

চরকসংহিতার প্রতি অধ্যায়ের সমাপ্তিস্থলে "ইতি অগ্নিবেশকৃতে চরকপ্রতিসংস্কৃতে তন্ত্রে" ইত্যাদি আছে। ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে, চরকসংহিতার মূলকর্ত্তা অগ্নিবেশ। আর চরক সংহিতার অনেক স্থলেই আছে, অগ্নিবেশ পুনর্ব্বসুনামা ঋষির শিষ্য, পুনর্ব্বসু অত্রির পুত্র বলিয়া আত্রেয় নামে অভিহিত। এ সকল কথায় এই ইতিহাস পরিব্যক্ত হয় যে পুনর্ব্বসু ও অগ্নিবেশ চরকমুনি হইতেও প্রাচীন। স্কন্দপুরাণীয় কাশীখণ্ড বেদব্যাসের রচিত নয় বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত হওয়ার অনেক কারণ আছে, কিন্তু তাহা থাকিলেও উক্তখণ্ড যে তত্তৎকালের কোন শৈব ঋষির লেখনীপ্রসূত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের প্রাধান্যতার খর্ব্বতাহেতু তাহা হওয়াও একান্ত সম্ভব।

ব্রাহ্মণজাতি) এবং চরকের সমকালে বৈদ্যেরা যে ব্রাহ্মণজাতিমধ্যে গণ্য ছিলেন, চরকসংহিতার দ্বারাই তাহা বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইতেছে। উদ্ধৃত বচনে বৈদ্যকে দ্বিজাতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যদিও শাস্ত্রের কোন কোন স্থলে দ্বিজাতিশব্দে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বুঝায় (১০) তথাপি শাস্ত্রের কোন কোন স্থলে দ্বিজাতিপদে একমাত্র ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করাতে (১১) এবং মহর্ষি চরক বৈদ্যকে ব্রাহ্মণেরও পূজ্য বলাতে এখানে বুঝিতে হইবে, তিনি ব্রাহ্মণার্থেই দ্বিজাতিপদপ্রয়োগ করিয়াছেন। যদি শাস্ত্রে দ্বিজাতিপদ ব্রাহ্মণার্থে প্রযুক্ত না থাকিত, আর চরক বৈদ্যকে ব্রাহ্মণেরও পূজনীয় না বলিতেন, তাহা হইলে আমাদের এ সিদ্ধান্তের যে দোষ ঘটিত তাহা বলা বাহুল্য। ব্রাহ্মণ অথবা দেবতা না হইলে যে কাহাকেও ব্রাহ্মণের পূজনীয় বলা যাইতে পারে না—তাহা বোধ করি সকলেই সহজে বুঝিতে পারিলেন।

প্রথমাধ্যায়ে আমরা সপ্রমাণ করিয়াছি যে, অম্বষ্ঠেরাই চিকিৎসাকরা অর্থে সত্যযুগে ভগবান্ মনুরও পূর্ব্বে বৈদ্যসংজ্ঞালাভ করেন, এবং অম্বষ্ঠশ্রেণীরই বৃত্তিগত নাম বৈদ্য। অতএব চরকোক্ত জাতিমাত্র বৈদ্য অম্বষ্ঠ হইতেছে, এবং চরকসংহিতার উল্লিখিত প্রমাণ অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণত্বের ইতিহাস বলিয়া স্পষ্টতঃ প্রকাশ পাইতেছে। ইহার দ্বারা আলোচিত বিষয়ে আরও উপলব্ধি হয় যে, প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা বিদ্যাসমাপ্তকরা অর্থে বৈদ্য আর অন্য শ্রেণী ব্রাহ্মণেরা বিদ্যাসমাপ্ত করা অর্থে বিপ্র উপাধি গ্রহণ করিতেন। এ শ্রেণীর অর্থ জাতি (ভিন্নসম্প্রদায়) মাত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন সময়ে

(১০) "সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥" ১২। ৩অ, মনুসং।
"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রোনাস্তি তু পঞ্চমঃ॥" ৪। ১০অ, মনুসং।

(১১) "গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণোগুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥" ২৫অ, স্বর্গখণ্ড, পদ্মপু।
"ক্ষাত্রং দ্বিজত্বঞ্চ পরস্পরার্থং।" ভট্টিকাব্য।
"ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থো ভিক্ষুশ্চতুষ্টয়ে।
আশ্রমোঽস্ত্রী দ্বিজাত্যগ্রজন্ম-ভূদেব-বাড়বাঃ।
বিপ্রশ্চ ব্রাহ্মণোঽসৌ ষট্‌কর্ম্মা যাগাদিভির্যুতঃ॥" ব্রহ্মবর্গ, অমরকোষ

এই উভয়ের মধ্যেই যে বিপ্রত্ব, বৈদ্যত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব ছিল তাহা ক্রমশঃ সপ্রমাণ করা যাইতেছে (১২)।

"বেদাজ্জাতো হি বৈদ্যঃ স্যাদম্বষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রকঃ।"

শব্দকল্পদ্রুম, জাতিতত্ত্ববিবেক ও ধর্ম্মপ্রচারধৃত

শঙ্খসংহিতা বচন।

বেদ হইতে জাত অর্থাৎ বেদ অধ্যয়নকরত জ্ঞানলাভরূপ-জন্মগ্রহণকরা অর্থে ব্রাহ্মণের অম্বষ্ঠনামা পুত্রকে বৈদ্য কহে।

"বেদেভ্যশ্চ সমুৎপন্নস্ততো বৈদ্য ইতি স্মৃতঃ।"

ব্রহ্মপুরাণ বচন।

ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ববেদ হইতে যাহার উৎপত্তি অর্থাৎ ঐ সকল অধ্যয়নকরত যাহার প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভরূপ জন্ম হয় তাহাকে বৈদ্য কহে (১৩)।

---

(১২) প্রথমাধ্যায়ে মন্বাদি শাস্ত্র দ্বারা অম্বষ্ঠই চিকিৎসক, বৈদ্য, ইহা যে সপ্রমাণ করা হইয়াছে, তাহার অর্থ কেহ মনে করিবেন না যে মন্বাদি শাস্ত্রকারেরা বেদাদিশাস্ত্রানভিজ্ঞ অম্বষ্ঠকেই চিকিৎসক, বৈদ্য ইত্যাদি বলিয়াছেন, এবং চিকিৎসাব্যবসায় অর্পণ করিয়াছেন। ঐ স্থলেও বুঝিতে হইবে যে, বিদ্যাদিসম্পন্ন অম্বষ্ঠকেই তাঁহারা চিকিৎসক বৈদ্য ইত্যাদি বলিয়াছেন, চিকিৎসাবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। তাহা না করিলে ও মহর্ষি চরকের পূর্ব্বে সমাজে উক্ত রীতি না থাকিলে বিদ্যাসমাপ্তকরা অর্থে বৈদ্য হয়, পূর্ব্বজন্ম অর্থাৎ মাতৃগর্ভরূপ ও দ্বিজজন্মদ্বারাও বৈদ্য হয় না, এই ইতিহাস চরক পাইলেন কোথায়?

(১৩) "মাতুরগ্রেহধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥" ১৬৯। ২অ, মনুস°।

"মাতুর্যদগ্রে জননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনে।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্তস্মাদেতে দ্বিজাতয়ঃ॥"

অম্বষ্ঠদীপিকাধৃত যোগিযাজ্ঞবল্ক্যবচন।

এই দুইটী শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে আর্য্যদিগের মাতৃগর্ভে জন্ম হওয়ার পরেও উপনয়ন ও বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা গুণলাভরূপ আরও আধ্যাত্মিক জন্ম হইত। এমতাবস্থায় বেদ হইতে যে বৈদ্যের জন্ম তাহাকে শরীরের উৎপত্তি মনে না করিয়া সেই প্রকার আধ্যাত্মিক জন্ম মনে করিতে হইবে। বৈদ্যের মাতৃগর্ভরূপ অর্থাৎ শরীরের জন্ম স্বতন্ত্ররূপে মনুসংহিতা প্রভৃতিতে অম্বষ্ঠোৎপত্তিরূপে উক্ত হইয়াছে। এই সকল কারণবশতঃ আমরা শঙ্খসংহিতা

উদ্ধৃত শঙ্খসংহিতা ও ব্রহ্মপুরাণবচনে বৈদ্যের যে অর্থ উক্ত হইয়াছে, তাহা বিপ্রশব্দের ন্যায় একান্তই উচ্চভাবব্যঞ্জক। উপরে চরকসংহিতা আর অত্রিসংহিতা দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে যে, বিদ্যাসমাপ্তি দ্বারা বিপ্র আর বৈদ্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব শঙ্খসংহিতা ও ব্রহ্মপুরাণ-বচনে যে বেদ হইতে বৈদ্যের উৎপত্তি হওয়া উক্ত আছে, তাহাকেও বৈদ্যসংজ্ঞা (উপাধি) মাত্রের উৎপত্তি মনে করা উচিত। যদি বল, একথা সত্য হইলে বেদ হইতে জাত বৈদ্য আর বৈদ্যশ্রেণীতে জাত বৈদ্য, সমুদায় বৈদ্য যে দুই প্রকার হয়? উত্তর, এ অর্থে ব্রাহ্মণও দুই প্রকার যথা,—"ব্রহ্ম জানাতি" ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণশ্রেণীতে জাত জাতিমাত্র ব্রাহ্মণ (১৪)। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, বিপ্র, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য প্রভৃতি সংজ্ঞার যাহা প্রকৃতার্থ তাহা লইয়াই প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তাঁহারা ঐ সকল উপাধিতে বাচ্য হইতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে বহুকাল বংশানুক্রমে সেই অর্থও চলিয়া আসিয়াছিল (১৫)। আরও বুঝিতে হইবে যে জাতিমাত্রে জাত কথাটীর অর্থও ব্রাহ্মণাদিশ্রেণীতে জাত শিশুদিগকে উপলক্ষ করিয়া বলা হইয়াছে। আর প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গুণানুসারে

আর ব্রহ্মপুরাণায় বচনের উক্ত প্রকার অর্থ করিলাম। বেদ হইতে মনুষ্যশরীরের যে উৎপত্তি হইতে পারে না তাহা বলা বাহুল্য।

(১৪) দ্বিতীয় অধ্যায় ৫ টীকা দেখ।

(১৫) "নাভিব্যাহারয়েদ্ ব্রহ্ম স্বধানিনয়নাদৃতে।
শূদ্রেণ হি সমস্তাবৎ যাবদ্বেদে ন জায়তে॥ ১৭২।
যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নপি শূদ্রত্বমনুগচ্ছতি সান্বয়ঃ॥" ১৬৮। ২অ, মনুসং।
"বিপ্রাঃ শূদ্রসমাস্তাবদ্বিজ্ঞেয়াস্তু বিচক্ষণৈঃ।
যাবদ্বেদে ন জায়ন্তে দ্বিজাজ্ঞেয়াস্তু তৎপরম্॥" ৮। ১অ, শঙ্খসং।

যে অর্থে প্রাচীন ভারতীয়দিগের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি শ্রেণীবিভাগ হইয়াছিল, সে অর্থ তাঁহাদের মধ্যে সন্তানপরম্পরায় যে চলিয়া আসিত, তদর্থসম্পন্ন না হইলে কিছুতেই প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণাদিশ্রেণীতে কেহ যে থাকিতে পারিতেন না, তাহা উদ্ধৃত অনুশাসন শ্লোক-গুলির ও অন্যান্য স্মৃতি পুরাণীয় অনুশাসন শ্লোক দ্বারা পরিব্যক্ত হয়। বিদ্যাসমাপ্ত না হইলে কেবল ব্রাহ্মণশ্রেণীতে বা অম্বষ্ঠশ্রেণীতে জন্ম দ্বারা যে বিপ্র বা বৈদ্য হইবার রীতি প্রাচীনকালে ছিল না, তাহা পূর্ব্বেও চরকসংহিতা, অত্রিসংহিতা ও পদ্মপুরাণ দ্বারা দেখান হইয়াছে।

যেমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ইত্যাদি শ্রেণীবিভাগ হইয়াছিল, তেমনি আবার পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তি ও গুণানুসারে ব্রাহ্মণাদির মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর উৎপত্তি হয়, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের কুলীন, শ্রোত্রিয়, কাপ, রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক, কনোজিয়া, সরোজিয়া প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের ন্যায় মূলে তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন।

"ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিষু বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৯।
ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ ॥ ৯৭ ॥" ১অ, মনুসং।

ভাষ্য—"বিদুষাং শ্রেষ্ঠা মহাফলেষু যাগাধিকারাৎ।" ইঃ। মেঃ।
টীকা—"ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো মহাফলজ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্মাধিকারাৎ।" ইত্যাদি। ৯৭। কুল্লূকভট্ট।

স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতের মধ্যে প্রাণিগণ শ্রেষ্ঠ, প্রাণিসকলের মধ্যে বুদ্ধিজীবী প্রাণিসকলই শ্রেষ্ঠ, তাহাদের মধ্যে মনুষ্যেরা শ্রেষ্ঠ, মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিদ্বানেরা (বৈদ্যেরা) শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান্‌দিগের মধ্যে কৃতবুদ্ধিগণ শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের হইতে কর্ত্তা শ্রেষ্ঠ, কর্ত্তা হইতে ব্রহ্মজ্ঞগণ শ্রেষ্ঠ।

এই বচনের বিদ্বাংসশব্দের অর্থ যে বৈদ্য, তাহা পূর্ব্বে অমরকোষাদি দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। মনুসংহিতার ভাষ্যকার ও টীকাকার কুল্লূকভট্ট, বিদ্বাংসের অর্থে জ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্মাধিকারকে ধরিয়া লইয়াছেন। উক্ত শব্দের স্পষ্টতঃ বৈদ্য অর্থ করেন নাই। উক্ত শব্দের অর্থ যে বৈদ্য তাহা মনুসংহিতার পরবর্ত্তী মহাভারত ও পদ্মপুরাণের বচন দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে।

"ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিষু বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষ্বপি দ্বিজাতয়ঃ।
দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসো বৈদ্যেষু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ ॥"

৫অ, উদ্যোগ পর্ব্ব মহাভারত ও
৮৭অ, উত্তরখণ্ড, পদ্মপুরাণ।

ভূতসকলের মধ্যে প্রাণিগণ, প্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবী প্রাণিগণ, তাহা-দিগের মধ্যে মনুষ্যেরা, মনুষ্যের মধ্যে দ্বিজগণ, দ্বিজগণের মধ্যে বৈদ্যগণ, বৈদ্য-দিগের মধ্যে কৃতবুদ্ধিগণ, তাঁহাদের মধ্যে কর্ত্তা, কর্ত্তা হইতে ব্রহ্মজ্ঞ শ্রেষ্ঠ।

মহাভারতকার ও পদ্মপুরাণকার যখন মনুবচনের বিদ্বান্ শব্দের বৈদ্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন টীকাকার ও ভাষ্যকার মনুবচনের বিদ্বান্ শব্দের জ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্মাধিকারী অর্থ করিলেও উহার বৈদ্য অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। বৈদ্যদিগের (অর্থাৎ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের) বেদাধিকারিত্বের ও বেদজ্ঞ-ত্বের প্রমাণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (পরেও দর্শিত হইবে)। এখানে মনুসংহি-তার বচনের বিদ্বাংস ও মহাভারতীয় বচনের বৈদ্যশব্দের জ্যোতিষ্টোমাদি-কর্ম্মাধিকারী এবং বেদজ্ঞ অর্থ করিয়া, বৈদ্য অর্থাৎ অম্বষ্ঠশ্রেণী হইতে বেদজ্ঞ বৈদ্যকে ভিন্ন করিবার কোন উপায় নাই।

"ঋত্বিক্‌পুরোহিতাচার্য্যৈর্ম্মাতুলাতিথিসংশ্রিতৈঃ।
বালবৃদ্ধাতুরৈর্বৈদ্যৈর্জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ॥ ১৭৯।
মাতাপিতৃভ্যাং যামীভির্ভ্রাতা পুত্রেণ ভার্য্যয়া।
দুহিত্রা দাসবর্গেণ বিবাদং ন সমাচরেৎ॥" ১৮০। ৪অ, মনুসং।

ভাষ্য—"বৈদ্যা বিদ্বাংসো ভিষজোবা।" ১৭৯। মেধাতিথি।

"ঋত্বিক্ যজ্ঞাদি কর্ম্মে হোতা, শান্ত্যাদিকর্ত্তা পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল, গৃহাগত আগন্তুক, অনুজীবী, বালক, বৃদ্ধ, পীড়িত, বৈদ্য, কুটুম্ব। ১৭৯।

মাতা, পিতা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি, ভ্রাতা, পুত্র, পত্নী, কন্যা ও ভৃত্যবর্গ, ইহাদিগের সহিত বিবাদ করিবে না। ১৮০।"

পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণিকৃত অনুবাদ।

উদ্ধৃত মনুবচনস্থ বৈদ্যশব্দের ভট্ট মেধাতিথিও বিদ্বাংস ও ভিষজার্থ করি-য়াছেন। মনুবচনের এই বৈদ্যশব্দ যে অম্বষ্ঠবাচক তাহা "বৈদ্যবৃত্তি" অধ্যায়ের তৎসম্পর্কীয় টীকা দেখিলেই বিদিত হইবে। মহাভারতকারানুসারী ভট্ট মেধা-তিথি কুল্লূক হইতে অতিশয় প্রাচীন, তিনি মনুবচনের বিদ্বাংস শব্দের বৈদ্য অর্থ করাতে বুঝা গেল, কেবল জ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্মাধিকারীই বিদ্বাংসশব্দের অর্থ নহে, বৈদ্য অর্থাৎ বেদজ্ঞ অম্বষ্ঠও।

"আরাধ্যঃ সর্ব্বজাতীনাং নমস্যশ্চ বিশেষতঃ।
ব্রহ্মমন্ত্রাস্তবেৎ যশ্চ যত্নৈঃ পাচিতমৌষধং॥" ইত্যাদি।

* বৈদ্যোৎপত্তি প্রকরণ, বিবরণখণ্ড, স্কন্দপুরাণ।

যিনি সকল জাতিরই বিশেষ প্রকারে আরাধ্য ও নমস্য, যিনি বেদমন্ত্রোদ্ভব, যিনি ঔষধ পাক করেন। ইত্যাদি।

দেখা যায় যে, উল্লিখিত মহাভারত-ও-পদ্মপুরাণীয় বচনে মনুবচনের "ব্রাহ্মণেষু চ" বাক্যের স্থলে "দ্বিজেষু" পদ (১৬) এবং স্কন্দপুরাণবচনের "সর্ব্ব-জাতীনাং" বাক্যে ব্রাহ্মণকেও গৃহীত হইয়াছে। অতএব চরকসংহিতা, মনু-সংহিতা, মহাভারত ও স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি দ্বারা এই ইতিহাস পরিব্যক্ত হইতেছে যে, অতিপ্রাচীন কালে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বৈদ্যের (অম্বষ্ঠশ্রেণীর) সম্মান অধিক ছিল। যখন উপরি উক্ত শাস্ত্রীয়প্রমাণসকলে বৈদ্যগণ সকল বর্ণের (অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদিরও) নমস্য বলিয়া স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে, তখন বৈদ্যের অর্থ ব্রাহ্মণ হইতেছে। কারণ ব্রাহ্মণ না হইলে কেহ ব্রাহ্মণের নমস্য হইতে পারে না। আর প্রাচীনকালে বৈদ্যের (চিকিৎসকের) সম্মান এত অধিক ছিল বলাতে কোন দোষ হইতেছে না, যেহেতু ইহা মনুসংহিতা, চরকসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত ইতিহাস (১৭)।

আয়ুর্ব্বেদীয় চরকসংহিতা প্রভৃতিতে পৃথিবীতে আয়ুর্ব্বেদপ্রচারের যে ইতিহাস আছে (১৮) তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আর্য্য মহর্ষিগণ

(১৬) "ক্ষাত্রং দ্বিজত্বঞ্চ পরস্পরার্থং।" ভট্টিকাব্য।

(১৭) অম্বষ্ঠব্রাহ্মণেরা প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ সাধারণের নমস্য ছিলেন একথায় কেহ মনে করিবেন না যে কেবল তাঁহারাই নমস্য ছিলেন, বেদজ্ঞ অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা অম্বষ্ঠগণের আচার্য্য পুরোহিত ও সম্পর্কে গুরুতর হইলে তাঁহারাও যে অম্বষ্ঠের নিকট প্রণামাদি প্রাপ্ত হইতেন তাহার প্রমাণানুসন্ধানকরা বাহুল্যমাত্র।

(১৮) "(ভরদ্বাজপ্রাদুর্ভাব)

দীর্ঘজীবিতমন্বিচ্ছন্ ভরদ্বাজ উপাগমৎ।
ইন্দ্রমুগ্রতপা বুদ্ধ্বা শরণ্যমমরেশ্বরং॥
ব্রহ্মণাহি যথাপ্রোক্তমায়ুর্ব্বেদং প্রজাপতিঃ।
জগ্রাহ নিখিলেমাদাবশ্বিনৌ তু পুনস্ততঃ।

অন্যান্যবেদাধ্যয়নকরত জ্ঞানলাভ করিয়াও অথর্ব্ববেদের অঙ্গবিশেষ আয়ুঃ

অশ্বিভ্যাং ভগবান্ শক্রঃ প্রতিপেদে হ কেবলম্।
ঋষিপ্রোক্তো ভরদ্বাজস্তস্মাচ্ছক্রমুপাগমৎ॥
বিঘ্নভূতা যদা রোগাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ শরীরিণাং।
তপোবেদাধ্যয়নব্রহ্মচর্য্যাব্রতায়ুষাং॥
তদা ভূতেষ্বনুক্রোশং পুরস্কৃত্য মহর্ষিভিঃ।
সমেতাঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ পার্শ্বে হিমবতঃ শুভে॥
অঙ্গিরা যমদগ্নিশ্চ বশিষ্ঠঃ কাশ্যপস্তথা।
আত্রেয়ো গৌতমঃ শাঙ্খ্যঃ পুলস্ত্যো নারদোঽসিতঃ।
সুখোপবিষ্টাস্তে তত্র পুণ্যাং চক্রুঃ কথামিমাম্॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।
রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ॥
প্রাদুর্ভূতো মনুষ্যাণামন্তরায়ো মহানয়ং।
কঃ স্যাত্তেষাং শমোপায় ইত্যুক্ত্বা ধ্যানমাস্থিতাঃ॥
অথ তে শরণং শক্রং দদৃশুর্ধ্যান চক্ষুষা।
স বক্ষ্যতি শমোপায়ং যথাবদমরপ্রভুঃ॥"
কঃ সহস্রাক্ষভবনং গচ্ছেৎ প্রষ্টুং শচীপতিং।
অহমর্থে নিযুক্তোয়মত্রেতি প্রথমং বচঃ।
ভরদ্বাজোঽব্রবীত্তস্মাদৃষিভিঃ স নিয়োজিতঃ।
স শক্রভবনং গত্বা সুরর্ষিগণমধ্যগং॥ ইত্যাদি।
ব্যাধয়ো হি সমুৎপন্নাঃ সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করাঃ।
তদ্ব্রূহি মে শমোপায়ং যথাবদমরপ্রভো।
তস্মৈ প্রোবাচ ভগবানায়ুর্ব্বেদং শতক্রতুঃ॥ ইত্যাদি।
তেনায়ুরমিতং লেভে ভরদ্বাজঃ সুখান্বিতঃ।
ঋষিভ্যোঽনধিকং তচ্চ শংসমানোঽবশেষয়ন্।
ঋষয়স্তু ভরদ্বাজাজ্জগৃহুস্তং প্রজাহিতং॥ ইত্যাদি।
অথ মৈত্রীপরঃ পুণ্যমায়ুর্ব্বেদং পুনর্ব্বসুঃ।
শিষ্যেভ্যো দত্তবান্ ষড়্ভ্যঃ সর্ব্বভূতানুকম্পয়া॥
অগ্নিবেশশ্চ ভেলশ্চ জতুকর্ণঃ পরাশরঃ।
হারীতঃ ক্ষারপাণিশ্চ জগৃহুস্তন্মুনের্ব্বচঃ॥ ইত্যাদি।

১ অধ্যায় সূত্রস্থান, চরকসংহিতা।

র্ব্বেদ (১৯) তাঁহাদের নিকটে না থাকাতে শারীরতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগনিবার-

"ব্রহ্মা প্রোবাচ ততঃ প্রজাপতিরশ্বিজগে তস্মাদশ্বিনাবশ্বিভ্যামিন্দ্র ইন্দ্রাদহং ময়াত্বিহ প্রদেয় মর্থিভ্যঃ প্রজাহিতহেতোঃ ॥" ১অ, সূত্রস্থান, সুশ্রুতসংহিতা।

"(আত্রেয়প্রাদুর্ভাব)

একদা জগদালোক্য গদাকুলমতন্ততঃ।
চিন্তয়ামাস ভগবানাত্রেয়ো মুনিপুঙ্গবঃ।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কথং লোকানিরাময়াঃ ॥ ইত্যাদি।
এতেষাং দুঃখতো দুঃখং মমাপি হৃদয়েঽধিকম্।
আয়ুর্ব্বেদং পঠিষ্যামি নৈরুজ্যায় শরীরিণাম্ ॥
ইতি নিশ্চিত্য ভগবানাত্রেয়স্ত্রিদশালয়ম্।
তত্র মন্দিরমিন্দ্রস্য গত্বা শক্রং দদর্শ সঃ ॥ ইত্যাদি।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশং মে কুরু কারুণ্যতোনৃণাং। ইত্যাদি।
মুনীন্দ্রইন্দ্রতঃ সাঙ্গমায়ুর্ব্বেদমধীত্য সঃ। ইত্যাদি।
ততোঽগ্নিবেশং ভেড়ঞ্চ জতুকর্ণং পরাশরং।
ক্ষারপাণিঞ্চ হারীতমায়ুর্ব্বেদমপাঠয়ৎ ॥" ইত্যাদি।

সৃষ্টিপ্রকরণ, প্রথমভাগ, ভাবপ্রকাশ।

(১৯) (চরকপ্রাদুর্ভাব)

"যদা মৎস্যাবতারেণ হরিণা বেদ উদ্ধৃতঃ।
তদা শেষশ্চ তত্রৈব বেদং সাঙ্গমবাপ্তবান্ ॥ ইত্যাদি।
একদা স মহীবৃত্তং দ্রষ্টুং চর ইবাগতঃ।
তত্র লোকান্ গদৈর্গ্রস্তান্ ব্যথয়া পরিপীড়িতান্।
স্থলেষু বহুষু ব্যগ্রান্ ম্রিয়মাণাংশ্চ দৃষ্টবান্ ॥
তান্ দৃষ্ট্বাতিদয়াযুক্তস্তেষাং দুঃখেন দুঃখিতঃ।
অথান্তশ্চিন্তয়ামাস রোগোপশমকারণম্ ॥
সংচিন্ত্য স স্বয়ং তত্র মুনেঃ পুত্রো বভূবহ। ইত্যাদি।
তস্মাচ্চরকনাম্নাঽসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে। ইত্যাদি।
আত্রেয়স্য মুনেঃ শিষ্যা অগ্নিবেশাদয়োঽভবন্।
মুনয়ো বহবস্তৈশ্চ কৃতং তন্ত্রং স্বকং স্বকং ॥
তেষাং তন্ত্রাণি সংস্কৃত্য সমাহৃত্য বিপশ্চিতা।
চরকেণাত্মনো নাম্না গ্রন্থোঽয়ং চরকঃ কৃতঃ ॥

সৃষ্টিপ্রকরণ প্রথমভাগ, ভাবপ্রকাশ।

পরবর্ত্তী ২৩ টীকা দেখ।

পাদি বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং অক্ষম ছিলেন (২০)। স্বর্গের ইন্দ্রা-

(২০) "ধন্বন্তরি প্রাদুর্ভাব।

একদা দেবরাজস্য দৃষ্টির্নিপতিতা ভুবি।
তত্র তেন নরা দৃষ্টা ব্যাধিভিঃ পরিপীড়িতাঃ॥
তান্ দৃষ্ট্বা হৃদয়ং তস্য দয়য়া পরিপীড়িতম্।
দয়ার্দ্রহৃদয়ঃ শক্রো ধন্বন্তরিমুবাচ হ॥
ধন্বন্তরে। সুরশ্রেষ্ঠ! ভগবন্ কিঞ্চিদুচ্যতে।
যোগ্যো ভবসি ভূতানামুপকারপরোভব॥
উপকারায় লোকানাং কেন কিং ন কৃতং পুরা।
ত্রৈলোক্যাধিপতির্বিষ্ণুরভূন্মৎস্যাদিরূপবান্॥
তস্মাত্বং পৃথিবীং যাহি কাশীমধ্যে নৃপোভব।
প্রতিকারায় রোগাণামায়ুর্ব্বেদং প্রকাশয়।
ইত্যুক্ত্বা সুরশার্দ্দূলঃ সর্ব্বভূতহিতেপ্সয়া।
সমস্তমায়ুষো বেদং ধন্বন্তরিমুপাদিশৎ॥
অধীত্য আয়ুষো বেদমিন্দ্রাৎ ধন্বন্তরিঃ পুরা।
আগত্য পৃথিবীং কাশ্যাং জাতো বাহুজবেশ্মনি॥
নাম্না তু সোঽভবৎ খ্যাতো দিবোদাস ইতি ক্ষিতৌ। ইত্যাদি।

সুশ্রুত প্রাদুর্ভাব।

অথ জ্ঞানদৃশা বিশ্বামিত্রপ্রভৃতয়োঽবিদন্।"
অয়ং ধন্বন্তরিঃ কাশ্যাং কাশীরাজোঽয়মুচ্যতে॥
বিশ্বামিত্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ পুত্রং সুশ্রুতমুক্তবান্।
বৎস। বারাণসীং গচ্ছ ত্বং বিশ্বেশ্বরবল্লভাম্॥
তত্র নাম্না দিবোদাসঃ কাশীরাজোঽস্তি বাহুজঃ।
স হি ধন্বন্তরিঃ সাক্ষাদায়ুর্ব্বেদবিদাং বরঃ॥
আয়ুর্ব্বেদং ততোঽধীত্য লোকোপকৃতিহেতবে।
সর্ব্বপ্রাণিদয়াতীর্থমুপকারো মহামখঃ॥
পিতুর্ব্বচনমাকর্ণ্য সুশ্রুতঃ কাশিকাং গতঃ।
তেন সার্দ্ধং সমধ্যেতুং মুনিসুতশতং যযৌ॥
অথ ধন্বন্তরিং সর্ব্বে বানপ্রস্থাশ্রমে স্থিতম্। ইত্যাদি।

দির নিকটে তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়ন করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগনিবারণ করিতে সমর্থ হন। ইহাতেই পরিব্যক্ত হইতেছে যে, মনুষ্যের জ্ঞাতব্য সমুদয়-বেদ-না-জানা-হেতুতে আর্য্যদের মধ্যে কেহই তৎকালে সম্পূর্ণ-বেদ-জানা অর্থে বৈদ্য উপাধি লাভ-করিতে অর্থাৎ বৈদ্য হইতে পারেন নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে, আর্য্যেরা আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়ন দ্বারাই বৈদ্য উপাধি লাভ-করিয়া-ছিলেন (২১)। পৃথিবীর সর্ব্বত্র আয়ুর্ব্বেদপ্রচারের উক্ত ইতিহাস হইতে ইহাও

ভগবান্মানবান্ দৃষ্ট্বা ব্যাধিভিঃ পরিপীড়িতান্।
ক্রন্দতো ম্রিয়মাণাংশ্চ জাতাস্মাকং হৃদি ব্যথা॥
আময়ানাং শমোপায়ং বিজ্ঞাতুং বয়মাগতাঃ।
আয়ুর্ব্বেদং ভবানস্মানধ্যাপয়তু যত্নতঃ।
অঙ্গীকৃত্য বচস্তেষাং নৃপতিস্তানুপাদিশৎ॥ ইত্যাদি।

ভরদ্বাজ প্রাদুর্ভাব।

একদা হিমবৎপার্শ্বে দৈবাদাগত্য সঙ্গতাঃ।
মুনয়ো বহবস্তেষাং নামভিঃ কথয়াম্যহং॥
ভরদ্বাজো মুনিবরঃ প্রথমং সমুপাগতঃ। ইত্যাদি।
সুখোপবিষ্টাস্তে তত্র সর্ব্বে চক্রুঃ কথামিমাং।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং মূলমুক্তং কলেবরং।
তচ্চ সর্ব্বার্থসংসিদ্ধ্যৈ ভবেদ্ যদি নিরাময়ং॥
তপঃস্বাধ্যায়ধর্ম্মাণাং ব্রহ্মচর্য্যব্রতায়ুষাম্।
হর্ত্তারঃ প্রসৃতা রোগা যত্র তত্র চ সর্ব্বতঃ॥
রোগাঃ কার্শ্যকরা বলক্ষয়করা দেহস্য চেষ্টাহরাঃ। ইত্যাদি।
ভরদ্বাজোমুনিশ্রেষ্ঠো জগাম ত্রিদশালয়ং। ইত্যাদি।
তমুবাচ মুনিং সাঙ্গমায়ুর্ব্বেদং শতক্রতুঃ॥" ইত্যাদি।

সৃষ্টিপ্রকরণ, প্রথম ভাগ ভাবপ্রকাশ।

(২১) ১৮।১৯ টীকাধৃত প্রমাণে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে, রোগ আর্য্যদিগের তপস্যা, উপবাস, অধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালনাদির বিঘ্ন, এমন কি, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সাধনেরও প্রধান অন্তরায় হইয়াছিল। ইহাতেই পরিস্ফুট হয়, আর্য্যদের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদপ্রচারের পূর্ব্বেই অন্যান্য বেদ প্রচারিত হয়। তপস্যা, অধ্যয়ন, উপবাস, ব্রহ্মচর্য্যাদিব্রতপালন ইত্যাদি সদনুষ্ঠান বেদেরই বিধি। ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালনকরত আর্য্যেরা বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন-করিতেন।

পরিস্ফুট হয় যে, স্বর্গনামক স্থান হইতেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল বেদই প্রচারিত হইয়াছে (২২), আর সুশ্রুত বচনে দেখা যায় যে, প্রজা (মনুষ্য) সৃষ্টির পূর্ব্বে বিধাতা আয়ুর্ব্বেদ সৃষ্টি করেন (২৩), কিন্তু আয়ুর্ব্বেদপ্রচারের উদ্ধৃত ইতিহাসে ব্যক্ত হয় যে, অন্যান্য বেদপ্রচারের পরে পৃথিবীর সর্ব্বত্র আয়ুর্ব্বেদ প্রচারিত হয়। ইহার দ্বারা এবং আয়ুর্ব্বেদ না-জানা-হেতুতে সম্পূর্ণ-বেদ-জানা অর্থে আর্য্যেরা যে বৈদ্য হইতে পারেন নাই ও স্বর্গনামক-স্থান-ব্যতীত পৃথিবীর আর কোথাও যে আর্য্যেরা আয়ুর্ব্বেদ পান নাই, তদ্দ্বারা অন্যান্য বেদ হইতে আয়ুর্ব্বেদেরই শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যাইতেছে। তৎপরে ইহাও দেখা যায় যে, দক্ষ, ইন্দ্র, ভরদ্বাজ প্রভৃতি অনেকেই আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু শাস্ত্রের কোন স্থলেই তাঁহারা বৈদ্য বলিয়া উক্ত হন নাই, সর্ব্বত্রই অশ্বিনীকুমার, অত্রি, আত্রেয়, হারীত, অগ্নিবেশ, ভেল, জতূকর্ণ, ক্ষারপাণি ও পরাশর প্রভৃতি

আয়ুর্ব্বেদপ্রচারের পূর্ব্বে তাঁহাদের মধ্যে কোন বেদ প্রচলিত না থাকিলে, ব্যাধি তাঁহাদের অধ্যয়নের বিঘ্ন করিতেছে, একথা তাঁহারা বলিতেন না। অতএব উদ্ধৃত প্রমাণ দৃষ্টে আমরা যে বলিয়াছি, আর্য্যেরা অন্যান্য বেদে জ্ঞানলাভকরাসত্ত্বেও আয়ুর্ব্বেদবিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন ও তাঁহাদের মধ্যে পরে আয়ুর্ব্বেদ প্রচারিত হয়, তাহা একান্ত সত্য ইতিহাস।

(২২) ১৮।১৯।২০ টীকাধৃত প্রমাণে প্রকাশ যে, ভরদ্বাজ, আত্রেয় প্রভৃতি মুনিগণ স্বর্গে গমনকরত ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়ন করিয়া পৃথিবীতে আয়ুর্ব্বেদপ্রচার করেন। মহাভারতীয় আদিপর্ব্বে আছে, স্বর্গনিবাসী ধর্ম্ম, ইন্দ্র, বায়ু, অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রভৃতি দেবতা হস্তিনার চন্দ্রবংশীয় রাজা পাণ্ডুর ক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি পঞ্চপুত্র উৎপন্ন করেন। সূর্য্যও ঐ ক্ষেত্রে কর্ণকে উৎপন্ন করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে আছে, স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমার ব্রাহ্মণীতে পৃথিবীর কোন তীর্থস্থানে গণকদিগকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, তৎপুত্র কশ্যপ, এই কশ্যপের সন্তান ইন্দ্রপ্রভৃতি স্বর্গের দেবতা এবং পৃথিবীর কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ। ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, তৎপুত্র চন্দ্রপ্রভৃতি স্বর্গের দেবতা, এবং উক্ত অত্রি বংশই পৃথিবীর অত্রিগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ। ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি স্বর্গের দেবতা, আবার ইঁহাদের সন্তানই পৃথিবীর জমদগ্নি, বাৎস্য, সাবর্ণ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ। এমতাবস্থায় উপলব্ধি হয় যে পৃথিবীরই কোন উত্তম স্থানকে প্রাচীনকালের ঋষিগণ স্বর্গ বলিতেন।

(২৩) "ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্যানুৎপাদ্যৈব প্রজাঃ শ্লোকশতসহস্রমধ্যায়সহস্রঞ্চ কৃতবান্ স্বয়ম্ভুঃ।" ইত্যাদি। ১অ, সুশ্রুত সং।

বৈদ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (২৪)। এতদ্দ্বারাও উপলব্ধি হয় যে, প্রাচীনকালে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই বেদাধ্যয়নের রীতি থাকায় (২৫) যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অঙ্গাঙ্গ

---

(২৪) "অথ দক্ষঃ ক্রিয়া দক্ষঃ স্বর্বৈদ্যৌ বেদমায়ুষঃ।
বেদয়ামাস বিদ্বাংসৌ সূর্য্যাংশৌ সুরসত্তমৌ ॥
স্বষ্টিপ্রকরণ, প্রথমখণ্ড ভাবপ্রকাশ।

"অত্রিঃ কৃতযুগে বৈদ্যো দ্বাপরে সুশ্রুতো মতঃ।
কলৌ বাগ্‌ভটনামা চ গরিমাত্র প্রদৃশ্যতে ॥"
পরিশিষ্টাধ্যায়, হারীতসং।

নিম্নলিখিত দুইটী বচনেও হারীতকে বৈদ্য বলা হইয়াছে।

"দ্বিবিধং বিষমুদ্দিষ্টং স্থাবরং জঙ্গমং ভিষক্ ॥"
৫৫ অধ্যায়, হারীতসং।

"বিষং জঙ্গমমিত্যুক্তমষ্টধা ভিষগুত্তম।।"
৫৬ অধ্যায়, হারীতসং।

"কাঙ্কায়ণশ্চ বাহ্লীকো বাহ্লীকভিষজাংবরঃ।"
২৬অ, সূত্রস্থান, চরকসং।

"ইত্যগ্নিবেশেন ভিষগ্‌বরিষ্ঠঃ।
পুনর্ব্বসুস্তন্ত্রবিদাহ তস্মৈ
সর্ব্বপ্রজানাং হিতকাম্যয়েদং।" ১অ, সিদ্ধিস্থান, চরকসং।

"যশস্বিনং ব্রহ্মতপোদ্যুতিভ্যাং জ্বলন্তমগ্ন্যর্কসমপ্রভাবম্।
পুনর্ব্বসুং ভূতহিতে নিবিষ্টং প্রপচ্ছ শিষ্যোত্রিজমগ্নিবেশঃ॥ ইত্যাদি।
রোগাধিকারে ভিষজাং বরিষ্ঠ! ইত্যাদি।
প্রীতো ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ ইদং জগাদ।" ২৩অ, চিকিৎসাস্থান, চরকসং।

(২৫) "ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা॥ ১ ॥
বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্।
অবিচ্যুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ॥ ২ ॥
গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি। ইত্যাদি ॥ ৪ ॥"
৩অ, মনুসংহিতা।

যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, অত্রি, বিষ্ণু, বশিষ্ঠ ও পরাশর প্রভৃতি সংহিতা দেখ।
সুশ্রুতসংহিতা ২ অধ্যায় সূত্রস্থান ও চরকসংহিতার বিমান স্থান, ৮ অধ্যায়ে আয়ুর্ব্বেদ-

বেদাধ্যয়নকরত আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক সমুদয় বেদবেদাদির অধ্যয়নসমাপন করিতেন, তাঁহারাই বিদ্যাসমাপ্ত্যর্থে বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। দক্ষাদি ও ভরদ্বাজ প্রভৃতি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অন্যান্যবেদাধ্যয়নব্যতীত আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়ন করেন নাই বলিয়াই তাঁহারা বৈদ্য হইতে পারেন নাই (২৬)। তাঁহারা যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়ন করেন নাই তাহা উপরি উদ্ধৃত আয়ুর্ব্বেদপ্রচারের ইতিহাসেই প্রকাশ রহিয়াছে (২৭)। অশ্বিনীকুমার, অত্রি, আত্রেয়, ধন্বন্তরি, অগ্নিবেশ, চরকপ্রভৃতি মুনিগণ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আয়ুর্ব্বেদাদির অধ্যয়ন দ্বারা বিদ্যাসমাপ্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা বৈদ্য হইয়াছিলেন (২৮)। অতএব বৈদ্যশব্দে

পাঠকালে উপনয়নবিধি দেখ। এই সকল দ্বারাই বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে স্থিতি ভিন্ন কোন বেদাধ্যয়নেরই নিয়ম ছিল না।

(২৬) ২৫ টীকার প্রমাণে দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে সমুদায় বেদ অধ্যয়ন না করিলেও চলিত, এবং বিপ্র অর্থাৎ ষট্‌কর্ম্মপূরণকারী (পুরোহিত) হইতে পারিতেন। কিন্তু চিকিৎসা-শাস্ত্রের অনুশাসন দৃষ্টে জানা যায়, বেদ ও বেদাঙ্গ সহ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন না করিলে বৈদ্য হইবার রীতি ছিল না। বি পূর্ব্বক "প্রা" ধাতুর পূরণার্থে "ড" করিয়া বিপ্র পদ হয়। প্রাচীন কালে যাঁহারা ষট্‌কর্ম্মমাত্র পূরণ-করিতেন তাঁহারাই বিপ্র, কিন্তু তাঁহারা যে অত্রিসংহিতার "বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং" বিপ্র নন, তাহা বলা বাহুল্য।

(২৭) পৃথিবীতে আয়ুর্ব্বেদপ্রচারের এই অধ্যায়ধৃত ১৯।২০ টীকার সার গ্রহণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, ভরদ্বাজ প্রভৃতির অন্যান্য বেদাধ্যয়ন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হওয়ার পরে তপস্যার বিঘ্ন হওয়াতে তাঁহাদের আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজন হয়। প্রাচীন কালে গৃহস্থাশ্রমের পরে বানপ্রস্থাশ্রমেই আর্য্যেরা তপস্যা-যোগাদি করিতেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে, দক্ষ, ইন্দ্র, ভরদ্বাজ প্রভৃতি যে আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহা গৃহস্থাশ্রমে কিংবা বানপ্রস্থাশ্রমে অবস্থিতি কালে। আয়ুর্ব্বেদপ্রচারের ইতিহাসে ধর্ম্ম অর্থ ও কামাদি সাধনসম্বন্ধে রোগ বিঘ্নস্বরূপ হইয়াছে, স্পষ্ট উক্ত থাকায় আমাদের এ সিদ্ধান্তেও সন্দেহের কোন কারণ নাই।

(২৮) অশ্বিনীকুমার, অত্রি, আত্রেয়, ধন্বন্তরি প্রভৃতিকে আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রে বৈদ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা ২৪টীকার প্রমাণেই পরিস্ফুট হয়। ইঁহারা যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আয়ুর্ব্বেদ-পাঠ করেন, তাহা আয়ুর্ব্বেদপ্রচারের ও অধ্যয়নের (আয়ুর্ব্বেদে শিষ্য করিবার) ইতিহাসে ও প্রাচীনকালের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদপাঠের রীতি দ্বারাই প্রকাশ পায়। চরকসংহিতার সূত্রস্থানের ত্রিংশৎ অধ্যায়ে এবং সুশ্রুতসংহিতার সূত্রস্থান ১ অধ্যায়ে ও ভাবপ্রকাশ প্রথমভাগের সৃষ্টি-প্রকরণে আয়ুর্ব্বেদকে অথর্ব্ববেদের অঙ্গবিশেষ বলিয়া উক্ত হওয়াতে ব্যক্ত হয় যে, পৃথিবীতে আয়ুর্ব্বেদপ্রচারের পূর্ব্বে কাহারও বেদ বা বিদ্যাভ্যাস সমাপ্ত হইত না এবং তাহা যে আয়ু-

কাহাদিগকে বুঝায়? তাঁহাদিগকে বুঝায় যাঁহারা প্রাচীনকালে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অন্যান্য বেদ সহ আয়ুর্ব্বেদাদি সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। মনুপ্রভৃতি সংহিতার মতে অম্বষ্ঠেরাই অন্যান্য বেদসহ আয়ুর্ব্বেদে অধিকারী এবং চিকিৎসা-করা অর্থে তাঁহারাই বৈদ্য (২৯)। সুতরাং উপলব্ধি হইতেছে যে, প্রাচীনকালে অম্বষ্ঠেরাই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ষড়ঙ্গ বেদচতুষ্টয় সহ আয়ুর্ব্বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়নকরত বৈদ্য উপাধি লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই কারণে ভগবান্ মনুও "অশ্ব-

---

র্ব্বেদাধ্যয়ন হইতেই হয় তাহা বলা বাহুল্য। এই জন্য বলা হইয়াছে যে অন্যান্য বেদপাঠের পরে আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়ন হইতেই পূর্ণ-বেদ-জানা অর্থে পূর্ব্বে অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি বৈদ্য হন। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে উক্ত অধ্যয়ন সাঙ্গ করিবার নিয়ম না থাকিলে দক্ষাদিও বৈদ্য হইতেন।

(২৯) "ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়া মম্বষ্ঠো নাম জায়তে।" ইত্যাদি। ৮ শ্লোক।

"স্বজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।

শূদ্রাণাস্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপ ধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪১ ॥" ১০অ, মনুসং।

ভাষ্য—স্বজাতিজাস্ত্রৈবর্ণিকেভ্যঃ সমানজাতীয়াসু জাতাস্তে দ্বিজধর্ম্মাণ ইতোতৎ সিদ্ধমেবানূদ্যতে। অনন্তরজানাং তুল্যাভিধানং তদ্ধর্ম্মপ্রাপ্ত্যর্থম্। অনন্তরজা অনুলোমা ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ ক্ষত্রিয়াদ্বৈশ্যায়াং তেঽপি দ্বিজধর্ম্মাণ উপনেয়া ইত্যর্থঃ। উপনীতাশ্চ দ্বিজাতিধর্ম্মৈঃ সর্ব্বৈরধিক্রিয়ন্তে। ইত্যাদি। ৪১। মেধাতিথি।

টীকা—স্বজাতিজেতি। দ্বিজাতীনাং সমানজাতীয়াসু জাতাঃ তথানুলোম্যেনোৎপন্নাঃ ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়াবৈশ্যয়োঃ ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়ামেব ষট্পুত্রা দ্বিজধর্ম্মিণঃ উপনেয়াঃ। ৪১। কুল্লূকভট্ট।"

"অনেন ক্রমযোগেন সংস্কৃতাত্মা দ্বিজঃ শনৈঃ।

গুরৌ বসন্ সঞ্চিনুয়াদ্ব্রহ্মাধিগমিকং তপঃ ॥ ১৬৪ ॥

তপোবিশেষৈর্বিবিধৈর্ব্রতৈশ্চ বিধিচোদিতৈঃ।

বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা ॥ ১৬৫ ॥" ২অ, মনুসং।

"সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্। ৪৭। ইত্যাদি।

১০অ, মনুসংহিতা।

উদ্ধৃত বচনাবলীর দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে যে, অম্বষ্ঠেরাও দ্বিজ, দ্বিজ হইলেই তাহারা যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকারী এবং প্রাচীনকালে যে তাঁহারা তাহা করিতেন তাহা উদ্ধৃত বহু বচনাবলির অর্থে প্রকাশ পায়। অম্বষ্ঠকে উপনয়নাদিসংস্কারান্বিত দ্বিজ এবং অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি বলাতেই অম্বষ্ঠ যে সমস্তবেদাধিকারী ও বৈদ্য তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

ষ্টানাং চিকিৎসিতং” বলিয়াছেন। পূর্ণ বেদজ্ঞ (বৈদ্য) না হইতে পারিলে প্রাচীন সময়ে কেহই চিকিৎসক হইতে পারিতেন না। চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিতে গেলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যে সমুদয় বেদবেদাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদাদি অধ্যয়নের নিতান্ত প্রয়োজন হইত তাহা “বৈদ্যবৃত্তি” অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইবে।

যদি বল, দক্ষাদি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অঙ্গাঙ্গবেদাধ্যয়ন করিয়া গৃহাশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদপাঠ করিলেও সম্পূর্ণ-বেদ-জানা অর্থে (বিদ্যাসমাপনার্থে) তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে বৈদ্য? উত্তর, তাঁহারা প্রকৃত বৈদ্যগুণসম্পন্ন বটেন, কিন্তু শাস্ত্রবিধি ও তৎকালের রীতি অনুসারে তাঁহারা বিদ্যাসমাপন না করাতে যে বৈদ্য আখ্যা পান নাই, তাহা বলা বাহুল্য। বৈদ্যশব্দের অর্থ যে, অম্বষ্ঠজাতি তাহা প্রথমাধ্যায়ে পরিব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং এই অধ্যায়ে বৈদ্যশব্দের স্বতন্ত্র যে সকল অর্থ প্রদর্শিত হইল, তৎসমুদয়কেও অম্বষ্ঠশব্দের অর্থ মনে করিতে হইবে। আর উপরি উক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণসমূহে বৈদ্যের অর্থ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেরও নমস্য হওয়াতে এই ইতিহাস পরিব্যক্ত হইতেছে যে, প্রাচীনকালে বৈদ্য উপাধিধারী ব্যক্তিগণ (অম্বষ্ঠেরা) ব্রাহ্মণজাতিরই অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন (৩০)।

(৩০) এখানে কেহ বলিতে পারেন, অম্বষ্ঠদিগকে ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া স্বীকার করিলেও—

“বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্ব্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ॥ ১০।” ১০অ, মনুসং।

ভাষ্য—“এতে ত্রৈবর্ণিকানামেকান্তরদ্ব্যন্তরস্ত্রীজাতা অপসদা এতে বেদিতব্যাঃ। অপশীর্ণাঃ সমানজাতীয়াঃ পুত্রাপেক্ষয়া ভিদ্যন্তে। ১০। মেধাতিথি।

টীকা—বিপ্রস্যেতি ক্ষত্রিয়াদিত্রয়স্ত্রীষু ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যাদিদ্বয়ো-স্ত্রিয়োঃ বৈশ্যস্য চ শূদ্রায়াং বর্ণত্রয়াণাং এতে ষট্‌পুত্রাঃ সবর্ণপুত্রাপেক্ষয়া অপসদা নিকৃষ্টাঃ স্মৃতাঃ। ১০। কুল্লূকভট্ট।”

উদ্ধৃত মনুসংহিতার শ্লোক এবং তাহার ভাষ্য টীকাদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে যে অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণবর্ণে উৎপন্না পত্নীর পুত্রগণের হইতে নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। এমতাবস্থায় অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণমাত্রের নমস্য ছিলেন, একথা কিপ্রকারে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, কুলীন হইতে শ্রোত্রিয় অপসদ অর্থাৎ নিকৃষ্ট, কিন্তু শ্রোত্রিয় যদি কুলীন হইতে বিদ্যাদিগুণসম্পন্ন ও গুরুতর হন, তাহা হইলে কুলীনকেও উক্ত শ্রোত্রিয়কে প্রণামাদি করিতে হয়। মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২১০।২৪১ শ্লোকে ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য গুরু ও গুরুপত্নীরও শুশ্রূষা করিবার এবং ব্রাহ্মণ শিষ্যকে তাঁহাদিগকে প্রণামাদিকরিবার বিধি উক্ত হইয়াছে। মনুসংহিতার ভাষ্য ও টীকাকার উক্ত শ্লোকদ্বয়ের অর্থ কিছু বিকৃত করিয়া

বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ শব্দের প্রকৃতার্থ ব্রাহ্মণ। জাতিমিত্রকার বৈদ্যশব্দের অনেক অর্থ করিয়াছেন, (৩১) কিন্তু তাহাতে অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যশব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয় নাই। "অম্বষ্ঠশব্দের অর্থ" অধ্যায়েও দর্শিত হইবে যে, অম্বষ্ঠেরাই চিকিৎসা-ব্যবসায়করা অর্থে বৈদ্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

"সব্যাহৃতিঞ্চ গায়ত্রীং পুটিকাং প্রণবেন চ।
উপনীতঃ পঠেদ্বৈদ্যো নরসিংহার্চ্চনঞ্চরেৎ।
প্রণবাদ্যৈঃ স্বাহাদ্যৈশ্চ মন্ত্রমাহরণঞ্চরেৎ॥ ইত্যাদি।

পদ্মপুরাণ বচন।

উপনীত বৈদ্য প্রণবপুটিত সব্যাহৃতি গায়ত্রী পাঠ করিবে ও শালগ্রামপূজা এবং স্বাহাদি প্রণবাদিদ্বারা মন্ত্র উদ্ধার করিতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদকৃতাভ্যাসো ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণঃ।
অধ্যায়োঽধ্যাপনঞ্চৈব চিকিৎসা বৈদ্যলক্ষণং॥

ব্রহ্মপুরাণধৃত ও জাতিতত্ত্ববিবেকধৃত,
চরকসংহিতা বচন।

ছেন। কিন্তু সুশ্রুতসংহিতার নিদান স্থানের "ধন্বন্তরিং ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠমমৃতোদ্ভবং চরণাবুপসংগৃহ্য সুশ্রুতঃ পরিপৃচ্ছতি।" এই বচনে যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়গুরুর পাদস্পর্শ করিবার রীতি প্রাচীনকালে থাকা সাব্যস্ত হয়। কাশীরাজ ধন্বন্তরির অবতার হইলেও, ধন্বন্তরি স্বর্গবৈদ্য, আর তিনি কাশীতে ক্ষত্রিয়কুলে অবতীর্ণ ক্ষত্রিয় বটেন, কিন্তু সুশ্রুত বিশ্বামিত্রমুনির পুত্র ব্রাহ্মণ। এত গেল ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-গুরুসম্পর্কীয় কথা। যদি অম্বষ্ঠ অর্থাৎ প্রাচীনকালের বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণজাতিমধ্যে গণ্য ছিলেন একথা সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহারা যে তৎকালের ব্রাহ্মণসাধারণের নিকট বিশেষ সম্মানপ্রাপ্ত হইতেন তাহাতে সন্দেহ কি? আমরা প্রাচীনকালের এই ইতিহাস বলিলাম, একালের বৈদ্যগণের মধ্যে তেমন কোন গুণ নাই যাহাতে তাঁহারা তেমন সম্মান পাইতে পারেন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু তিনি তম্মাতা ক্ষত্রিয়পত্নীর (ধীবরপত্নীরও) চরণবন্দনা করিয়াছেন, মহাভারতের আদিপর্ব্বের অনেক স্থানে ইহা উক্ত আছে। সেকালে গুণের এমনি আদর ছিল। অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ যদি সেকালে ব্রাহ্মণের নমস্য পূজ্য না হইতেন, তবে ধীবরকন্যার পুত্র কানীন ব্রাহ্মণ উক্ত দ্বৈপায়ন কিপ্রকারে সেকালের ও একালের ব্রাহ্মণসাধারণের নমস্য ও পূজ্য হইয়াছেন।

(৩১) ১২১।১২২।১২৩ পৃষ্ঠা, প্রথম ভাগ, জাতিমিত্র নামক পুস্তক দেখ।

আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র (বেদাদি) পাঠ করা, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা, (শাস্ত্র পড়া ও পড়ান) চিকিৎসাব্যবসায়করা, এই কয়টী বৈদ্যের লক্ষণ অর্থাৎ এই সকল গুণ থাকিলে তাহাকেই বৈদ্য কহে।

"আয়ুর্ব্বেদকৃতাভ্যাসঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ (৩২) প্রিয়দর্শনঃ।
আর্য্যশীলগুণোপেত এষ বৈদ্যো বিধীয়তে॥ ৩৮॥"

চাণক্য পণ্ডিত।

যিনি আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ (বেদ ও স্মৃতিপুরাণজ্ঞ) প্রিয়দর্শন, আর্য্য-স্বভাব, আর্য্যাচার এবং আর্য্যগুণসম্পন্ন তাঁহাকেই বৈদ্য কহে।

উদ্ধৃত পদ্মপুরাণীয় বচনে দেখা যায়, প্রণবের সহিত সপ্তব্যাহৃতি গায়ত্রী-পাঠ, শালগ্রাম-পূজা, স্বাহা ও প্রণবাদির দ্বারা মন্ত্রোদ্ধার প্রভৃতিতে বৈদ্যের অধিকার আছে। ব্রহ্মপুরাণ ও চাণক্যবচনেও বৈদ্যের আয়ুর্ব্বেদে ও সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিকার এবং সমস্ত আর্য্যাচার, আর্য্যস্বভাব ও আর্য্যগুণের উল্লেখ রহিয়াছে। এ সকল কথা যে বৈদ্যের ব্রাহ্মণার্থপ্রতিপাদক, ব্রাহ্মণজাতির ইতিহাসদ্যোতক, তাহা যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি অবশ্যই স্বীকার-করিবেন। কারণ এই সকল বচনে বৈদ্যের যে সকল লক্ষণ ও যে সমস্ত বিষয়ে অধিকার উক্ত হইয়াছে, তাহার সহিত উপরি উদ্ধৃত শাস্ত্রীয় বৈদ্যের অর্থবিষয়ক প্রমাণ ও ইতিহাসসমূহের একতা দেখা যাইতেছে।

---

(৩২) আজকাল যে চাণক্যশ্লোক ছাপা হইয়াছে, ঐসকল ছাপার পুস্তকে শাস্ত্রজ্ঞ শব্দের পরিবর্ত্তে "সর্ব্বেষাং" যোগকরা হইয়াছে। আমরা বহুকালের হস্তলিখিত প্রায় ১০।১৫ খানি পুস্তক দেখিয়াছি। তাহার একখানিতেও "শাস্ত্রজ্ঞ" ব্যতীত "সর্ব্বেষাং" পাঠ নাই। যদি প্রাচীনকালের মনুসংহিতা প্রভৃতি বহু শাস্ত্রে বৈদ্যদিগের বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিকার উক্ত না হইত এবং তাঁহাদের সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞত্বের ইতিহাস না থাকিত, তাহা হইলেও "শাস্ত্রজ্ঞ" পাঠের স্থলে "সর্ব্বেষাং" পাঠই আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতাম। অধুনা অনেক ছাপার পুস্তকেরই এই দশা ঘটিতেছে। বঙ্গবাসী প্রেসে পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় অগ্নিপুরাণ ছাপাইয়াছেন, তাহাতে "জাতিমালা" পরিত্যক্ত হইয়াছে। কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ পদ্মপুরাণ ছাপাইয়াছেন, তাহাতেও জাতিমালা নাই। যাহা হউক, চরকসংহিতার বিমানস্থানের ৮ অধ্যায়ে ও চিকিৎসাস্থানের ১ অধ্যায়ে বৈদ্যদিগের আয়ুর্ব্বেদব্যতীত ধর্ম্মশাস্ত্র ও বেদাদি পাঠের ইতিহাস থাকায় "শাস্ত্রজ্ঞঃ" পাঠই যে যথার্থ তাহাতে আর সংশয় নাই।

"বৈদ্য আয়ুর্ব্বেদবেত্তা স চাম্বষ্ঠজাতিশ্চিকিৎসাবৃত্তিশ্চ।" ইত্যাদি।

৪৯০৮ পৃষ্ঠা, প্রথম সংস্করণ, শব্দকল্পদ্রুম অভিধান।

বৈদ্যের অর্থ আয়ুর্ব্বেদবেত্তা, অম্বষ্ঠজাতি, চিকিৎসাবৃত্তি। ইত্যাদি।

"বৈদ্য (পু) (বেদ+ষ্ণ্য বা বিদ্যা+ষ্ণ্য) আয়ুর্ব্বেদবেত্তা, চিকিৎসক। বিদ্বান্, পণ্ডিত। (ত্রি) বেদ সম্বন্ধীয়।"

শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়কৃত, শব্দদীধিতি অভিধান।

শেষোদ্ধৃত দুই প্রমাণের মধ্যে প্রথমটিতে বৈদ্যের কেবল আয়ুর্ব্বেদবেত্তা অর্থ উক্ত হইয়াছে। বৈদ্যশব্দের এই প্রকার সংক্ষিপ্ত অর্থ আরও অনেক স্থলে উক্ত আছে। বৈদ্যদিগের জাতীয় মর্যাদার হ্রাসকরিবার অভিপ্রায়ে যে ঐরূপ সংক্ষিপ্ত অর্থকরা হইয়াছে তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। পূর্ব্বোদ্ধৃত চাণক্য পণ্ডিতের শ্লোকের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বৈদ্যের অর্থ কেবল আয়ুর্ব্বেদবেত্তা চিকিৎসক নহে। চাণক্যপণ্ডিত বৈদ্যের অর্থ কেবল আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ বলেন নাই, বেদ স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা ও আর্য্য-স্বভাব, আর্য্যাচার, আর্য্যগুণযুক্ত বলিয়াছেন। চাণক্যের উক্ত উক্তি দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তাঁহার সমকালেও বৈদ্যেরা কেবল আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ ছিলেন না ও কেবল চিকিৎসাব্যবসায় করিতেন না; আর্য্যব্রাহ্মণদিগের যে সকল গুণ, আচার ও স্বভাব, তাঁহাদিগের যে সমস্ত শাস্ত্রে অধিকার, শাস্ত্রাভিজ্ঞতা ছিল, তৎসমুদায়ই বৈদ্যেরও ছিল। চাণক্যপণ্ডিত চন্দ্রগুপ্তের সভাসদ্ পণ্ডিত ছিলেন (৩৩)। নরপতি চন্দ্রগুপ্ত যুধিষ্ঠিরের ১১১৫ বৎসর পরে ভূতলে

---

(৩৩) "নবৈব তান্ নন্দান্ কৌটিল্যোব্রাহ্মণঃ সমুদ্ধরিষ্যতি ॥ ৬ ॥"

টীকা—নন্দতৎপুত্রাংশ্চ কৌটিল্যঃ কৌটিল্যপ্রধানঃ বাৎস্যায়নবিষ্ণুগুপ্তাদিপর্য্যায়শ্চাণক্যঃ সমুদ্ধরিষ্যতি উন্মূলয়িষ্যতি। ৬। তেষামভাবে মৌর্য্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। কৌটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যন্তি। ৭। ২৪অ, ৪অংশ, বিষ্ণুপুরাণ।"

"নব নন্দান্ দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রপন্নানুদ্ধরিষ্যতি।
তেষামভাবে জগতীং মৌর্য্যা ভক্ষ্যন্তি বৈ কলৌ ॥ ৬ ॥
সএব চন্দ্রগুপ্তং বৈ দ্বিজো রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।" ইত্যাদি।

১ অ, ১২ স্কন্দ, শ্রীমদ্ভাগবত।

জন্মগ্রহণ করেন (৩৪)। যাহা হউক, চাণক্যশ্লোক হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, এই কলিযুগের (কল্যব্দের) ১৮৬৮ বৎসর পরেও বৈদ্যেরা আর্য্যাচারে (৩৫)

(৩৪) "যাবৎ পরীক্ষিতোজন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥ ৩২॥" ২৪অ, ৪অংশ বিষ্ণুপুরাণ।
"আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্॥ ২১॥"
২অ, ১২ স্কন্দ, শ্রীমদ্ভাগবত॥

(৩৫) "শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ। ৫১।"
প্রথম তরঙ্গ, কহ্লণ, রাজতরঙ্গিণী।

উদ্ধৃত রাজতরঙ্গিণীবচনে কলিযুগের অব্দের ৬৫৩ বর্ষ গত হইলে কুরু ও পাণ্ডবদিগের আবির্ভাব কাল উক্ত হইয়াছে, ৩৪ টীকাধৃত বিষ্ণুপুরাণ-ও শ্রীমদ্ভাগবত-বচনের পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের রাজ্যাভিষেক-কাল যে ১০১৫ বৎসর উক্ত আছে, তাহাতে রাজতরঙ্গিণীর কথিত ৬৫৩ বৎসর যোগ করিলে ১৬৬৮ বৎসর হয়, তাহাতে দ্বাদশ স্কন্দ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকোক্ত নবনন্দের রাজত্বকাল একশত বৎসর যোগ করিয়াই ১৭৬৮ বৎসর হইয়াছে। পঞ্চম শ্লোকটী এই,—

"তস্য চাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি সুমাল্যপ্রমুখাঃ সুতাঃ।
যইমাং ভক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ॥ ৫॥"

উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ৩৪টীকাধৃত শ্লোকে পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের রাজ্যারম্ভ কাল ১১১৫ বৎসর উক্ত হইয়াছে তাহাতেই ১৮৬৮ বৎসর হয়। সম্প্রতি কলিযুগের বর্ষগণনায় (অর্থাৎ কল্যব্দার) ৫০০৫ বৎসর যাইতেছে, তন্মধ্যে ১৮৬৮ বিয়োগ করিলে নির্ণীত হয় ৩১৩৭ বৎসর হয় চাণক্যপণ্ডিত ও নরপতি চন্দ্রগুপ্ত ভারতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

"আসন্ মঘাসু মুনয়ো রাজ্যং শাসতি যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিকযুতশককালস্তস্য রাজ্যস্য॥ ৫৭॥
প্রথম তরঙ্গ, কহ্লণ, রাজতরঙ্গিণী।

এই বচনে আছে, যুধিষ্ঠির ১৭০ বৎসর রাজত্ব করেন; শক গণনারম্ভ হইতে যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালারম্ভ ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাতে বর্ত্তমান শকাব্দা ১৮২৬ যোগ দিলে ৪৩৫২ বৎসর হয়, তাহাতে রাজতরঙ্গিণীর ৫১ শ্লোকোক্ত ৬৫৩ বৎসর যোগ দিলে ৫০০৫ বৎসর হয়, এবং বর্ত্তমান বর্ষ পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় পঞ্জিকার যে কলির গতাব্দা ৫০০৫ বৎসর উক্ত হইয়াছে তাহার সঙ্গে মিলিয়া যায়, অতএব রাজতরঙ্গিণীতে যে যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকাল উক্ত আছে,

(দ্বিজাচার ব্রাহ্মণাচারে) ছিলেন; এবং তখনও বৈদ্যের অর্থ ব্রাহ্মণজাতি ছিল (৩৬)।

ইতি বৈদ্যশ্রীগোপীচন্দ্র-সেনগুপ্ত-কবিরাজকৃত বৈদ্যপুরাবৃত্তে
ব্রাহ্মণাংশে পূর্ব্বখণ্ডে বৈদ্যশব্দার্থনাম
দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

তৃতীয়াধ্যায়।

অম্বষ্ঠশব্দের অর্থ।

কি প্রকারে, কোন্ অর্থে আর্য্যেরা অম্বষ্ঠ শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন, এ অধ্যায়ে তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

"অম্বা মাতাথ" ইত্যাদি। স্বর্গবর্গ, অমরকোষ।

অম্বা শব্দের অর্থ মাতা, ইত্যাদি।

"গণিকা যূথিকাম্বষ্ঠা সা পীতা হেমপুষ্পিকা।"

টীকা—চত্বারি গণিকায়াং। " রায় মুকুট।

টীকা—দৈবজ্ঞে পুংসি যূথ্যাঞ্চ বেশ্যায়াং গণিকা স্ত্রিয়ামিতি রভসঃ।......অম্বেব মাতেব প্রীতৌ তিষ্ঠতি অম্বষ্ঠা—ডঃ। জনীষাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ ষত্বঞ্চ। (১)

তাহা একান্ত সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হইতেছে, এবং এদেশীয় পঞ্জিকাকারদিগের বষগণনাকেও মিথ্যা বলিবার কোন উপায় নাই।

(৩৬) বিদ্যাসাগর মহাশয় তদীয় বিধবাবিবাহবিষয়ক পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগের উপসংহারে লিখিয়াছেন, রাজা রাজবল্লভ হইতে বৈদ্যজাতির মধ্যে উপনয়ন সংস্কার (দ্বিজাচার) প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহার পূর্ব্বে বৈদ্যেরা শূদ্রাচারসম্পন্ন ছিল। বিদ্যাসাগরনাম ধারণ-করিয়া এই প্রকার অদূরদর্শিতার পরিচয়দেওয়া সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে।

(১) ৩টীকা দেখ।

অম্বে শব্দে তিষ্ঠতীতি অম্বষ্ঠৈত্তাম্বে ইতি ভরতঃ। (২) রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী।

বনৌষধিবর্গ, অমরকোষ।

গণিকা, অম্বষ্ঠা, পীতা ও হেমপুষ্পিকা এই চারিটী শব্দই যূথিকাপুষ্পের পর্য্যায় (নাম বা অর্থ)।

টীকার অনুবাদ—দৈবজ্ঞ অর্থে পুংলিঙ্গ যূথী ও বেশ্যা অর্থে গণিকা স্ত্রীলিঙ্গ। অম্বা অর্থাৎ মাতার ন্যায় প্রীতিপূর্ব্বক অবস্থিতি করা অর্থে, অম্বাশব্দ উপপদে "স্থা" ধাতু "ড" করিয়া জনীষাদিত্ব হেতু হ্রস্ব ও ষত্ব হইয়া অম্বষ্ঠা পদ হইয়াছে। কেহ কেহ অম্বশব্দে (অর্থাৎ পিতৃশব্দে) অবস্থিতি করা অর্থেও অম্বষ্টশব্দ সাধন করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে অম্বষ্ঠা পদ সাধন করেন, এই কথা অমরকোষের টীকাকার ভরতমল্লিক বলিয়াছেন (৩)।

"গণিকা যূথিকাম্বষ্ঠা" ইত্যাদি বচনের অম্বষ্ঠা শব্দ যখন যূই পুষ্পের পর্য্যায় তখন এস্থলে অম্বষ্ঠা শব্দের টীকাকারেরা যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাকে অপ্রাসঙ্গিক বলিতে হইবে, যেহেতু যূই ফুলের মাতার ন্যায় প্রীতিপূর্ব্বক অবস্থিতি অসম্ভব (৪)। আমরা অমরকোষে "অম্ব" শব্দ পাই নাই, কিন্তু উদ্ধৃত অম্বা ও

---

(২) "বারস্ত্রী গণিকা বেশ্যা রূপাজীবা চ সা জনৈঃ।" অমরকোষের মনুষ্যবর্গে এই বচনে গণিকা শব্দের বেশ্যা অর্থ উক্ত হওয়াতে উদ্ধৃত "গণিকা যূথিকা" ইত্যাদি বচনকে যূই ফুলেরই পর্য্যায় মনে করিতে হইবে। রায়মুকুট টীকাতেও তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং টীকাকার রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী, "গণিকা যূথিকা" ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাকালে যে "রভস" কোষের প্রবচন তুলিয়াছেন, তাহাতে 'গণিকা' শব্দের নানার্থ দেখানই লক্ষ্য বেশ্যাশব্দের অভিনিবেশ উদ্দেশ্য নহে, ইহা সহজেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। যাহা হউক, অম্বষ্ঠ আর অম্বষ্ঠা শব্দ যে কিপ্রকারে সাধিত হইয়াছে তাহাই প্রদর্শনার্থ উক্ত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইল।

(৩) অম্বা শব্দ সপ্তমীর একবচনে অম্বে হয় না, অম্বায়াং হয় সুতরাং "অম্বে শব্দে" অম্ব-শব্দ বুঝিতে হইবে।

(৪) "অম্বষ্ঠ দেশবিশেষ;.........হস্তিপক, মাহুত, স্ত্রীং ষ্ঠা, যূইগাছ।২। নিমূই গাছ।৩। আমরুল শাক।৪। আমড়া।" ১১৬ পৃঃ প্রকৃতিবাদ অভিধান।

বৈদ্যমাতা, সং স্ত্রী, বাসক। ইত্যাদি। ১৪৬৩ পৃঃ ঐ।—স্থা স্ত্রীং কায়স্থা স্ত্রীজাতি। ২। হরীতকী। ৩। ধাত্রীবৃক্ষ। ৪। কাকোলী। ৫। এলাদ্বয়। ৬। তুলসী। ৭। আমলকী। ৪৬৩ পৃঃ ঐ।" "বৈদ্য পুং বাসকবৃক্ষ। বৈদ্যা স্ত্রী, কাকোলী। ১৮৮ পৃঃ আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান। ব্রহ্মণ্য, পুং ব্রহ্মদারু বৃক্ষ। মুঞ্জাতৃণ। তূলবৃক্ষ। ব্রাহ্মণী, স্ত্রী,

অম্বষ্ঠা শব্দ দ্বারাই নির্ণীত হইতেছে যে, অম্ব বলিয়া একটি শব্দ আছে, আর অম্ব শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে "আ" প্রত্যয় করিয়াই অম্বা হইয়াছে (৫)। অম্বা শব্দের অর্থ মাতা হইলেই ইহাও পরিস্ফুট হয় যে; অম্ব শব্দের অর্থ পিতা।

ব্যাকরণ মতে "অন্ব" ধাতু পুংলিঙ্গে "অল্" প্রত্যয় করিয়া "অম্বতি" "পাতি" এই অর্থে অম্ব হয়। এবং "অম্বতি" "জনয়তি" বা "উৎপাদয়তি" এই অর্থেও পুংলিঙ্গে অম্ব ও স্ত্রীলিঙ্গে অম্বা পদ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। "অথবা "অন্ব" ধাতু কর্ম্মবাচ্যে "ঘঞ" প্রত্যয় করিয়া "অম্ব্যতে—সূয়তে বা উৎপাদ্যতে" এই অর্থে পুংলিঙ্গে অম্ব ও স্ত্রীলিঙ্গে অম্বা পদ সাধিত হয় (৬)। অম্ব শব্দ উপপদে "স্থা" ধাতু "ড" করিয়া অম্বষ্ঠ ও তাহাতে স্ত্রীলিঙ্গে "আ" প্রত্যয় করিয়া অম্বষ্ঠা পদ হয়। অতএব ব্যাকরণ আর অমরকোষ অভিধানের দ্বারা এই সত্য পাওয়া যাইতেছে যে, অম্ব ও অম্বা শব্দের অর্থ পিতা ও মাতা এবং অম্বষ্ঠ ও অম্বষ্ঠা শব্দের অর্থ পিতৃস্থানীয় এবং মাতৃস্থানীয়া।

কল্কিকা। পৃক্কা। ১৩১ পৃঃ ঐ। ক্ষত্র, ক্লী, তগর। ২৩০ পৃঃ ঐ। বিপ্র, পুং বামুনহাটী। অশ্বত্থবৃক্ষ। ১৮১ পৃঃ ঐ অভিধান। কায়স্থা, স্ত্রী, হরীতকী। ধাত্রীবৃক্ষ। এলাদ্বয়। তুলসী। কাকোলী। ৩৭ পৃঃ ঐ অভিধান।

"ব্রহ্মণ্য...........ব্রহ্মদারুবৃক্ষ, তুঁতেগাছ। ৫। মুঞ্জতৃণ। ৬। তুলবৃক্ষ। ৭। বিষ্ণু। ৮। ১১৮২ পৃঃ প্রকৃতিবাদ অভিধান। হরি.........সং পুং বিষ্ণু।.........অশ্ব। শুকপক্ষী। বানর। ...। ভেক।" ইত্যাদি। ১৬৫৯ পৃঃ প্রকৃতিবাদ অভিধান।

উদ্ধৃত আভিধানিক প্রমাণে দেখা যায় যে, স্থলবিশেষে একটী শব্দ মনুষ্য, স্ত্রী, পুরুষ, বৃক্ষ, দেশ, ঔষধ, ঈশ্বর, ভেক, বানর প্রভৃতি নানাবিধ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া ভেক বা বানরার্থে যেখানে হরিশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, সেখানেও তাহার ঈশ্বরার্থকরা যেমন সঙ্গত নহে, তেমনি অম্বষ্ঠ বা অম্বষ্ঠা শব্দ যেস্থানেই আমরা উক্ত দেখিব তাহারই অম্বষ্ঠ শ্রেণীর অর্থ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা কিছুতেই সুসঙ্গত হইতে পারে না।

(৫) কেহ বলেন, মাতৃশব্দের "মা" ধাতু যেমন নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ, "অন্ব" ধাতুও তদ্রূপ নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ। ইহা যে নিতান্তই ভ্রমাত্মক তাহা অন্ব ধাতুর যে সমস্ত পুংলিঙ্গ সাধনের প্রমাণ এই অধ্যায়ে উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতেই প্রকাশ পাইবে। "মা" ধাতু আকারান্ত সুতরাং স্বতই স্ত্রীলিঙ্গ। "অন্ব" ধাতু সম্বন্ধে যে তাহা হইতে পারে না তাহা বলা বাহুল্য।

(৬) রঘুনাথচক্রবর্ত্তিকৃত অমরকোষের টীকা দেখ।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পরিশিষ্টকার অম্বষ্ঠাদিপদ নিপাতনে সাধিত হয়, বলিয়াছেন যথা,—

"অম্বক (ক্লী) অম্ব—ণ ক [অম্বতি নক্ষত্রস্থানপর্য্যন্তং গচ্ছতি] চক্ষু। (পুং) অম্ব ঘঞ ; ততঃ স্বার্থে ক [অম্ব্যতে স্নেহেন উপগম্যতে] পিতা।

অম্বষ্ঠ—(অম্ব [শব্দ অর্থাৎ চিকিৎসকশব্দ প্রসিদ্ধি নিমিত্ত] স্থা [অভিপ্রায় করা] ড) ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত, বৈদ্য, দেশবিশেষ।" ইত্যাদি (৭)। ৫৮ পৃষ্ঠা। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ শর্ম্মকৃত

শব্দদীধিতি অভিধান।

"অম্বষ্ঠ (অম্ব পিতা—ষ্ঠা [স্থা থাকা+অ (ড)—ক, সংজ্ঞার্থে] যে থাকে। আয়ুর্ব্বেদ অধিকারী বলিয়া যিনি রোগসময়ে পিতার ন্যায় থাকেন অথবা অম্বা মাতা। যিনি মাতার ন্যায় থাকেন অর্থাৎ পালন করেন কিংবা অনুব শব্দ করা স্থা থাকা + অ (ড)—ক) সং পুং ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত বৈদ্য। ২। দেশবিশেষ ; ইহা পঞ্জাবের অন্তঃপাতী। ৩। .... । (অম্বা মাতা। প্রীতির নিমিত্ত যিনি মাতার ন্যায় থাকেন)

"অম্বষ্ঠাদি নিপাত্যতে। অম্বষ্ঠঃ আপষ্ঠঃ" ইত্যাদি। কিন্তু তিনি ভূমিষ্ঠং মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি পদ ব্যাকরণ সূত্রানুসারে সাধন করিয়াছেন যথা,—"গোভূমি দ্বিত্রি কুশঙ্কু মঞ্জি পুঞ্জি পিব্যগ্নি বর্হিষঃ স্থস্থ। গোষ্ঠং ভূমিষ্ঠং দ্বিষ্ঠং ত্রিষ্ঠং কুষ্ঠং শঙ্কুষ্ঠং মঞ্জিষ্ঠা পুঞ্জিষ্ঠঃ পিবিষ্ঠঃ অগ্নিষ্ঠঃ।" যখন অম্ব বলিয়া একটী শব্দ আছে তখন এই সূত্রদ্বারা অম্বষ্ঠ পদ অনায়াসে সাধিত না হইলেও প্র পূর্ব্বক "স্থা" ধাতু "ড" নিষ্পন্ন প্রষ্ঠ শব্দের ন্যায় যে অনায়াসে অম্বষ্ঠ পদ হয় তাহা বলা বাহুল্য।

(৭) এখানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অভিধানকর্ত্তা অম্বক, অম্বক অম্বষ্ঠ ও অম্বা শব্দের ন্যায় স্বতন্ত্ররূপে অম্বশব্দের অর্থ বলেন নাই। যখন অম্বষ্ঠশব্দের স্থলে তিনি অম্বশব্দের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তখন উক্ত শব্দের স্বতন্ত্ররূপে পিতা অর্থ না করিলেও উহার দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে যে, অম্ব বলিয়া শব্দ আছে ও তাহার অর্থ পিতা। অভিধানকর্ত্তা অম্ব শব্দের উত্তর স্বার্থে "ক" করিয়া অম্বক পদ সিদ্ধ করত তাহারই পিতা অর্থ করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ পায় যে অম্ব শব্দের অর্থ পিতা। স্বার্থে ক করিলে যে শব্দের অর্থের কোন পরিবর্ত্তন হয় না তাহা সকলেই অবগত আছেন। রাম আর রামক একই কথা, একই অর্থযুক্ত। "শব্দদীধিতি" অভিধানকর্ত্তা অম্বশব্দেরই চিকিৎসক অর্থ করিয়াছেন, তাহা অন্যায় কারণ, অম্ব—স্থা+"ড" করিয়া যে অম্বষ্ঠ পদ হয় সকল শাস্ত্রে, সকল অভিধানে তাহারই চিকিৎসকার্থ উক্ত হইয়াছে। "সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং।" এই মনুবচনের দ্বারাও তাহাই প্রকাশ পায়।

ষ্টা—স্ত্রীং যূইগাছ। ২।" ইত্যাদি। ১১৫।১৬ পৃঃ শ্রীযুক্ত রামকমল শর্ম্মা বিদ্যারত্ন কৃত প্রকৃতিবাদ অভিধান। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১২৮৭ সালে প্রকাশিত। (তৃতীয় সংস্করণ)।

"অম্বষ্ঠ—পুং—অম্বায় চিকিৎসকবৃন্দায় তৎপ্রখ্যাপনার্থং তিষ্ঠতেঽভিপ্রৈতি—স্থা—কঃ ষত্বম্। চিকিৎসকে বিপ্রাৎ বৈশ্যকন্যায়াং জাতে সঙ্কীর্ণবর্ণে—ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নামজায়তে।" মনু, ইত্যাদি (৮)।

শ্রীযুক্ত তারানাথ শর্ম্ম ভট্টাচার্য্য বাচস্পতিকৃত
বাচস্পত্যাভিধান।

অম্ব অর্থাৎ চিকিৎসকদিগকে চিকিৎসক বলিয়া প্রচারকরিবার নিমিত্ত অবস্থিতি অর্থাৎ অভিপ্রায়ে অম্ব—স্থা—"কঃ ষত্বম্" করিয়া অম্বষ্ঠ শব্দ হইয়াছে। অম্বষ্ঠের অর্থ চিকিৎসক, ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বৈশ্যকন্যাতে জাত। সঙ্কীর্ণ বর্ণ। মনুও বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যকন্যাতে জাত সন্তানের নাম অম্বষ্ঠ।

"অম্বষ্ঠো বিপ্রাদ্বৈশ্যকন্যায়ামুৎপন্ন ইতি মেদিনী।
অয়ং চিকিৎসাবৃত্তির্বৈদ্য ইতি খ্যাতঃ। ইত্যমরটীকায়াং ভরতঃ।
৮৭পৃঃ, ২য় সংস্করণ শব্দকল্পদ্রুম।

ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বৈশ্যকন্যাতে জাত সন্তানের নাম অম্বষ্ঠ, এই কথা "মেদিনী" অভিধানে আছে; এবং চিকিৎসাকার্য্য বৃত্তি দ্বারা অম্বষ্ঠ বৈদ্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, এই কথা অমরকোষের টীকাকার ভরতমল্লিক বলেন।

(৮) বাচস্পতি মহাশয়ও অম্বশব্দেরই চিকিৎসক অর্থ করিয়াছেন। আবার অম্ব—স্থা হইতে যে অম্বষ্ঠ হয় তাহারও অর্থ চিকিৎসক করিয়াছেন। "সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং।" এই মনুবচন দ্বারাও অম্বষ্ঠ শব্দেরই চিকিৎসকার্থ হয়। সুতরাং উদ্ধৃত পণ্ডিত রামকমলকৃত প্রকৃতিবাদ অভিধানোক্ত অম্বষ্ঠশব্দের সাধন ও তাহার অর্থ, বাচস্পতি মহাশয়ের কৃত অভিধানোক্ত অম্বষ্ঠপদ সাধন ও তাহার অর্থ হইতে অনেকাংশে পরিষ্কৃত ও প্রকৃত। বাচস্পতি তাঁহার অভিধানে অম্বষ্ঠের অনেক নিন্দাও করিয়াছেন, তাহার আলোচনা অপবাদখণ্ডনাংশে করা যাইবে। পণ্ডিত রামকমল বিদ্যারত্ন মহাশয় অম্বষ্ঠের যে অর্থ করিয়াছেন তাহাতে অম্বষ্ঠের অর্থ পিতৃস্থানীয় ও মাতৃস্থানীয়া হইতেছে। ইহা অম্বষ্ঠের ভাবার্থ হইলেও ইহার দ্বারা অম্বষ্ঠের সম্মান প্রকাশ পাইতেছে। বাচস্পত্যাভিধান আর শব্দদীধিতি অভিধানকর্ত্তা অম্ব শব্দের পিতা অর্থ গোপন ও তাহারই চিকিৎসকার্থ করত অম্বষ্ঠশব্দের প্রকৃতার্থ গোপন করিয়া গিয়াছেন।

"জননীতো জন্মলব্ধা সঞ্জাতা বেদসংস্কৃতৈঃ।
অম্বষ্ঠাস্তেন তে সর্ব্বে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অথ রুক্‌প্রাতিকারত্বাৎ ভিষজস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

জাতিতত্ত্ব বিবেকধৃত, অগ্নিবেশসং।

অম্বষ্ঠের মাতৃগর্ভে প্রথম জন্ম ও বেদমন্ত্র দ্বারা উপনীত হওয়া হইতে দ্বিতীয় (দ্বিজ) এবং বেদাধ্যয়ন হইতে জ্ঞানলাভরূপ তৃতীয় (ত্রিজ অর্থাৎ বৈদ্য) জন্ম হয়, এই জন্য অম্বষ্ঠেরা দ্বিজ ও বৈদ্য বলিয়া সকল শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছেন, এবং রোগপ্রতিকারকরাহেতুতে অম্বষ্ঠের আর একটি নাম ভিষক্।

কেহ, অম্বা স্থা "ড" করিয়া "অম্বেব প্রীতৌ তিষ্ঠতি" অর্থাৎ রোগপ্রতিকারকালে রোগীর নিকটে প্রীতিপূর্ব্বক মাতার ন্যায় অবস্থিতি অর্থে অম্বষ্ঠশব্দের সৃষ্টি হওয়া বলেন (৯)। কিন্তু "অম্বেব প্রীতৌ" বলিলে কেবল অম্বা ইব বুঝায় না, অম্ব, অম্বা, দুই বুঝায় কারণ অম্বা—ইব, অম্ব—ইব উভয়ের যোগেই "অম্বেব" হয়। শেষোক্ত স্থলে ইব-সংকারে সমাসে বিভক্তিলোপ হইয়াছে। বিশেষ ভারতীয় চিকিৎসকেরা যখন পুরুষ ছিলেন, আর অম্ব বলিয়া যখন একটি শব্দ আছে তখন উপরি উক্ত অম্ব—স্থা "ড" করিয়া অম্বষ্ঠ পদ যাহারা সাধন করেন, তাঁহাদের অম্বষ্ঠশব্দের সাধনই যথার্থ সাধন।

উপরে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা অম্বষ্ঠশব্দের যে সকল অর্থ প্রদর্শিত হইল তৎসমুদয় অম্বষ্ঠশব্দের ভাবার্থ, অর্থাৎ অম্বষ্ঠদিগের চিকিৎসাকার্য্যের ভাবানুসারে অম্বষ্ঠের উৎপত্তির পরে তৎসমুদয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। অম্বষ্ঠশব্দের এই সমস্ত ভাবার্থ সৃষ্টিহওয়ার পূর্ব্বে প্রথমে যে অর্থে অম্বষ্ঠশব্দের সৃষ্টি হয়, অতঃপর তাহাই প্রকাশ করা যাইতেছে, এবং উল্লিখিত ভাবার্থ অর্থাৎ বৈদ্য অর্থ দ্বারা (১০) অম্বষ্ঠশব্দের উৎপত্তিগত প্রকৃতার্থ যে আচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে।

(৯) "(অম্বা মাতা।) প্রীতির নিমিত্ত যিনি মাতার ন্যায় থাকেন।" ১১৬পৃ, অম্বষ্ঠশব্দের অর্থ, পণ্ডিত রামকমলকৃত প্রকৃতিবাদ অভিধান ও পূর্ব্বোদ্ধৃত ভরতমল্লিক ও রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীকৃত অম্বা শব্দের ব্যাখ্যা দেখ।

(১০) "কহিছে বিক্রমাদিত্য করি নিবেদন।
যাহা হইতে বিপ্রকন্যা পাইল জীবন।

উপরে অম্বষ্ঠশব্দের যে সকল শাস্ত্রীয়ার্থ প্রদর্শিত হইল, তৎসমুদয় শাস্ত্রই মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য, গোতম, উশনাঃ পরাশর, ব্যাস প্রভৃতি সংহিতার পরবর্ত্তী (১১), এবং কোন্ কোন গ্রন্থ নিতান্তই আধু-

---

সেই জন পিতৃতুল্য জানিবে নিশ্চয়।

তাহে কন্যাদান করা উপযুক্ত নয়॥" দ্বিতীয় প্রশ্ন, বেতাল পঞ্চবিংশতি।

বেতাল পঞ্চবিংশতির এই উক্তি দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, বৈদ্য হইতে আরোগ্যরূপ জন্ম লাভ হয় বলিয়া পিতৃস্থানীয় অর্থে প্রাচীনকালে বৈদ্যকে (চিকিৎসককে) অম্বষ্ঠ বলিত। কিন্তু অম্বষ্ঠের এরূপ অর্থ অম্বষ্ঠের চিকিৎসাব্যবসায় দ্বারা বৈদ্যসংজ্ঞাহওয়ার পরে হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। ইহা অম্বষ্ঠের উৎপত্তিগত নহে।

(১১) "মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।

যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়নো বৃহস্পতিঃ॥

পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগোতমৌ।

শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ॥" ১অ, যাজ্ঞবল্ক্য সং।

"শ্রুতামে মানবা ধর্ম্মা বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা।

গার্গেয়া গোতমীয়াশ্চ তথা চৌশনসাঃ স্মৃতাঃ॥

অত্রেবিষ্ণোশ্চ সংবর্ত্তাদ্দক্ষাদাঙ্গিরসস্তথা।

শাতাতপাচ্চ হারীতাৎ যাজ্ঞবল্ক্যাত্তথৈব চ॥

আপস্তম্বকৃতাধর্ম্মাঃ শঙ্খস্য লিখিতস্য চ।

কাত্যায়নকৃতাশ্চৈব তথা প্রাচেতসান্মুনেঃ॥

শ্রুতাহ্যেতে ভবৎপ্রোক্তাঃ শ্রুতার্থা মে ন বিস্মৃতাঃ।

অস্মিন্ মন্বন্তরে ধর্ম্মাঃ কৃতত্রেতাদিকে যুগে॥"

১অ, পরাশরসং। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বাক্য।

"কৃতে তু মানবোধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।

দ্বাপরে শঙ্খলিখিতঃ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ॥" ১অ, পরাশর সং।

"বর্ত্তমানে কলৌ যুগে" ইত্যাদি। ঐ

"শতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।

কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥"

প্রথমতরঙ্গ, কহ্লণ, রাজতরঙ্গিণী।

রাজতরঙ্গিণীর এই প্রমাণে পরাশর ও ব্যাসের কালনির্দ্দিষ্ট হইতেছে, কারণ ইঁহারা পাণ্ডবদিগের সমকালে বর্ত্তমান ছিলেন। যাহা হউক, একমাত্র পরাশরসংহিতার উদ্ধৃত বচনের দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, মনুসংহিতার সৃষ্টি সত্য যুগে, গোতমসংহিতার সৃষ্টি ত্রেতাতে, শঙ্খ-

নিক (১২)। এমতাবস্থায় দেখা কর্ত্তব্য মনুসংহিতাপ্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রে অম্বষ্ঠ শব্দের কি অর্থ উক্ত হইয়াছে (১৩)।

লিখিতকৃত সংহিতা দ্বাপরে ও পরাশরসংহিতা এই কলিযুগে হয়। যাজ্ঞবল্ক্য আর পরাশর-সংহিতার উল্লিখিত প্রমাণ হইতে আরও ব্যক্ত হয় যে উক্ত দুই সংহিতা ব্যতীত তদুক্ত সমুদয় সংহিতাই সত্য প্রভৃতি অন্যান্য যুগের কৃত গ্রন্থ। এমতাবস্থায় অম্বষ্ঠশব্দের অর্থবিষয়ে এত ক্ষণ যে সকল শাস্ত্রালোচনাকরা হইল তৎসমুদায়কে পরাশর প্রভৃতি সংহিতার যে পরবর্ত্তী বলা হইয়াছে তাহা একান্তই সত্য কথা।

(১২) "ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥" হিন্দুশাস্ত্র।

"ততস্ত্রিষু সহস্রেষু সহস্রাভ্যাধিকেষু চ।
ভবিষ্যো বিক্রমাদিত্যো রাজ্যং সোঽত্র প্রলপ্স্যতে॥"

যুগব্যবস্থাধ্যায়, কুমারিকাখণ্ড স্কন্দপুরাণ (বিদ্যাসাগরধৃত)।

এই দুই বচনের প্রথম বচনে প্রকাশ যে, অমরকোষকার অমরসিংহ বিক্রমাদিত্যের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। শেষটীতে প্রকাশ যে, এই কলিযুগের বর্ষগণনায় (কল্যব্দের) চারি সহস্র বৎসর গত হইলে বিক্রমাদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। এখন কল্যব্দের ৫০০২ বৎসর চলিতেছে। অতএব অমরকোষের সৃষ্টিকাল ১০০২ বৎসরের পূর্ব্বে হইতেছে। বিক্রমসংবতের এক্ষণে ১৯৬০ চলিতেছে, এ অবস্থায় বিদ্যাসাগরধৃত উক্ত কালের সঙ্গে অনৈক্য দেখা যায়, কিন্তু ইহার আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। পণ্ডিত রামকমলকৃত প্রকৃতিবাদ অভিধানে তাঁহার নিজের লিখিত বিজ্ঞাপনে দেখা যায় উক্ত অভিধানের সৃষ্টি ১৯২৩ সংবতে হয়। শব্দদীধিতি অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায় যে ১২৮১ সালের কিছু পূর্ব্বে উক্ত অভিধান প্রস্তুত হইয়াছে। রাজা রাধাকান্ত-দেব কৃত শব্দকল্পদ্রুমের যে গত শতাব্দীতে সৃষ্টি হয় তাহা বলা বাহুল্য। অমর-কোষের টীকাকার ভরতমল্লিককৃত চন্দ্রপ্রভানামক গ্রন্থের সমাপ্তিস্থলে ১৫৯৭ শকাব্দা লেখা থাকায় ভরতও ২২৫।২৬ বৎসর পূর্ব্বে অমরকোষের টীকা করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণীকৃত হয়। বাচস্পত্যাভিধানের সৃষ্টিও গত ২৫ বৎসরের মধ্যেই হইয়াছে। ১১টীকাতে সংহিতাগুলির নাম উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে অগ্নিবেশসংহিতার নাম নাই। সুতরাং উহাকে পরাশর ও ব্যাসসংহিতার পরবর্ত্তী বলিতে হইবে। পরাশরপুত্র ব্যাসকৃত সংহিতায় অম্বষ্ঠ পিতৃজাতি বলিয়া উক্ত আছে; কিন্তু ব্রহ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণে মাতৃজাতি বলিয়া উল্লিখিত আছে। ইহাতে উক্ত দুই পুরাণ বা উহার ঐ ঐ অংশ ব্যাসকৃত নয় বলিয়া সাব্যস্ত হয়। কারণ একব্যক্তির লেখা এত বিভিন্ন হইতে পারে না। অতএব উক্ত দুই পুরাণ বা ঐ ঐ অংশ পরাশর ব্যাস ও যুধিষ্ঠিরাদির পরে রচিত হইয়াছে বলিয়া উপলব্ধি হয়।

(১৩) "সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্ব্বে নষ্টাঃ কলৌ যুগে।" ইত্যাদি ১অ, পরাশর সং।

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নামজায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥ ৮॥"

১০অ, মনুসংহিতা।

ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যকন্যার গর্ভে অম্বষ্ঠনামা পুত্রের এবং ব্রাহ্মণকর্তৃক শূদ্রকন্যাতে নিষাদের জন্ম হইয়া থাকে।

এই উক্তি কেবল ভগবান্ মনুর নহে তৎপরবর্ত্তী প্রাচীন সকল শাস্ত্রেই এই একই কথা উক্ত হইয়াছে (১৪)। মনুসংহিতা যেমন সত্যযুগের, তেমনি উহা বেদেরই পরবর্ত্তী শাস্ত্র (১৫)। অতএব যে কালে, যে অর্থে অম্বষ্ঠ শব্দের উৎপত্তি হয়, ভগবান্ মনুকেই তাহার একান্ত নিকটবর্ত্তী মনে করিতে হইবে। আমরা বলি, একথা কেন উক্ত হইয়াছে? ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভে

শতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥ ১ তরঙ্গ, কহ্লণ রাজতরঙ্গিণী।

উদ্ধৃত পরাশর সংহিতা ও রাজতরঙ্গিণী বচনের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রতীয়মান হয় যে, একমাত্র ব্যাসসংহিতা ভিন্ন অন্যান্য সকল স্মৃতিই সত্যযুগ হইতে আরম্ভ হইয়া ব্যাসকৃত সংহিতার পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছে, এবং পরাশর ও ব্যাস পাণ্ডবদিগের সমকালে অর্থাৎ এক কলিযুগের বর্ষগণনায় ৬৫৩ বৎসরের পরেও বর্ত্তমান ছিলেন। আরও ইহার দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে যে কল্যব্দের ৬৫৩ বৎসরের পূর্ব্বেই পরাশর ও ব্যাসসংহিতা রচিত হয়।

(১৪) "বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোঽম্বষ্ঠ উচ্যতে।" ইত্যাদি।

উশনঃসংহিতা।

বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশস্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠো"—— ইত্যাদি। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।
"তেভ্য এব বৈশ্যাম্বষ্ঠমাহিষ্যাঃ," ইত্যাদি।

জাতিতত্ত্ববিবেকধৃত গোতমসংহিতা।

"বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতা অম্বষ্ঠা মুনিসত্তম।" ইত্যাদি।

পরাশর সংহিতা ও জাতিতত্ত্ববিবেকধৃত পরশুরাম সং।

(১৫) "কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতঃ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ॥"

১অ, পরাশর সংহিতা। (বিদ্যাসাগরধৃত)।

যে সন্তান হইল, মনুপ্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ তাহাকে অম্বষ্ঠ কেন বলিলেন? যদি বল, চিকিৎসকার্থেই তাঁহারা অম্বষ্ঠ বলিয়াছেন; তাহার উত্তর আমরা উপরেই দিয়াছি যে, অম্বষ্ঠের ঐসমস্ত অর্থের সৃষ্টি ভাবানুসারে পরে হইয়াছে। বিশেষ মনুসংহিতাপ্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রে চিকিৎসকার্থে অম্বষ্ঠ নাম হইল, একথা উক্ত হয় নাই। ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যকন্যাতে জাত সন্তানের নাম অম্বষ্ঠ এই কথাই আছে, এবং সেই অম্বষ্ঠের বৃত্তি চিকিৎসা তাহাও তৎপরেই উক্ত হইয়াছে। ইহাতেই উপলব্ধি হয় যে উৎপত্তিগত অর্থে অম্বষ্ঠ নাম হয়, বৃত্তিগত অর্থে নহে। বৃত্তিগত অর্থে যে অম্বষ্ঠের বৈদ্য চিকিৎসক প্রভৃতি নাম পরে হয়, তাহা প্রথমাধ্যায়ে দেখাইতে আমরা ত্রুটি করি নাই; এবং "বৃত্ত্যা জাতিঃ প্রবর্ত্ততে" ব্যাসসংহিতার এই বাক্যের যাথার্থ্যপ্রতিপাদনের নিমিত্ত অম্বষ্ঠ যে পরে বৈদ্য জাতি (শ্রেণী) বলিয়া প্রসিদ্ধ হন তাহা বলা বাহুল্য। স্পষ্টই দেখা যায় যে, যৎকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নাম হইয়াছে তখন অম্বষ্ঠ নাম হয় নাই। যে কারণেই হউক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি শ্রেণী (১৬) বিভাগ হওয়ার পরে ব্রাহ্মণ আর বৈশ্যে বিবাহসম্বন্ধ দ্বারা যে সকল পুত্র উৎপন্ন হইত, তাহাদেরই নাম অম্বষ্ঠ হয়। এমতাবস্থায় বৃত্তিহেতু অর্থাৎ চিকিৎসকার্থে ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত সন্তানের নাম অম্বষ্ঠ হইয়াছে, ইহা কি প্রকারে বিশ্বাসকরা যাইতে পারে?

"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃস্মৃতং।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥"

বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিষয়ক পুস্তকের
দ্বিতীয় খণ্ডধৃত, বৃহস্পতিবচন।

এই উভয় শ্লোকের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, উপরে আমরা মনুসংহিতাসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা সত্য বলিয়া নির্ণীত হয়।

(১৬) মনুষ্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির অর্থ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীমাত্র, তাই আমরা জাতি শব্দের পরিবর্ত্তে শ্রেণী শব্দ ব্যবহার করিলাম। গোজাতি, অশ্বজাতি, পশু ও পক্ষিজাতি এবং মনুষ্যজাতিতে যে প্রভেদ থাকায় ইহারা পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন জাতি বলিয়া গৃহীত হয়, মনুষ্যের মধ্যে যে সেরূপ জাতিভেদ হইতে পারে না, তাহা এই পুস্তকের "অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি" অধ্যায়ে বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইবে।

পূর্ব্বে (প্রথমাধ্যায় প্রভৃতিতে) যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে পরিষ্কাররূপে উক্ত আছে, চিকিৎসাবৃত্তি হইতেই অম্বষ্ঠের বৈদ্য নাম হয়। এমতাবস্থায় প্রকাশ পায় যে, অম্বষ্ঠ-নামের উৎপত্তিগত অর্থ ভিন্ন, প্রথমে ভিন্ন অর্থে অম্বষ্ঠ নাম হয়, তৎপরে অম্বষ্ঠে আয়ুর্ব্বেদ (অর্থাৎ চিকিৎসা) অর্পিত হওয়াতে তাহারই চিকিৎসক বৈদ্য প্রভৃতি নাম পরে হইয়াছে। অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি এ কথা সকল শাস্ত্রেই উক্ত আছে (১৭)। অম্বষ্ঠকে যে চিকিৎসা-কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, ঐ সকল প্রমাণে তাহা স্পষ্টতঃ পরিব্যক্ত হইতেছে, অতএব ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যকন্যাতে বিবাহসম্বন্ধ দ্বারা যে সকল সন্তান হইয়াছিল, তাহাদের অম্বষ্ঠ নাম কিজন্য কোন্ অর্থে হইল? এই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে, পিতৃজাতি অর্থে "অম্ব" শব্দ আর "স্থা" ধাতুর যোগে ঐ সকল পুত্রকে অম্বষ্ঠ বলা হইত। অম্বষ্ঠের প্রকৃতার্থ পিতৃজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। আমাদের এই কথা যে একান্ত সত্য, পুরাণশাস্ত্র দ্বারাও তাহাই প্রকাশ পায়। পৌরাণিকেরা অম্বষ্ঠ শব্দের "অম্বাকুলে তিষ্ঠতি" বাক্য দ্বারা উহার বৈশ্যজাতি অর্থ করিয়াছেন (১৮)। ইহাতে এই পরিস্ফুট হয় যে, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক

---

(১৭) "সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং।" ইত্যাদি। ১০অ, মনুসং।

"বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোহম্বষ্ঠ উচ্যতে।
কৃষ্যাজীবো ভবেত্তস্য তথৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ।
ধ্বজিনীজীবিকা চৈব চিকিৎসাশাস্ত্রজীবকঃ॥" উশনঃ সং।

"বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতা অম্বষ্ঠা মুনিসত্তম।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থে নির্দ্দিষ্টা মুনিপুঙ্গবৈঃ॥"
পরাশর ও পরশুরাম সংহিতা বচন।

"উপনীতঃ পঠেদ্বৈদ্যো নরসিংহার্চ্চনঞ্চরেৎ।" ইত্যাদি।
"চিকিৎসৈব তু তদ্ধর্ম্ম আয়ুর্ব্বেদবিধানতঃ।" ইত্যাদি। পদ্মপুরাণ বচন।

১৮১নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট কলিকাতার শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত ও শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত প্রকাশিত পদ্মপুরাণে এসকল বচন নাই। পদ্মপুরাণ ও তাহার পরিশিষ্ট সমাপ্ত করিয়া সৃষ্টিখণ্ড ও ব্রহ্মখণ্ড হইতে কায়স্থের অর্থাৎ চিত্রগুপ্তের উৎপত্তিবিবরণ মুদ্রিত করিয়াছেন, ইহাতে বোধ হইতেছে যে, অন্যান্য জাতিবিষয়ক সমুদয় বৃত্তান্ত অর্থাৎ পদ্মপুরাণীয় জাতিমালা পরিত্যাগ করিয়া উক্ত পুস্তক তাঁহারা মুদ্রিত করিয়াছেন।

(১৮) একথা সত্য যে পৌরাণিকগণ. চিকিৎসাবৃত্তি জন্যই বৈদ্যের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া

বৈশ্যকন্যাতে জাত সন্তানকে তাঁহারাও প্রথমে উৎপত্তিগত অর্থেই অম্বষ্ঠ বলিয়া পরে চিকিৎসাব্যবসায় ও আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়ন হইতে সেই অম্বষ্ঠকেই বৈদ্য বলিয়াছেন। অতএব পৌরাণিক প্রমাণ দ্বারাও সাব্যস্ত হইতেছে যে, অম্বষ্ঠের উৎপত্তিগত নাম ও অর্থ এক এবং চিকিৎসাব্যবসায় ও আয়ুর্ব্বেদাদি অধ্যয়নগত নাম ও তাহার অর্থ অন্য। পৌরাণিকেরা "অম্বাকুলে তিষ্ঠতি" অর্থে অম্বা—স্থা "ড" করিয়া অম্বষ্ঠ করিয়াছেন, তাহা হইতেই পারে না, যেহেতু তাহাতে "অম্বাষ্ঠ" পদ হয় এবং জোর করিয়া অম্বার আকারের লোপ করিতে হয়। স্বীকার করিলাম, তাহাই হউক, কিন্তু চিকিৎসাজন্য যে অম্বষ্ঠ পিতৃস্থানীয়, মনু প্রভৃতি প্রাচীন সংহিতামতে অম্বষ্ঠ যে পিতৃজাতি, সে কখনই মাতৃজাতি হইতে পারে না এবং তাহাকে কিছুতেই মাতৃজাতি বলা যাইতে পারে না। বিশেষ "অম্ব" বলিয়া যখন একটী শব্দ আছে (যাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে) তাহার অর্থ যখন পিতা এবং অম্ব স্থা—"ড" করিয়া "পিতৃকুলে তিষ্ঠতি" অর্থে যখন অম্বষ্ঠ পদ অবিরোধে সম্পন্ন হয়, তখন পৌরাণিকদিগের উপরি উক্ত অম্বষ্ঠ শব্দের সাধন যে দুর্ব্বল (অপ্রকৃত) তাহা বুদ্ধিমানেরা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। অম্বষ্ঠ শব্দের উল্লিখিত ভাবার্থকারিগণ যেমন উহার উল্লিখিত ভাবার্থ করিয়া উক্ত শব্দের উৎপত্তিগত প্রকৃতার্থকে তদ্দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়াছেন, তেমনি

তাহাকেই অম্বষ্ঠও বলিয়াছেন। কিন্তু মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতি ও মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন পুরাণে ঐপ্রকার ইতিহাস পরিব্যক্ত হয় নাই। আয়ুর্ব্বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়ন ও চিকিৎসা ব্যবসায় হইতে অম্বষ্ঠের বৈদ্যনাম (উপাধি) হয়, এই কথা মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে আছে। ঐ সকল প্রাচীন গ্রন্থে চিকিৎসাব্যবসায়করিবার জন্যই বৈদ্যের (অম্বষ্ঠের) উৎপত্তি উক্ত না হওয়াতে বুঝিতে হইবে, পৌরাণিকগণের উক্ত বর্ণনা আধ্যাত্মিক ও কল্পনামাত্র, অর্থাৎ উহা ব্রাহ্মণাদির ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে জন্ম হওয়ার ন্যায় বৈদ্যের অর্থাৎ অম্বষ্ঠের অলৌকিক উৎপত্তি। পৌরাণিক আর্য্যদিগের এই এক ভাব ছিল যে, যে ব্যক্তিতেই তাঁহারা সমধিক সদ্গুণের সমাবেশ দেখিতেন তাঁহারই উৎপত্তিকে তাঁহারা অদ্ভুত করিতেন। অন্য ভাব এই যে, গুণগত আর্য্যজাতিভেদকে জন্মগত করা। তাঁহাদের মধ্য হইতে গুণগত জাতীয় ভাব বিদূরিত হইয়া যখন তাহা জন্মগত হইতে আরম্ভ-করিয়াছিল অর্থাৎ গুণগত আর্য্যজাতিভেদকে তাঁহারা যৎকালে জন্মগত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তৎকালেই বৈদ্যদিগকে (চিকিৎসাব্যবসায়ী অম্বষ্ঠগণকে) স্বতন্ত্রজাতিকরিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদেরও উৎপত্তিতে তাঁহারা নানাবিধ কল্পনার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

অম্বষ্ঠ শব্দের পিতৃজাতি অর্থ গোপনকরিবার অভিপ্রায়েই পৌরাণিকগণও যে উহার নানাপ্রকার অসরলার্থের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন ও জোর করিয়া (নিপাতনে) অম্বা—স্থা—"ড" করিয়া অম্বষ্ঠপদসাধন্ করিয়াছেন তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

প্রাচীনকালে বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণশ্রেণীস্থ ছিলেন, পূর্ব্বাধ্যায়ে তাহা বিশেষ-রূপে সপ্রমাণ করা হইয়াছে এবং চিকিৎসাব্যবসায়করা অর্থে অম্বষ্ঠদিগকে যে পূর্ব্বকালে বৈদ্য বলা হইত, বিবাহসম্বন্ধ দ্বারা ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত পুত্রদিগকে যে পিতৃজাতি (অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতি অর্থে) প্রাচীন কালে অম্বষ্ঠ বলা যাইত, তাহা এ অধ্যায়ে প্রমাণীকৃত হইল। এই সমুদয় হইতে প্রাচীন কালের এই ইতিহাস পরিব্যক্ত হয় যে, প্রাচীনকালে মনুরও পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের মধ্যে (বর্ত্তমানকালীয়) কনোজিয়া, সরোরিয়া, রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক প্রভৃতি শ্রেণীর ন্যায় অম্বষ্ঠ বলিয়া যে এক শ্রেণী ছিল (১৯) উত্তরকালে সেই অম্বষ্ঠগণই অন্যান্য বেদ সহ আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অধ্যয়ন-করত বিদ্যাসমাপ্তকরা অর্থে বৈদ্য উপাধি ও চিকিৎসাবৃত্তি প্রাপ্ত হন, এবং ভগবান্ মনুও সেই জন্যই "অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং" এই বিধি দ্বারা ও

(১৯) মনুরও পূর্ব্ববর্ত্তী বলা হইল এই জন্য যে মনু যে সকল বচনে অম্বষ্ঠ নাম ও তাঁহার বৃত্তি প্রভৃতি কীর্ত্তন করিয়াছেন তাঁহার অর্থ দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়, ঐ সকল তাঁহার নিজের কৃত বিধি নহে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাসমাত্র। প্রাচীনকালে বর্ত্তমান কালের ন্যায় জাতিভেদ ছিল না। সুতরাং একালের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে যে সমস্ত আচারের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, প্রাচীনকালের অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণদিগের সহিত অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণের আচারের সেরূপ কোন বিভিন্নতা ছিল না। সেকালে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সহিত একালের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের এইমাত্র পার্থক্য।

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥ ৮ ॥" ইত্যাদি। ১০অ, মনুসং।
"ভগবন্ সর্ব্ববর্ণানাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
অন্তরপ্রভবানাঞ্চ ধর্ম্মান্নো বক্তুমর্হসি ॥ ২ ॥" ১অ, মনুসং।

এই দুইটি বচনের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ভগবান্ মনুরও পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগ ও অম্বষ্ঠের উৎপত্তি ও তাহার অম্বষ্ঠ নাম হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও অম্বষ্ঠ প্রভৃতি শব্দ মনুর সৃজিত নহে।

তৎপরবর্ত্তী স্মৃতিপুরাণকারগণও একমাত্র অম্বষ্ঠকেই আয়ুর্ব্বেদাদিশাস্ত্রাধিকার এবং চিকিৎসাবৃত্তি প্রদানপূর্ব্বক বৈদ্যার্থ এবং পিতৃস্থ (ব্রাহ্মণজাতি) এই উভয়ার্থযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। বৈদ্যে অম্বষ্ঠে কোন প্রভেদ নাই, প্রথমাধ্যায়ে তাহা সুব্যক্ত হইয়াছে, সেই অভিন্নতার সৃষ্টি ভগবান্ মনুরও পূর্ব্বে হয় বলিয়া মনুসংহিতার দ্বারা সপ্রমাণ হয় (২০)।

"সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু যুগেষু ব্রাহ্মণাঃ কিল।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রকন্যকা উপযেমিরে।
তত্র বৈশ্যসুতায়াং যে জজ্ঞিরে তনয়া অমী।
সর্ব্বে তে মুনয়ঃ খ্যাতা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ॥"

জাতিতত্ত্ববিবেক ও শব্দকল্পদ্রুম ধৃত
অগ্নিবেশসংহিতা।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই তিন যুগে ব্রাহ্মণেরা যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রকন্যাদিগকে বিবাহ করিতেন, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের বৈশ্যকন্যা পত্নীতে জাত সন্তানেরা (অর্থাৎ অম্বষ্ঠেরা) সকলেই বেদবেদাঙ্গাদিপারগ মুনি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

উপরে প্রমাণ দ্বারা দেখান হইয়াছে এবং এই অংশের পরবর্ত্তী অধ্যায়বিশেষেও দেখান যাইবে যে, ব্রাহ্মণের বৈশ্যকন্যাপত্নীতে জাত সন্তানের নাম অম্বষ্ঠ ও তাহার অর্থ ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ। আর পূর্ব্বাধ্যায়ে বলা হইয়াছে, অম্বষ্ঠেরাই কালে বেদবেদাঙ্গসহকারে আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়ন করিয়া বৈদ্য বলিয়া বিখ্যাত হন, উদ্ধৃত অগ্নিবেশসংহিতার বচন দ্বারা তাহাও সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছে।

(২০) কৃতে তু মানবোধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতঃ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ॥" ১অ, পরাশরসং।
বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহবিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকধৃত।

উপরি উক্ত বচনানুসারে মনুসংহিতা সত্যযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতেছে। মনুসংহিতায় আছে, "অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং" অর্থাৎ অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি। চিকিৎসাবৃত্তি হইলেই বৈদ্য হইল (এই অংশের প্রথমাধ্যায়ের ২টীকাধৃত মৎস্যপুরাণবচন দেখ)। এই জন্য মূলে আমরা বলিয়াছি যে, অম্বষ্ঠে আর বৈদ্যে অভিন্নতার সৃষ্টি সত্যযুগে ভগবান্ মনুরও পূর্ব্বে হইয়াছে।

উদ্ধৃত বচনে আছে, অম্বষ্ঠেরা সকলেই মুনি বলিয়া সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগে খ্যাত ছিলেন। অগ্নিবেশ যে বলিয়াছেন, সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে ব্রাহ্মণেরা বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিতেন, তাহার অন্য প্রমাণ এখানে উদ্ধৃত করা বাহুল্য (বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহবিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক দেখ)। আমরা উপরে যে সকল হেতুতে অম্বষ্ঠশব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ করিলাম, তাহা যে একান্তই সত্য, মূর্দ্ধাভিষিক্ত শব্দের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা প্রকাশ পায় (২১)।

ইতি বৈদ্যশ্রীগোপীচন্দ্র-সেনগুপ্ত-কবিরাজকৃত-বৈদ্যপুরাবৃত্তে
ব্রাহ্মণাংশে পূর্ব্বখণ্ডে অম্বষ্ঠশব্দার্থোনাম
তৃতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

---

(২১) "বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশস্ত্রিয়াম্।

... ... বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ। যাজ্ঞবল্ক্য সং।

ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়কন্যাতে জাত সন্তানের নাম মূর্দ্ধাভিষিক্ত......................ব্রাহ্মণের বিবাহিতা পত্নীতে এই বিধি।

"মূর্দ্ধাভিষিক্ত (মূর্দ্ধন্ মস্তক অভিষিক্ত, ৭মী—ষ। ....রাজা। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াজাত জাতিবিশেষ।" পণ্ডিত রামকমলকৃত, প্রকৃতিবাদ অভিধান।

"মূর্দ্ধাভিষিক্ত (পু) মূর্দ্ধন্+অভিষিক্ত) ...... রাজা ...। ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত জাতিবিশেষ।" শ্যামাচরণ শর্ম্মকৃত শব্দদীধিতি অভিধান।

মনুসংহিতার তৃতীয়াধ্যায়ে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কন্যা ভার্য্যা ও নবমাধ্যায়ে তদ্গর্ভজাত ব্রাহ্মণপুত্রের ধনবিভাগ এবং অশৌচাদির বিধি উক্ত হইয়াছে; এবং অন্যান্য সংহিতাতেও এই সকল উক্ত আছে। যদিও অন্যান্য সংহিতাতে এই পুত্রকে মূর্দ্ধাভিষিক্ত বলিয়া স্পষ্ট উক্ত হয় নাই, তথাপি যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার উদ্ধৃত বচন দ্বারাই নির্ণীত হয় যে, মনুপ্রভৃতির কথিত ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কন্যাপত্নীর পুত্রই মূর্দ্ধাভিষিক্ত। উদ্ধৃত অভিধানে যে মূর্দ্ধাভিষিক্তের অর্থ রাজা (রাজ্যাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়) উক্ত হইয়াছে তাহা হইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা যে মূর্দ্ধাভিষিক্ত শব্দ সাধন-করিয়াছেন, ব্রাহ্মণের ঔরসে তদীয় ক্ষত্রিয়কন্যাপত্নীর সন্তান মূর্দ্ধাভিষিক্তের সেই

চতুর্থাধ্যায়।

বৈদ্যবৃত্তি।

আর্য্যেরা বৈদ্যদিগকে (অম্বষ্ঠশ্রেণীকে) কোন্ কোন্ বৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন এবং তৎসমুদয়ই যে ব্রাহ্মণের বৃত্তি, এই পরিচ্ছেদে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। প্রাচীনকালে বৈদ্যজাতি যে ব্রাহ্মণজাতি ছিলেন, এই অংশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে, এবং ষষ্ঠ ও অষ্টমাধ্যায়ে তাহা বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইবে। যখন সমুদয় বেদবেদাঙ্গ সহ আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়ন না করিলে প্রাচীন কালে কেহই বৈদ্য হইতে পারিতেন না, অম্বষ্ঠেরাই যখন তাহাতে সমর্থ ও চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বৈদ্য হন (১) তখন জ্ঞানবিষয়ে বৈদ্যকে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। প্রাচীনকালে যাঁহারা জ্ঞানবিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহারা অব্রাহ্মণ একথা একান্ত অযুক্ত। যাঁহারা পূর্ণ বেদ জানিতেন তাঁহারা যে ব্রহ্মজ্ঞ (ব্রাহ্মণ) তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ স্থলেই সপ্রমাণ হইয়াছে যে বৈদ্য (অম্বষ্ঠ) ব্রাহ্মণ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, অম্বষ্ঠেরাই সমুদায় বেদ সহ আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়ন করত চিকিৎসাকার্য্যে বিশেষ দক্ষতাপ্রদর্শনপূর্ব্বক বৈদ্য হইয়াছেন (২)। অম্বষ্ঠেরাই

অর্থই হইবে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যেমন সকলের মস্তকস্থিত (উপরে), উক্ত সন্তানও তদ্রূপ, ইহা বলিয়া উক্ত সন্তান যে ব্রাহ্মণ, তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে। যমদগ্নি পরশুরাম প্রভৃতি মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ। (মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত দেখ)।

অভিধানকর্ত্তারা যেমন অম্বষ্ঠশব্দের নানাবিধ অসরলার্থ করিয়া তাহার উৎপত্তিগত অর্থকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন, তেমনি মূর্দ্ধাভিষিক্ত শব্দের অন্যান্য অর্থ করিয়া উক্ত শব্দের প্রকৃতার্থ গোপন করিয়া গিয়াছেন।

(১) দ্বিতীয় ও তৃতীয়াধ্যায়ে চরকসংহিতা মনুসংহিতা প্রভৃতি দ্বারা সপ্রমাণ করা হইয়াছে, সমুদায় বেদ বেদাঙ্গ ও আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়নসমাপন করিয়া অম্বষ্ঠেরাই বৈদ্যসংজ্ঞালাভ করেন এবং চিকিৎসাব্যবসায় অম্বষ্ঠদিগেরই শাস্ত্রোক্ত বৃত্তি।

(২) অম্বষ্ঠেরা যখন বৈদ্য, সত্যযুগ অর্থাৎ মনুসংহিতাসৃষ্টিরও পূর্ব্ব হইতে অম্বষ্ঠদিগেরই যখন চিকিৎসাবৃত্তি, তখন তাঁহারাই যে বিদ্যাসমাপ্ত করিয়া চিকিৎসাকার্য্যে বিশেষ পারগত

উক্ত বিষয়ে পারগ হইয়াছিলেন, এই কথাতে পরিব্যক্ত হয় যে, অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা ও ক্ষত্রিয়কন্যা পত্নীতে জাত পুত্রেরা) তাহাতে অপারগ হইয়া কেবল ধর্ম্মযাজকতাবৃত্তি করিতেন (৩)। এস্থলে কেহ বলিতে পারেন, তবে কি ধর্ম্মযাজকতা (যাজনাদি) হইতে চিকিৎসা উচ্চ বৃত্তি? চিকিৎসা কি গুরুতর কার্য্য? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, প্রকৃত ধর্ম্মযাজকতায় পারত্রিক সুখসম্বন্ধ থাকাতে তাহা কেবলমাত্র চিকিৎসা হইতে উচ্চ কার্য্য বটে। যাঁহারা কেবল চিকিৎসক, তাঁহাদের আসনও ঐরূপ ধর্ম্মযাজকের একটু নীচেই। ধর্ম্মযাজকতা হইতে চিকিৎসা একটু নীচে এই জন্য যে, ধর্ম্মযাজকতা হইতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামাদি লাভ হয়, আর চিকিৎসা হইতে উক্ত চতুর্ব্বর্গসাধনের মূল ভিত্তি যে আরোগ্য তাহাই লাভ হইয়া থাকে। অতএব দেখা যায় যে, কেবল চিকিৎসা ধর্ম্মাদিসাধনের মূল যে আরোগ্য তাহারই জননী (৪)। আমরা কেবল চিকিৎসককে ধর্ম্মযাজকের একটু নীচের আসন প্রদান করিয়াছি, কিন্তু প্রাচীন কালের বৈদ্যগণ কেবল চিকিৎসক ছিলেন না। তাঁহারা যখন অখিল বেদজ্ঞ (শাস্ত্রজ্ঞ) বলিয়া বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা যে ধর্ম্মযাজকতা (যাজনাদিও) করিতেন তাহা বলা বাহুল্য। মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান দ্বারা অম্বষ্ঠেরা দ্বিজ অর্থাৎ উপনীত হইয়া ঋক্ যজুঃ সাম

দেখাইলেন তৎসম্বন্ধে আর অধিক প্রমাণের প্রয়োজন হয় না; শাস্ত্রকারেরা অম্বষ্ঠকে যে বৈদ্য বলিয়াছেন ও চিকিৎসাবৃত্তি প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহাই উক্ত বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ।

(৩) "নাব্রাহ্মণে গুরৌ শিষ্যো বাসমাত্যন্তিকং ব্রজেৎ।
ব্রাহ্মণে চাননূচানে কাঙ্ক্ষন্ গতিমনুত্তমাং ॥ ২৪২ ॥" ২অ, মনুসং।
ভাষ্য ও টীকা দেখ।

এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, প্রাচীন কালে এমন অনেক ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাঁহারা সাঙ্গ সমুদয় বেদ সমাপ্ত করিতে সমর্থ হইতেন না।

(৪) "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমং।" ইত্যাদি।
১অ, সূত্রস্থান চরকসং। ১অ, পূর্ব্বখণ্ড, ভাবপ্রকাশ।

"আয়ুষ্কামযমানেন ধর্ম্মার্থসুখসাধনম্।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ ॥ ২॥" ১অ, সূত্রস্থান,
বাগ্‌ভট (অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতা)।

ও অথর্ব্ব বেদাদি যে অধ্যয়ন করিতেন তাহা সপ্রমাণ হয় (৫)। অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি ঐ সকল শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে কিন্তু ধর্ম্মযাজকতা নিষিদ্ধ হয় নাই। প্রাচীনকালের অম্বষ্ঠগণ যে তাহাও করিতেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে, এ অধ্যায়েও পরে প্রদর্শিত হইবে। এমতাবস্থায় বলিতে হইল, প্রাচীন কালে যাঁহারা কেবল ধর্ম্মযাজক তাঁহাদের হইতে সে কালের বৈদ্যগণ জ্ঞান-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইহা একান্ত সত্য কথা যে, মনুষ্যদিগের মধ্যে সকলেই তুল্য ক্ষমতাসম্পন্ন হয় না, তাহা হইলে এই ভারতেও ক্ষমতাভেদে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি প্রভেদের সৃষ্টি হইত না (৬)। অতএব প্রাচীনকালের অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলাতে উক্ত কালের কেবল ধর্ম্মযাজক ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করা হয় নাই।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ত্রিবিধ ব্যাধি ও তাহার ত্রিবিধ চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে (৭)।

(৫) "স্বজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥ ৪১॥" ১০অ, মনুসং।

ভাষ্য—"স্বজাতিজাস্ত্রৈবর্ণিকেভ্যঃ সমানজাতীয়াসু জাতাস্তে দ্বিজধর্ম্মাণ ইত্যেতৎ সিদ্ধমেবানূদ্যতে। অনন্তরজানাং তুল্যাভিধানাৎ তদ্ধর্ম্মপ্রাপ্ত্যর্থম্। অনন্তরজা অনুলোমা—ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যয়োঃ ক্ষত্রিয়াদ্বৈশ্যায়াং জাতাস্তেঽপি দ্বিজধর্ম্মাণ উপনেয়া ইত্যর্থঃ। উপনীতাশ্চ দ্বিজাতিধর্ম্মৈঃ সর্ব্বৈরধিক্রিয়ন্তে। মে॥ ৪১॥"

টীকা—স্বজাতিজেতি। দ্বিজাতীনাং সমানজাতীয়াসু জাতাঃ তথানুলোম্যেনোৎপন্নাঃ ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়াবৈশ্যয়োঃ ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং ষট্ পুত্রা উপনেয়াঃ। কুঃ॥ ৪১॥

ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥ ৮॥"

উদ্ধৃত শ্লোক ও তাহার টীকা ভাষ্যাদি দ্বারা বুঝা যায় যে অম্বষ্ঠ দ্বিজ এবং উপনয়ন ও বেদাদিশাস্ত্রাধিকারী।

(৬) "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" ৪অ, ভগবদ্গীতা।

পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডের ২৫।২৬।২৭ অধ্যায় ও মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত আজগর পর্ব্বাধ্যায় এবং মহাভারতীয় অনুশাসনপর্ব্ব দেখ।

(৭) "ইহ খলু হেতুর্নিমিত্তমায়তনং প্রত্যয়সমুত্থানং নিদানমিত্যনর্থান্তরং। তত্ত্রিবিধং অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগঃ প্রজ্ঞাপরাধঃ পরিণামশ্চেতি। অতস্ত্রিবিধব্যাধয়ঃ প্রাদুর্ভবন্ত্যাগ্নেয়-সৌম্যবায়ব্যাঃ। অপরে রাজসাস্তামসাশ্চ।" ১অ, নিদানস্থান, চরকসং।

গ্রহজুষ্টি দ্বারাও ব্যাধির উৎপত্তি হওয়া বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে বর্ণিত আছে (৮)। অহিত আহার ও আচার দ্বারা, পাপ দ্বারা, গ্রহজুষ্টি দ্বারা যে সকল ব্যাধি হইত, তাহাতে আসুরী মানুষী ও দৈবী এই ত্রিবিধ চিকিৎসারই প্রাচীন কালে প্রয়োজন হইত। একালের মনুষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই সকল বিশ্বাস করিতে পারেন না কিন্তু উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে পরিস্ফুট হয় যে সেকালের আর্য্যেরা কথিত সমুদয় বিশ্বাস করিতেন। যাহা হউক, আসুরী চিকিৎসা কি?

ত্রয়োরোগা ইতি নিজাগন্তুমানসাঃ। তত্র নিজঃশরীরদোষসমুত্থঃ। আগন্তুর্ভূতবিষবায়্বগ্নি-সম্প্রহারাদিসমুত্থঃ। মানসঃ পুনরিষ্টস্যালাভাল্লাভাচ্চানিষ্টস্যোপজায়তে।

১১অ, সূত্রস্থান, চরকসং।

"তত্রায়মুন্মাদকরাণাং ভূতানামুন্মাদয়িষ্যতামারম্ভবিশেষঃ। তদ্যথা—অবলোকন্তোদেবা জনয়ন্ত্যুন্মাদং গুরুবৃদ্ধসিদ্ধর্ষয়োঽভিশপন্তঃ পিতরো ধর্ষয়ন্তঃ স্পৃশন্তো গন্ধর্ব্বাঃ সমাবিশন্তো যক্ষরাক্ষসাস্তমোগন্ধানাঘ্রাপয়ন্তঃ পিশাচাঃ পুনরধিরুহ্য বাহয়ন্তঃ।

উন্মাদয়িষ্যতামপি খলু দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসপিশাচানামেত্যন্তরেষু গমনীয়ঃ পুরুষঃ। তদ্যথা—পাপস্য কর্ম্মণঃ সমারম্ভে পূর্ব্বকৃতস্য বা কর্ম্মণঃ পরিণামকালে।" ইত্যাদি।

৭অ. নিদানস্থান, চরকসং।

"আসুরী মানুষী দৈবী চিকিৎসা ত্রিবিধামতাঃ।
শস্ত্রৈঃ কষায়ৈর্হোমাদ্যৈঃ ক্রমেণান্ত্যা সুপূজিতা॥"

শ্রীযুক্ত হরলাল গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেনকৃত
ভৈষজ্যরত্নাবলীধৃত বচন।

শস্ত্রৈবণীয় নাম একাদশাধ্যায়, সূত্রস্থান চরক ও সুশ্রুতসংহিতার প্রথমাধ্যায় দেখ।

(৮) "মানসেন চ দুঃখেন স চ পঞ্চবিধোমতঃ। ইত্যাদি।
বিরুদ্ধদুষ্টাশুচিভোজনানি—
প্রধর্ষণং দেবগুরুদ্বিজানাং। ইত্যাদি।
ভূতোন্মাদমুদাহরেৎ। ইত্যাদি।
ব্রহ্মণ্যোভবতি নরঃ সদেবজুষ্টঃ। ইত্যাদি।
দুষ্টাত্মা ভবতি স দেবশক্রজুষ্টঃ।" ইত্যাদি।

উন্মাদনিদান মাধবকর কৃত।

বিপ্রান্ গুরূন্ ধর্ষয়তাং পাপ কর্ম্ম চ কুর্ব্বতাং। ইত্যাদি।

কুষ্ঠচিকিৎসা, চিকিৎসাস্থান, চরকসংহিতা।

মাধবকর কৃত কুষ্ঠনিদানধৃত।

না, অস্ত্রপ্রয়োগকরত পীড়ার ধ্বংসকরা; মানুষী চিকিৎসা কি? না, কষায়, মোদক, বটকাদি দ্বারা ব্যাধির বিনাশসাধনকরা; দৈবী চিকিৎসা কি? না, হোমাদি দ্বারা গ্রহ ও দেবতাগণকে প্রসন্ন করত রোগীর পাপের শান্তি করিয়া ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুস্থকরা। এখন যে আমরা দেখিতেছি, চিকিৎসকেরা চিকিৎসায় কেবল অস্ত্রপ্রয়োগ করা, পাচনাদি সেবন করান, এই দুইটি মাত্র উপায়াবলম্বন করিয়া থাকেন, প্রাচীনকালের চিকিৎসায় কেবল তাহাই ছিল না। উক্ত চিকিৎসার একাঙ্গ দৈবী চিকিৎসা, সে অঙ্গ এখন নাই। অল্পমাত্র থাকিলেও এখন তাহা বৈদ্যের হস্তে নাই। কিন্তু প্রাচীনকালে এ নিয়ম ছিল না, তখনকার বৈদ্যেরা স্বয়ংই দৈবী চিকিৎসা অর্থাৎ গ্রহ ও দেবতাগণের প্রসন্নার্থে শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, বলি, মঙ্গল (কবচ) পূজা ও তদুপলক্ষে হোমাদি করিতেন (৯)। প্রাচীনকালের চিকিৎসকদিগকে দৈবীচিকিৎসা (পূজা ও

ভূতাভিষঙ্গাৎ কুপ্যন্তি ভূতসামান্যলক্ষণাঃ॥ ১৫॥
ভূতাভিষঙ্গাদুদ্বেগো হাস্যরোদনকম্পনং॥ ১৪॥"

জ্বরাধিকার, মাধবনিদান।

"পাপক্রিয়য়া পুরাকৃতকর্ম্মযোগাচ্চ ত্বগ্দোষা ভবন্তি।"

৯অ, চিকিৎসাস্থান, সুশ্রুতসং।

সাধুনিন্দাবধান্যস্বহরণাদ্যৈশ্চ সৈবিতৈঃ।
পাপ্মভিঃ কর্ম্মভিঃ সদ্যঃ প্রাক্তনৈঃ প্রেরিতো মনঃ॥ ইত্যাদি।

৪অ, নিদানস্থান, অষ্টাঙ্গহৃদয় সং (বাগ্ভট্)।

"দেবাতিথিদ্বিজনরেন্দ্রগুরূপমানাৎ।" ইত্যাদি।

২০অ, চিকিৎসাস্থান, হারীতসং।

তে পুনঃ সপ্তবিধা ব্যাধয়ঃ। তদ্যথাদিবলপ্রবৃত্তাঃ, জন্মবলপ্রবৃত্তাঃ, দোষবলপ্রবৃত্তাঃ, সংঘাতবলপ্রবৃত্তাঃ, কালবলপ্রবৃত্তাঃ, দেববলপ্রবৃত্তাঃ স্বভাববলপ্রবৃত্তাঃ ইতি।" ইত্যাদি।

২৪অ, সূত্রস্থান, সুশ্রুতসংহিতা।

"পাপক্রিয়া পূর্ব্বকৃতঞ্চ কর্ম্ম হেতুঃকিলাসস্য বিরোধি চান্নং॥" চিকিৎসাস্থান চ সং।

১৪অ, চিকিৎসাস্থান চরক ও ৫০অ, ভূতবিদ্যা হারীতসংহিতা দেখ।

(৯) "পূজাবল্যুপহারৈশ্চ হোমমন্ত্রাঞ্জনাদিভিঃ।
জয়েদাগন্তুমুন্মাদং যথাবিধি শুচির্ভিষক্॥" প্রথম ভাগ ভাবপ্রকাশ,

উন্মাদরোগ চিকিৎসা অধিকার।

হোমাদি) করিয়া চিকিৎসা করিতে হইত বলিয়া তাঁহাদের সকল শাস্ত্র ও সকল

কর্ম্মজা ব্যাধয়ঃ সর্ব্বে প্রভবন্তি শরীরিণাং।
সর্ব্বে নরকরূপাঃ স্যুঃ সাধ্যাসাধ্যা ভবন্তি হি।
অজ্ঞাত্বা যৎকৃতং পাপং পশ্চাৎ কৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ।
প্রায়শ্চিত্তবলেনাপি সাধ্যরূপো ভবেদ্‌গদঃ।
ক্রিয়তে জ্ঞাতরূপেণ পশ্চাৎ কৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ॥ ইত্যাদি।
প্রায়শ্চিত্তং যথোক্তঞ্চ কারয়েৎ ভিষজাংবরঃ। ২স্থান, ১অ, হারীতসং।

অথ নক্ষত্রহোমং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

অর্কঃ খদিরপালাশৌ বদরী পারিভদ্রকঃ। ইত্যাদি ইতি সমিধঃ।

ধূপদীপাদিভিরলঙ্কারৈরলঙ্কৃতং বাস্তমণ্ডলং কৃত্বা ঈশানাদিক্রমেণ নক্ষত্রমণ্ডলে যথোক্তগন্ধ-পুষ্পৈরর্চয়েৎ। তন্মণ্ডলমধ্যবর্ত্ত্যাদিত্যাদিনবগ্রহান্ সমভ্যর্চ্চ্য ক্রমেণ সমিদ্ভির্হোমং কুর্য্যাৎ। দধিমধুঘৃতাক্তাভিরশ্বিনাদিক্রমেণ জুহুয়াৎ আকৃষ্টেতি অর্কসমিধা ইদমশ্বিভ্যে। ইত্যাদি।

৫অ, ২স্থান, হারীতসংহিতা।

পাণ্ডুঃ কুষ্ঠোঽতিসারশ্চ। ইত্যাদি।
কৃচ্ছ্রেণ যেন সিদ্ধ্যন্তি পাপরূপা মহাগদাঃ। ২অ, ২স্থান, হারীতসং।
বানরাকৃতিমালিখ্য খড়িকাভিঃ পুনঃ শৃণু।
গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্ধূপৈরর্চ্চয়েদ্ভিষজাংবরঃ।

মন্ত্র।

ওঁ হ্রাং হ্রীং শ্রীং সুগ্রীবায় মহাবলপরাক্রমায় সূর্য্যপুত্রায় অমিততেজসে ঐকাহিক-দ্ব্যাহিক-ত্র্যাহিক-চাতুর্থিক-মহাজ্বর-ভূতজ্বর-ভয়জ্বর-শোকজ্বর-ক্রোধজ্বর-বেলাজ্বর-প্রভৃতি-জ্বরাণাং দহ দহ হন হন পচ পচ অবতর অবতর কিলি কিলি বানররাজ জ্বরাণাং বন্ধ বন্ধ হ্রাং হ্রীং হ্রুং ফট্ স্বাহা। ২অ, চিকিৎসাস্থান, হারীতসংহিতা।

শাপাভিঘাতাৎ ভূতানামভিষঙ্গাচ্চ যো জ্বরঃ।
দৈবব্যপাশ্রয়ং তত্র সর্ব্বমৌষধমিষ্যতে॥

দৈবব্যপাশ্রয় বলিমঙ্গলাদি যুক্তিব্যপাশ্রয় কষায়াদি। ৩অ, চিকিৎসাস্থান চরকসং।

সোমং সানুচরং দেবং সমাতৃগণমীশ্বরং।
পূজয়ন্ প্রয়তো শীঘ্রং মুচ্যতে বিষমজ্বরাৎ॥
বিষ্ণুং সহস্রমূর্দ্ধানং চরাচরপতিং বিভুং।
স্তবন্নামসহস্রেণ জ্বরান্ সর্ব্বান্ ব্যপোহতি।
ব্রহ্মাণমশ্বিনাবিন্দ্রং পূতং তস্মাৎ হিমাচলং।
গঙ্গামরুদ্গণাংশ্চেষ্টান্ পূজয়ন্ জয়তি জ্বরান্॥ ৩অ, চিকিৎসাস্থান চ সং।

বেদ সহ আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করিতে হইত। মনে কর, কোন্ গ্রহ ও কোন্ দেবতার প্রসন্নার্থে ও কোন্ পাপের শান্তিনিমিত্ত কোন্ প্রকারের পূজা,

---

দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্ব্বৈরুন্মাদস্ত তু বুদ্ধিমান্।
বর্জ্জয়েদঞ্জনাদীনি তীক্ষ্ণাণি ক্রূরকর্ম্ম চ॥
সর্পিঃপানাদি তস্যেহ মৃদুভৈষজ্যমাচরেৎ।
পূজাবল্যুপহারাংশ্চ মন্ত্রাঞ্জনবিধীংস্তথা॥
শান্তিকর্ম্মেষ্টিহোমাংশ্চ জপস্বস্ত্যয়নাদি চ।
বেদোক্তান্নিয়মাংশ্চাপি প্রায়শ্চিত্তানি চাচরেৎ॥১৪অ, চিকিৎসাস্থান চসং।
বলিভির্ম্মঙ্গলৈর্হোমৈরোষধ্যগদধারণৈঃ।
সত্যাচারতপোজ্ঞানপ্রদাননিয়মব্রতৈঃ॥
দেবগোব্রাহ্মণবিপ্রাণাং গুরূণাং পূজনেন চ।
আগন্তুঃ প্রশমং যাতি সিদ্ধৈর্মন্ত্রৌষধৈস্তথা॥ „ „ „ „
ভূতানামধিপং দেবমীশ্বরঞ্চ জগৎপ্রভুম্।
পূজয়ন্ প্রয়তো নিত্যং জয়ত্যুন্মাদজং ভয়ং॥ „ „ „ „

উদ্ধৃত বচনাবলির "অর্চ্চয়েৎ," "পূজয়েৎ" "জুহুয়াৎ" "জয়তি" ইত্যাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা যে বৈদ্য তাহা বলা বাহুল্য।

"ভূতবিদ্যা নাম, দেবাসুর-গন্ধর্ব্ব-রক্ষঃ-পিতৃ-পিশাচ-নাগ-গ্রহাদ্যুপসৃষ্টচেতসাং শান্তিকর্ম্ম বলিহরণাদি গ্রহোপশমনার্থম্।" ১অ, সূত্রস্থান, সুশ্রুতসংহিতা।

অপস্মারক্রিয়াশ্চাপি গ্রহোদ্দিষ্টাশ্চ কারয়েৎ। ইত্যাদি।
শোকশল্যমপনয়েদুন্মাদে পঞ্চমে ভিষক্॥ ৬৩অ, উত্তরতন্ত্র, সুশ্রুতসং।
রক্ষামতঃ প্রবক্ষ্যামি বালানাং পাপনাশিনীম্।
অহন্যাহনি কর্ত্তব্যা যা ভিষগ্‌ভিরতন্দ্রিতৈঃ॥" ২৮অ, „ „
শকুন্যভিপরীতস্য কার্য্যো বৈদ্যেন জানতা। ইত্যাদি।
বলিরেষ করঞ্জেষু নিবেদ্য নিয়তাত্মনা॥ ইত্যাদি।
৩০।৩১।৩২।৩৩ প্রভৃতি অধ্যায়, উত্তরতন্ত্র, সুশ্রুতসং।

যদ্যুন্মাদে ততঃ কুর্য্যাৎ ভূতনির্দ্দিষ্টমৌষধং।
বলিঞ্চ দদ্যাৎ পললং যাবকসক্তুপিণ্ডিকম্॥ ৬ অ, উত্তরস্থান, বাগ্‌ভট।
হিতাহিতবিবেকৈশ্চ জ্বরং ক্রোধাদিজং জয়েৎ।
শাপাথর্ব্বণমন্ত্রোত্থৈর্বিধিদৈর্ব্বব্যপাশ্রয়ঃ। ইত্যাদি।
১অ, চিকিৎসাস্থান, বাগ্‌ভট।

বলি, হোম, শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করিতে হয়, তৎসমুদয়-বৈদিক ক্রিয়া-পদ্ধতি-সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হইত। জ্যোতিষ-

---

বলিশান্তীষ্টকর্ম্মাণি কার্য্যাণি গ্রহশান্তয়ে।
মন্ত্রাঞ্জনং প্রয়োক্তব্যন্তত্রাদৌ সর্ব্বকামিনঃ।

ওঁ নমো ভগবতে গরুড়ায় ত্র্যম্বকায় সদ্যস্তবস্তুতঃ স্বাহা। ওঁ-কং পং ঠং শং বৈনতেয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রীং হুং ক্ষঃ। ৪০।

বালদেহপ্রমাণেন পুষ্পমালাস্তু সর্ব্বতঃ।
প্রগৃহ্য মূর্দ্ধিকাভক্তবলির্দ্দেয়স্তু শান্তিকঃ।
ওঁকারী স্বর্ণপক্ষী বালকং রক্ষ রক্ষ স্বাহা।

গরুড়বলিঃ। বালরোগাধিকার, চক্রদত্ত।

ওঁ নারায়ণায় নমঃ। প্রথমে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্লাতি নন্দা নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রেণ প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। অশুভং শব্দং মুঞ্চতি। ইত্যাদি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভং। ইত্যাদি। অশ্বত্থপত্রং কুম্ভে প্রক্ষিপ্য শান্ত্যুদকেন স্নাপয়েৎ। ততো, ইত্যাদি। ওঁ নমো নারায়ণায় অমুকস্য ব্যাধিং হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ হ্রীং ফট্ স্বাহা। ইত্যাদি। ৪২।

বালরোগাধিকার, চক্রপাণিদত্তকৃত, চক্রদত্ত।

টীকা—অশ্বত্থপত্রং জলকুম্ভে প্রক্ষিপ্য গায়ত্রীং পঠিত্বা দ্বিজেন শান্ত্যুদকং কর্ত্তব্যম্। কিংবা বলিদানমন্ত্রেণ ভিষজা কার্য্যমিত্যাহুঃ বৃদ্ধাঃ। শিবদাস-সেনকৃত চক্রদত্তের টীকা,

বালরোগাধিকার।

সেনমহাশয়ের এই টীকার দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে যে তাঁহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই একমাত্র ধর্ম্মযাজক (অর্থাৎ পুরোহিত) ব্রাহ্মণেরা এই সকল কার্য্য আপনাদের হস্তে লইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

জলং চ্যবনমন্ত্রেণ সপ্তবারাভিমন্ত্রিতম্।
পীত্বা প্রসূয়তে নারী দৃষ্ট্বা চোভয়ত্রিংশকম্॥" স্ত্রীরোগাধিকার, চক্রদত্ত।
ইহামৃতঞ্চ সোমশ্চ চিত্রভানুশ্চ। ইত্যাদি।

টীকা—ইহেত্যাদি স্বাহান্তোঽয়ং মন্ত্রশ্চ সুশ্রুতস্য চ। অয়মেব চ্যবনমন্ত্রঃ জলং। ইত্যাদি।

শিবদাসসেনকৃত চক্রদত্তের টীকা, স্ত্রীরোগাধিকার।

সোমঘৃত পাকপ্রকরণ। ধীমান্ পক্ত্বা ঘৃতং প্রস্থং সম্যঙ্মন্ত্রাভিমন্ত্রিতম্। মন্ত্রশ্চায়ম্। ওঁ নমো মহাবিনায়কায় অমৃতং ফলসিদ্ধিং দেহি দেহি রুদ্রবচনেন স্বাহা। ইতি সপ্তধা মন্ত্রয়েৎ।

স্ত্রীরোগাধিকার, ভৈষজ্যরত্নাবলী।

শাস্ত্রমতে গ্রহগণ কুপিত হইয়া নানা রোগের উৎপত্তি করে (১০)। এই জন্য তাহা নির্ণয় করিতে প্রাচীনকালের বৈদ্যদিগকে জ্যোতিষশাস্ত্রও জানিতে হইত।

আর্য্যদিগের মধ্যেও বর্ত্তমান যুগের ন্যায় কোন পরিবার ঋগ্বেদী, কোন পরি-

---

স্মৃতগুপথল্লে নিজমন্ত্রযুক্তাং বিধায় রক্ষাং স্থিরসারবুদ্ধিঃ।
অনন্যচিত্তঃ শিবভক্তিযুক্তঃ .... রসস্য তজ্জ্ঞাঃ॥
ওঁ অঘোরেভ্যশ্চ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ।
সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তে রুদ্ররূপিভ্যঃ স্বাহা॥"

কবিচন্দ্র-মাধবকর-বিরচিত রসচন্দ্রিকা।

ভূতং জয়েদহিংসেচ্ছং জপহোমবলিব্রতৈঃ।
তপঃশীলসমাধানজ্ঞানদানদয়াদিভিঃ॥ ১॥" ৫অ, উত্তরস্থান, বাগ্‌ভট।

(১০) "গ্রহেষু প্রতিকূলেষু নানুকূলং হি ভেষজং।
তে ভেষজানাং বীর্য্যাণি হরন্তি বলবন্ত্যপি।
প্রতিকৃত্য গ্রহানাদৌ পশ্চাৎ কুর্য্যাৎ চিকিৎসিতম্॥"

সানুবাদ ভৈষজ্যরত্নাবলীধৃত বচন।

"সূর্য্যশ্চন্দ্রোমঙ্গলশ্চ বুধশ্চৈব বৃহস্পতিঃ।
শুক্রঃ শনৈশ্চরো রাহুঃ কেতুশ্চেতি নবগ্রহাঃ॥

রবের্গোচরফলং। ... ... পীড়ামষ্টমগঃ করোতি নিতরাং কান্তিক্ষয়ং ধর্ম্মগঃ।
চন্দ্রস্যগোচরফলং। ... ... নেত্ররোগশ্চতুর্থে।
কুজস্যগোচরফলং। ... ... দিশতি নবমসংস্থঃ কার্য্যপীড়ামতীব।
বুধস্যগোচরফলং। ... ... করোতি মদনস্থিতো বহুবিধাং শরীরাপদং।
ধর্ম্মগেহতীবমহতী শরীরপীড়া।
গুরোর্গোচরফলং। ... ... দ্বাদশগস্তনুমানসপীড়াম্।
শুক্রস্যগোচরফলং। ... ... ন শুভকরো দশমস্থিতশ্চ শুক্রঃ।
শনের্গোচরফলং। ... ... শরীরপীড়াং নিধনেঽথ। ইত্যাদি।
রাহোর্গোচরফলং। ... ... জন্মাস্য পঞ্চ-বসু-রন্ধ্র-নব-দ্বিসপ্ত ... ... ।
কেতোর্গোচরফলং। ... ... রোগপ্রবাসমরণাগ্নিভয়ং করোতি।

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকাধৃত জ্যোতির্ব্বচন।

জ্যোতিষগ্রন্থ, জ্যোতিষসাগর ও রত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ দেখ।

বার সামবেদী, কোন পরিবার যজুর্ব্বেদী, কোন পরিবার অথর্ব্ববেদী ছিলেন (১১)। এই কারণে বৈদ্যদিগকে দৈবী চিকিৎসা করিতে হইলে সেই সেই বেদোক্ত বিধানানুসারে তাহা করিতে হইত। পুরাণ শাস্ত্রপাঠে জানা যায়, আর্য্যদিগের মধ্যে সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহাদি ঘটিত। এরূপ অবস্থায় সর্ব্বদাই যে তাঁহাদের শরীরে অস্ত্রাদি প্রবেশ করিত, এবং অস্ত্র কর্ত্তৃক শরীর ক্ষতবিক্ষত হইত ও আর্য্য-চিকিৎসকদিগকে সেই জন্ত যে শল্যাদি উদ্ধাররূপ এবং শরীরে ব্রণাদি হইলেও তজ্জন্য অস্ত্রচিকিৎসা করিতে হইত তাহা বলা বাহুল্য (১২)। এইপ্রকার চিকিৎসা করিতে হইলেই, কোন্ কোন্ অস্ত্রের আকৃতি কিপ্রকার? কোন্ অস্ত্র শরীরে প্রবিষ্ট হইলে তাহা কি প্রকারে বাহির হইবে, কোন্ অস্ত্রের ক্ষতই

---

(১১) স্কন্দপুরাণ বিবরণ খণ্ডের বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণে ঋগ্বেদী, যজুর্ব্বেদী, সামবেদী ও অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণ আর্য্যদিগের মধ্যে থাকার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

(১২) "শশ শল আশুগমনে ধাতুস্তস্য শল্যমিতিরূপম্। তদ্দ্বিবিধং শারীরমাগন্তুকঞ্চ। সর্ব্বশরীরবাধকং শল্যং .... তত্র শারীররোমনখাদিধাতবোঽন্নমলা দোষাশ্চ দুষ্টাঃ। আগন্তুপি শারীরশল্যব্যতীরেকেণ যাবন্তোভাবা দুঃখমুৎপাদয়ন্তি। অধিকারো হি লোহ-বেণু-বৃক্ষ-তৃণ-শৃঙ্গাস্থিময়েষু, ইত্যাদি। ২৬অ, সূত্রস্থান, সুশ্রুতসংহিতা।

যন্ত্রশস্ত্রপ্রবন্ধৈস্তু যেন চোদ্ধ্রিয়তে ভিষক্।
স চ শল্যোদ্ধরণকঃ প্রোচ্যতে বৈদ্যকাগমে॥
নারাচবাণশূলাদ্যৈর্ভল্লৈঃ কুন্তৈশ্চ তোমরৈঃ।
শিলাদিভির্ভিন্নগাত্রং তত্র স্যাদ্ যদি শল্যকম্।
তৎপ্রতীকারকরণং তচ্চ শল্যচিকিৎসিতম্॥" ১অ, সূত্রস্থান, হারীতসং।

শল্যং দ্বিবিধমববদ্ধমনববদ্ধঞ্চ। তত্র সমাসেনাববদ্ধশল্যোদ্ধারণার্থং পঞ্চদশহেতূন্ বক্ষ্যামঃ। ... ...

অণুতুণ্ডিতশল্যানি ছেদনীয়মুখানি চ।
অনির্য্যাত্যানি জানীয়াদ্ভূয়শ্ছেদানুবন্ধতঃ॥
হস্তেনাপহর্ত্তুমশক্যং বিমৃশ্য শস্ত্রেণ যন্ত্রেণ বাপহরেৎ।

ভবন্তি চাত্র।

শীতলেন জলেনৈবং মূর্চ্ছন্তমবসেচয়েৎ।
সংরক্ষেদস্য মর্ম্মাণি মুহুরাশ্বাসয়েচ্চ তম্॥ ইত্যাদি।

২৭অ, সূত্রস্থান, সুশ্রুতসংহিতা।

বা কিপ্রকার তৎসমুদয় জানিবার নিমিত্ত তৎকালের বৈদ্যদিগকে ধনুর্ব্বেদও যে পাঠ করিতে হইত তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। তৎপরে নানাপ্রকার মানস (উন্মাদ প্রভৃতি) ব্যাধির শান্তিনিমিত্ত প্রাচীনকালের বৈদ্যগণকে গান্ধর্ব্ববেদ (সঙ্গীতবিদ্যাও) শিক্ষা করিতে হইত (১৩); এবং যে সকল কর্ম্মজব্যাধির কোন প্রকার চিকিৎসা দ্বারাই নিবৃত্তি হইত না, তাহাদের নিবৃত্তিজন্য কর্ম্মবিপাক (পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতি) খণ্ডনের ও পুরুষকার অর্থাৎ

বক্রর্জুতির্য্যগূর্দ্ধাধঃ শল্যানাং পঞ্চধা গতিঃ।

... ...

শস্ত্রেণ বা বিশস্তাদৌ ততো নির্লোহিতং ব্রণম্।

কৃত্বা ঘৃতেন সংস্বেদ্য বন্ধাৎ চাবিকমাদিশেৎ॥" ইত্যাদি।

২৮অ, সূত্রস্থান, বাগ্‌ভট।

এই সমস্ত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থোক্ত শস্ত্রক্ষত চিকিৎসা দেখ।

(১৩) "মদয়ন্ত্যদ্গতা দোষা যস্মাদুন্মার্গমাশ্রিতাঃ।

মানসোঽয়মতোব্যাধিরুন্মাদ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥

... ...

মানসেন চ দুঃখেন স পঞ্চবিধ উচ্যতে॥ ইত্যাদি।

... ...

উন্মাদেষু চ সর্ব্বেষু কুর্য্যাচ্চিত্তপ্রসাদনম্॥ ৬২অ, উত্তরতন্ত্র, সুশ্রুতসং।

"ইষ্টদ্রব্যবিনাশায় মনো যস্যোপহন্যতে।

তস্য তৎসদৃশপ্রাপ্তিং শান্ত্যাশ্বাসৈঃ শমং নয়েৎ॥

কামশোকভয়ক্রোধ হর্ষের্ষালোভসম্ভবম্।

পরস্পরপ্রতিদ্বন্দ্বৈরেভিরেব শমং নয়েৎ॥" ১৪অ চিকিৎসাস্থান, চ সং।

এখানে যে সকল চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে ঐরূপ স্থলে সঙ্গীতও যে হিতপ্রদ তাহা বলা বাহুল্য। অতএব ভাবার্থে উক্ত পীড়াতে সঙ্গীতের প্রয়োজন দেখা যাইতেছে।

"ধুরিণাং গীতৈর্নৃত্যাদ্যৈস্তন্দ্রাং নিদ্রাং দিবা জয়েৎ।

যদা রাত্রৌ ন নিদ্রা স্যাৎ তদা কুর্য্যাদিমাং ক্রিয়াং॥

১৬অ, চিকিৎসাস্থান, হারীতসংহিতা।

বাদিত্রগীতাম্বুলয়ৈরপূর্ব্বৈ র্ব্বিঘট্টনৈর্গুপ্তফলাবঘর্ষণৈঃ।

আভিঃ ক্রিয়াভিশ্চ লব্ধসংজ্ঞঃ সানাহলালাশ্বসনশ্চ বর্জ্যঃ॥"

৪৬অ, উত্তরতন্ত্র, সুশ্রুতসংহিতা মূর্চ্ছারোগ প্রতিষেধাধ্যায়ঃ।

বর্ত্তমান জন্মের ধর্ম্মবল-জ্ঞানবল-বৃদ্ধিকরার জন্য প্রাচীনকালে বৈদ্যদিগকে ঐ প্রকার রোগীকে বিবিধ ধর্ম্মোপদেশও প্রদান করিতে হইত (১৪)। এমতাবস্থায় প্রাচীনকালের চিকিৎসকদিগকে যে বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থেই বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন দেখ, প্রাচীনকালের বৈদ্যগণকে কত শাস্ত্র, কত বেদ জানিতে হইত? কত শাস্ত্রে কত বেদে কি প্রকার জ্ঞানলাভ করিতে হইত? প্রাচীনকালের চিকিৎসাকার্য্য কি প্রকার গুরুতর কার্য্য ছিল? এবং আর্য্যেরা উহাকে কিপ্রকার গুরুতর কার্য্য মনে করিতেন? আর আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে চরকসংহিতা প্রভৃতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া যে দেখাইয়াছি, বিদ্যাসমাপ্ত অর্থাৎ ষড়ঙ্গ চতুর্ব্বেদ সহ আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, জ্যোতির্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ প্রভৃতি অধ্যয়ন না করিলে প্রাচীনকালের কেহই বৈদ্য (চিকিৎসক) হইতে পারেন নাই, তাহা সত্য কি না (১৫)?

---

(১৪) "ভূতং জয়েদহিংসেচ্ছং জপহোমবলিব্রতৈঃ।
তপঃশীলসমাধানজ্ঞানদানদয়াদিভিঃ॥ ১॥
৫অ, ভূতচিকিৎসা, উত্তরস্থান, বাগ্‌ভট।

ত্রিবিধমৌষধমিতি। দৈবব্যপাশ্রয়ং যুক্তিব্যপাশ্রয়ং সত্ত্বাবজয়শ্চ। তত্র দৈবব্যপাশ্রয়ং মন্ত্রৌষধিমণিমঙ্গলবল্যুপহারহোমনিয়মপ্রায়শ্চিত্তোপবাসস্বস্ত্যয়নপ্রণিপাতগমনাদি। যুক্তিব্যপাশ্রয়ং পুনরাহারৌষধদ্রব্যাণাং যোজনা। সত্ত্বাবজয়ঃ পুনরহিতেভ্যোঽর্থেভ্যো মনোবিনিগ্রহঃ।"
১১অ, সূত্রস্থান, চরকসংহিতা।

(১৫) পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সকলেই সকল কার্য্যে পারগ হন না, এমতাবস্থায় প্রশ্ন হইতে পারে যে, অম্বষ্ঠেরা সকলেই কি উক্ত প্রকারে বিদ্যাসমাপ্ত করিয়া বৈদ্য উপাধি লইতে সমর্থ হইতেন? উত্তর, কচিৎ দুই একজন সমর্থ না হইলেও শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও সৎশিক্ষা এবং বংশের গুণে প্রায় সকলেই ঐরূপে বৈদ্য হইতেন, একথা নিশ্চয়। ইহা সত্য না হইলে আমরা অম্বষ্ঠদিগকে বৈদ্য বলিয়া আজও চিহ্নিত দেখিতাম না। আর্য্যদিগের মধ্যে প্রাচীন কালে গুণানুসারে ব্রাহ্মণাদি-জাতিবিভাগ ও গুণানুসারে ব্রাহ্মণের পুত্র ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়-পুত্র ব্রাহ্মণ ইত্যাদি হইবার নিয়ম থাকিলেও আর্য্যশাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদির পুত্রগণের যে প্রকার ব্রাহ্মণাদির বিদ্যা ধর্ম্ম প্রভৃতি শিক্ষার ও প্রতিপালনাদির বাঁধাবাঁধি নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, শিক্ষাদি ও বংশের গুণে তাঁহারা বংশানুক্রমেও ব্রাহ্মণগুণ ক্ষত্রিয়গুণ প্রভৃতিকে অনেক দিন পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এবং বুঝিতে হইবে যে, তাহা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এত ভেদভাবেরও সৃষ্টি

যে কার্য্যে প্রাচীনকালে এত বিদ্যার প্রয়োজন হইত, যে কার্য্যে শান্তি স্বস্ত্যয়ন পূজা হোম বলি মঙ্গল (কবচ) প্রভৃতি সমস্ত ব্রাহ্মণের কার্য্য করিতে হইত, যে কার্য্য এমন গুরুতর, তাহা কিনা প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণের কার্য্য (বৃত্তি) ছিল না ; তাহা কিনা ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে ঘৃণিত বৃত্তি। আজ কালের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, চিকিৎসাবৃত্তি ব্রাহ্মণেরা করিলে তাঁহাদিগকে দর্শনমাত্রে সবস্ত্র স্নান করিতে হয় (১৬)। আমরা দেখি, প্রাচীন কালের যত চিকিৎসক সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন (১৭)। ইহাতেই প্রকাশ পাইতেছে যে বৈদ্যবৃত্তি ব্রাহ্মণের বৃত্তি এবং বৈদ্য আর ব্রাহ্মণ একজাতি।

হইয়াছে। এ কথাও নিশ্চয় যে, বৃত্তিকে ঐপ্রকারে বংশানুগত করাতেই হিন্দুগণের মধ্যে এত অধিক জাতিরও সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাকে স্বভাববিরুদ্ধ বলিলেও ভারতের স্বাধীন নরপতিগণের সঙ্গে যে সময়ে ভারতীয় ব্রাহ্মণাদির শিক্ষা-ও-শাস্ত্রবিধিপ্রতিপালনের অনুশাসন চলিয়া যায়, তখন হইতেই ইঁহারা পৈতৃকগুণ-ও-ধর্ম্মাদিলাভে অক্ষম হইয়া ক্রমে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, এবং সেই জন্যই ভারতে প্রাচীনকালের গুণযুক্ত বৈদ্য ব্রাহ্মণাদি যে এখন নাই তাহা বলা বাহুল্য।

(১৬) "ব্রাহ্মণং ভিষজং দৃষ্ট্বা সচেলং স্নানমাচরেৎ॥ হিন্দুশাস্ত্র।

(১৭) "অত্রিঃ কৃতযুগে বৈদ্যো দ্বাপরে সুশ্রুতো মতঃ।
কলৌ বাগ্‌ভটনামা চ গরিমাত্র প্রদিশ্যতে॥
দেবানাঞ্চ যথা শম্ভুস্তথাত্রেয়োঽস্তি বৈদ্যকে॥" পরিশিষ্ট অ, হারীতসং।

—"ঔপধেনব-বৈতরণৌরভ্র পৌষ্কলাবত-করবীর্য্য-গোপুর-রক্ষিত-সুশ্রুত—প্রভৃতয় ঊচুঃ।"
১অ, সূত্রস্থান, সুশ্রুত সংহিতা।

চরকঃ সুশ্রুতশ্চৈব বাগ্‌ভটশ্চ তথাপরে।
মুখ্যাশ্চ সংহিতা বাচ্যাস্তিস্র এব যুগে যুগে॥
অগ্নিবেশশ্চ ভেলশ্চ জাতুকর্ণঃ পরাশরঃ।
হারীতঃ ক্ষারপাণিশ্চ ষড়েতে ঋষয়স্তু তে॥ পরিশিষ্ট অ, হারীতসং।
"আত্রেয়ো ভদ্রকাল্যশ্চ শাকুন্তেয়স্তথৈব চ।
পূর্ণাখ্যশ্চৈব মৌদ্গাল্যো হিরণ্যাক্ষশ্চ কৌশিকঃ॥
যঃ কুমারশিরানাম ভারদ্বাজঃ স চানঘঃ।
শ্রীমদ্‌বার্য্যোবিদশ্চৈব রাজা মতিমতাং বরঃ॥
নিমিশ্চ রাজা বৈদেহো বড়িশশ্চ মহামতিঃ।
কাঙ্কায়নশ্চ বাহ্লীকো বাহ্লীকভিষজাংবরঃ॥" ২৬অ, সূত্রস্থান, চ সং।

ভগবান্ মনু যে অম্বষ্ঠকে চিকিৎসাবৃত্তি প্রদান করেন, তাহার অর্থ ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। অতএব বুঝিতে হইবে, "ব্রাহ্মণং ভিষজং দৃষ্ট্বা সচেলং স্নানমাচরেৎ," এই বচনের সৃষ্টি বৈদ্যগণের অব্রাহ্মণত্বপ্রচারের জন্য অতি অল্পকাল হইল হইয়াছে।

একথা সত্য যে, আয়ুর্ব্বেদীয় সুশ্রুতসংহিতায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন দ্বিজবর্ণকে আয়ুর্ব্বেদে উপনীত করিয়া, এবং উপনীত না করিয়া প্রণবমন্ত্রাদি-পরিত্যাগপূর্ব্বক শূদ্রকেও শিষ্য করিবার বিধি উক্ত হইয়াছে (১৮) এবং মহর্ষি চরকও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন দ্বিজবর্ণকেই আয়ুর্ব্বেদে শিষ্যকরিবার বিধিপ্রদান করিয়াছেন (১৯)। ১৭টীকাধৃত গৌতমসংহিতার প্রমাণেও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বৈদ্যবৃত্তির উল্লেখ দেখা যায়। এই সমস্ত প্রমাণ অবলম্বন-করত আমাদের পূর্ব্বের কথাগুলির অসারত্ব কেহ দেখাইতে পারেন।

"সংসৃষ্টবিভাগপ্রেতানাং জ্যেষ্ঠস্য সংসৃষ্টিনি প্রেতে অসংসৃষ্টিঋক্থবিভক্তজপিত্র্যমেব। স্বমর্জ্জিতং বৈদ্যোঽবৈদ্যেভ্যঃ কামং ভজেরন্। ইত্যাদি। ২৯অ, গৌতমসংহিতা।

গৌতমসংহিতার এই শ্লোক দ্বারা প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বৈদ্য থাকা (অর্থাৎ ভ্রাতাদিগের মধ্যে একজন বৈদ্য, একজন অন্য ব্যবসায়ী থাকা) সপ্রমাণ হইতেছে।

(১৮) "ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যানামন্যতমমন্বয়-বয়ঃ-শীল-শৌর্য্য-শৌচাচার-বিনয়-শক্তি বল-মেধাশক্তি-ধৃতি-স্মৃতি-মতি-প্রতিপত্তিযুক্তং তনুজিহ্বৌষ্ঠদন্তাগ্রমৃজুবক্রাক্ষিনাসং প্রসন্নচিত্ত-বাক্‌চেষ্টং ক্লেশসহঞ্চ ভিষক্ শিষ্যমুপনয়েৎ। ইত্যাদি। শূদ্রমপি কুলগুণসম্পন্নং মন্ত্রবর্জমনুপনীতমধ্যাপয়েদিত্যেকে।" ২অ, সূত্রস্থান, সুশ্রুতসংহিতা।

(১৯) তস্যায়ুর্ব্বেদস্যাঙ্গান্যষ্টৌ। তদ্যথা—কায়চিকিৎসা শালাক্যং শল্যহর্ত্তৃকং বিষগর-বৈরোধিকপ্রশমনং ভূতবিদ্যা কৌমারভৃত্যকং রসায়নানি বাজীকরণানি। স চাধ্যেতব্যো ব্রাহ্মণ-রাজন্যবৈশ্যৈঃ।" ইত্যাদি। ৩০অ, সূত্রস্থান চরকসংহিতা।

"অধ্যাপনবিধিঃ। অধ্যাপনে কৃতবুদ্ধিরাচার্য্য শিষ্যমাদিতঃ পরীক্ষেত। তদ্যথা—প্রশান্ত-মার্য্যপ্রকৃতিকমক্ষুদ্রকর্ম্মাণমৃজুচক্ষুর্মুখনাসাবংশং"। ইত্যাদি। উদয়নে শুক্লপক্ষে প্রশস্তেঽহনি" ইত্যাদি। অথৈনমগ্নিসকাশে, ব্রাহ্মণসকাশে, ভিষক্‌সকাশে চানুশিষ্যাৎ। ব্রহ্মচারিণা শ্মশ্রুধারিণা সত্যবাদিনা" ইত্যাদি।

"তমুপস্থিতমাজ্ঞায় সমে শুচৌ দেশে প্রাক্‌প্রবণে, ইত্যাদি। আশীঃসংপ্রযুক্তৈর্ম্মন্ত্রৈ-ব্রাহ্মণমগ্নিং ধন্বন্তরিং প্রজাপতিমশ্বিনৌ ইন্দ্রমৃষীংশ্চ সূত্রকারানভিমন্ত্রয়মাণঃ, পূর্ব্বং স্বাহেতি শিষ্যশ্চৈনমন্বারভেত হুত্বা চ প্রদক্ষিণমগ্নিমনুপরিক্রামেত ততোঽনুপরিক্রাম্য ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়েৎ, ভিষজশ্চাভিপূজয়েৎ।" ৮অ, বিমানস্থান, চরকসংহিতা।

আয়ুর্ব্বেদীয় উক্ত উভয় সংহিতাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন শ্রেণীরই আয়ুর্ব্বেদে উপনীত হওয়া, আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়ন ও চিকিৎসাব্যবসায় করা যে উক্ত হইয়াছে (২০) এবং গৌতম্ স্মৃতিতে ব্রাহ্মণাদির মধ্যে যে বৈদ্য থাকা দেখা

---

(২০) "তত্রানুগ্রহার্থং প্রাণিনাং ব্রাহ্মণৈরাত্মরক্ষার্থং রাজন্যৈর্বৃত্ত্যর্থং বৈশ্যৈঃ সামান্যতো বা ধর্ম্মার্থকামপ্রতিগ্রহার্থং সর্ব্বৈঃ। ইত্যাদি।

যা পুনরীশ্বরাণাং বসুমতাং বা সকাশাৎ সুখোপহারনিমিত্তা ভবত্যর্থলবাবাপ্তিরবেক্ষণঞ্চ যা চ স্বপরিগৃহীতানাং প্রাণিনামাতুর্য্যাদারক্ষ্যামোহস্যার্থঃ; যৎ পুনরস্য বিদ্বদ্‌গ্রহণং যশঃশরণ্যত্বং যা চ সমানশুশ্রূষা যচ্চেষ্টানাং বিষয়াণামারোগ্যমাধত্তে সোঽস্য কাম ইতি।"

৩০অ, সূত্রস্থান, চরকসংহিতা।

"চিকিৎসিতস্য সংশ্রুত্য যো বা সংশ্রুত্য মানবঃ।
নোপাকরোতি বৈদ্যায় নাস্তি তস্যেহ নিষ্কৃতিঃ॥
ভিষগপ্যাতুরান্ সর্ব্বান্ স্বসুতানিব যত্নবান্।
আবাধেভ্যোহি সংরক্ষেদিচ্ছন্ ধর্ম্মমনুত্তমম্॥
ধর্ম্মার্থঞ্চার্থকামার্থং আয়ুর্ব্বেদো মহর্ষিভিঃ।
প্রকাশিতোধর্ম্মপরৈরিচ্ছদ্ভিঃ স্থানমক্ষরম্॥
নাত্মার্থং নাপি কামার্থং অথ ভূতদয়াং প্রতি।
বর্ত্ততে যঃ চিকিৎসায়াং ন সর্ব্বমতিবর্ত্ততে॥
কুর্ব্বতে যে তু বৃত্ত্যর্থং চিকিৎসা পুণ্যবিক্রয়ম্।
তে হিত্বা কাঞ্চনরাশিং পাংশুরাশিমুপাসতে॥" ১অ, চিকিৎসাস্থান চসং॥

"অথ দ্বিতীয়াং ধনৈষণামাপদ্যস্তে। ইত্যাদি।

তদ্যথা—কৃষিপাশুপাল্যবাণিজ্যরাজোপসেবাদীনি। যানি চান্যান্যপি সতামগর্হিতানি কর্ম্মাণি বৃত্তিপুষ্টিকরাণি—বিদ্যাৎ তান্যারভেত কর্ত্তুং। তথা কুর্ব্বন্ দীর্ঘজীবিতমনুবসতঃ পুরুষো ভবতীতি। দ্বিতীয়া ধনৈষণা ব্যাখ্যাতা ভবতি।

১১অ, সূত্রস্থান, চরকসংহিতা।

"কাশীরাজং দিবোদাসং ধন্বন্তরিমৌপধেনব-বৈতরণৌরভ্র-পৌষ্কলাবত-করবীর্য-গোপুররক্ষিত-সুশ্রুতপ্রভৃতয় উচুঃ। ভগবন্। ইত্যাদি। তেষাং সুখৈষিণাং রোগোপশমার্থমাত্মনঃ প্রাণযাত্রার্থঞ্চ প্রজাহিতহেতোরায়ুর্ব্বেদং শ্রোতুমিচ্ছাম ইহোপদিশ্যমানম্।"

১অ, সূত্রস্থান, সুশ্রুতসংহিতা।

কচিদ্ধর্ম্মঃ কচিন্মৈত্রী কচিদর্থঃ কচিদ্যশঃ।
কর্ম্মাভ্যাসঃ কচিচ্চাপি চিকিৎসা নাস্তি নিষ্ফলা॥

যায়, তদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, প্রাচীনকালে চিকিৎসাব্যবসায় ব্রাহ্মণেরাও করিতেন এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যও করিতেন ও তদর্থেই ঋষিরাও আয়ুর্ব্বেদপ্রচার করেন। অতএব একালের যাঁহারা "ব্রাহ্মণং ভিষজং দৃষ্ট্বা সচেলং স্নানমাচরেৎ।" এই বচন পাঠকরত ব্রাহ্মণচিকিৎসকদিগকে দেখিবামাত্র স্নানব্যবস্থা করেন ও চিকিৎসাব্যবসায় শূদ্রের, অম্বষ্ঠেরা শূদ্র ইত্যাদি কথা বলেন, উদ্ধৃত প্রমাণানুসারে তাঁহাদের কথা প্রাচীনকালের রীতি এবং ইতিহাসবিরুদ্ধই হইতেছে। এই অধ্যায়ের ১৮।১৯ টীকাধৃত চরক ও সুশ্রুতসংহিতার বচনে দেখা যায় যে, উহাতে আচার্য্যপদে ভিষক্ ও ব্রাহ্মণ উভয় শব্দ প্রযুক্ত আছে। সুশ্রুত প্রথমে "ভিষক্ শিষ্যমুপনয়েৎ" বলিয়া পরে বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণস্ত্রয়াণাং বর্ণানামুপনয়নং কর্ত্তুমর্হতি।" (২১) এই ব্রাহ্মণশব্দেরও ভিষগর্থ, যেহেতু আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসাব্যবসায়ী অর্থাৎ চিকিৎসকই ভিষক্‌পদের বাচ্য। ভিষগ্‌ব্রাহ্মণব্যতীত অন্য ব্রাহ্মণের আয়ুর্ব্বেদে শিষ্যকরিবার ও আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়নকরাইবার যে অধিকার নাই তাহা বলা বাহুল্য। চরকবচনেও ব্রাহ্মণ হইতে ভিষগ্‌দিগের সম্মান অধিক পরিব্যক্ত হওয়াতে (২২) বুঝিতে হইবে, তিনিও ভিষগর্থেই আচার্য্যপদে

চিকিৎসিতশরীরং যো ন নিষ্ক্রীণাতি দুর্ম্মতিঃ।
স যৎ করোতি সুকৃতং তৎ সর্ব্বং ভিষগশ্নুতে॥

ভৈষজ্যরত্নাবলীধৃত বচন।

উদ্ধৃত প্রমাণাবলী পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই পরিস্ফুট হয়, ন্যায়মতে চিকিৎসাব্যবসায় করা কোন মতেই ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ হয় নাই।

(২১) "ব্রাহ্মণস্ত্রয়াণাং বর্ণানামুপনয়নং কর্ত্তুমর্হতি। রাজন্যো দ্বয়স্য বৈশ্যো বৈশ্যস্যৈবেতি। ২অ, সূত্রস্থান, সুশ্রুতসংহিতা।

সুশ্রুতসংহিতায় ব্রাহ্মণ ব্যতীত ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরও আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনাকরিবার এই উদার বিধি মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিবিরুদ্ধ, যেহেতু কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই আপৎ ব্যতীত ঐরূপ বিধি দেখিতে পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় ইহা বলা যাইতে পারে, সুশ্রুতের এই বিধি আপদ্‌ব্যতীত প্রাচীনকালের আর্য্যসমাজে প্রবর্ত্তিত হইত না। আপদ্‌ব্যতীত অধ্যাপনাদি ব্রাহ্মণেরাই করিতেন। ইহাতেই প্রকাশ পাইতেছে অম্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণজাতি, এবং অম্বষ্ঠব্রাহ্মণদিগকে উপলক্ষ করিয়াই সুশ্রুত ও চরক ভিষক্ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

(২২) "ততোঽনুপরিক্রাম্য ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়েৎ। ভিষজশ্চাভিপূজয়েৎ।"

৮অ, বিমানস্থান, চরকসং।

ব্রাহ্মণশব্দপ্রয়োগ করিয়াছেন। চরক ও সুশ্রুতসংহিতার পূর্ব্ববর্ত্তী (অর্থাৎ সত্যযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র) মনুসংহিতার প্রমাণ দ্বারা যখন চিকিৎসাকরা অর্থে অম্বষ্ঠেরা ভিষক্, বৈদ্য ইত্যাদি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া সাব্যস্ত হয় (২৩) তখন চরক আর সুশ্রুতসংহিতার কথিত উক্ত ভিষক্ শব্দের অর্থে অম্বষ্ঠকেই বুঝিতে হইবে। যদি চরক আর সুশ্রুতসংহিতার বিধি-ও-ইতিহাসানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণই প্রাচীনকালে ভিষক্ ছিলেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি, তাহা হইলে মনুসংহিতা প্রভৃতির বিধি ও ইতিহাসানুসারে অম্বষ্ঠগণও অতি প্রাচীনকালেই ভিষক্ ছিলেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

সুশ্রুতসংহিতার, "শিষ্যোপনয়নীয়" অধ্যায়ের,—

"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যানামন্যতমমন্বয়-বয়ঃ শীল-শৌচাচার-বিনয়," ইত্যাদি বচনের টীকায় ডল্লনাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণাদিষু মধ্যে অন্যতমং একতমম্ অন্বয়াদিযুক্তং। অত্র অন্বয়ম্ আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়ি কুলং।"

চরকসংহিতার রোগভিষগ্জিতীয় অধ্যায়ের অধ্যাপনা বিধির "তদ্বিদ্য-

মৃত্যুব্যাধিজরাবশ্যৈঃ দুঃখপ্রায়ৈঃ সুখার্থিভিঃ।
কিং পুনর্ভিষজো সর্ব্বৈঃ পূজ্যাঃ স্যুর্নাতিশঙ্কিতঃ॥
শীলবান্ মতিমান্ যুক্তো দ্বিজাতিঃ শাস্ত্রপারগঃ।
প্রাণিভির্গুরুবৎ পূজ্যঃ প্রাণাচার্য্যঃ স হি স্মৃতঃ॥"

১অ, চিকিৎসাস্থান, চরকসং।

(২৩) "সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্।
বৈদেহকানাং স্ত্রীকার্য্যং মাগধানাং বণিক্‌পথঃ॥ ৪৭॥" ১০অ, মনুসং।
"ঋত্বিক্ পুরোহিতাচার্য্যৈর্ম্মাতুলাতিথিসংশ্রিতৈঃ।
বালবৃদ্ধাতুরৈর্ব্বৈদ্যৈর্জ্ঞাতিসম্বন্ধবান্ধবৈঃ॥ ১৭৯॥" ৪অ, মনুসং।
ভাষ্য—"বৈদ্যা বিদ্বাংসো ভিষজো বা।" মেধাতিথি।

উদ্ধৃত ১০ অধ্যায়ের মনুবচনে দেখা যায় যে, মনু অম্বষ্ঠদিগকেই চিকিৎসক বলিয়াছেন। চিকিৎসাবৃত্তি বলিলেই যে চিকিৎসক বলা হয় একথা আমরা পূর্ব্বেও অনেক বার বলিয়াছি। চিকিৎসক আর বৈদ্য এক কথাই, সুতরাং উদ্ধৃত চতুর্থাধ্যায়ের ১৭৯ শ্লোকের বৈদ্য শব্দ যে অম্বষ্ঠবাচক, উদ্ধৃত ১০ অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোকে অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি বলাতে তাহাই উক্ত হইতেছে।

কুলজং” ও “তদ্বিদ্যাবৃত্তং” টীকাকারেরা এই দুই বাক্যের ও আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়ী কুলজ, আয়ুর্ব্বেদব্যবসায়িকুলে জাত,—অর্থ করাতে বুঝিতে হইবে তাঁহারাও তদর্থে ব্রাহ্মণের মধ্যে অম্বষ্ঠকেই ধরিয়া (২৪) লইয়াছেন, যেহেতু মনু-সংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের ইতিহাসানুসারে জানিতে পারা যায়, প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণের মধ্যে একমাত্র অম্বষ্ঠবংশই আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়ী ও আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ী কুল। যদি বল, মহর্ষি চরক ও সুশ্রুত স্পষ্টতঃ অম্বষ্ঠ না বলিয়া ওরূপ করিয়া বলিয়াছেন কেন? উত্তর—তৎকালে অম্বষ্ঠ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত না হইলেও তাঁহারা যখন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির মধ্যেও আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়ী কুল বলিলেন, তখন অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া অম্বষ্ঠ বলিতে পারেন না, কারণ অম্বষ্ঠ তখন স্বতন্ত্র কোন জাতি নহে। যাহা হউক, সুশ্রুত ও চরকসংহিতায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে আয়ুর্ব্বেদে শিষ্য

(২৪) “অধ্যাপনে কৃতবুদ্ধিরাচার্য্যঃ—শিষ্যমেবাদিতঃ পরীক্ষেত॥”১৪॥ ইত্যাদি। ১৫.১৬ শ্লোক দেখ। উদারসত্ত্বং তদ্বিদ্যকুলজমথবা তদ্বিদ্যবৃত্তং তত্ত্বাভিনিবেশিনং॥ ১৭॥”

গঙ্গাধরকবিরাজ প্রকাশিত। ৮অ, বিমানস্থান, চরকসং।

টীকা—“উদারসত্ত্বং মনস ঔদার্য্যং মহত্ত্বং যস্য তং তদ্বিদ্যাকুলজং তদায়ুর্ব্বেদীয়তন্ত্রব্যবসায়িনাং কুলে জাতমথবা তদ্বিদ্যবৃত্তং তস্মিন্ তন্ত্রে অধীতে জায়তে যা বিদ্যা সা বিদ্যা যস্য স তদ্বিদ্যস্তেন বৃত্তং উপার্জ্জিতার্থেনাবর্ত্তয়ন্তং তত্ত্বাভিনিবেশিনং যথার্থত্বেঽভিনিবেশো মৃষ্যার্থে ত্বন্যথাত্বং।” ইত্যাদি। গঙ্গাধর রায় কবিরত্ন কবিরাজকৃত জল্পকল্পতরু টীকা।

টীকা—“তদ্বিদ্যবৃত্তমিত্যায়ুর্ব্বেদজ্ঞানপরম্।” চক্রপাণিদত্ত কৃত।

(কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিনাথ বিশারদ প্রকাশিত)

কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন প্রকাশিত চরকসংহিতা দেখ।

উদ্ধৃত চরকবচনের অথবাশব্দগ্রহণকরত কেহ বলিতে পারেন যে, অথবাশব্দ দ্বারা মহর্ষি চরক তদ্বিদ্যকুলজ ও তদ্বিদ্যবৃত্ত এই উভয় বাক্যকে পৃথক্ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, তদ্বিদ্যকুলজ ও তদ্বিদ্যবৃত্ত বলিতে একমাত্র অম্বষ্ঠকেই বুঝাইবে, যেহেতু প্রাচীন কালে তাঁহারাই আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়ী কুল ও তদ্ব্যবসায়ী ছিলেন। বংশপরম্পরা অন্য কোন বংশই যে আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়ন ও তদ্ব্যবসায় করিতেন এরূপ বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। প্রথমে আর্য্য-প্রকৃতি ইত্যাদি বলিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে উপলক্ষ করত শেষ তাহা হইতে উত্তমপক্ষে অথবাশব্দ দ্বারা তদ্বিদ্যকুলজ ও তদ্বিদ্যবৃত্ত এই দুই শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

করিবার বিধি (২৫) ও তাঁহাদের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়ী কুল থাকা প্রকাশ থাকিলেও তাঁহারা যে ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়ী কুল নহেন, তাহা মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারাই পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইতেছে। আয়ুর্ব্বেদপাঠকরা ও চিকিৎসাব্যবসায়করা ঘৃণিত কার্য্য নহে, সুতরাং প্রাচীন কালে তাহা দ্বিজাতিমাত্রেই বিশেষ কারণে করিলেও (২৬) ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি ও ইতিহাস দ্বারা ব্যক্ত হয় যে অম্বষ্ঠেরাই উহা বিশেষরূপে করিতেন অর্থাৎ তাঁহারাই উক্ত

---

(২৫) ১৮।১৯ টীকা দেখ।

এস্থলে সুশ্রুতসংহিতা ও চরকসংহিতা দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে যে, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়ী কুল বলিয়া একটি বংশ ছিল এবং মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের মতের সহিত ইহার ঐক্য করিয়া অবশ্যই বলিতে হইবে, উক্ত আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়ী কুলই অম্বষ্ঠ। এমতাবস্থায় প্রমাণ হইতেছে, অম্বষ্ঠ প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণজাতি। মনুসংহিতা প্রভৃতিতে দৈবাৎ বা অন্য কোন সাংসারিক অসুবিধাহেতু ব্রাহ্মণ গুরু না পাওয়া গেলে ব্রাহ্মণেরও ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য গুরুর নিকট বেদাধ্যয়নকরিবার বিধি আছে, এবং মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ে ও অন্যান্য সংহিতায়ও আপৎকালে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রবৃত্তি পর্য্যন্ত অবলম্বন করিবার বিধিও রহিয়াছে। এমতাবস্থায় বৈদ্যবৃত্তি যে অনাপদেও কচিৎ কচিৎ আর্য্যেরা অবলম্বন সকলেই করিতেন তাহা বলা বাহুল্য। বৈদ্যবৃত্তি অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত্রীয় বৃত্তি হওয়াতে উহা কাহারও সম্বন্ধে নীচবৃত্তি নহে।

"পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গো বেদশ্চিকিৎসিতম্।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥ মনুসংহিতা ১অধ্যায়
১শ্লোকের কুল্লুকভট্ট টীকাধৃত মহাভারত বচন।

"অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশঃ॥ ২৮॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থন্তু বিদ্যাহ্যষ্টাদশৈব তু॥ ২৯॥"
৬অ, ৩অংশ, বিষ্ণুপুরাণ।

এই সকল প্রমাণে প্রকাশ যে, আয়ুর্ব্বেদ ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়। সুতরাং অম্বষ্ঠের প্রতি বিশেষ বিধি থাকিলেও অন্যের উহা পাঠ অসম্ভব নহে। অতএব অন্যে পাঠ করিলেই যে আয়ুর্ব্বেদবৃত্তি অবলম্বন-করিতেন ইহা প্রমাণ হয় না।

(২৬) "তত্রানুগ্রহার্থং প্রাণিনাং ব্রাহ্মণৈরাত্মরক্ষার্থং রাজন্যৈর্বৃত্ত্যর্থং বৈশ্যৈঃ সামান্যতো ধর্ম্মার্থকামপরিগ্রহার্থং সর্ব্বৈঃ।" ৩০অ, সূত্রস্থান, চরকসং।

বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় পরিস্ফুট হয় যে, প্রাচীনকালের বৈদ্য, অম্বষ্ঠ শিষ্য পাইলে আর অন্য শিষ্য করিতেন না। অন্যান্য বংশীয়েরা আয়ুর্ব্বেদ পাঠ ও চিকিৎসাব্যবসায় করিলেও ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে উহা তাঁহাদিগের পরধর্ম্ম (বৃত্তি) হওয়াতে এবং তাঁহারা চিকিৎসাবিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতে না পারাতে বুঝিতে হইবে, আয়ুর্ব্বেদ তাঁহাদিগের মধ্যে বংশানুক্রমে অধিক দিন প্রচলিত ছিল না, তাহা থাকিলে, "বৃত্ত্যা জাতিঃ প্রবর্ত্ততে," এই ব্যাস বাক্যের সার্থকতাসম্পাদনের জন্য আমরা প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণজাতির অন্তর্গত অম্বষ্ঠকে যেমন অধুনা বৈদ্য বলিয়া এক স্বতন্ত্র জাতিরূপে দেখিতেছি, সেই প্রকার তাঁহাদিগকেও ভিন্ন ভিন্ন বৈদ্যজাতি (শ্রেণী) রূপে দেখিতে পাইতাম (২৭)।

মনুসংহিতায় অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তির ইতিহাস রহিয়াছে কিন্তু উদ্ধৃত চরকবচনে ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রাণিদিগের প্রতি অনুগ্রহার্থ চিকিৎসা বিহিত হইয়াছে দেখিয়া অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণত্ববিষয়ে কাহারও মনে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু এ সন্দেহ নিতান্তই মূলশূন্য কারণ, চরক যখন উক্ত বচনের শেষার্দ্ধে ব্রাহ্মণের পক্ষেও বৃত্তিনিমিত্তক চিকিৎসাব্যবসায় করিতে বিধি দিয়াছেন তখন ব্রাহ্মণ প্রাণিগণের প্রতি বিশেষ দয়াপূর্ণ হৃদয়ে (দয়াপরবশ হইয়া) চিকিৎসাব্যবসায় করিবেন, ইহাই চরকের অভিপ্রায়। মনু যে অম্বষ্ঠদিগকে চিকিৎসাব্যবসায় করিতে বিধি দিয়াছেন তাহাতে এই বিধি নাই একথা বলা যায় না। আর একটী কথা এই যে, এই পুস্তকে বহুতর প্রাচীন গ্রন্থের ইতিহাস ও বিধি দ্বারা অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণজাতিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে, তাহাতে বৃত্তিনিমিত্তক ব্রাহ্মণ চিকিৎসাব্যবসায় করিবেন না, একমাত্র অনুগ্রহার্থই করিবেন, ইহাও যদি চরকের ঐ বচনের অর্থ হইত তাহাতেও ন্যায়ানুসারে অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণজাতিত্বসম্বন্ধে কাহারও সন্দিগ্ধচিত্ত হওয়া সঙ্গত নহে। বরং উহাকে ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ মত মনে করা কর্ত্তব্য।

(২৭) "ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতঃ॥"

গৌড়ে ব্রাহ্মণধৃত স্বর্গখণ্ড, পদ্মপুরাণ বচন।

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥" ৪অ, ভগবদ্গীতা।

"সর্ব্বাসামেব জাতীনাং বৃত্তিরেব গরীয়সী।
বৃত্তিঃ স্বর্গ্যা চ পথ্যা চ বৃত্ত্যা জাতিঃ প্রবর্ত্ততে॥"

চন্দ্রপ্রভা বৈদ্যকুলপঞ্জিকাধৃত ব্যাস বচন।

উপরে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, তাহার দ্বারাও একথা প্রকাশ পাইতেছে যে, প্রাচীন কালে অম্বষ্ঠগণই আয়ুর্ব্বেদে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, সুতরাং আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যের মধ্যেও তাঁহারাই প্রধান ছিলেন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এমতাবস্থায় বলিতে হইল, প্রাচীনকালে যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদপাঠ করিতেন তাঁহারা অম্বষ্ঠাচার্য্যদিগের নিকট উপনীত হইয়াই অধ্যয়নাদি করিতেন। কোন কারণবশতঃ অম্বষ্ঠাচার্য্য না পাওয়া গেলে যে অন্যের নিকট আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করিতেন তাহা বলা বাহুল্য (২৮)। চরক ও সুশ্রুতসংহিতার অধ্যাপনাবিধির আচার্য্য, ভিষক্ ও ব্রাহ্মণ শব্দে যে অম্বষ্ঠাচার্য্যকে বুঝায় তাহাও পূর্ব্বে সপ্রমাণ করা হইয়াছে। এই সকল প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, প্রাচীন কালে অম্বষ্ঠগণ ব্রাহ্মণজাতি ছিলেন ; ব্রাহ্মণ না হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকে

এই সমুদায় প্রাচীন শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা প্রকাশ পায় যে, ভারতের জাতিভেদ সৃষ্টি বৃত্তি দ্বারা হইয়াছে, এবং মনুষ্যদিগের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ গুণ (ক্ষমতা) দেখিয়া তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল। ক্রমশঃ ভারতীয়দিগের উন্নতির সহিত ব্যবসায়ের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইয়াছিল, ভারতের জাতিসংখ্যাও ততই বাড়িয়াছে। এই হেতুতে প্রাচীন ভারতের চারি জাতির স্থলে ৩৬ জাতিরও অধিক আজ কাল আমরা দেখিতেছি। অম্বষ্ঠের মত অন্য কাহারও যদি চিকিৎসা চিরবৃত্তি হইত তবে আরও বৈদ্যজাতি আমরা দেখিতে পাইতাম।

(২৮) "আয়ুর্ব্বেদকৃতাভ্যাসো ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণঃ।
অধ্যয়নমধ্যাপনং চিকিৎসা বৈদ্যলক্ষণং॥"

ব্রহ্মপুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্রীয় বৈদ্যের লক্ষণ।

বৈদ্যেরা এই শ্লোকটী সুদীর্ঘকাল হইতে পাঠ করিয়া আসিতেছেন, তাহা সকলেই জানেন, উদ্ধৃত বচনে বৈদ্যের যে কয়টি লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীন কালে অম্বষ্ঠেরাই আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপক ছিলেন, নতুবা বৈদ্যের উক্ত লক্ষণকে প্রলাপোক্তি মনে করিতে হয়। "বৈদ্যশব্দের অর্থ" অধ্যায়ে

"আয়ুর্ব্বেদকৃতাভ্যাসঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ প্রিয়দর্শনঃ।
আর্য্যশীলগুণোপেত এষ বৈদ্যো বিধীয়তে॥"

এই যে চাণক্য শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার সহিত উপরি উক্ত বৈদ্যের লক্ষণবিষয়ক বচনের ঐক্য দেখা যায়, সুতরাং চাণক্যপণ্ডিতের সমকালেও যে বৈদ্যেরাই (অম্বষ্ঠাচার্য্যেরাই) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ছিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে, এবং বর্ত্তমান সময়েও অম্বষ্ঠেরাই আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপক।

আয়ুর্ব্বেদে উপনীত ও শিষ্য (অধ্যাপনাদি) করিবার অধিকার আর কোন্ জাতির আছে? অম্বষ্ঠ যে ব্রাহ্মণজাতি তাহা "অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি" অধ্যায়ে ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইবে। অতএব চরক ও সুশ্রুতসংহিতায় আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যকে যে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে তাহা অম্বষ্ঠার্থে, এই কথা বলিতে ন্যায় ও প্রাচীন ইতিহাসানুসারে কোন আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না।

আয়ুর্ব্বেদীয় চরকসংহিতা ও সুশ্রুতসংহিতায় উপরি উক্ত আয়ুর্ব্বেদে উপনয়নবিধি দ্বারা এবং মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ প্রথম উপনীত হইয়া ঋক্ যজু ও সামাদি বেদ অধ্যয়ন করিয়া আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহাদের পুনরায় আয়ুর্ব্বেদে উপনীত হইতে হইত (২৯); ইহাতে অন্যান্য বেদ হইতে আয়ুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায় (৩০)। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে চরকোক্ত "বিদ্যাসমাপ্তৌ" ইত্যাদি

(২৯) "অথাতঃ শিষ্যোপনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানামন্যতমমন্বয়বয়ঃশীলশৌর্য্যশৌচাচারবিনয়শক্তিবল" ইত্যাদি। "অথোবাচ ভগবান্ ধন্বন্তরিরিতি" ইত্যাদি। শিষ্যোপনীয়মিতি উপনয়নং দীক্ষা। তদধিকৃত্য কৃতোঽধ্যায়ঃ শিষ্যোপনীয়স্তং তথা। অন্যে তু উপনয়নায়াস্যবস্থ্যর্নার্থকরণং। যদ্যপি ব্রাহ্মণাদয়ঃ প্রাগুপনীতাঃ তথাপি আয়ুর্ব্বেদপঠনারম্ভে পুনরুপনয়নং। ঋগ্‌যজুঃসামানি অধীত্য অথর্ব্বারম্ভে পুনর্ব্রতাবতরণং ধনুর্ব্বেদারম্ভে চ। তদ্বদত্রাপি। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানামিত্যাদি।"

(নিবন্ধসংগ্রহ) ডল্লনাচার্য্যকৃত টীকা। ২অ, সূত্রস্থান, সুশ্রুতসংহিতা।

"অথ অধ্যাপনবিধিঃ। অধ্যাপনে কৃতবুদ্ধিরাচার্য্য শিষ্যমাদিতঃ পরীক্ষেত। তদযথা......। উদগয়নে শুক্লপক্ষে প্রশস্তেঽহনি.........। অথৈনমগ্নিসকাশে ভিষক্ সকাশে চানুশিষ্যাৎ। ইত্যাদি। ৮অ, বিমানস্থান, চরকসংহিতা।

উদ্ধৃত চরকবচন তদুক্ত উপনয়নবিধির সংক্ষিপ্ত মাত্র। ঐ স্থলে ভিষক্ হইবার ইচ্ছুক ব্যক্তিকে শাস্ত্রে পরীক্ষাকরিবার উপদেশ দেওয়াতেই বুঝিতে হইবে আয়ুর্ব্বেদপাঠের পূর্ব্বেই ঐ ব্যক্তির অন্যান্য বেদপাঠ সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পর আবার আচার্য্যকে পরীক্ষাকরার উপদেশও আছে। অন্যান্য বেদে জ্ঞান না জন্মিলে এসকল ক্ষমতা তাহাতে সম্ভবে না। অতএব প্রাচীনকালে অন্যান্য বেদে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণই আয়ুর্ব্বেদ পড়িতেন তাহা স্পষ্টতঃ বুঝা গেল।

(৩০) আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিশ্চ ঋগ্‌ভির্হোমং তথা মুনিঃ।
ঔদ্গাত্রং সামভিশ্চক্রে ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ॥ ১২॥

বচন যাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও আয়ুর্ব্বেদেরই যে প্রাচীনকালে অধিক সম্মান ছিল, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, এবং পূর্ব্বে আমরা যে বলিয়াছি, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়ন করিয়া বিদ্যাসমাপ্ত না করিলে বৈদ্যহইবার রীতি প্রাচীনকালে ছিল না, উপরি উক্ত প্রমাণ হইতে তাহাও সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে। আর এ অধ্যায়েও অম্বষ্ঠগণই আয়ুর্ব্বেদে বিশেষ পারগ ছিলেন সাব্যস্ত হওয়াতে পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা যে বলিয়াছি, অম্বষ্ঠেরাই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সমুদায় বেদ সহ আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়নকরত বৈদ্য উপাধি লাভ-করেন সে কথাও মিথ্যা নহে। যদি বল প্রাচীনকালে অম্বষ্ঠেরা শ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ (বৈদ্য) ছিলেন, তাহা হইলে সুশ্রুত গ্রন্থের বক্তা ধম্বন্তরি (দিবোদাস) ক্ষত্রিয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, অম্বষ্ঠেরা প্রাচীন কালে আয়ুর্ব্বেদে বিশেষ পারগ ছিলেন বলাতে তাঁহাদের মধ্যে কেহই তৎকালে অমুন্নত ছিলেন না, একথা বলা হয় নাই। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে (চরকসংহিতা দেখ) বৈদ্যের যথেষ্ট নিন্দা থাকায় বুঝিতে হইবে, অম্বষ্ঠগণের মধ্যেও পূর্ব্বকালে

ততঃ স ঋচমুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ মুনিঃ।
যজূংষি চ যজুর্ব্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ॥ ১৩॥
রাজ্ঞস্ত্বথর্ব্ববেদেন সর্ব্বকর্ম্মাণি স প্রভুঃ।
কারয়ামাস মৈত্রেয় ব্রহ্মত্বঞ্চ যথা স্থিতিঃ॥ ১৪॥" ৪অ, ৩অং বিষ্ণুপুরাণ।

"তত্র ভিষজা পৃষ্টেনৈবঞ্চতুর্ণামৃক্সামযজুরথর্ব্ববেদানামাত্মনোঽথর্ব্ববেদে ভক্তিরাদেশ্যা। বেদোহ্যথর্ব্বণঃ স্বস্ত্যয়ন-বলি-মঙ্গল-হোম-নিয়ম-প্রায়শ্চিত্তোপবাস-মন্ত্রাদি-পরিগ্রহণাচ্চিকিৎসাং প্রাহ চিকিৎসা চায়ুষো হিতায়োপদিশ্যতে.................. তদা আয়ুর্ব্বেদ যত আয়ুর্ব্বেদঃ।" ইত্যাদি। ৩অ, সূত্রস্থান, চরকসংহিতা।

"ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্যানুৎপাদ্যৈব প্রজাঃ শ্লোকশতসহস্রমধ্যায়সহস্রঞ্চ কৃতবান্ স্বয়ম্ভুঃ।" ১অ, সূত্রস্থান, সুশ্রুতসংহিতা।

উদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণীয় শ্লোকগুলিতে অন্যান্য বেদ হইতে অথর্ব্ববেদেরই শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ পাইতেছে। চরক ও সুশ্রুতসংহিতার বচনে প্রকাশ আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদেরই অঙ্গবিশেষ। প্রাচীনকালে যেমন অন্যান্য বেদ হইতে অথর্ব্ববেদের মান্য অধিক ছিল, তেমনি তদন্তর্গত বলিয়া তৎকালে আয়ুর্ব্বেদেরও অন্যান্য বেদ হইতে মান্য অধিক ছিল বুঝিতে হইবে। এই কারণে অন্যান্য বেদ পাঠ করিয়া প্রাচীনকালে অথর্ব্ববেদ-ও-আয়ুর্ব্বেদ-পাঠকালে পুনরুপনীত হইবার নিয়ম ছিল।

অনেক নিন্দিত অর্থাৎ মূর্খ বৈদ্য ছিলেন (৩১)। যখন ক্ষত্রিয়গণেরও আয়ুর্ব্বেদ-পাঠের ইতিহাস চরক, সুশ্রুতসংহিতাতে উক্ত আছে, তখন ক্ষত্রিয়ের মধ্যে একমাত্র ধন্বন্তরি শ্রেষ্ঠ বৈদ্য হওয়াও আমরা অসম্ভব মনে করি না। বিশেষ উক্ত ধন্বন্তরি ক্ষত্রিয় হইলেও তিনি স্বর্গবৈদ্য ধন্বন্তরির অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ (৩২)। তজ্জন্যই সুশ্রুত প্রভৃতি তাঁহার নিকট আয়ুর্ব্বেদ শ্রবণ করেন।

---

(৩১) "পাণিচারাদযথা চক্ষুরজ্ঞানাদ্ভীতভীতবৎ।
নৌর্মারুতবশে রাজ্ঞো ভিষক্ চরতি কর্ম্মসু॥
যদৃচ্ছয়া সমাপন্নমুত্তার্য্য নিয়তায়ুষাং।
ভিষঙ্মানী নিহন্ত্যাশু শতান্যনিয়তায়ুষাং॥ ৯অ, সূত্রস্থান; চরকসং।

——"ভবন্ত্যগ্নিবেশ। প্রাণানামভিসরা হন্তারো রোগাণমিতি। অতো বিপরীতা রোগাণামভিসরা হন্তারঃ প্রাণিনামিতি। ভিষক্ছদ্মপ্রতিচ্ছন্নাঃ কণ্টকা ভূতলোকস্য প্রতি-রূপিকসহধর্ম্মাণো রাজ্ঞাং প্রমাদাচ্চরন্তি রাষ্ট্রাণি তেষামিদং বিশেষবিজ্ঞানমত্যর্থং বৈদ্য-বেশেন শ্লাঘমানাঃ।" ইত্যাদি। ২৯অ, সূত্রস্থান, চরকসংহিতা।

৩০অ, „ „ অজ্ঞ বৈদ্য দেখ।

"কুচেলঃ কর্কশঃ স্তব্ধঃ কুগ্রামী স্বয়মাগতঃ।
পঞ্চবৈদ্যা ন পূজ্যন্তে ধন্বন্তরিসমা যদি॥"
আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র, ভৈষজ্যরত্নাবলী ১ম ভাগ, ভাবপ্রকাশধৃত

(৩২) একদা দেবরাজস্য দৃষ্টির্নিপতিতা ভুবি।
তত্র তেন নরা দৃষ্টা ব্যাধিভিঃ পরিপীড়িতাঃ॥
তান্ দৃষ্ট্বা হৃদয়ং তস্য ব্যথয়া পরিপীড়িতম্।
দয়ার্দ্রহৃদয়ঃ শক্রো ধন্বন্তরিমুবাচ হ॥
ধন্বন্তরে সুরশ্রেষ্ঠঃ ভগবন্ কিঞ্চিদুচ্যতে।
যোগ্যো ভবসি ভূতানামুপকারপরোভব॥
উপকারায় লোকানাং কেন কিং ন কৃতং পুরা।
ত্রৈলোক্যাধিপতির্বিষ্ণুরভূন্মৎস্যাদিরূপবান্॥
তস্মাত্ত্বং পৃথিবীং যাহি কাশীমধ্যে নৃপোভব।
প্রতিকারায় রোগাণামায়ুর্ব্বেদং প্রকাশয়॥
ইত্যুক্ত্বা সুরশার্দ্দূলঃ সর্ব্বভূতে হিতেচ্ছয়া।
সমস্তমায়ুষোবেদং ধন্বন্তরিমুপাদিশৎ॥

স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমার ধন্বন্তরিকে আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়বিশেষে অম্বষ্ঠ বলিব। অতএব ঋষিগণ আধ্যাত্মিক ভাবে তাঁহার নিকট আয়ুর্ব্বেদ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাতে (শ্রবণকালে) দিবোদাসকে আধ্যাত্মিক ভাবে তাঁহারা অম্বষ্ঠই মনে করিয়াছিলেন। আমাদেরও বিশ্বাস দিবোদাস একজন ক্ষণজন্মা মনুষ্য ও সকল শাস্ত্রেই তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন এবং ক্ষত্রিয়নিবন্ধন যুদ্ধাদিতে ক্ষত ও বাণবিদ্ধ ব্যক্তির শল্যোদ্ধার চিকিৎসায় তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা জন্মে, তাহা হইতেই অস্ত্রচিকিৎসা প্রধান অষ্টাঙ্গায়ুর্ব্বেদের (সুশ্রুতসংহিতার) সৃষ্টি হয়। তাঁহার ধন্বন্তরিনামের অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমরা এই কথা বলিলাম (৩৩)। যাহা হউক ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদব্যবসায়ী ছিলেন না। তিনি নৃপতি, অথচ আয়ুর্ব্বেদজ্ঞমাত্র। তিনি স্বর্গবৈদ্য ধন্বন্তরির অবতার জন্য তাঁহাকে বৈদ্য বলা হইত, এবং তিনি বানপ্রস্থাশ্রমে আয়ুর্ব্বেদ বলেন (৩৪)।

অধীত্য চায়ুষো বেদমিন্দ্রাদ্ধন্বন্তরিঃ পুরা।
আগত্য পৃথিবীং কাশ্যাং জাতো বাহুজবেশ্মনি ॥
নাম্না তু সোঽভবৎ খ্যাতো দিবোদাস ইতি ক্ষিতৌ।
বাল এব বিরক্তোঽভূচ্চচার সুমহত্তপঃ ॥
যত্নেন মহতা ব্রহ্মা তং কাশ্যামকরোন্নৃপম্।
ততো ধন্বন্তরির্লোকে কাশীরাজোঽভিধীয়তে ॥" ইত্যাদি।

ধন্বন্তরি প্রাদুর্ভাব, ১ম ভাগ, ভাবপ্রকাশ।

(৩৩) "ধন্বন্তরিমিতি ধনুঃ শল্যশাস্ত্রং তস্য অন্তং পারম্ এতি গচ্ছতীতি ধন্বন্তরিস্তং। অপরা ব্যুৎপত্তির্বিস্তরভয়ান্ন লিখিতা।" ১অ, সূত্রস্থান, সুশ্রুতসংহিতার

ডল্লনাচার্য্যকৃত নিবন্ধসংগ্রহ টীকা।

"ধন্বন্তরি—(ধন্ব—অন্ত—ঋ গমন করা + ই—ক। ইনি সমুদ্রমন্থন কালে তাহা হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। সং পুং দেবচিকিৎসক। শিং—১ "অয়ং হি ধন্বন্তরিরাদিদেবো জরারুজামৃত্যুহরো নরাণাম্।...........কাশীরাজ, দিবোদাস।"

১৭৫।৭৬ পৃষ্ঠা প্রকৃতিবাদ অভিধান।

(৩৪) "বিশ্বামিত্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ পুত্রং সুশ্রুতমুক্তবান্।
বৎস বারাণসীং গচ্ছ ত্বং বিশ্বেশ্বরবল্লভাম্ ॥
তত্র নাম্না দিবোদাসঃ কাশীরাজোঽস্তি বাহুজঃ।
স হি ধন্বন্তরিঃ সাক্ষাদায়ুর্ব্বেদবিদাং বরঃ ॥ ইত্যাদি।

অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি, মহর্ষি উশনাও বলিয়াছেন (৩৫) কিন্তু তাঁহার মতে অষ্টাঙ্গায়ুর্ব্বেদীয় (অর্থাৎ ধন্বন্তরি কথিত সুশ্রুতসংহিতার মতাবলম্বী) চিকিৎসক সুবর্ণ ভিষক্ (৩৬)। সুশ্রুতসংহিতা ও চরকসংহিতা এই দুই প্রাচীন চিকিৎসা-

পিতুর্ব্বচনমাকর্ণ্য সুশ্রুতং কাশিকাং গতঃ।
তেন সার্দ্ধং সমধ্যেতুং মুনিস্সুশতং যযৌ ॥
অথ ধন্বন্তরিং সর্ব্বে বানপ্রস্থাশ্রমে স্থিতং।" ইত্যাদি।

সৃষ্টিপ্রকরণ প্রথমভাগ, ভাবপ্রকাশ।

(৩৫) "বৈশ্যায়াং বিধিবদ্বিপ্রাজ্জাতোহম্বষ্ঠ উচ্যতে।
কৃষ্যাজীবো ভবেত্তস্য তথৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ।
ধ্বজিনী জীবিকাচৈব চিকিৎসাশাস্ত্রজীবকঃ॥"

অম্বষ্ঠদীপিকাধৃত, উশনাঃ সংহিতা।

(৩৬) "বিধিনা ব্রাহ্মণাৎ প্রাপ্তো নৃপায়াস্তু সুমন্ত্রকঃ।
জাতঃ সুবর্ণ ইত্যুক্তঃ সোঽনুলোমদ্বিজঃ স্মৃতঃ॥
ক্ষত্রবর্ণক্রিয়াং কুর্ব্বন্ নিত্যনৈমিত্তিকীং ক্রিয়াম্।
অশ্বরথং হস্তিনং বা বাহয়েদ্বা নৃপাজ্ঞয়া।
সৈনাপত্যঞ্চ ভৈষজ্যং কুর্য্যাজ্জীবেত্তু বৃত্তিষু॥
নৃপায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ যো জাতঃ স ভিষক্ স্মৃতঃ।
অভিষিক্তনৃপস্যৈতৈঃ পরিপাল্যেত বৈদ্যকম্॥
আয়ুর্ব্বেদমথাষ্টাঙ্গং বেদোক্তং ধর্ম্মমাচরেৎ।
নৃপায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতো নৃপ ইতি স্মৃতঃ॥" ষষ্ঠ খণ্ড নব্যভারত

ও জাতিতত্ত্ববিবেকধৃত উশনাঃ সংহিতা বচন।

মহর্ষি উশনার কথিত সুবর্ণ ভিষক ও নৃপ, ইহাদের উৎপত্তিগত কোন প্রভেদ দেখা যায় না। ভিষকের উৎপত্তিতে যে একটু প্রাধান্য (পার্থক্য) দেখা যায় তাহা সামান্যমাত্র। তাহাতে ভিষক্ অবিধিকৃত একথা বলা যাইতে পারে না কারণ বর্ত্তমান কালেও চুরি করিয়া কন্যা লইয়া অনেকেই বিবাহ করিয়া থাকেন। সুতরাং উক্ত সুবর্ণ ভিষক্ আর নৃপ একই শ্রেণীর মনুষ্য হইতেছেন। মূর্দ্ধাভিষিক্তের উৎপত্তির সহিত ইঁহাদের উৎপত্তির কোন প্রভেদ নাই। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় মূর্দ্ধাভিষিক্তের যে সকল বৃত্তি উক্ত আছে, উশনাও সুবর্ণের তৎসমুদয় বৃত্তিই কীর্ত্তন করিয়াছেন। মূর্দ্ধাভিষিক্ত যে ব্রাহ্মণ তাহা অম্বষ্ঠব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইবে। আমাদের বোধ হইতেছে যে কোন কোন প্রদেশের মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণেরা ঐ সকল বৃত্তিহেতু সুবর্ণ ভিষক্ ও নৃপ নামে বিখ্যাত হন। যাজ্ঞবল্ক্যও সেই জন্য মূর্দ্ধাভিষিক্তের ঐসকল বৃত্তি বলিয়াছেন ও উশনাও তাঁহাদেরই ইতিহাস বলিয়াছেন।

শাস্ত্রের বিভিন্ন মতানুসারে সেকালের বৈদ্যগণও যে দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন সে ইতিহাস আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও আছে (৩৭)। উশনার প্রমাণানুসারে একমাত্র সুবর্ণভিষক্‌দিগকেই অষ্টাঙ্গায়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক বলিয়া স্বীকারকরা যাইতে পারে না, যেহেতু ইতঃপূর্ব্বেই প্রাচীন কালে উভয় আয়ুর্ব্বেদবিষয়েই অম্বষ্ঠদিগেরই প্রাধান্যতা প্রমাণীকৃত হইয়াছে (৩৮)। অম্বষ্ঠেরা অতি প্রাচীনকাল হইতে যদি উপরি উক্ত উভয় মতে চিকিৎসা না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে সুশ্রুতসংহিতার অভাব থাকিত; তাঁহারা যে সকল সংগ্রহগ্রন্থের সৃষ্টি করিয়াছেন (৩৯) তাহাতে সুশ্রুতমত সংগৃহীত হইত না। অতএব একমাত্র অম্বষ্ঠেরাই যে দুই ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ তাঁহাদিগের মধ্যেই কেহ চরকমতে, কেহ সুশ্রুতমতে চিকিৎসা করিতেন এবং কালে তাঁহারা অস্ত্রচিকিৎসাত্যাগ করিয়া চরকমতেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই (৪০)।

(৩৭) "তত্র ধান্বন্তরীয়াণামধিকারঃ ক্রিয়াবিধৌ।"
বৈদ্যানাং কৃতযোগ্যানাং ব্যধশোধনরোপণে॥
দাহে ধান্বন্তরীয়াণামত্রাপি ভিষজাং বলম্।
ক্ষারপ্রয়োগে ভিষজাং ক্ষারতন্ত্রবিদাং বলম্॥" ৫অ, গুল্মরোগাধিকার,
চিকিৎসাস্থান, চরকসংহিতা।

(৩৮) ১৮।১৯।২০।২১।২২।২৩ প্রভৃতি টীকাধৃত বচন ও তাহার অবলম্বনে যাহা বলা হইয়াছে তাহা দেখ।

(৩৯) বঙ্গদেশবাসী মাধবকর আর চক্রপাণি দত্ত সংগৃহীত "মাধব নিদান" (রোগবিনিশ্চয়) আর "চক্রদত্ত" নামক দুইখানি সংগ্রহে বহুতর সুশ্রুতসংহিতার বচন সংগৃহীত হইয়াছে। চক্রপাণিকৃত নিদানেও সুশ্রুতবচনের অভাব নাই। ইহা ভিন্ন পরিভাষা, দ্রব্যগুণ, রত্নাবলী, সারকৌমুদী প্রভৃতি অনেক সংগ্রহগ্রন্থে বিস্তর সুশ্রুতবচন সন্নিবেশিত হইয়াছে॥

(৪০) "দ্বাত্রিংশন্মাষকৈর্মাষশ্চরকস্য তু তৈঃ পলম্।
অষ্টচত্বারিংশতা স্যাৎ সুশ্রুতস্য তু মাষকঃ॥ ইত্যাদি।
তস্মাৎ পলং চতুঃষষ্ঠ্যা মাষকৈর্দ্দশরক্তিকৈঃ।
চরকানুমতং বৈদ্যৈশ্চিকিৎসাসূপযুজ্যতে॥ ৫১॥" জ্বরচিকিৎসাধ্যায়,
চক্রপাণিদত্ত কৃত চক্রদত্ত।

"হরিদ্রাদ্বয়যষ্ট্যাহ্বসিংহীশক্রযবৈঃ কৃতঃ।" ইত্যাদি।
বালরোগ, চক্রদত্ত।

উশনার কথিত সুবর্ণ ভিষক্ ও নৃপ ভারতের কোথাও আছে কি না তাহা আমরা জানি না, কিন্তু ইহা বলা যাইতে পারে যে, ঐ জাতি চিকিৎসাব্যবসায় করিয়া থাকিলেও চিকিৎসাবিষয়ে তাঁহারা অম্বষ্ঠের ন্যায় প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারেন নাই এবং তাঁহারা অম্বষ্ঠের ন্যায় চিরচিকিৎসকও নহেন। তাঁহারা চিকিৎসাবিষয়ে যদি অম্বষ্ঠের ন্যায় প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারিতেন ও ভারতের চিরচিকিৎসক হইতেন, তাহা হইলে ভারতের স্থানে স্থানে আজও আমরা এই শ্রেণীর চিকিৎসক দেখিতাম এবং অম্বষ্ঠেরা যেমন চিরচিকিৎসাবৃত্তিহেতু বৈদ্যজাতি বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন, তাঁহারাও তেমনি বৈদ্যজাতি বলিয়া বিখ্যাত হইতেন (৪১)। বঙ্গদেশের অম্বষ্ঠ আর উত্তর পশ্চিম প্রদেশের শাকলদীপি ব্রাহ্মণ ব্যতীত চিকিৎসাব্যবসায় দ্বারা বৈদ্য বলিয়া জনসাধারণে পরিচিত আছেন, এমন সম্প্রদায় ভারতের আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না (৪২)।

টীকা—সুশ্রুতেন কষায়োক্তদ্রব্যককে লিপ্তয়োঃ।" ইত্যাদি। তত্ত্বচন্দ্রিকা টীকা।

"মধুমুস্তকসংযাবহবিঃপূরৈশ্চ যঃ ক্রমঃ।" ইত্যাদি।

তত্ত্বচন্দ্রিকাটীকা—"অনন্তবাতেত্যাদি। সুশ্রুতস্য।" ইত্যাদি। শিরোরোগাধিকার চক্রদত্ত।

(৪১) ৪৪টীকাতে আমরা দেখাইব যে, অম্বষ্ঠকে চিকিৎসাবৃত্তি ভগবান্ মনুও প্রদান করেন নাই। তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রকারদিগের বিধি ও রীতি অনুসারে অম্বষ্ঠেরা চিকিৎসক। মনু সেই পূর্ব্ববর্ত্তী বিধি ও ইতিহাসের অনুবাদ করিয়াছেন। অতএব মনুসংহিতার পরবর্ত্তী সুশ্রুত, চরক ও উশনাঃ সংহিতা প্রভৃতিতে অম্বষ্ঠ ভিন্ন অন্য শ্রেণীর আয়ুর্ব্বেদ পাঠ এবং চিকিৎসা ব্যবসায় করিবার ইতিহাস, বিধি উক্ত থাকিলেও বুঝিতে হইবে, তাহার বহু পূর্ব্বেই অম্বষ্ঠেরা চিকিৎসা বৃত্তি দ্বারা বৈদ্য বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। অতএব পরে কেহ কেহ চিকিৎসাব্যবসায় করিলেও তাঁহারা যে কেবল বৈদ্যসংজ্ঞালাভ করিতে পারেন নাই তাহা বলা বাহুল্য।

(৪২) "সর্ব্বাসামেব জাতীনাং বৃত্তিরেব গরীয়সী।
বৃত্তিঃ স্বর্গ্যা চ পুণ্যা চ বৃত্ত্যা জাতিঃ প্রবর্ত্ততে॥"

এই ব্যাসসংহিতার বচনের (ভারতীয়গণের রীতি) দ্বারাই উত্তরকালে ইঁহারা বৈদ্য বলিয়া এক স্বতন্ত্র জাতি হইয়াছেন। ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রদেশে চিকিৎসাব্যবসায় যাঁহাদের জাতীয় ব্যবসায় তাঁহারা বৈদ্য বলিয়া খ্যাত হইলেও এখনও তাঁহারা ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিশেষ ব্রাহ্মণ জাতি বলিয়া ঐ অঞ্চলে পরিচিত। চিকিৎসা যখন ইঁহাদের জাতীয় বৃত্তি তখন উহার অম্বষ্ঠ শাস্ত্রোক্ত বৃত্তি করিতে হইবে, এবং একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে,

ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে, ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যে আর আর সম্প্রদায়ের লোকেরা আয়ুর্ব্বেদপাঠ ও চিকিৎসাবৃত্তি করিলেও এমনভাবে (পুরুষানুক্রমে চিরকাল) করেন নাই যে তদ্দ্বারা উত্তর কালে তাঁহারা চিকিৎসক (বৈদ্য) জাতি হইতে পারেন (৪৩)।

"যে দ্বিজানামপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।

(৪৪) তে নিন্দিতৈর্ব্বর্ত্তয়েয়ুঃ দ্বিজানামেব কর্ম্মভিঃ॥" ৪৬ শ্লোক।

১০অ, মনুসংহিতা।

ইঁহারাও মনুসংহিতার পূর্ব্ববর্ত্তী বিধি ও মনুসংহিতার ইতিহাসানুসারেই চিকিৎসাব্যবসায় করিতেছেন। কিন্তু মনুতে যখন অম্বষ্ঠ ব্যতীত আর কাহারও চিকিৎসাব্যবসায় উক্ত হয় নাই তখন উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় শাকলদীপীয় ব্রাহ্মণ চিকিৎসকগণের অম্বষ্ঠত্ব ও বঙ্গদেশের অম্বষ্ঠদিগের ব্রাহ্মণজাতিত্ব এবং চিকিৎসাবৃত্তি ব্রাহ্মণের বৃত্তি বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে। এদেশীয় অম্বষ্ঠগণ কোন কারণে ব্রাহ্মণের অন্যান্য বৃত্তি (পৌরোহিত্য) হইতে বঞ্চিত হওয়ায় বা পরিত্যাগ করাতে ব্রাহ্মণনাম হারাইয়াছেন, এই মাত্র বিশেষ। অম্বষ্ঠ আর শাকলদীপি ব্রাহ্মণ যে এক তাহা "অম্বষ্ঠ ও শাকলদীপি" অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইবে।

(৪৩) বর্ত্তমান যুগে বঙ্গদেশে যাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ তাঁহাদের ও কায়স্থপ্রভৃতি জাতির মধ্যে অনেকেই আজকাল চিকিৎসাব্যবসায় করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে কেহ বৈদ্য বলে না ও তাঁহারা কেহই বৈদ্য জাতি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারেন না। না পারিবার কারণ এই যে, তাঁহারা কেহই মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত চির আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়ি কুল অর্থাৎ চিকিৎসকবংশ নহেন।

(৪৪) "স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানপি তানাহুর্ম্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥ ৬॥
অনন্তরাসু জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ।
দ্ব্যেকান্তরাসু জাতানাং ধর্ম্ম্যং বিদ্যাদিমং বিধিম্॥ ৭॥" ১০অ, মনুসং।

এই দুই শ্লোকের পূর্ব্বশ্লোকে মনু যখন স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন, "সদৃশানপি তানাহুর্মাতৃ দোষ বিগর্হিতান্।" তখন অনুলোমজ পুত্রগণকে পিতৃসদৃশ মনু বলেন নাই তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যেহেতু "আহুঃ" ক্রিয়ার কর্ত্তা মনু বা তৎপুত্র ভৃগু নহেন, তাঁহাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণ। উক্ত বিধিকে সনাতন ও ধর্ম্ম্যবিধি বলাতেও অনুলোমগণ মনুরও পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া সাব্যস্ত হয়।

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে॥" ইত্যাদি। ৮।

১০অ, মনুসংহিতা।

দ্বিজাতিদিগের মধ্যে যাঁহারা অপসদ, তাঁহারা দ্বিজগণের বৃত্তি দ্বারা, আর যাহারা অপধ্বংসজ অর্থাৎ শূদ্রের সহিত বিবাহ দ্বারা যাহাদের উৎপত্তি, তাহারা দ্বিজগণের নিন্দিত বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

"সূতানামশ্বসাথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং।

বৈদহকানাং স্ত্রীকার্য্যং মাগধানাং বণিক্পথঃ॥ ৪৭॥"

১০অ, মনুসংহিতা।

সূতদিগের অশ্বসারথ্য, অম্বষ্ঠগণের চিকিৎসা, বৈদেহকদিগের স্ত্রীকার্য্য এবং মাগধগণের স্থল ও জলপথে বাণিজ্যবৃত্তি (৪৫)।

উপরি উক্ত মনুবচনের (৪৬ শ্লোকের) আমরা যে অনুবাদ করিলাম মনু সংহিতার ভাষ্য আর টীকাকারের অর্থ গ্রহণ করিয়া (৪৬) তাহা অগ্রাহ্য করত

এই আয়তে ক্রিয়ার অর্থ জন্মিয়া থাকে। তাহা হইলেই মনুর পূর্ব্ব হইতেই অম্বষ্ঠনামা পুত্রেরা জন্মগ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন, নতুবা মনু কেন বলিবেন, অম্বষ্ঠ নামা পুত্র জন্মিয়া থাকে?

"সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্।" ইত্যাদি। ১০অ, মনুসং।

এ বচনে "চিকিৎসিতং" পদ "ত" প্রত্যয়ান্ত থাকাতে অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি মনুরও পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রকারদিগের প্রদত্ত তাহা বিলক্ষণরূপে বুঝা যাইতেছে। যখন ১০ অধ্যায়ের ৬।৭।৮ শ্লোকের অর্থে অম্বষ্ঠ মনুরও পূর্ব্ববর্ত্তী হয়, তখন ৪৬ শ্লোকের "বর্ত্তয়েয়ুঃ" মনুসংহিতার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোন শাস্ত্রের অনুবাদ বিধি মনে করিতে হইবে। ৫ অধ্যায়ের ১ টীকার শেষাংশ পাঠ কর।

(৪৫) উদ্ধৃত ৪৬ শ্লোকে দ্বিজগণের মধ্যে যাহারা অপসদ বলাতে একথা সাব্যস্ত হইতেছে যে, কথিত অম্বষ্ঠ সূত মাগধ প্রভৃতি সকলেই দ্বিজ। অম্বষ্ঠ যে দ্বিজ তাহা পূর্ব্বের ৪১ শ্লোকেও আছে। ইহাতে চিকিৎসাপ্রভৃতি বৃত্তিগুলিকেও মনু দ্বিজবৃত্তি বলিতেছেন, কারণ অম্বষ্ঠ যখন দ্বিজ, তখন তাহাদের যে বৃত্তি তাহাকে অবশ্যই দ্বিজবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

(৪৬) "ভাষ্য—অপসদা অনুলোমাঃ প্রতিলোমা অপধ্বংসজাঃ।............ দ্বিজানামুপ-যোগিভিঃ প্রেষ্যকর্ম্মভির্বর্ত্তয়েয়ুঃ আত্মনো নিন্দিতৈঃ প্রেষ্যকার্য্যত্বান্নিন্দিতানি॥ ৪৬॥ মে॥"

টীকা—"যে দ্বিজানামনুলোমেন উৎপন্নাঃ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতা ইতি........ যে চাপ ধ্বংসজাঃ প্রতিলোমাস্তে দ্বিজাত্যুপকারকৈরেব নিন্দিতৈর্বক্ষ্যমাণৈঃ কর্ম্মভির্জীবেয়ুঃ॥ ৪৬॥ কু।"

১০অ, মনুসংহিতা।

কেহ বলিতে পারেন যে, চিকিৎসাবৃত্তি যদি ব্রাহ্মণের বৃত্তি হইবে, অম্বষ্ঠেরা যদি ব্রাহ্মণ হইবেন, তাহা হইলে মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে অম্বষ্ঠের জন্য দ্বিজগণের নিন্দিত বৃত্তি উক্ত (বিধিকৃত) হইয়াছে কেন? আর অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলে মনু তাহাকে অপসদই বা বলিলেন কেন? এই দুই প্রশ্নের প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, মনুসংহিতার ভাষ্য ও টীকাকারেরা উদ্ধৃত শ্লোকের অসঙ্গতার্থকরাতে তাঁহাদের দেখাদেখি ঐ শ্লোকের বিকৃত অনুবাদও স্থানে স্থানে প্রকাশিত হইয়াছে। অম্বষ্ঠ যে দ্বিজ তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং পরেও দর্শিত হইবে। এ বচনেও মনু অম্বষ্ঠকে দ্বিজই বলিতেছেন। দেখ মনু এ বচনে বলিতেছেন, দ্বিজগণের মধ্যে যাহারা অপসদ; এ অবস্থায় অম্বষ্ঠ নিশ্চই দ্বিজ হইতেছে। যে দ্বিজ সে দ্বিজগণের নিন্দিত কর্ম্ম (অর্থাৎ শূদ্রকর্ম্ম) করিবে, ইহা মনু বলেন নাই বুঝিতে হইবে। আরও দেখ, উক্ত বচনের অপধ্বংসজের অর্থ যদি শূদ্রধর্ম্মী হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে মনু দ্বিজগণের মধ্যে যে ধরেন নাই ও ধরিতে পারেন না, তাহাও বলা বাহুল্য। এমতাবস্থায় দ্বিজগণের মধ্যে যাঁহারা অপসদ দ্বিজ, আর যাঁহারা শূদ্রধর্ম্মী শূদ্র, তাঁহাদের সকলকেই মনু দ্বিজগণের নিন্দিত বৃত্তি অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন, ইহাও এক অসম্ভব কথা। ভগবান্ মনু প্রতিলোমজ সূত প্রভৃতিকেও ১০ অধ্যায়ের ১৬।১৭ শ্লোকে অপধ্বংসজ বলেন নাই, অপসদই বলিয়াছেন (৪৭); এবং ৪১ শ্লোকের

"যাহারা আনুলোম্যে দ্বিজাতি হইতে উৎপন্ন, উহাদিগকে অপসদ বলা যায় এবং যাহারা প্রাতিলোম্যে উৎপন্ন, উহাদিগকে অপধ্বংসজ শব্দে বলা যায়, এই উভয় প্রকার জাতিরা ব্রাহ্মণাদির উপকারক গর্হিত কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।"

পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণিকৃত অনুবাদ।

ভাষ্যকার নিন্দিতের অর্থ স্পষ্টই প্রেষ্যকর্ম্ম অর্থাৎ শূদ্রকর্ম্ম করিয়াছেন।

(৪৭) "আয়োগবশ্চ ক্ষত্তা চ চাণ্ডালশ্চাধমোনৃণাং।
প্রাতিলোম্যেন জায়ন্তে শূদ্রাদপসদাস্ত্রয়ঃ॥ ১৬॥
বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ ক্ষত্রিয়াৎ সূত এব তু।
প্রতীপমেতে জায়ন্তেঽপরেঽপ্যপসদাস্ত্রয়ঃ॥ ১৭॥" ১০অ, মনুসং।

দেখা যায় যে, মনু উদ্ধৃত বচনদ্বয়ে 'শূদ্রাৎ' ও 'প্রতীপং' এই শব্দ প্রয়োগ-করত শূদ্রজাত প্রতিলোমজ হইতে দ্বিজোৎপন্ন প্রতিলোমজদিগকে পৃথক্ করিয়া তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়াছেন। অতএব ৪৬ শ্লোকের টীকা এইরূপ হইবে।

শেষার্দ্ধে শূদ্রের সহিত বিবাহসম্বন্ধ দ্বারা যাঁহাদের উৎপত্তি তাঁহাদিগকেই অপধ্বংসজ বলাতে তিনি কেবল ৪৭টীকাধৃত ১৬শ্লোকোক্ত অপসদ অয়োগবাদিকেই যে অপসদ ও অপধ্বংসজ উভয় বলিয়াছেন তাহা স্পষ্টই প্রকাশ পায় (৪৮)। এতক্ষণ যাহা যাহা বলা হইল তাহাতে মনুর মতে সূত মাগধ ও

দ্বিজানাং মধ্যে যে অপসদা অনুলোমপ্রতিলোমজা আর্য্যাদার্য্যায়ামুৎপন্নাস্তে দ্বিজানামেব কর্ম্মভির্ব্বর্ত্তয়েয়ুঃ। পুনর্যে চ শূদ্রোৎপন্নাঃ প্রতিলোমজা অপসদা অপধ্বংসজাশ্চ স্মৃতাস্তে সর্ব্বে দ্বিজানাং নিন্দিতৈঃ কর্ম্মভিঃ প্রেষ্যকর্ম্মভির্ব্বর্ত্তয়েয়ুঃ॥

৪৯শ্লোকের অর্থও এইরূপ হওয়া উচিত :—

সজাতিজানন্তরজাঃ পুত্রাঃ ; যথা ব্রাহ্মণেন ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ায়াং বৈশ্যেন বৈশ্যায়াং অনন্তরজা অনুলোমপ্রতিলোমক্রমেণ আর্য্যাদার্য্যায়াং যে জাতাস্তে ষট্‌পুত্রাঃ দ্বিজধর্ম্মিণঃ স্যুঃ। যে পুনঃ শূদ্রেণ দ্বিজকন্যায়াং গান্ধর্ব্ববিবাহাদিসম্বন্ধেন ব্যতিরেকেণ বা প্রাতিলোম্যেন উৎপন্না অপধ্বংসজাঃ পুত্রাস্তে সর্ব্বে শূদ্রধর্ম্মাণঃ স্মৃতাঃ। শূদ্রাচারসমানাচারসম্পন্নাভবেয়ুরিতি।

(৪৮) "সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্‌ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণাস্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥ ৪১।" ১অ মনুসংহিতা।

ভাষ্য—"যে পুনরপধ্বংসজাঃ সঙ্করজাস্তে শূদ্রাণাং সধর্ম্মাণঃ সমানাচারাস্তদ্ধর্ম্মৈরধিক্রিয়ন্ত ইত্যর্থঃ। প্রতিলোমানাস্তু বিশেষা বক্ষ্যন্তে অনন্তরগ্রহণমনুলোমোপলক্ষণার্থমেব তেন ব্যবহিতোঽপি ব্রাহ্মণাবৈশ্যকন্যায়াং জাতো গৃহ্যতে ষট্‌ সংখ্যাতিরিক্তান্ন শূদ্রায়াং পারশবঃ।" মেধাতিথি। ৪১।

টীকা—"যে পুনরন্তে দ্বিজাত্যুৎপন্নাম্বপি সূতাদয়ঃ প্রতিলোমজাস্তে শূদ্রধর্ম্মাণো নৈষামুপনয়নমস্তি।" ৪১। কুল্লূকভট্ট। ১অ, মনুসং।

বৈদ্যশব্দের অর্থ ও অম্বষ্ঠশব্দের অর্থ অধ্যায়ের ২৯ ও ১৯টীকা দেখ।

এখানে দেখা যায় যে, মেধাতিথি স্বামী শূদ্রের সহিত বিবাহসম্বন্ধোৎপন্ন পারশবকে দ্বিজ মধ্যে গণনা করেন নাই। ভট্টকুল্লূকও সূতাদিকে দ্বিজাতি হইতে উৎপন্ন না বলিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহারা যে অর্থে সূতাদিকে দ্বিজমধ্যে গণনা করেন নাই, ১০ অধ্যায়ের ৬৯ শ্লোকের অর্থ দ্বারা তাহাতে বাধা জন্মিতেছে ; এবং ৪১ শ্লোকের "ষট্‌ সুতাঃ" যে কেবল অনন্তরজেরই বিশেষ তাহাও পরবর্ত্তী ৬৯ শ্লোকের অর্থের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে। মনুভাষ্যকার ১০ অধ্যায়ের ৫।১৩।১৪ শ্লোকের ভাষ্যে অনন্তরজ শব্দের অনুলোমজ প্রতিলোমজ উভয়ার্থই করিয়াছেন। ইহাতেও ব্যক্ত হয় যে, ভগবান্ মনু সর্ব্বত্রই যে অনুলোম অর্থ অনন্তরজ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা নহে। ক্বচিৎস্থলে উভয়ার্থেও প্রয়োগ করি-

বৈদেহক এই তিন প্রতিলোমজ পুত্র (অপসদ) ও দ্বিজ হইতেছে। দেখা যায় যে, মনু ইহাদিগকেও যে সকল বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, সে সমুদয়ই দ্বিজবৃত্তি, শূদ্রবৃত্তি নহে (৪৯)। অতএব চিকিৎসা দ্বিজগণের নিন্দিত বৃত্তি হইতেছে না। চিকিৎসা যে ব্রাহ্মণের বৃত্তি, তাহা এই অধ্যায়েই আমরা আর্য্য চিকিৎসকদিগের দৈবী চিকিৎসা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে, ব্রাহ্মণ না হইলে যাজন ও অধ্যাপনাদি কার্য্যে অক্ষ

য়াছেন। ৬৯ শ্লোকের অর্থ দ্বারা ৪১ শ্লোকের অনন্তরজের অর্থ এইরূপ বলিয়াই নির্ণীত হয় শ্লোকটি যথা—

"সুবীজঞ্চৈব সুক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে যথা।
তথার্য্যাজ্জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বং সংস্কারমর্হতি ॥ ৬৯ ॥ ১০অ, মনুসং।

উদ্ধৃত ৬৯ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ৬৭ শ্লোকের আর্য্য শব্দের অর্থ গ্রহণ না করিয়া ভাষ্য আর টীকাকার প্রতিলোমক্রমে দ্বিজাত্যুৎপন্ন সূত বৈদেহক ও মাগধকে শূদ্র বলিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ২৮ শ্লোকের (১০অ) ভাষ্যে মেধাতিথি সূতাদিগকে দ্বিজ বলিয়াছেন, টীকাকার গৌতম বচন দ্বারা বাধা দিয়াছেন। মনুর বিধিতে বাধা গৌতমস্মৃতি দ্বারা দেওয়া যায় না।

"বেদার্থোপনিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতাহি সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে ॥"

বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহ বিষয়ক ২য় ভাগধৃত বৃহস্পতি বচন।
১০অ, মনুসংহিতার ১১।১২ শ্লোক দেখ।

(৪৯) "পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ ॥ ৯০ ॥ ১অ, মনুসংহিতা।

ভাষ্য—"বণিক্‌পথং বণিক্‌কর্ম্মণা স্থলপথবারিপথাদিনা ধনার্জ্জনমুপযুজ্যমানম্" ইত্যাদি। ৯০। মেধাতিথি।

টীকা—"বণিক্‌পথং স্থলজলাদিনা বাণিজ্যম্" ইত্যাদি। ৯০। কুল্লূকঃ।

"হস্ত্যশ্বরথশিক্ষা অস্ত্রধারণ মূর্দ্ধাবসিক্তানাং নৃত্যগীতনক্ষত্রজীবনং শস্যরক্ষা চ মাহিষ্যাণান্" ইত্যাদি। কুল্লূকভট্ট। ১০অ, মনুসংহিতার ৬ শ্লোকের টীকা।

উদ্ধৃত মনুবচন ও তাহার ভাষ্য টীকার সহিত এই অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোকের অর্থাৎ যে সকল সূতপ্রভৃতির ধর্ম্ম (বৃত্তি) উক্ত হইয়াছে তাহার এবং ৮১।৮২।৮৩ শ্লোকের টীকাভাষ্য একত্র করিয়া দেখ, মনূক্ত সূত অম্বষ্ঠ প্রভৃতির বৃত্তিগুলি দ্বিজবৃত্তি কি না?

শ্রেণীর অধিকার নাই (৫০)। প্রাচীন কালে ক্ষত্রিয়াদির চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার ইতিহাস চরক ও সুশ্রুতসংহিতাদিতে থাকিলেও পূর্ব্বোক্ত আসুরী মানুষী ও দৈবী এই ত্রিবিধ চিকিৎসার মধ্যে যাজনকার্য্যান্তর্গত দৈবী চিকিৎসা অর্থাৎ পূজা শান্তি স্বস্ত্যয়নাদিতে তাঁহাদিগের অধিকার না থাকায় তাঁহারা বৈদ্য উপাধি পান নাই ও আর্য্য চিকিৎসায় অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বুঝিতে হইবে। "বৈদ্যশব্দের অর্থ" অধ্যায়ে বৈদ্যের যে লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার সহিত ব্রাহ্মণের লক্ষণের একতা আছে (৫১)। যাজন আর অধ্যাপন এই দুইটি কার্য্যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কাহারও অধিকার নাই। ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অধ্যাপনামাত্রে অধিকার থাকিলেও সে অধিকার আপৎকালে (৫২)। অতএব

---

(৫০) "অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনন্তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্ কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ॥ ৭৫॥
ষন্নান্তু কর্ম্মণামস্য ত্রীণি কর্ম্মাণি জীবিকা।
যাজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ॥ ৭৬॥
ত্রয়ো ধর্ম্মা নিবর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ং প্রতি।" ইত্যাদি।
৭৭।৭৮।৭৯ প্রভৃতি শ্লোক দেখ। ১০অ, মনুসং।
অন্যান্য স্মৃতি ও পুরাণ দেখ।

(৫১) "আয়ুর্ব্বেদকৃতাভ্যাসো ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণঃ।
অধ্যয়নমধ্যাপনং চিকিৎসা বৈদ্যলক্ষণম্॥" বৈদ্যকুলশাস্ত্র, জাতিতত্ত্ব-বিবেকধৃত চরকসংহিতা ও ব্রহ্মপুরাণ বচন।

(৫২) "অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে।
অনুব্রজ্যা চ শুশ্রূষা যাবদধ্যয়নং গুরোঃ॥ ২৪১॥" ২অ, মনুসং।

ভাষ্য—আপদঃ কালে আপৎ কালে।.........। ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়াৎতদভাবে বৈশ্যাদধ্যয়নং।" ইত্যাদি ২৪১। মেধাতিথি।

টীকা—ব্রাহ্মণাদিতি। ব্রাহ্মণাদন্যো যো দ্বিজঃ ক্ষত্রিয়স্তদভাবে বৈশ্যো বা তস্মাদধ্যয়নমাপৎকালে ব্রাহ্মণাধ্যাপকাসম্ভবে ব্রহ্মচারিণো বিধীয়তে। ২৪১" কুল্লুকভট্ট।

নাব্রাহ্মণে গুরৌ শিষ্যো বাসমাত্যন্তিকং বসেৎ।
ব্রাহ্মণে চাননূচানে কাঙ্ক্ষন্ গতিমনুত্তমাম্॥ ২৪২॥ ২অ মনুসং।

ভাষ্য—ব্রাহ্মণে চাননূচানে '...............। ব্রাহ্মণোঽপি যদানূচানো বৃত্তাভিজনসম্পন্নো ন ভবতি ন চ ব্যাখ্যানাধ্যয়নশীলঃ।" ইত্যাদি। ২৪২। মেধাতিথি।

চিকিৎসাবৃত্তি যেমন ব্রাহ্মণের, তেমনি অম্বষ্ঠ অপসদ হইলেও ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া সাব্যস্ত হইতেছে। মনুসংহিতার অপসদবিষয়ক বচনের দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, অম্বষ্ঠ দ্বিজ সাধারণের অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াদির ও অপসদ নহে। ব্রাহ্মণের মধ্যে, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা ও ক্ষত্রিয়কন্যা পত্নীর সন্তান ব্রাহ্মণ হইতে অপসদ অর্থাৎ সম্মানে কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট (৫৩)। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণসকলের দ্বারা সাব্যস্ত হয়, কেবলমাত্র চিকিৎসাও দ্বিজসাধারণের বৃত্তি নহে, ব্রাহ্মণেরই একমাত্র ধর্ম্মযাজ-

---

টীকা—ব্রাহ্মণে বা সাঙ্গবেদানধ্যেতরি অনুত্তমাং গতিং মোক্ষলক্ষণামিচ্ছন্ শিষ্যোনামুতিষ্ঠেৎ॥
কুল্লুকভট্ট। ২৪২।

অম্বষ্ঠদিগের নিকট সেই সত্যযুগ হইতে এপর্য্যন্ত ব্রাহ্মণেরা যে আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়ন করিয়া আসিতেছেন, তাহা আপৎকালে নহে, ইহা অম্বষ্ঠগণের ব্রাহ্মণজাতির লক্ষণ।

(৫৩) "বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্ব্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ॥ ১০॥" ১০অ, মনুসং।

ভাষ্য—এতে ত্রৈবর্ণিকানামেকান্তরদ্ব্যন্তরস্ত্রীজাতা অপসদা এতে বেদিতব্যাঃ। পুত্রার্থফলদা অপশীর্ণাঃ সমানজাতীয়া পুত্রাপেক্ষায়া ভিদ্যন্তে॥ ১০॥" মেধাতিথি।

টীকা—"বিপ্রস্যেতি। ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়াদিত্রয়স্ত্রীষু ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যাদিদ্বয়োস্ত্রিয়োঃ বৈশ্যস্য শূদ্রায়াং বর্ণত্রয়াণাং এতে ষট্ পুত্রাঃ সবর্ণপুত্রাপেক্ষয়া অপসদা নিকৃষ্টাঃ স্মৃতাঃ। ১০।" কুল্লুকভট্ট।

উদ্ধৃত শ্লোক ও তাহার ভাষ্য টীকার অর্থের প্রতি মনোভিনিবেশ করিলেই পরিস্ফুট হয় যে, অম্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা স্ত্রীর পুত্র ব্রাহ্মণ হইতে একটু নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ।

"ব্রহ্মা মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথা পূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্॥"

হারীতসংহিতার এই বচনের অর্থ হইতেও তাহাই উপলব্ধি হয়, কারণ বৈদ্য ক্ষত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেই অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি এইটি স্বতই ব্যক্ত হয়। যেহেতু ক্ষত্রিয়ের উপরে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর জাতি নাই। সূত, বৈদেহক ও মাগধ প্রভৃতি প্রতিলোমজাত অপসদেরা যে ক্ষত্রিয় বৈশ্য হইতে নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয় বৈশ্য, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্য হইতে অপসদ তাহা পরবর্ত্তী অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ জাতি অধ্যায়ে বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইবে।

টীকাকার অপসদের অর্থ নিকৃষ্ট বলিয়াছেন, ইহাতে এককালীন নীচ একথা মনে করা উচিত নহে। কুলীন হইতে শ্রোত্রিয় যতটুকু হীন তাহাই মনে করা উচিত। নিম্নলিখিত শ্লোকে কনিষ্ঠার্থে অপসদ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। "রামস্তেষাং জঘন্যোভূদজঘন্যগুণৈর্যুতঃ।"
আদিপর্ব্ব, মহাভারত।

কতা হইতে উহা একটু অনুচ্চবৃত্তি। প্রাচীনকালের চিকিৎসক (অম্বষ্ঠ) যদি ব্রাহ্মণজাতি না হইতেন, আর চিকিৎসা যদি ব্রাহ্মণের বৃত্তি না হইত, তাহা হইলে চিকিৎসক সকল জাতির গুরুবৎ পূজ্য ও নমস্ত একথা, প্রাচীন শাস্ত্রে উক্ত হইত না (৫৪)। এখানেও আপত্তি হইবে। আপত্তি এই, যাঁহারা অপসদ ব্রাহ্মণ, তাঁহারা তাঁহাদিগের হইতে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণের পূজ্য, একথা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? উত্তর, দেখা যায় যে, জন্মগত ঐ প্রকার উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট কোন কাজের নহে। কুলীন ব্রাহ্মণ হইতে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ অপসদ (নিকৃষ্ট) বটেন, কিন্তু শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণেরাও অনেক কুলীন ব্রাহ্মণের গুরু ও পুরোহিত আছেন, এবং কুলীন ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে পূজা প্রণামাদি করিতেছেন। সে কালের ব্যভিচারোৎপন্ন একান্ত নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকের গর্ভজাত সন্তান ব্যাস বশিষ্ঠ পর্য্যন্তও সকল ব্রাহ্মণেরই সেকালে পূজনীয় হইয়াছিলেন (৫৫)। গুণ-শ্রেষ্ঠগণ যে সকল কালেই সকলের পূজনীয় ছিলেন, এখনও আছেন, তাহা বলা বাহুল্য। এমতাবস্থায় ব্রাহ্মণের বিবাহিতাপত্নী বৈশ্যকন্যার পুত্র গুণশ্রেষ্ঠ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা যে প্রাচীনকালে সকল ব্রাহ্মণের নিকট সম্মানপ্রাপ্ত হইতেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

ধর্ম্মযাজকতা হইতে কেবল চিকিৎসা যে একটু নিকৃষ্ট তাহা পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি। অতএব চিকিৎসা যে ব্রাহ্মণের বৃত্তি তাহার অর্থ এই যে, চিকিৎসা

---

(৫৪) "প্রাণিভির্গুরুবৎ পূজ্যঃ প্রাণাচার্য্যঃ স হি স্মৃতঃ।"
১অ, চিকিৎসাস্থান, চরকসংহিতা।

"ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যো নারায়ণঃ স্বয়ম্॥" হিন্দুশাস্ত্র।

(৫৫) ব্রহ্মোবাচ। সচ্ছোত্রিয়কুলে জাতো হ্যক্রিয়ো নৈব পূজিতঃ।
অসৎক্ষেত্রকুলে পূজ্যো ব্যাসবৈভাণ্ডকৌ যথা॥
ক্ষত্রিয়াণাং কুলে জাতো বিশ্বামিত্রোঽস্তি মৎসমঃ।
বেশ্যাপুত্রো বশিষ্ঠশ্চ অন্যে সিদ্ধা দ্বিজাতয়ঃ॥" ৪৩অ, সৃষ্টিখণ্ড, পদ্মপু।
"শ্রুত্বা তু সর্পসত্রায় দীক্ষিতং জনমেজয়ম্।
অভ্যাগচ্ছদৃষির্বিদ্বান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তথা॥
জনয়ামাস যং কালী শক্তেঃ পুত্রাৎ পরাশরাৎ।
কন্যৈব যমুনাদ্বীপে পাণ্ডবানাং পিতামহম্॥" আদিপর্ব্ব মহাভারত।

ধর্ম্মযাজকতা হইতে ব্রাহ্মণের পক্ষে নিকৃষ্ট বৃত্তি। এ নিকৃষ্টের অর্থ, ঘৃণিত (কুৎসিত) বা শূদ্রবৃত্তি নহে (৫৬)। ক্ষত্রিয় বৃত্তি বা বৈশ্যবৃত্তি ব্রাহ্মণের বৃত্তি হইতে নিকৃষ্ট, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে ঘৃণিত (কুৎসিত) অথবা শূদ্রবৃত্তি বলা যাইতে পারে না, যেহেতু তাঁহারাও আর্য্যবংশ, দ্বিজ এবং তাঁহাদের বৃত্তি- গুলিও ধর্ম্মযাজকতা, চিকিৎসার ন্যায় উচ্চ বিষয় লইয়াই গঠিত। যদি বল, ব্রাহ্মণ যদি চিকিৎসক হইতেন ও প্রাচীনকালে চিকিৎসা যদি ব্রাহ্মণের বৃত্তি হইত, তাহা হইলে মনুসংহিতাপ্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে চিকিৎসক ব্রাহ্মণদিগকে দেব ও পিতৃকার্য্যে বরণ, তাঁহাদের সহিত একপংক্তিতে ভোজন এবং তাঁহাদিগের অন্ন- ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে কিজন্য ? (৫৭)। উত্তর, সে সমস্তই চিকিৎসকদিগকে সং- পথে রাখিবার নিমিত্ত অনুশাসনমাত্র। ধর্ম্মযাজকদিগকে সৎপথে রাখিবার জন্যও (অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞ না হইয়া প্রতিগ্রহাদি করিতে নিবারণ জন্যও) ঐ প্রকার অনুশাসন শ্লোক শাস্ত্রে যথেষ্ট উক্ত আছে (৫৮)। ঐ সমস্ত অনুশাসন

---

(৫৬) "বেদাভ্যাসো ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য চ রক্ষণম্।
বার্ত্তাকর্ম্মৈব বৈশ্যস্য বিশিষ্টানি স্বকর্ম্মসু॥" ৮০ শ্লোক। ১০অ, মনুসং।

এখানে ব্রাহ্মণের অন্যান্য বৃত্তি হইতে অধ্যাপন বৃত্তিকেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া যাজনাদিকে কি আমরা ঘৃণিত বৃত্তি বলিব ?

(৫৭) "চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাংসবিক্রয়িণস্তথা।
বিপণেন চ জীবন্তো বর্জ্জ্যাঃ স্যুর্হব্যকব্যয়োঃ॥ ১৫২॥
এতান্ বিগর্হিতাচারানপাঙ্‌ক্তেয়ান্ দ্বিজাধমান্।
দ্বিজাতিপ্রবরো বিদ্বানুভয়ত্র বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৬৭॥" ৩অ, মনুসংহিতা।
"আবিকশ্চিত্রকারশ্চ বৈদ্যো নক্ষত্রপাঠকঃ।
চতুর্ব্বিপ্রা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতিসমা যদি॥"
১৭৪।১৭৫।১৭৬।১৭৭।১৭৮ শ্লোক দেখ। অত্রিসংহিতা।
"চিকিৎসকস্য মৃগয়োঃ ক্রূরস্যোচ্ছিষ্টভোজিনঃ।
উগ্রান্নং সূতিকান্নঞ্চ পর্য্যাচান্তমনির্দ্দশং॥ ২১২॥
পূয়ঞ্চিকিৎসকস্যান্নং পুংশ্চল্যাস্ত্বন্নমিন্দ্রিয়ম্।"২২০॥ইত্যাদি। ৪অ, মনুসং।
১ অধ্যায় যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ও অন্যান্য সংহিতা দেখ।

(৫৮) "চিকিৎসকঃ কাণ্ডপৃষ্ঠঃ পুরাধ্যক্ষঃ পুরোহিতঃ।
সংবৎসরো বৃথাধ্যায়ী সর্ব্বে তে শূদ্রসম্মিতাঃ।

কুচিকিৎসক ও কুধর্ম্মযাজক অর্থাৎ অশাস্ত্রজ্ঞ ও অধার্ম্মিকদিগের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। চিকিৎসা পাপকার্য্য নহে যে ব্রাহ্মণ তাহা করিলে সেজন্য আর্য্যাদিগের নিকটে (৫৯) পাপী হইতেন? চিকিৎসক মনুষ্যের আরোগ্যপ্রদাতা, মনুষ্য-

---

শূদ্রকর্ম্ম যথৈতেষু যো ভুঙ্‌ক্তে নিরপত্রপঃ।
অভোজ্যভোজনং প্রাপ্য ভয়ং প্রাপ্নোতি দারুণম্॥" ইত্যাদি।
১৩৫অ, অনুশাসনপর্ব্ব, মহাভারত।

"ব্রাহ্মণান্নে দরিদ্রত্বং ক্ষত্রিয়ান্নে পশুস্তথা।
বৈশ্যান্নেন তু শূদ্রত্বং শূদ্রান্নে নরকং ধ্রুবম্॥" অঙ্গিরঃ সংহিতা।

ব্যাস উবাচ—"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি দানধর্ম্মমনুত্তমম্। ইত্যাদি।
যদি স্যাদধিকো বিপ্রঃ শীলবিদ্যাদিভিঃ স্বয়ম্।
তস্মৈ যত্নেন দাতব্যমতিক্রম্য চ সন্নিধিম্॥
রূপ্যঞ্চৈব হিরণ্যঞ্চ গামশ্বং পৃথিবীং তিলান্।
অবিদ্বান্ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্‌ভস্মীভবতি কাষ্ঠবৎ॥" ২৯অ, স্বর্গখণ্ড, পদ্মপু।
"দুরাচারস্য বিপ্রস্য নিষিদ্ধাচরণস্য চ।
অন্নং ভুক্ত্বা দ্বিজঃ কুর্য্যাদ্দিনমেকমভোজনম্॥" ৫৩॥ ১২অ, পরাশরসং।
"অব্রতানামুপাধ্যায়ঃ কাণ্ডপৃষ্ঠস্তথৈব চ। ইত্যাদি। ৭৩টীকা দেখ।
ঈদৃশৈর্ব্রাহ্মণৈর্ভুক্তমপাঙ্‌ক্তেয়ৈর্যুধিষ্ঠির॥"
৯০অ, অনুশাসন পর্ব্ব মহাভারত।

(৫৯) ৫৮ টীকার প্রমাণে দেখা যায় যে, পুরোহিত আর উপাধ্যায়ের অন্নও অভক্ষ্য, ও ইঁহাদিগকেও অপাঙ্‌ক্তেয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এখন কি আমরা উপাধ্যায় আর পুরোহিতের কর্ম্মকে (ধর্ম্মযাজকতাকে) ও পাপকর্ম্ম মনে করিয়া তাঁহাদিগকে পাপী বলিয়া বিশ্বাস করিব? তাহা করিলে চিকিৎসক ব্রাহ্মণদিগকেও পাপী বলা যাইতে পারে। মনুসংহিতার চতুর্থাধ্যায়ের ২১০ শ্লোকে মনু দীক্ষিতের অন্নকে অভক্ষ্য বলিয়াছেন, ভাষ্যটীকাকার তাহার অন্য কারণ দিয়াছেন। কিন্তু

"চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাংসবিক্রয়িণস্তথা।
বিপণেন তু জীবন্তো বর্জ্জ্যাঃ স্যুর্হব্যকব্যয়োঃ॥ ১৫২॥ ৩অ, মনুসং।

ভাষ্য—"ভিষজশ্চিকিৎসকাঃ দেবলকাঃ প্রতিমাপরিচারকাঃ আজীবনসম্বন্ধেনৈতৌ প্রতিষিধ্যেতে ধর্ম্মার্থত্বে তু চিকিৎসকদেবলয়োরদোষঃ।" মেধাতিথি।

টীকা—"চিকিৎসকো ভিষক্ দেবলঃ প্রতিমাপরিচারকঃ বর্ত্তনার্থত্বেনৈতৎকর্ম্মকুর্ব্বতোঽয়ং নিষেধঃ ন তু ধর্ম্মার্থং।" কুল্লূকভট্ট।

দিগের ধর্ম্মাদিসাধনের মূল সহায় (৬০)। আর্য্যেরা উন্মাদ ছিলেন না যে, তাঁহাদিগের এই প্রকার মহোপকারী ও সদ্‌বংশোৎপন্ন বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞ সৎপথস্থিত চিকিৎসকদিগকে অকারণে তাঁহারা ঐ প্রকার অপমান করিবেন; আর যে

এই মনুবচনের ভাষ্য ও টীকাতে প্রকাশ পাইতেছে যে ব্রাহ্মণের ধর্ম্মার্থে চিকিৎসাকরা দোষ নহে বৃত্ত্যর্থে করাই দূষ্য। ইহার পরে আমরা দেখাইব যে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মপথে থাকিয়া বৃত্ত্যর্থেও চিকিৎসা করিতে পারেন। এখানে উক্ত ভাষ্য ও টীকা অবলম্বনে এইমাত্র বলিতেছি যে, চিকিৎসা যে পাপকার্য্য নহে তাহা উহাতেও প্রকাশিত আছে। মনুসংহিতাপ্রভৃতিতে ও পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডের ২৮ অধ্যায়ে পুংশ্চলী প্রভৃতি পাপীর সঙ্গেই চিকিৎসকের অন্নও অভক্ষ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পুংশ্চলী আর চিকিৎসক কি তুল্য শ্রেণীর লোক? চিকিৎসা কি এতই নিকৃষ্ট কার্য্য? তাহা হইলে চিকিৎসকও ভদ্রসমাজে স্থানপ্রাপ্ত হইতেন না? প্রাচীন কালে চিকিৎসক ব্রাহ্মণেরা বৃত্ত্যর্থে চিকিৎসা করিয়া (অর্থাৎ সকলকে আরোগ্য করিয়া একমাত্র অর্থগ্রহণ করাতেই) পুংশ্চলীর ন্যায় গুরুতর দণ্ডার্হ হইতেন ইহা সম্ভবপর নহে, সুতরাং উহা নিতান্ত কুচিকিৎসকসম্বন্ধেই যে উক্ত হইয়াছে তাহাতে আর সংশয় নাই।

(৬০) "যাভিঃ ক্রিয়াভির্জ্জায়ন্তে শরীরে ধাতবঃ সমাঃ।
সা চিকিৎসা বিকারাণাং কর্ম্ম তদ্ভিষজাং মতম্।
কথং শরীরে ধাতূনাং বৈষম্যং ন ভবেদিতি।
সমানাঞ্চানুবন্ধঃ স্যাদিত্যর্থং ক্রিয়তে ক্রিয়া॥

চিকিৎসা প্রাণভৃৎ তস্মাদ্দাতা দেহসুখায়ুষাম্।
ধর্ম্মস্যার্থস্য কামস্য নৃলোকস্যোভয়স্য চ।
দাতা সম্পদ্যতে বৈদ্যো দানাদ্দেহসুখায়ুষাম্॥" ১৬অ, সূত্রস্থান, চরকসং।
"স্বস্থবৃত্তং যথোদ্দিষ্টং যঃ সম্যগনুতিষ্ঠতি।
স সমাঃ শতমব্যাধিরায়ুষা ন বিযুজ্যতে॥" ... চরকসংহিতা।
"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যমূলমুত্তমম্।
রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ॥ ১অ, সূত্রস্থান, চরকসং।
"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং কারণং যতঃ।
তস্মাদারোগ্যদানেন নরো ভবতি সর্ব্বদঃ॥
অপ্যেকং নিরুজীকৃত্য ব্যাধিতং ভেষজৈর্নরঃ।
প্রযাতি ব্রহ্মসদনং কুলসপ্তকসংযুতঃ॥"
ভৈষজ্যরত্নাবলীধৃত নন্দিপুরাণ বচন।

সকল আর্য্যেরা চিকিৎসক হইতেন তাঁহারা এত দূর অন্যায় অপমান সহ্য করিয়াও আর্য্যগণকে চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্যপ্রদান করিবেন? যে আর্য্যেরা শূদ্রের পকান্ন পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতেন, যাঁহাদের সহিত সত্যযুগ হইতে এই কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত শূদ্রেরও ভোজ্যান্নতা ছিল, এই যুগত্রয় ব্যাপিয়া যাঁহাদের পাচকের কার্য্য ভৃত্য শূদ্রেরা করিতেন, এই কলিযুগের প্রথমে অর্থাৎ কুরু ও পাণ্ডবগণের অভ্যুদয়ের অনেক পরে যাঁহারা শূদ্রের পাককরা অন্নব্যঞ্জন-ভক্ষণ পরিত্যাগ করিয়াছেন (৬১), তাঁহারাই সৎপথস্থিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ চিকিৎসককে শ্রাদ্ধাদিতে নিমন্ত্রণ করেন নাই, হব্য কব্য দেন নাই, তাঁহাদের সহিত একপংক্তিতে বসিয়া আহার করেন নাই, তাঁহাদের পাককরা অন্নাদি ভক্ষণ করেন নাই, উদ্ধৃত অনুশাসনশ্লোকাবলম্বনে এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে একান্তই বাতুলের কার্য্য তাহাতে আর সন্দেহ কি (৬২)?

(৬১) "নাদ্যাচ্ছূদ্রস্য পকান্নং বিদ্বানশ্রাদ্ধিনো দ্বিজঃ।
আদদীতামমেবাস্মাদবৃত্তাবেকরাত্রিকম্॥"২২৩। ৪অ, মনুসংহিতা।
"আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালোদাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥" ২৫৩॥ ৪অ, মনুসং।
"দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥" পরাশরসংহিতা।
"ত্রিষু বর্ণেষু কর্ত্তব্যং পা[illegible]ভোজনমেবচ।
শুশ্রূষামভিপন্নানাং শূদ্রাণাঞ্চ বিশেষতঃ॥"
তিথিতত্ত্বধৃত, বরাহপুরাণ, সংশয়নিরসন পুস্তকধৃত।

"কন্দুপক্কানি তৈলেন পায়সং দধিসক্তবঃ। দ্বিজৈরেতানি ভোজ্যানি শূদ্রগেহকৃতান্যপি। ইতি কূর্ম্মপুরাণদর্শনাৎ শূদ্রকৃতকন্দুপকাদীনি দেয়ানি শূদ্রেতরকৃতান্যপি।.........এবঞ্চ গঙ্গাবাক্যাবল্যাং ত্রৈবর্ণিকেন সিদ্ধান্নেন নৈবেদ্যং দেয়ং শূদ্রেণ দ্বিজশুশ্রূষারতেন চ। শুশ্রূষামভিপন্নানাং শূদ্রাণাঞ্চ বরাননে। এতচ্চাতুর্ব্বর্ণ্যপাককরণং কলীতরপরং। ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্কতাদিক্রিয়াপি চ। ইত্যভিধায়। এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ। নিবর্ত্তিতানি কার্য্যাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ।"

রঘুনন্দনস্মার্ত্তধৃত, অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি। ঐ উদ্বাহতত্ত্বধৃত, আদিত্যপুরাণ বচন দেখ। ১অ, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১৬২ হইতে ১৬৮ শ্লোক দেখ। বিষ্ণুসংহিতা, ৫৭অ, ১৬ শ্লোক দেখ।

(৬২) পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডের ২৮ অধ্যায়ে চিকিৎসক ব্রাহ্মণের অন্ন অভক্ষ্য বলিয়া

উদ্ধৃত অনুশাসন শ্লোকগুলি হইতে এই কথা প্রকাশ পাইতেছে যে, প্রাচীন কালে চিকিৎসা একমাত্র ব্রাহ্মণদিগেরই জীবিকা ছিল, এবং চিকিৎসাব্যবসায়ী অম্বষ্ঠগণও ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মপথপরিত্যাগ করিয়া ও শাস্ত্রাদিতে বিশেষ শিক্ষিত না হইয়া চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, আর্য্য-সমাজে তাঁহাদের বিশেষ নিন্দা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইত (৬৩) এবং তাঁহাদিগকে

পরে শূদ্রের অর্থাৎ আর্দ্ধিক, কুলমিত্র, গোপাল, দাস ও নাপিত প্রভৃতির পাক করা অন্ন ও পায়স প্রভৃতি ব্রাহ্মণাদির ভক্ষণের বিধিও রহিয়াছে, তাহাদের সহিত ভোজ্যান্নতার বিধিও আছে। ইহাতেই ব্যক্ত হয়, পূর্ব্ব নিষেধ পাপী চিকিৎসকগণের পক্ষেই। ক্ষত্রিয়বৃত্তি ও বৈশ্যশূদ্রবৃত্তি হইতে চিকিৎসাবৃত্তি নিকৃষ্ট নহে। পুংশ্চলী এবং সুচিকিৎসক কখন একশ্রেণীর লোক নয়।

(৬৩) "পাণিচারাদ্যথাচক্ষুরজ্ঞানাদ্ভীতভীতবৎ।
নৌর্মারুতবশেবাজ্ঞো ভিষক্ চরতি কর্ম্মসু॥
যদৃচ্ছয়া সমাপন্নমুত্তার্য্য নিয়তায়ুষম্।
ভিষঙ্মানী নিহন্ত্যাশু শতান্যনিয়তায়ুষাম্॥" ৯অ, সূত্রস্থান, চরকসং।
"ত্রিবিধা ভিষজা ইতি।
ভিষক্‌ছদ্মচরাঃ সন্তি সন্ত্যেকে সিদ্ধসাধিতাঃ।
সন্তি বৈদ্যগুণৈর্যুক্তাস্ত্রিবিধা ভিষজো ভুবি॥
বৈদ্যভাণ্ডৌষধৈঃ পুস্তৈঃ পল্লবৈরবলোকনৈঃ।
লভন্তে যে ভিষক্‌শব্দমজ্ঞাস্তে প্রতিরূপকাঃ॥
শ্রীযশোজ্ঞানসিদ্ধানাং ব্যপদেশাদতদ্বিধাঃ।
বৈদ্যশব্দং লভন্তে যে জ্ঞেয়াস্তে সিদ্ধসাধিতাঃ॥
প্রয়োগজ্ঞানবিজ্ঞানসিদ্ধিসিদ্ধাঃ সুখপ্রদাঃ।
জীবিতাভিসরা যে স্যুর্বৈদ্যত্বং তেষবস্থিতম্॥" ১১অ, সূত্রস্থান-চরকসং।
"সদ্বৃত্তৈর্ন বিগৃহ্নীয়াদ্ভিষগল্পশ্রুতৈরপি।
হন্যাৎপ্রশ্নাষ্টকেনাদাবিতরাংস্ত্বাত্মমানিনঃ।
দম্ভিনো মুখরা হ্যজ্ঞাঃ প্রভূতাবদ্ধভাষিণঃ॥" ৩০অ, সূত্রস্থান, চরকসং।
"অসৎপক্ষাক্ষণিত্বার্ত্তিদম্ভপারুষ্যসাধনাঃ।
ভবন্ত্যনাপ্তাঃ স্বেতন্ত্রে প্রায়ঃপরবিকত্থনাঃ।
তৎকালপাশসদৃশান্ বর্জ্জয়েচ্ছাস্ত্রদূষকান্॥" ৩০অ, " "

"দ্বিবিধা খলু ভিষজো ভবন্তি অগ্নিবেশ। প্রাণানামেকেঽভিসরাহন্তারো রোগাণাং রোগাণা-

আর্য্য ব্রাহ্মণেরা সৎপথে থাকিয়া (ন্যায়মতে প্রতিগ্রহ করিয়া) ও আয়ুর্ব্বেদে বিশেষ শিক্ষিত হইয়া চিকিৎসাব্যবসায়করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রকারে অপমানিত করিতেন। একথা এই জন্ত উপলব্ধি হয় যে, প্রাচীন কালে (পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে) ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পাককরা অন্নাদি আহার করিতেন (৬৪), যদি চিকিৎসাবৃত্তি ক্ষত্রিয়াদির মধ্যে নিয়তরূপে থাকিত, আর অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ না হইতেন, তাহা হইলে উক্ত অনুশাসন শ্লোকে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠ চিকিৎসকদিগের অন্ন অভক্ষ্য ইত্যাদি কথা স্পষ্ট উক্ত থাকিত। ইহাতেই বুঝা যায় যে, ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-প্রভৃতি কেহই নিয়তরূপে চিকিৎসাব্যবসায় করিতেন না, ব্রাহ্মণের মধ্যে অম্বষ্ঠেরাই উহা নিয়তরূপে করিতেন। সুতরাং অনুশাসন শ্লোকগুলির মধ্যে কোন

মেকেঽভিসরা হন্তারঃ প্রাণানামিতি। ইত্যাদি। অতো বিপরীতা রোগাণামভিসরা হন্তারঃ প্রাণিনামিতি ভিষকৃছদ্মপ্রতিচ্ছন্নাঃ।" ইত্যাদি। ২৯অ, সূত্রস্থান, চরকসং।

"কুচেলঃ কর্কশস্তব্ধো গ্রামীণঃ স্বয়মাগতঃ।
পঞ্চ বৈদ্যা ন পূজ্যন্তে ধন্বন্তরিসমা অপি॥" প্রথমভাগ, ভাবপ্রকাশ।

(৬৪) "ত্রৈবর্ণিকেন সিদ্ধান্নেন নৈবেদ্যং শূদ্রেণ দ্বিজশুশ্রূষারতেন চ। যদুক্তং বরাহ-পুরাণে।

ত্রিষু বর্ণেষু কর্ত্তব্যং পাকভোজনমেবচ।
শুশ্রূষামভিপন্নানাং শূদ্রাণাঞ্চ বরাননে॥"
তিথিতত্ত্ব, রঘুনন্দন স্মার্ত্তধৃত, অষ্টাবিংশতি তত্ত্বানি।

"অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃ স্মৃতং।
বৈশ্যস্য চান্নমেবান্নং শূদ্রান্নং রুধিরং ভবেৎ॥ ৩৬॥"
অত্রি, অঙ্গিরা ও আপস্তম্ব সংহিতা।

"বৈশ্বদেবেন হোমেন দেবতাভ্যর্চ্চনৈর্জ্জপৈঃ।
অমৃতং তেন বিপ্রান্নমৃগযজুঃসামসংস্কৃতম্॥ ১৬
ব্যবহারানুপূর্ব্বেণ ধর্ম্মেণ ছলবর্জ্জিতম্।
ক্ষত্রিয়ান্নং পয়স্তেন ভূতানাং যচ্চপালনং॥ ১৭
স্বকর্ম্মণা চ বৃষভৈর্যদুৎপত্ত্যাঞ্যশক্তিতঃ।
খলু যজ্ঞাতিথিত্বেন বৈশ্যান্নন্তেন সংস্কৃতম্॥ ১৮
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য মদ্যপানরতস্য চ।
রুধিরন্তেন শূদ্রান্নং বিধিমন্ত্রবিবর্জ্জিতম্॥ ১৯।" আপস্তম্ব সংহিতা।

কোন শ্লোকেও সেই জন্যই চিকিৎসক ব্রাহ্মণ বলিয়া স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে (৬৫)। ভগবান্ মনুর মতে অম্বষ্ঠেরাই চিকিৎসক। এই চিকিৎসকের অর্থ যে বেদাদি শাস্ত্রবিবর্জ্জিত নহে, পূর্ণ বেদজ্ঞ তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। উদ্ধৃত ৬৫

৬১টীকার মনুবচনের দ্বারা দেখান হইয়াছে, মনুর সমকালে সৎ শূদ্রের ও দাস নাপিত, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরিপ্রভৃতির পাককরা অন্ন ব্রাহ্মণেরা ভক্ষণ করিতেন। এ অবস্থায় ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পাক করা অন্ন যে তৎকালে ব্রাহ্মণেরা ভক্ষণ করিতেন তাহা মনুসংহিতায় স্পষ্টতঃ না থাকিলেও তদ্বিষয়ে সংশয়ের কোন কারণ নাই।

(৬৫) "আবিকশ্চিত্রকারশ্চ বৈদ্যো নক্ষত্রপাঠকঃ।
চতুর্ব্বিপ্রা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতিসমা যদি॥" অত্রিসংহিতা।
"ন ব্রাহ্মণং পরীক্ষেত দৈবে কর্ম্মণি ধর্ম্মবিৎ।
পিত্র্যে কর্ম্মণি তু প্রাপ্তে পরীক্ষেত প্রযত্নতঃ॥ ১৪৯॥
যে স্তেনপতিতক্লীবা যে চ নাস্তিকবৃত্তয়ঃ।
তান্ হব্যকব্যয়োর্বিপ্রাননর্হান্মনুরব্রবীৎ॥ ১৫০॥ ইত্যাদি।
এতান্ বিগর্হিতাচারানপাঙ্‌ক্তেয়ান্ দ্বিজাধমান্।
দ্বিজাতিপ্রবরো বিদ্বানুভয়ত্র বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৬৭॥"
১৫১ হইতে ১৬৬ শ্লোক দেখ।

টীকা—"এতানিতি। এতান্ স্তেনাদীনিহ............ব্রাহ্মণাপসদান্ ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠঃ শাস্ত্রজ্ঞো দৈবে পিত্র্যেচ ত্যজেৎ। ১৬৭।" কুল্লুকভট্ট ৫৮।৫৯ টীকা দেখ।

"ভিষঙ্‌ মিথ্যাচরন্নুত্তমেষু। ১৭১। মধ্যমেষু মধ্যমম্। ১৭২।

দৈবে কর্ম্মণি ব্রাহ্মণং ন পরীক্ষেত। ১। প্রযত্নাৎ পিত্র্যে পরীক্ষেত। ২। হীনাঙ্গাধিকান্ বিবর্জ্জয়েৎ। ৩। বিকর্ম্মস্থাংশ্চ। ৪। বৈড়ালব্রতিকান্। ৫। বৃথালিঙ্গিনম্। ৬। নক্ষত্রজীবিনঃ। ৭। দেবলকাংশ্চ। ৮। চিকিৎসকান্। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। শূদ্রযাজিনঃ। ১৪। ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণাপসদাহ্যেতে কথিতাঃ পঙ্‌ক্তিদূষকাঃ।
এতান্ বিবর্জ্জয়েদ্ যত্নাচ্ছ্রাদ্ধকর্ম্মণি যত্নতঃ॥ ৩০।" ৮২অ, বিষ্ণুসং।

"অথ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ। ১। ত্রিণাচিকেতঃ। ২। ৩। ৪। বেদপারগঃ। ৫। বেদাঙ্গস্যাপ্যেকস্য পারগঃ। ৬। পুরাণেতিহাসব্যাকরণপারগঃ। ৭। ধর্ম্মশাস্ত্রস্যাপ্যেকস্য পারগঃ॥ ৮॥ ইত্যাদি। ৮৩অ, বিষ্ণুসংহিতা।

"ঋগ্‌যজুঃপারগো যশ্চ সাম্নাং যশ্চাপি পারগঃ।
অথর্ব্বাঙ্গিরসোঽধ্যেতা ব্রাহ্মণাঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ॥" ১২অ, শঙ্খসং।

টীকার অনুশাসন শ্লোকগুলির অর্থের প্রতি নিরপেক্ষভাবে দৃষ্টি করিলেই, ঐ সকল যে শাস্ত্রানভিজ্ঞ কুচরিত্রশীল চিকিৎসকসম্পর্কেই উক্ত তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। মহর্ষি বিষ্ণু কোন বৈদ বা বেদের কোন একটি অঙ্গবিশেষ কিংবা ইতিহাস, ব্যাকরণমাত্রে ব্যুৎপন্ন ব্রাহ্মণদিগকেও পংক্তিপাবন বলিয়াছেন, শ্রাদ্ধে হব্য কব্য দিতে বলিয়াছেন। মহর্ষি শঙ্খ অথর্ব্ববেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে স্পষ্টই পংক্তিপাবন বলিয়াছেন। এমতাবস্থায় প্রাচীনকালের সমুদয় বেদবেদাঙ্গ সহ (অথর্ব্ববেদের অঙ্গবিশেষ) আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ যে পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণ ছিলেন, শ্রাদ্ধে হব্য কব্য প্রাপ্ত হইতেন তাহা বলা বাহুল্য (৬৬)।

"অশ্রোত্রিয়া অননুবাক্যা অনগ্নয়ঃ শূদ্রধর্ম্মাণো ভবন্তি। নানৃগ্‌ব্রাহ্মণো ভবতি। মানবঞ্চাত্র শ্লোকমুদাহরন্তি।

যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

ন বণিক্‌ ন কুসীদজীবী। যে চ শূদ্রপ্রেষণং কুর্ব্বন্তি। ন স্তেনো ন চিকিৎসকঃ।" ইত্যাদি।
৩অ, বশিষ্ঠসংহিতা।

"অথাতো ভক্ষ্যাভোজ্যঞ্চ বর্ণয়িষ্যামঃ। চিকিৎসকমৃগয়ুপুংশ্চলীদণ্ডিকস্তেনাভিশপ্তষণ্ড-পতিতানামভোজ্যং।" ইত্যাদি। ১৪অ, বশিষ্ঠসং।

উদ্ধৃত বিষ্ণুসংহিতার ১৭১।৭২ শ্লোকের অর্থে ব্যক্ত হয়, প্রাচীনকালে আয়ুর্ব্বেদ না জানিয়া অনেকেই চিকিৎসাব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। অতএব শাস্ত্রোক্ত অনুশাসনগুলি যে মূর্খ চিকিৎসকদিগের জন্য তাহাতে সন্দেহ করা বৃথা।

(৬৬) "অথ বৈদ্যলক্ষণম্‌।

চিকিৎসাং কুরুতে যস্তু স চিকিৎসক উচ্যতে।
স চ যাদৃক্‌ সমীচীনস্তাদৃশোঽপি নিগদ্যতে॥
তত্ত্বাধিগতশাস্ত্রার্থো দৃষ্টকর্ম্মা স্বয়ংকৃতী।
লঘুহস্তঃ শুচিঃ শূরঃ সজ্জোপস্করভেষজঃ॥
প্রত্যুৎপন্নমতির্ধীমান্‌ ব্যবসায়ী প্রিয়ংবদঃ।
সত্যধর্ম্মপরো যশ্চ বৈদ্য ঈদৃক্‌ প্রশস্যতে॥"

পূর্ব্বখণ্ড, ১ম ভাগ, ভাবপ্রকাশধৃত বচন।

উদ্ধৃত বচনে বৈদ্যের যে সমস্ত লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহাতে উপরি উক্ত অনুশাসন যে মূর্খ-বৈদ্যবিষয়েই তাহা স্বীকার না করিয়া কোন্‌ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি থাকিতে পারেন? অত্রিসংহিতায়

মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে অম্বষ্ঠের চিকিৎসাব্যবসায় উক্ত হইয়াছে, কিন্তু অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা ও ক্ষত্রিয়কন্যা পত্নীর পুত্র ব্রাহ্মণদিগকে উক্ত ব্যবসায় করিতে কেহ নিষেধ করেন নাই, এবং অম্বষ্ঠেরা

অথর্ব্ববেদের কিছু নিন্দা দেখা যায়, কিন্তু অন্যান্য সমুদয় স্মৃতি ও পুরাণ শাস্ত্রে ঋক্ সাম ও যজুর্ব্বেদের ন্যায় অথর্ব্বদেরও প্রশংসা থাকায় অথর্ব্ববেদকেও অন্যান্য বেদের ন্যায় পবিত্র মনে করিতে এবং অত্যুক্ত নিন্দার অন্য অর্থ আছে, মনে করিতে হইবে। অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণগণ যে চিরকালই পঙ্ক্তিপাবন ব্রাহ্মণ তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কেহ বলিতে পারেন যে, মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা অম্বষ্ঠব্রাহ্মণদিগকে চিকিৎসাব্যবসায় প্রদান করিয়াছেন, অতএব অম্বষ্ঠের উহা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম, তজ্জন্য এস্থলে অম্বষ্ঠগণের অন্ন অভক্ষ্য বলা হয় নাই। বৃত্তি-বিশৃঙ্খলনিবারণজন্য ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা পত্নীর পুত্র ব্রাহ্মণগণের সম্বন্ধেই এ সকল অনুশাসন বুঝিতে হইবে; কারণ তাঁহাদিগের বৃত্তি যাজন অধ্যাপনাদি। এ মত পূর্ব্বে আমাদেরও ছিল, কিন্তু সে সিদ্ধান্তে এখন আমরা এই জন্য সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না যে, অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণেরাও যে পূর্ব্বে যাজনাদি করিতেন তাহা এই অধ্যায়ে পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। তাঁহারা সমুদয় বেদে পারগ বলিয়া বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হন এবং সেই জন্য মনু ও তাঁহার পূর্ব্বাপরবর্ত্তী শাস্ত্রকারগণ অম্বষ্ঠকে যে চিকিৎসাবৃত্তি প্রদান করেন, তাহাও এই অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। সমুদয় বেদপারগের অর্থই যাঁহারা সকল বেদের অধিকারী। মনুসংহিতা প্রভৃতিতে অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি উক্ত হইয়াছে, কিন্তু অন্যান্য বেদপাঠাদি ও ব্রাহ্মণের অন্যান্য বৃত্তি হইতে অম্বষ্ঠকে চ্যুত করা হয় নাই, এবং ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে যখন আপৎকালে ক্ষত্রিয়বৃত্তি বৈশ্যবৃত্তি প্রভৃতি করিতে শাস্ত্রে (মনুপ্রভৃতির সংহিতাতে) বিধি আছে, তখন উহার দ্বারাই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা পত্নীর পুত্র ব্রাহ্মণদিগকেও আপৎকালে চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিবারও বিধি দেওয়া হইয়াছে বুঝিতে হইবে, যেহেতু ক্ষত্রিয়বৃত্তি বৈশ্যবৃত্তি হইতে চিকিৎসা নিকৃষ্টবৃত্তি নহে। এ অবস্থায় অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা চিকিৎসা করিলেই পতিত হইবেন, এরূপ অনুশাসন বিধি শাস্ত্রে থাকিতে পারে না। মনুর মতে চিকিৎসা যখন অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের বৃত্তি, তখন অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে উহা আপদ্বৃত্তি বা পরবৃত্তি হইতে পারে না, উহাকে ব্রাহ্মণের স্ববৃত্তি বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। অধ্যাপনাদি ষট্‌কর্ম্ম ব্রাহ্মণের বৃত্তি, লক্ষণ। অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলে কোন হেতু দ্বারা তাহাকে যে উক্ত ষট্‌কর্ম্মচ্যুত করা যায় না তাহা বলা বাহুল্য।

"বৃত্ত্যর্থং যাজয়েচ্চান্যান্ অন্যানধ্যাপয়েৎ তথা।
কুর্য্যাৎ প্রতিগ্রহাদানং গুর্ব্বর্থং ন্যায়তো দ্বিজঃ॥ ২৩॥

৮অ, ৩অ, বিষ্ণুপুরাণ।

এই শ্লোকেও ন্যায়তঃ ব্রাহ্মণদিগকে যখন যাজন অধ্যাপনাদি দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের বিধি

যখন ব্রাহ্মণজাতি, তখন যজন যাজনাদি ষট্‌কর্ম্মও (৬৭) তাঁহাদের সম্বন্ধে নিষিদ্ধ হয় নাই, ইহা বুঝিতে হইবে। প্রাচীনকালের আর্য্যগণ ব্যবসায়বিভাগের পক্ষপাতী হইলেও আপদ্‌বশতঃ তাঁহারা সকলেই যে সকলের বৃত্তি অবলম্বন করিতেন, আর্য্যশাস্ত্রে তদ্বিষয়েব যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে (৬৮)। এমতাবস্থায় অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণের বৃত্তি যে চিকিৎসা, তাহা যে সকল ব্রাহ্মণেরাই আপদ্‌ব্যতিরেকেও করিতেন তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। উত্তর পশ্চিম ভারতের শাকলদ্বীপি ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসাব্যবসায় ও যাজনাদি ব্রাহ্মণের অন্যান্য বৃত্তি, এ উভয়ই করিয়া থাকেন। এই প্রমাণ হইতে এবং অম্বষ্ঠদিগের উপরি উক্ত দৈবী চিকিৎসার অর্থাৎ পূজা, হোম, শান্তি, স্বস্ত্যয়নাদিতে অধিকার থাকায় এবং তদ্দ্বারা ব্যাধির শান্তিকরিবার প্রমাণ দ্বারা এই প্রাচীন ইতিহাস পরিব্যক্ত হয় যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের অম্বষ্ঠদিগেরও চিকিৎসা ও যাজনাদি সমুদয় ব্রাহ্মণবৃত্তিতে অধিকার ছিল, তাঁহারাও উক্ত উভয়বিধ কর্ম্মই করিতেন। অম্বষ্ঠদিগের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন'তে যে অধিকার আছে এবং চিকিৎসাব্যবসায়হেতু পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের অম্বষ্ঠেরা

দেওয়া হইয়াছে, তখন চিকিৎসা করিয়া ব্রাহ্মণেরা ন্যায়তঃ অর্থগ্রহণ করিতে পারিবেন না ইহা যে একান্তই শাস্ত্র ও যুক্তিহীন সিদ্ধান্ত তাহা কে না বুঝিবেন?

(৬৭) "অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥ ১০২॥" ১অ মনুসংহিতা।
অন্যান্য স্মৃতিপুরাণ দেখ।

(৬৮) "অজীবংস্তু যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্বেন কর্ম্মণা।
জীবেৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মেণ সহ্যস্য প্রত্যনন্তরঃ॥ ৮১॥
উভাভ্যামপ্যজীবংস্তু কথং স্যাদিতি চেদ্ভবেৎ।
কৃষিগোরক্ষমাস্থায় জীবেদ্বৈশ্যস্য জীবিকাম্॥ ৮২॥
বৈশ্যবৃত্ত্যাপি জীবংস্তু ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽপিবা।
হিংসাপ্রায়াং পরাধীনাং কৃষিং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥ ৮৩॥
... ...
বৈশ্যোঽজীবন্ স্বধর্ম্মেণ শূদ্রবৃত্ত্যাপি বর্ত্তয়েৎ।
অনাচরন্নকার্য্যাণি নিবর্ত্তেত চ শক্তিমান্॥ ৯৮॥" ১০অ, মনুসংহিতা।
৭অ গৌতমসংহিতা ও অন্যান্য স্মৃতিপুরাণ দেখ।

(বৈদ্যেরা) যে ব্রাহ্মণেরও নমস্য ছিলেন তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (৬৯)। অতএব বৃত্তিদ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে যে, অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি ও বৈদ্যবৃত্তি ব্রাহ্মণের বৃত্তি।

পুনরায় যদি বল, চিকিৎসাবৃত্তি (বৈদ্যবৃত্তি) যদি ব্রাহ্মণের বৃত্তি হইবে আর অম্বষ্ঠেরাও যদি ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে চিকিৎসা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা ব্রাহ্মণের পক্ষে মনুসংহিতা ও চরকসংহিতায় নিষিদ্ধ হইয়াছে কেন? (৭০)।

(৬৯) আমরা পুনঃ পুনঃ এই কথাটী বলিতেছি, ইহাতে অনেকেই বিরক্তিপ্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু আমরা বলি, ইহাতো এ যুগের কথা নয়? যে যুগে অম্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণ ছিলেন সেই যুগের কথা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে অনেক ক্ষত্রিও ব্রাহ্মণদিগের নমস্য ছিলেন। যথা—

"ব্রাহ্মণৈশ্চ মহাভাগৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ।
পৃথুরেব নমস্কার্য্যো বৃত্তিদাতা সনাতনঃ॥
পার্থিবৈশ্চ মহাভাগৈঃ পার্থিবত্বমিহেপ্সুভিঃ।
আদিরাজো নমস্কার্য্যো পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান॥
যোধৈরপি চ বিক্রান্তৈঃ প্রাপ্তকামৈর্জ্জয়ং যুধি।
পৃথুরেব নমস্কার্য্যো যোধানাং প্রথমো নৃপঃ॥
বৈশ্যৈরপি চ বিত্তার্থৈর্বৈশ্যবৃত্তিমনুষ্ঠিতৈঃ।
পৃথুরেব নমস্কার্য্যো বৃত্তিদাতা মহাতপাঃ॥" ইত্যাদি।

৬অ, ... পর্ব্ব, হরিবংশ।

"যখন মহারাজ পৃথু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন প্রধানবর্ণের পূজ্য ও নমস্য তখন ত্রিবর্ণের পরিচারকস্বরূপ শুচিব্রত শূদ্রদিগের বিষয় আর বলিবার আবশ্যক কি?"

প্রতাপচন্দ্র রায়ের অনুবাদ, ... পর্ব্ব, হরিবংশ।

"স্বয়ম্ভুবঃ শিরশ্ছিন্নং ভৈরবেণ রুষা যতঃ।
অশ্বিভ্যাং সংহিতং তস্মাত্তৌ যাতৌ যজ্ঞভাগিনৌ॥" পূর্ব্বখণ্ড, ভাবপ্রকাশ

মহাভারত আদিপর্ব্ব, হরিবংশ ও অন্যান্য পুরাণ শাস্ত্রে বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের যজ্ঞভাগের বৃত্তান্ত আছে। যাঁহারা যজ্ঞভাগী ও দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ তাঁহারা যে ব্রাহ্মণ ও হব্য-কব্যের অধিকারী তাহা শাস্ত্রদর্শিমাত্রেরই অস্বীকারকরিবার উপায় নাই।

(৭০) "চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাংসবিক্রয়িণস্তথা।
বিপণেন তু জীবন্তো বর্জ্যাঃ স্যুর্হব্যকব্যয়োঃ॥ ১৫২॥"

ভাষ্য—"ভিষজশ্চিকিৎসকাঃ। দেবলকাঃ প্রতিমাপরিচারকাঃ। আজীবনসম্বন্ধেনৈতৌ প্রতিষিধ্যেতে ধর্ম্মার্থত্বে তু চিকিৎসকদেবলয়োরদোষঃ। ১৫২। মেধাতিথি।

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, মনুসংহিতাদিতে চিকিৎসাবৃত্তি ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে যে নিষিদ্ধ হয় নাই তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণকে চিকিৎসা করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে মহর্ষি চরকও যে নিষেধ করেন নাই, এখানে তাহাই আমরা প্রচার করিব। এই আপত্তির পোষকার্থে ৭০ টীকাতে চরক সংহিতার যে বচন উদ্ধৃত করা হইল তাহাতে ব্রাহ্মণেরও চিকিৎসাব্যবসায়করিবার স্পষ্ট বিধি রহিয়াছে। উক্ত শ্লোকের অর্থের প্রতি মনোভিনিবেশপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, মহর্ষি চরক লোভপ্রযুক্ত অন্যায়রূপে কি ধনী কি দরিদ্র সকলের নিকটেই অর্থগ্রহণ করিয়া চিকিৎসা করিতে (ব্রাহ্মণ কেন, ক্ষত্রিয় বৈশ্যকেও) নিষেধ করিয়াছেন। ধর্ম্মপথে থাকিয়া অবস্থাপন্ন লোকের নিকট ন্যায়মতে (উপযুক্তরূপে) অর্থগ্রহণকরত চিকিৎসাকরাই তাঁহার অভিপ্রায়। এ অভিপ্রায় যে মনুপ্রভৃতি সকল শাস্ত্রকর্ত্তারই তাহা বলা অতিরিক্তমাত্র। দেখা যায় যে, ধনশালী ব্যক্তি ও রাজার নিকট অর্থগ্রহণ-করিবার স্পষ্ট বিধি মহর্ষি চরকও দিয়াছেন (৭১)। চিকিৎসা অতিশয় পুণ্য

টীকা—চিকিৎসকো ভিষক্। দেবলো প্রতিমাপরিচারকঃ। বর্ত্তনার্থত্বেনৈতৎ কর্ম্মকুর্ব্বতোঽয়ং নিষেধঃ ন তু ধর্ম্মার্থং। ১৫২।" কুল্লূকভট্ট।

"তত্রানুগ্রহার্থং প্রাণিনাং ব্রাহ্মণৈরাত্মরক্ষার্থং রাজন্যৈঃ বৃত্ত্যর্থং বৈশ্যৈঃ সামান্যতো বা ধর্ম্মার্থকামপ্রতিগ্রহার্থং সর্ব্বৈঃ॥" ৩০অ, সূত্রস্থান চরকসংহিতা।

পূর্ব্ববর্ত্তী ২০ ও পরবর্ত্তী ৬৮টীকাধৃত শ্লোক দেখ।

উদ্ধৃত মনুবচনের ভাষ্য ও টীকায় ভাষ্যটীকাকার ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্ম্মার্থে চিকিৎসা বিহিত, বৃত্ত্যর্থে নয়, এই অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু মহর্ষি চরক ধর্ম্মপথে থাকিয়া ব্রাহ্মণকেও বৃত্ত্যর্থে চিকিৎসা করিতে বিধি দিয়াছেন। যখন আজীবন দক্ষিণাগ্রহণকরত পৌরোহিত্য ব্রাহ্মণের পক্ষে শাস্ত্রবিহিত, তখন বলিতে হইল, মহর্ষি চরকই মনুবচনের যথার্থ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, ভাষ্যটীকাকার করেন নাই। যজ্ঞাদি করিয়া তাহার দক্ষিণা না দিলে যজ্ঞ পণ্ড হয়, ইহা যখন ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা, তখন ২০টীকাতে আমরা যে বৈদ্যকে চিকিৎসাকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ উপযুক্ত অর্থ না দিলে মনুষ্যদিগের পাপ হয়, চিকিৎসাশাস্ত্র দ্বারা দেখাইয়াছি, তাহা ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে কেহই অশাস্ত্রিক বলিতে পারেন না।

(৭১) যা পুনরীশ্বরাণাং বসুমতাং বা সকাশাৎ সুখোপহারনিমিত্তা ভবত্যর্থলবাবাপ্তি-রবেক্ষণঞ্চ যা চ স্বপরিগৃহীতানাং প্রাণিনামাতুর্য্যাদারক্ষ্যামোঽন্যার্থঃ।"

৩০অ, সূত্রস্থান, চরকসংহিতা।

কার্য্য, ধর্ম্মভাবশূন্য হইয়া কেবল বৃত্তিনিমিত্ত অন্যায়রূপে অর্থগ্রহণকরত চিকিৎসাব্যবসায়করা তাঁহার মতে একান্ত অকর্ত্তব্য। (২০টীকা দেখ)। মহর্ষি চরক, ব্রাহ্মণ চিকিৎসকদিগকে যে প্রকার অর্থগ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, ধর্ম্মশাস্ত্রে, ধর্ম্মযাজক-(পুরোহিত) দিগকেও সেইরূপ করিয়া প্রতিগ্রহ করিতে ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা নিষেধ করিয়াছেন (১২)। যে ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মযাজকতা (অধ্যাপনা, যাজনাদি) করিয়া প্রতিগ্রহ (অর্থাৎ দক্ষিণাগ্রহণ) করিবার বিধি ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা দিয়াছেন (১৩), তাঁহার সম্বন্ধে চিকিৎসা

"ন বৈ কুর্ব্বীত লোভেন চিকিৎসাপুণ্যবিক্রয়ম্।
ঈশ্বরাণাং বসুমতাং লিপ্সেদর্থঞ্চ বৃত্তয়ে॥" প্রথমভাগ, ভাবপ্রকাশ।

(১২) ১অ, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা দেখ।

"উচিতং প্রতিগৃহ্লীয়াদ্ দদ্যাচ্চুচিতমেব চ।
তাবুভৌ গচ্ছতঃ স্বর্গং নরকন্তু বিবর্জ্জয়েৎ॥
ন বার্য্যপি প্রযচ্ছেত নাস্তিকে হৈতুকেঽপি চ।
ন পাষণ্ডেষু সর্ব্বেষু নাবেদবিধিধর্ম্মবিৎ॥
রূপ্যঞ্চৈব হিরণ্যঞ্চ গামশ্বং পৃথিবীং তিলম্।
অবিদ্বান্ প্রতিগৃহ্লীয়াদ্ভস্মীভবতি কাষ্ঠবৎ॥
দ্বিজাতিভ্যো ধনংলিপ্সেৎ প্রশস্তেভ্যো দ্বিজোত্তমঃ।
অপি রাজন্যবৈশ্যাভ্যাং ন শূদ্রস্য কথঞ্চন॥
বৃত্তিসঙ্কোচমন্বিচ্ছেন্নেচ্ছেত ধনবিস্তরম্।
ধনলোভে প্রসক্তস্তু ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥"

৩০অ, স্বর্গখণ্ড পদ্মপুরাণ। ৩অ. উশনঃ সংহিতা দেখ।
৯৩অ, বিষ্ণুসংহিতা, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি ও শঙ্খসংহিতা দেখ।

(১৩) অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্ কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ॥ ৭৫॥
ষণ্ণাঞ্চ কর্ম্মণামস্য ত্রীণি কর্ম্মাণি জীবিকা।
যাজনাধ্যাপনঞ্চৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ॥" ৭৬॥ ১০অ মনুসংহিতা।
দক্ষিণায়াঃ প্রদানেন স্মৃতিমেধাঞ্চ বিন্দতি।
সতিলনামগোত্রেণ দদ্যাদ্.........দক্ষিণাম্॥ ১০অ, সৃষ্টিখণ্ড, পদ্মপু।
১৯।২০।৩১অ, „ „ দেখ।

করিয়া অর্থগ্রহণকরা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইবার কোন যুক্তি ও কারণ নাই বলিয়া বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রালোচনায় প্রকাশ পায় যে, যাজন অধ্যাপন প্রভৃতিতে অর্থ দেওয়ার ও লওয়ার বিধি শাস্ত্রে রহিয়াছে (৭৪)। আর্য্য ব্রাহ্মণেরা যে উক্ত বিধি অবলম্বনে যাজন, অধ্যাপন বৃত্তি দ্বারা বহু কাল হইতে জীবিকা

"ঋত্বিক্ যদি বৃতোযজ্ঞে স্বকর্ম্ম পরিহাপয়েৎ।
তস্য কর্ম্মানুরূপেণ দেয়োহংশঃ সহ কর্তৃভিঃ ॥ ২০৬ ॥
দক্ষিণাসু চ দত্তাসু স্বকর্ম্ম পরিহাপয়ন্।
কৃৎস্নমেব লভেতাংশমন্যেনৈব চ কারয়েৎ ॥ ২০৭ ॥
যস্মিন্ কর্ম্মণি যাস্তু স্যুরুক্তাঃ প্রত্যঙ্গদক্ষিণাঃ।
সএবতা আদদীত ভজেরন্ সর্ব্বএব বা ॥ ২০৮ ॥
রথং হরেত চাধ্বর্য্যুর্ব্রহ্মাধানে চ বাজিনম্।
হোতা বাপি হরেদশ্বমুদ্গাতা চাপ্যনঃ ক্রয়ে ॥ ২০৯ ॥

২১১ ২১২,২১৩'২১৪ শ্লোক দেখ। ৮অ. মনুসংহিতা। ১৯০।১৯৯।১৩৯ শ্লোক, ৩৬ অধ্যায়, হরিবংশ, ১০৩অ, অনুশাসন পর্ব্ব, মহাভারত দেখ। অন্যান্য স্মৃতি ও পুরাণ দেখ, ব্রাহ্মণদিগের বহু অর্থ দক্ষিণাগ্রহণের কথা আছে।

(৭৪) "ন পূর্ব্বং গুরবে কিঞ্চিদুপকুর্ব্বীত ধর্ম্মবিৎ।
স্নাস্যংস্তু গুরুণাজ্ঞপ্তঃ শক্ত্যা গুর্ব্বর্থমাহরেৎ ॥ ২৪৫ ॥
ক্ষেত্রং হিরণ্যং গামশ্বং ছত্রোপানহমাসনং।
ধান্যং শাকঞ্চ বাসাংসি গুরবে প্রীতিমাবহেৎ ॥" ২৪৬ ॥ ২অ, মনুসংহিতা।
"গুরবে তু ধনং দত্বা স্নায়ী তু তদনুজ্ঞয়া।
বেদব্রতানি বা পারং নীত্বাপ্যুভয়মেব বা ॥ ৫১ ॥
১অ, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

অধীত্য চ গুরোর্ব্বেদান্ বেদৌ বা বেদমেব বা।
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ সংযমী গ্রামমাবসেৎ ॥ ৩অ, হারীতসংহিতা।
৩অংশ, বিষ্ণুপুরাণের ১০অধ্যায়ের ১৩শ্লোক দেখ।

"সান্তানিকং যক্ষ্যমাণমধ্বগং সর্ব্ববেদসং।
গুর্ব্বর্থং পিতৃমাত্রর্থং স্বাধ্যায়ার্থ্যুপতাপিনঃ ॥ ১ ॥
নবৈতান্ স্নাতকান্ বিদ্যাদ্ব্রাহ্মণান্ ধর্ম্মভিক্ষুকান্
নিঃস্বেভ্যো দেয়মেতেভ্যো দানবিদ্যাবিশেষতঃ ২ ॥

নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। যাজনকার্য্যে অর্থাৎ পৌরোহিত্যে একটি কপর্দ্দকও ব্রাহ্মণদিগের (পুরোহিতের) ব্যয় করিতে হয় না, কিন্তু সেরূপ স্থলেও দক্ষিণা না দিলে ব্রত সাঙ্গ ও ফলদায়ক হয় না (৭৫)। এরূপ অবস্থায় সর্ব্বাধিকব্যয়সাধ্য যে চিকিৎসা বৃত্তি, তাহা ব্রাহ্মণেরা যে উপরি উক্ত যাজন ও অধ্যাপনরূপ বৃত্তির শাস্ত্রবিধি অনুসারেই করিতে পারেন, তাহার জন্য শাস্ত্রে স্পষ্ট বিধি থাকা যে অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক এবং প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণেরা যে উক্ত বিধি অনুসারেই চিকিৎসাবৃত্তিও করিতেন এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চরক ও সুশ্রুতসংহিতায় যে এই কারণেই ব্রাহ্মণের চিকিৎসাবৃত্তি উক্ত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। যাজন, অধ্যাপন হইতে চিকিৎসা কোন

এতেভ্যো হি দ্বিজাগ্রেভ্যো দেয়মন্নং সদক্ষিণম্।
ইতরেভ্যো বহির্ব্বেদি কৃতান্নং দেয়মুচ্যতে ॥ ৩ ॥
সর্ব্বরত্নানি রাজা তু যথার্হং প্রতিপাদয়েৎ।
ব্রাহ্মণান্ বেদ বিদুষো যজ্ঞার্থ ঞ্চৈব দক্ষিণাম্ ॥ ৪ ॥ ১১অ, মনুসংহিতা।

(৭৫) "যথাশক্তি দক্ষিণাভিঃ সমভ্যর্চ্যাতিরমস্ত" ॥ ইত্যাদি ॥ ৭৩অ, বিষ্ণুসং।
"বৃথা বিপ্রবচো যস্তু গৃহ্লাতি মনুজঃ শুভে।
অদত্ত্বা দক্ষিণাং বাপি স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥"

ইতি নারদীয়াৎ অতএব ভবদেবভট্টেনাপি বামদেব্যগানান্তরং দক্ষিণোক্তা তথা বশিষ্ঠেন, ইত্যাদি। তিথিতত্ত্ব। দুর্গাপূজা। অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি। রঘুনন্দন কৃত।

"তথা 'ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দেয়া যত্র যা পরিকীর্ত্তিতা।
কর্ম্মান্তেঽনুচ্যমানায়াং পূর্ণপাত্রাদিকা ভবেৎ' ॥ ইতি।

ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টবচনেন দক্ষিণাদানস্য কর্ম্মান্ততাবিধানাৎ। ইত্যাদি। শ্রাদ্ধতত্ত্ব, ঐ।

ব্যাসঃ—"শ্রদ্ধাযুক্তঃ শুচির্দ্দান্তো দানং দদ্যাৎ সদক্ষিণম্।
অদক্ষিণন্তু যদ্দানং তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥
দক্ষিণাভিরুপেতং হি কর্ম্ম সিদ্ধ্যতি মানবে।
সুবর্ণমেব সর্ব্বাসু দক্ষিণাসু বিধীয়তে ॥" ইত্যাদি। সংস্কারতত্ত্ব, অষ্টাবিংশতি তত্ত্বানি, রঘুনন্দন স্মার্ত্তধৃত ও বিবাহপরিপাটী।

এই বিধির অনুরূপ বিধি বৈদ্যশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে, উহাও ব্রাহ্মণদিগেরই কৃত যথা—
"চিকিৎসিতশরীরং যো ন নিষ্ক্রীণাতি দুর্ম্মতিঃ।
স যৎ করোতি সুকৃতং তৎ সর্ব্বং ভিষগশ্নুতে ॥" ভৈষজ্যরত্নাবলীধৃত বচন, ২০টীকাধৃত চরকসংহিতার বচন।

অংশেই লোকের অল্প হিতকর নহে, এমন উপকার করিয়া ব্রাহ্মণেরা কাহারও নিকট প্রত্যুপকারগ্রহণ করিতে পারেন না, করিলে পাপী হন, প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণেরা এই জন্য উহা করেন নাই, ইত্যাদি সিদ্ধান্ত যে একান্তই ভ্রমাত্মক, তাহা দূরদর্শিমাত্রেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। চরক যে বলিয়াছেন, বৃত্তি-নিমিত্ত বৈশ্য চিকিৎসা করিবেন, তাহার অর্থ ইহা নহে যে, বৈশ্য চিকিৎসা করিয়া "যেন তেন প্রকারেণ" (অন্যায়রূপে) সকলেরই অর্থশোষণ করিবেন? বৃত্তিনিমিত্ত বৈশ্য চিকিৎসা করিবেন, তাঁহারও ধর্ম্মপথে থাকিয়াই করিতে হইবে, ইহাই মহর্ষি চরকের অভিপ্রায়। এ বিধান ধর্ম্মযাজক, চিকিৎসক, রাজা, বণিক্, প্রজা সকলের সম্বন্ধেই, কেবল চিকিৎসা লইয়া যাঁহারা (ন্যায়-বহির্ভূত) এ বিচার করেন, তাঁহাদিগকে একদেশদর্শী বলিতেই হইবে। প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা করিয়া অর্থগ্রহণ করিতেন, তাহা ধন্বন্তরির সহিত তক্ষকের কথোপকথনেই প্রকাশ পাইতেছে (৭৬)।

(৭৬) "প্রাপ্তে চ দিবসে তস্মিন্ সপ্তমে দ্বিজসত্তমঃ।
কাশ্যপোঽভ্যাগমদ্বিদ্বাংস্তং রাজানং চিকিৎসিতুম্॥
শ্রুতং হি তেন তদভূদ্যথা তং রাজসত্তমম্।
তক্ষকঃ পন্নগশ্রেষ্ঠো নেষ্যতে যমসাদনম্॥
তং দষ্টং পন্নগেন্দ্রেণ করিষ্যেঽহমপজ্বরম্।
তত্র মেঽর্থশ্চ ধর্ম্মশ্চাভবিতেতি বিচিন্তয়ন্॥
তং দদর্শ স নাগেন্দ্রস্তক্ষকঃ কাশ্যপং পথি।
গচ্ছন্তমেকমনসং দ্বিজোভূত্বা বয়োতিগঃ॥
তমব্রবীৎ পন্নগেন্দ্রঃ কাশ্যপং মুনিসত্তমম্।
ক্ব ভবাংস্ত্বরিতো যাতি কিঞ্চ কার্য্যং করিষ্যতি॥
কাশ্যপ উবাচ—নৃপং কুরুকুলোৎপন্নং পরিক্ষিতমরিন্দমম্।
তক্ষকঃ পন্নগশ্রেষ্ঠস্তেজসাপি প্রধক্ষ্যতি॥
তং দষ্টং পন্নগেন্দ্রেণ তেনাগ্নিসমতেজসা।
পাণ্ডবাণাং কুলধরং রাজানমমিতৌজসম্॥
গচ্ছামি ত্বরিতং সৌম্য সদ্যঃ কর্ত্তুমপজ্বরম্॥
তক্ষক উবাচ—অহং স তক্ষকো ব্রহ্মন্ তং ধক্ষ্যামি মহীপতিম্।
নিবর্ত্তস্ব ন শক্তস্ত্বং ময়া দষ্টং চিকিৎসিতুম্॥

সকল শাস্ত্রেই আয়ুর্ব্বেদকে ব্রাহ্মণের শাস্ত্র, ব্রাহ্মণের পাঠ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে (৭৭)। ইহা প্রাচীনকালের আয়ুর্ব্বেদব্যবসায়ী অম্বষ্ঠ-(অর্থাৎ বৈদ্য)

কাশ্যপ উবাচ—অহং তং নৃপতিং গত্বা ত্বয়া দষ্টমপজ্বরম্।
করিষ্যামি ইতি বুদ্ধির্ব্বিদ্যাবলসমাশ্রিতঃ॥
তক্ষক উবাচ—যদি দষ্টং ময়েহ ত্বং শক্তঃ কিঞ্চিৎ চিকিৎসিতুম্।
ততো বৃক্ষং ময়া দষ্টমিমং জীবয় কাশ্যপ॥ ইত্যাদি।
কাশ্যপ উবাচ—দশ নাগেন্দ্র বৃক্ষং ত্বং যদ্যেতমপি মন্যসে।
অহমেনং ত্বয়া দষ্টং জীবয়িষ্যে ভুজঙ্গম॥ ইত্যাদি।
তং দৃষ্ট্বা জীবিতং বৃক্ষং কাশ্যপেন মহাত্মনা।
উবাচ তক্ষকো ব্রহ্মন্ নৈতদত্যদ্ভুতং ত্বয়ি॥ ইত্যাদি।
কং ত্বমর্থমভিপ্রেপ্সুর্যাসি তত্র তপোধন। ইত্যাদি।
অহমেব প্রদাস্যামি তত্তে যদ্যপি দুর্লভম্॥ ইত্যাদি।
কাশ্যপ উবাচ—ধনার্থী যাম্যহং তত্র তন্মে দেহি ভুজঙ্গম।
ততোঽহং বিনিবর্ত্তিষ্যে স্বাপতেয়ং প্রগৃহ্য বৈ॥
তক্ষক উবাচ—যাবদ্ধনং প্রার্থয়সে তস্মাদ্রাজ্ঞস্ততোঽধিকং।
অহমেব প্রদাস্যামি নিবর্ত্তস্ব দ্বিজোত্তম॥ ইত্যাদি।
ঽত্ত্বা বিত্তং মুনিবর তক্ষকাদ্যাবদীপ্সিতম্।
নিবৃত্তে কাশ্যপে তস্মিন্ সময়েন মহাত্মনি॥" ইত্যাদি।
৪৩অ, আদিপর্ব্ব, মহাভারত। ৪৭অ, আদিপর্ব্ব ঐ।

"বিষবিদ্যা বিশারদ দ্বিজোত্তম কাশ্যপ মুনি শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, রাজা পরীক্ষিৎ তক্ষক দংশনে প্রাণত্যাগ করিবেন। তন্নিমিত্ত তিনি মনে বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, তক্ষক রাজাকে দংশন করিলে আমি মন্ত্রৌষধি বলে তাহাকে সঞ্জীবিত করিব। তাহা হইলে আমার ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই লাভ হইবে। ইত্যাদি। তক্ষক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমিই সেই তক্ষক, ... তুমি ক্ষান্ত হও, আমি দংশন করিলে তোমার সাধ্য কি তুমি তাহাকে রক্ষা কর। ইত্যাদি। কাশ্যপ তক্ষকবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে তক্ষক! আমি ধনার্থী হইয়া তথায় গমন করিতেছি, তুমি আমায় প্রচুর ধন দেও তাহা হইলেই নিবৃত্ত হইতেছি। তক্ষক কহিলেন, দ্বিজোত্তম! .... আমি তদপেক্ষা অধিক দিতেছি তুমি নিবৃত্ত হও। ....। তখন তিনি তক্ষকের নিকট হইতে স্বাভিলষিত অর্থ লইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন।" শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক অনুবাদ। ৪৩অ, আদিপর্ব্ব, মহাভারত।

(৭৭) "পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গো বেদশ্চিকিৎসিতম্।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥"

দিগের ব্রাহ্মণজাতিত্বের এক উৎকৃষ্ট প্রমাণ। বঙ্গদেশে যাঁহারা বৈদ্যজাতি বলিয়া পরিচিত তাঁহারা যে প্রাচীনকালের মনু প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত অম্বষ্ঠ, তাহা তাঁহাদের চিরচিকিৎসাবৃত্তি হইতেই প্রকাশ পায়। বড় দুঃখের বিষয় যে, এদেশের বৈদ্যগণের মধ্যে চির অধ্যাপনা ও চির চিকিৎসাবৃত্তি ইঁহাদিগের ব্রাহ্মণজাতিত্বের ইতিহাস আজও সকলের নিকট ঘোষণা করিতেছে, কিন্তু তথাপি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ, ইঁহাদিগকে শূদ্র, বর্ণসঙ্কর, বৈশ্য, ইত্যাদি কত কি বলিতেছেন, চিকিৎসা শূদ্রের বৃত্তি বলিয়া ইঁহাদিগকে কত যে বিদ্রূপ করিতেছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কেহ কেহ বা ইঁহাদিগকে জাল অম্বষ্ঠ বলিতেও ক্রটী করিতেছেন না (৭৮)।

ইতি বৈদ্যশ্রীগোপীচন্দ্র-সেনগুপ্ত-কবিরাজকৃত-বৈদ্যপুরাবৃত্তে
ব্রাহ্মণাংশে পূর্ব্বখণ্ডে বৈদ্যবৃত্তির্নাম
চতুর্থাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

মনুসংহিতার ১ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের কুল্লূকভট্ট কৃত টীকাধৃত মহাভারত বচন।

অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা হ্যেতা চতুর্দ্দশ ॥ ২৮।
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চৈব তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থন্তু বিদ্যাহ্যষ্টাদশৈব তু ॥ ২৯ ॥ ৬অ, ৩অংশ, বিষ্ণুপুরাণ।

উদ্ধৃত মহাভারত আর বিষ্ণুপুরাণ বচনের দ্বারা কি প্রকাশ পাইতেছে না যে, আয়ুর্ব্বেদ ব্রাহ্মণের বিদ্যা, ব্রাহ্মণের পাঠ্যশাস্ত্র? আয়ুর্ব্বেদ ব্রাহ্মণের বিদ্যা, ব্রাহ্মণের পাঠ্যশাস্ত্র হইলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বেদ-স্মৃতি-ও-পুরাণ-বিহিত কর্ম্ম সকল যেমন ব্রাহ্মণের বৃত্তি তেমনি আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসাও ব্রাহ্মণের বৃত্তি।

(৭৮) বৈদ্যপুরাবৃত্তের অপবাদাংশে বৈদ্যজাতির ঐ সকল মিথ্যা অপবাদের আলোচনা করা যাইবে।

পঞ্চমাধ্যায়।

অম্বষ্ঠোৎপত্তি। (১)

কি প্রকারে কোন্ সময়ে অম্বষ্ঠের (বৈদ্যের) উৎপত্তি হইয়াছে, এ অধ্যায়ে তাহারই আলোচনা করা যাউক। ব্রাহ্মণ পিতা আর বৈশ্যকন্যা মাতা হইতে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি, এই ইতিহাস বহু শাস্ত্রে আছে (২)। ঐ সমুদয় শাস্ত্রের মধ্যে মনুসংহিতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। বৃহস্পতিসংহিতানুসারে মনুসংহিতা

(১) বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, বৈদ্যরহস্য, কায়স্থবংশাবলী, কায়স্থপুরাণ, জাতিমালা, বৈদ্য-ও-অম্বষ্ঠ-জাতিবিচার, বঙ্গে সামাজিকতা, বঙ্গজ কায়স্থতত্ত্ব, অম্বষ্ঠ কোন বর্ণের প্রতিবাদ, ৬খণ্ড নব্য-ভারতের ৬।৭ সংখ্যাধৃত বর্ণভেদ প্রবন্ধ, ঐ খণ্ডের ১১।১২ সংখ্যাধৃত বর্ণভেদ বৈদ্য প্রবন্ধ, রাজসাহি হইতে প্রকাশিত ২৫ ভাগ ৩৭।৩৮।৩৯।৪০।৪১।৪২।৪৩।৪৪।৪৫।৪৬।৪৭ সংখ্যা ও ২৬ ভাগের ১ হইতে ১৪ সংখ্যা প্রকাশিত বৈদ্যের অম্বষ্ঠত্ব দ্বিজত্ব ও সন্ন্যাসে অধিকারিত্বের খণ্ডন” প্রবন্ধ এবং “Tribes and Çastes of Bengal” by Chaitannya Krishna Nag Varma. এই সকল পুস্তকে ও প্রবন্ধে এবং গত ছেন্সস উপলক্ষে “বৈদ্য বড় কি কায়স্থ বড়” এই আন্দোলনে বঙ্গবাসী ও বসুমতী প্রভৃতি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে বৈদ্যজাতির (অম্বষ্ঠের) উৎপত্তিসম্বন্ধে বিস্তর শাস্ত্রবিরুদ্ধ (কুৎসাপূর্ণ) আন্দোলন হওয়াতেই এই অধ্যায়ের সৃষ্টি হইল। শাস্ত্রের অনেক স্থলেই ব্রাহ্মণ পুরুষ আর বৈশ্যা স্ত্রীতে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি উক্ত আছে। ঐসকল স্থলে বিবাহপ্রসঙ্গ না থাকা যে সংক্ষেপোক্তি, তাহাই প্রচারকরা এ অধ্যায়ের বিশেষ প্রয়োজন।

(২) “ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥ ৮ ॥ ১০অ. মনুসং।
“বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশস্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠো নিষাদঃ শূদ্র্যাং যঃ পারশবঃ স্মৃতঃ ॥ ৯১ ॥
বৈশ্যশূদ্র্যোস্তু রাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ তথা স্মৃতৌ।
বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ বিধিঃস্মৃতঃ ॥” ৯২ ॥ ১অ, যাজ্ঞসং।
“বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোহম্বষ্ঠ উচ্যতে।” ইত্যাদি। উশনাঃ সং।
“বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোহম্বষ্ঠো মুনিসত্তম।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থে নির্দ্দিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥”
পরাশরসংহিতা ও জাতিমালাধৃত পরশুরাম সংহিতা বচন।

বেদেরই পরবর্ত্তী শাস্ত্র (৩)। ঋগ্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ ও ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণেও যখন মনুর নাম, মনুসংহিতার প্রশংসা আছে (৪) তখন মনুসংহিতা যে ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণাংশের ও সমুদয় স্মৃতির পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সমস্ত পুরাণ হইতে প্রাচীন তাহা অবশ্যই নিরাপত্তিতে স্বীকার করিতে হইবে। পরাশরসংহিতার মতেও মনুসংহিতা সত্যযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র (৫)। উদ্ধৃত বৃহস্পতিসংহিতার প্রমাণানুসারেও তাহাই সাব্যস্ত হয়। আগম শাস্ত্রমতে সত্যযুগে বেদোক্ত, ত্রেতাযুগে স্মৃত্যুক্ত,

এতদ্ভিন্ন গৌতমসংহিতা, স্কন্দপুরাণীয় বিবরণ খণ্ডের বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণ ও ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতির বৈদ্যোৎপত্তি (অম্বষ্ঠোৎপত্তি) দেখ।

উদ্ধৃত পরাশর ও-পরশুরামবচনে কেবল অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তির বিধি নহে, উক্ত বচন যেমন অম্বষ্ঠের উৎপত্তির ইতিহাস, তেমনি চিকিৎসাবৃত্তিরও ইতিহাস। কেন না তাঁহাদের বহু পূর্ব্ব হইতে মুনিগণকর্ত্তৃক অম্বষ্ঠ যে চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, উহাতে তাহাই প্রকাশ পায়।

(৩) "বেদার্থোপনিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে॥"

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কৃত দ্বিতীয় ভাগ বিধবাবিবাহ বিষয়ক
পুস্তক ধৃত বৃহস্পতিসংহিতা বচন।

(৪) "তথা চ ছান্দোগ্যব্রাহ্মণে শ্রূয়তে, মনুর্বৈ যৎ কিঞ্চিদবদৎ তদ্ভেষজং ভেষজতয়া ইতি। বৃহস্পতিরপ্যাহ।

বেদার্থোপ নিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥
তাবচ্ছাস্ত্রাণি শোভন্তে তর্ক ব্যাকরণানি চ।
ধর্ম্মার্থ মোক্ষোপদেষ্টা মনুর্যাবন্ন দৃশ্যতে॥" ইত্যাদি।

১অ, মনুসংহিতার ১শ্লোকের কুল্লূকভট্টকৃত মন্বর্থমুক্তাবলী টীকাধৃত।

"তত্র মনুর্বৈ যৎকিঞ্চিদবদত্তদ্ভেষজমিতি ঋচো যজূংষি সামানি মন্ত্রা আথর্ব্বণাশ্চ যে সপ্তর্ষিভিস্তু যৎ প্রোক্তং তৎ সর্ব্বং মনুরব্রবীদিত্যাদার্থবাদেতিহাসপুরাণাদিভ্যঃ।" ইত্যাদি।

১অ, মনুসংহিতার ১ শ্লোকের মেধাতিথি ভাষ্য।

(৫) "কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ॥ ২৩॥ ১অ, পরাশরসং।

বিধবাবিবাহ বিষয়ক পুস্তক ২য় ভাগ, বিদ্যাসাগরধৃত।

দ্বাপরে পুরাণোক্ত ও কলিতে আগমশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম (৬)। আগমের সহিত বৃহস্পতি আর পরাশরের যে মতভেদ দেখা যাইতেছে, তৎসম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, সত্যযুগের শেষভাগে গুণ ও বৃত্তিভেদে আর্য্যদিগের মধ্যে জাতিভেদের (শ্রেণীবিভাগের) সৃষ্টি হওয়াতেই বেদোক্ত ধর্ম্মসকলের সার ও তৎকালের সামাজিক রীতি নীতি প্রভৃতি লইয়া উভয়ের সামঞ্জস্য করত মনুসংহিতার সৃষ্টি হয় (৭)। এই হেতুই বৃহস্পতি আর পরাশর বলিয়াছেন, মনু প্রথমে বেদের অর্থগ্রহণপূর্ব্বক স্মৃতিরচনা করেন ও মনুর কথিত ধর্ম্ম সকল সত্যযুগের ধর্ম্ম। যখন ঋগ্বেদেও মনু আর মনুসংহিতার নাম আছে, তখন মনুসংহিতা সত্যযুগেই প্রচলিত ছিল তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। স্মৃতির মীমাংসাবচন দ্বারা প্রকাশ পায় যে, সকল যুগেই বেদোক্ত ধর্ম্মেরই প্রাধান্য (৮) সুতরাং সত্যযুগে মনুসংহিতা প্রচলিত থাকিলেও

(৬) "কৃতে শ্রুত্যুদিতো মার্গস্ত্রেতায়াং স্মৃতিচোদিতঃ।
দ্বাপরেঽপি পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্ভবঃ॥" বিদ্যাসাগরকৃত বিধবা-
বিবাহবিষয়ক ২য় ভাগ পুস্তকধৃত আগম বচন।

(৭) বৃহস্পতি বলিতেছেন, মনু বেদের অর্থসঙ্কলনকরত স্বীয় সংহিতারচনা করিয়াছেন। ইহাতেও মনুসংহিতা বেদেরই অব্যবহিত পরবর্ত্তী শাস্ত্র হইতেছে। অবশ্যই বৈদিক আচারের সহিত তৎকালের আচারের ভিন্নতা হইয়াছিল, অন্যথা মনুসংহিতা কারণশূন্য হইয়া পড়ে। এই অধ্যায় ধৃত ১০টীকা ও পরবর্ত্তী টীকাধৃত বৈদিক বচনগুলির আলোচনা করিলে বৈদিক কালে মনুক্ত জাতি (শ্রেণী) বিভাগ না থাকা প্রকাশ পায় ও তৎকালে একমাত্র আর্য্য আর শূদ্র থাকা জানা যায়।

"ভগবান্ সর্ব্ববর্ণানাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
অন্তরপ্রভবানাঞ্চ ধর্ম্মান্নো বক্তুমর্হসি॥ ২॥" ১অ, মনুসংহিতা।

ঋষিদিগের এই উক্তি দ্বারাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বৈদিককালের শেষেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, কিন্তু বেদোক্ত আচারে তাঁহারা সন্তুষ্ট না হওয়াতে অপেক্ষাকৃত ভিন্ন ভিন্ন আচারের প্রার্থী হইয়া মনুর নিকটে উপস্থিত হন।

(৮) "শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥" ....ব্যাসসংহিতা।

"শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী॥" মীমাংসাশাস্ত্র।

তৎকালেও বেদেরই প্রাধান্য ছিল বলিয়া, বোধ করি, সত্যযুগে বেদোক্ত ধর্ম্ম, এই কথা আগমশাস্ত্রে উক্ত হইয়া থাকিবে (৯)।

বেদের দ্বারা, মহাভারত ও পদ্মপুরাণ দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে, বৈদিক কালে জাতিভেদ ছিল না (১০)। কিন্তু ঋগ্বেদ আর অথর্ব্ববেদোক্ত পুরুষসূক্ত দ্বারা প্রকাশ পায় যে, (অর্থাৎ এই উভয় প্রমাণের সামঞ্জস্য করিয়া জানা যায় যে) বৈদিক কালের শেষ ভাগেই ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে গুণ-ও-বৃত্তিগত জাতিভেদের (শ্রেণীবিভাগের) সূত্রপাত হইয়াছিল (১১); এবং বর্ত্তমান হিন্দুজাতিভেদ না হইলেও মনুসংহিতার অন্যান্য অধ্যায় সহ ১০ অধ্যায়টি পাঠ

---

(৯) কোন স্মৃতিতেই আমরা এ পর্য্যন্ত আগমশাস্ত্রের উল্লেখ দেখি নাই। (৬)টীকাধৃত আগমবচনেই প্রকাশ পায় যে, আগম হইতে স্মৃতিপুরাণই প্রাচীন ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ধর্ম্মশাস্ত্র। সুতরাং আগম হইতে পুরাণ ও প্রাচীন স্মৃতিতে উক্ত বিষয়ে যে ইতিহাস আছে তাহাই বিশ্বাসযোগ্য।

(১০) "কারুরহং ভিষক্ তাতঃ মাতা চ শস্তপেষিণী।" ঋগ্বেদসং।

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্॥"

হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতাধৃত মহাভারত বচন।

"ন বিশেঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্॥" স্বর্গখণ্ড, পদ্মপুরাণ বচন।

"একবর্ণমিদং সর্ব্বং পূর্ব্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির।
কর্ম্মক্রিয়াবিভেদেন চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রজায়তে॥"

অনুশাসনপর্ব্ব মহাভারত।

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" ৪অ, ভগবদ্গীতা।

(১১) "মুখং কিমস্য কিং বাহূঃ কিমুরূঃ পাদ উচ্যতে।
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যোঽভবৎ।
ঊরূস্তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥" অথর্ব্ববেদীয় পুরুষ সূক্ত।

"মুখং কিমস্য কিং বাহূ কিমুরূঃ পাদ উচ্যতে।
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যকৃতঃ।
ঊরূস্তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥" ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্ত।

করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, মনুসংহিতাসৃষ্টির পূর্ব্বেই উক্ত গুণ-ও-বৃত্তি-গত শ্রেণীবিভাগ ক্রমে বংশগত ও অতিশয় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের জাতিবৃত্তান্তে অম্বষ্ঠের উৎপত্তিবিবরণ থাকায় স্পষ্ট পরিব্যক্ত হয় যে, সত্যযুগে (বৈদিককালেই) অম্বষ্ঠদিগের উৎপত্তি হয়। এতক্ষণ যাহা যাহা বলা হইল তাহাতে ইহাও প্রকাশ পাইতেছে যে, যে সময়ে জাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ হয়, সমুদয় স্মৃতি ও পুরাণশাস্ত্রকর্ত্তা হইতে ভগবান্ মনুই তাহার নিকটবর্ত্তী। উদ্ধৃত বৃহস্পতি-আর-পরাশর-বচন দ্বারাই তাহা বিশেষরূপে সপ্রমাণ হইতেছে। এমতাবস্থায় অম্বষ্ঠের উৎপত্তি ও জাতিবিষয়ক ইতিহাস ভগবান্ মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সত্য ইতিহাস বলিয়া যে গ্রহণীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অন্য কোন স্মৃতি কিংবা পুরাণকার তাহার বিপরীত ইতিহাস বলিয়া থাকিলেও তাহা মিথ্যা, যেহেতু সত্যযুগের (ভগবান্ মনুরও পূর্ব্ববর্ত্তী) অম্বষ্ঠের উৎপত্তি ও জাতিবিষয়ক ইতিহাস মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহার বিপরীত ইতিহাস, সত্যযুগ হইতে দুই তিন ও চতুর্যুগ দূরবর্ত্তী (ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগের) শাস্ত্রকারেরা কেহ প্রচার করিয়া থাকিলেও তাহা যে ন্যায় ও যুক্তি অনুসারে সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। এমতাবস্থায় অম্বষ্ঠের উৎপত্তি-ও-জাতি-বিষয়ক ইতিহাসসম্বন্ধে আমরা মনুসংহিতাকেই মূল বলিয়া অবলম্বন করিলাম।

মনু বলিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥ ৮॥" ১০অ, মনুসং।

ব্রাহ্মণ হইতে তদীয় বিবাহিতা পত্নী বৈশ্যকন্যাতে উৎপন্ন সন্তানের নাম অম্বষ্ঠ, আর ব্রাহ্মণ হইতে তদীয় বিবাহিতা স্ত্রী শূদ্রকন্যাতে জাত সন্তানের নাম নিষাদ; নিষাদের অপর নাম পারশব।

এই বচনে বিবাহের প্রসঙ্গ স্পষ্ট নাই, কিন্তু আমরা পরিষ্কাররূপে উহার অনুবাদে ব্রাহ্মণের স্বীয় বিবাহিতা পত্নীতে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি প্রচার-করিলাম, ইহাতে অনেকেরই আপত্তি থাকিতে পারে সুতরাং নিম্নে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

"একান্তরা ব্রাহ্মণস্য বৈশ্যা তত্র জাতোঽম্বষ্ঠঃ স্মৃত্যন্তরে ভৃজ্জকণ্টকঃ

ইত্যুক্তঃ (১২)। ....। কন্যাগ্রহণং স্ত্রীমাত্রোপলক্ষণং ব্যাচক্ষতে বৈশ্য-স্ত্রিয়ামিত্যর্থঃ। ৮।" ৮শ্লোক, মেধাতিথি ভাষ্য, মনুসংহিতা।

. ব্রাহ্মণের একান্তরা পত্নী বৈশ্যকন্যাতে জাত অম্বষ্ঠ, অন্য স্মৃতিতে যাহাকে ভূজ্জকণ্টক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ....। স্ত্রীমাত্র প্রদর্শনার্থ কন্যাশব্দ গৃহীত হইয়াছে। উহার অর্থ বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রীতে (১৩)।

(১২) মেধাতিথি অম্বষ্ঠকে যে ভূজ্জকণ্টক বলিয়াছেন, তাহা ভুল, মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ২১ শ্লোক ও তাহার ভাষ্য টীকা দেখ। ভূজ্জ কণ্টক শব্দ নহে উহাও ভ্রম, প্রকৃত-পক্ষে ভূর্জ্জকণ্টক শব্দ যথা, ভূর্জ্জকণ্টক (ভূর্জ্জ—কণ্ট+কণ্—যোগ) সং পুং বর্ণ সঙ্কর জাতি-বিশেষ। ১২১১ পৃষ্ঠা প্রকৃতিবাদ অভিধান।

"ব্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জ্জকণ্টকঃ।" ইত্যাদি। ২১।

১০অ, মনুসংহিতা।

প্রধান ও প্রাচীন মনুসংহিতার এই শ্লোকে ভূর্জ্জকণ্টকের উৎপত্তিতে ব্রাত্যসম্পর্ক থাকায় ও বিবাহসম্পর্ক না থাকায় ভূর্জ্জকণ্টক অম্বষ্ঠ হইতে স্পষ্টতঃ ভিন্ন হইতেছে।

(১৩) মেধাতিথি ভাষ্যের 'একান্তরার' আমরা পত্নী অর্থ কেন করিলাম তাহা পরে ব্যক্ত হইতেছে। মেধাতিথির এই "বৈশ্যস্ত্রিয়ামিত্যর্থঃ" বাক্যের কেহ বৈশ্যপত্নী অর্থ করিতে পারেন। এরূপ করা নিতান্তই অদূরদর্শিতার পরিচায়ক, যেহেতু বিবাহ বিধিতে শঙ্খ স্মৃতিতে আছে, "ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতা।" ব্রাহ্মণের পত্নীইতো ব্রাহ্মণী, তবে কি শঙ্খ ব্রাহ্মণের বিবাহিতা পত্নীকে ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিতে বলিয়াছেন? আর যাজ্ঞবল্ক্যও "বিশঃ স্ত্রিয়ামম্বষ্ঠঃ" বলিয়া পরে "বিন্নাস্বেষ বিধিস্মৃতঃ" বলিয়াছেন। এখন কি আমরা "বিশঃ স্ত্রিয়াং" বাক্যের বৈশ্যপত্নী অর্থ করিব? তাহা করিলে যে তদুক্ত 'বিন্নাসু' অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির "বিবাহিতাসু পত্নীষু" বাক্যের সহিত বিরোধ হয়? অতএব বুঝিতে হইবে যে, শঙ্খসংহিতার ব্রাহ্মণের কন্যার্থেই ব্রাহ্মণী ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতেও বৈশ্যকন্যার্থেই "বিশঃ স্ত্রিয়াং" আর মেধাতিথিও বৈশ্যকন্যার্থেই "বৈশ্যস্ত্রিয়া মিত্যর্থ" (বৈশ্যস্ত্রীতে) বলিয়াছেন। মেধাতিথির উক্ত "একান্তরা" বাক্যের নিশ্চয়ই পত্নী অর্থ যখন পরে প্রদর্শিত হইতেছে তখন "বৈশ্যস্ত্রিয়ামিত্যর্থঃ" বাক্যের বৈশ্যপত্নী অর্থ করিলে যে "ব্রাহ্মণস্য একান্তরার" অর্থের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় সে দিকে সকলেরই দৃষ্টি কর্ত্তব্য।

"তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ং॥" ৩অ, মনুসংহিতা।

"স্ত্রিয়ং কন্যাধিকারাৎ কন্যাম্॥" ঐ শ্লোকভাষ্য মেধাতিথি।

"কোমলাঙ্গীং কন্যামুদ্বহেৎ।" ঐ শ্লোকটীকা, কুল্লূক ভট্ট।

দেখা যায় যে, এই শ্লোকের "স্ত্রিয়ং" অর্থাৎ স্ত্রী শব্দের ভাষ্য ও টীকাকার উভয়েই কন্যার্থ-

"ব্রাহ্মণাদিতি। কন্যাগ্রহণাদত্র উঢ়ায়ামিত্যধ্যাহার্য্যং 'বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ' ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেন স্ফুটীকৃতত্বাচ্চ ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়াং উঢ়ায়ামম্বষ্ঠাখ্যো জায়তে," ইত্যাদি কুল্লূকভট্ট টীকা। ১০অ, মনুসংহিতা।

ব্রাহ্মণ হইতে ইতি। বচনে কন্যাশব্দ যুক্ত থাকা হেতু এবং যাজ্ঞবল্ক্যও ব্রাহ্মণের বিবাহিতা পত্নীতে অম্বষ্ঠের জন্ম স্পষ্টরূপে বলাতে বুঝিতে হইবে, ব্রাহ্মণের পত্নী বৈশ্যকন্যাতে ব্রাহ্মণ স্বামী কর্ত্তৃক অম্বষ্ঠের জন্ম।

ভাষ্যকার মেধাতিথি আর টীকাকার কুল্লূকভট্ট উক্ত বচনের ভাষ্যে ও টীকাতে বিবাহিত স্ত্রীপুরুষ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পতি আর বৈশ্যকন্যাপত্নীতে যে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি তাহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। যদি বল, যাজ্ঞবল্ক্য যাহা বলিয়া থাকেন তাহা আমরা পরে দেখিব, এখানে মনুর কথা কি? উত্তর,—মনুর কথা আমরা ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যবচনের দ্বারাও মনুর উক্ত ৮ শ্লোকের অর্থ করা কর্ত্তব্য, যেহেতু তিনি মনুসংহিতা ও উক্ত শ্লোকের অর্থ জানিতেন; তিনিও অম্বষ্ঠের উৎপত্তির ইতিহাস বলিয়াছেন। তাঁহার সময়ে ব্রাহ্মণেরা বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিতেন এবং ব্রাহ্মণের উক্ত ভার্য্যাতে অম্বষ্ঠনামা পুত্রগণেরও উৎপত্তি হইত, এই কথা তিনিও কহিয়াছেন; (এই অধ্যায়ের ২টীকাধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচন দেখ)। ভগবান্ মনু তৃতীয় অধ্যায়ের ১২।১৩ শ্লোকে অনুলোমক্রমে ব্রাহ্মণাদির ক্ষত্রিয় কন্যা বৈশ্যকন্যা ও শূদ্রকন্যা ভার্য্যা হয় বলিয়া দশম অধ্যায়ের ৫শ্লোকে তাহাদিগকে ব্রাহ্মণাদির অনুলোমা পত্নীমধ্যে গণনা করিয়া ১০ অধ্যায়ের ৮শ্লোকে সেই অনুলোম পত্নীগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের বৈশ্যকন্যা পত্নীতে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি, এই কথা কহিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার "বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ" বচনের দ্বারা তাহা বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইতেছে। যাজ্ঞবল্ক্য মনুর কথিত অম্বষ্ঠোৎপত্তির ইতিহাস গোপন করিতে চেষ্টা পান নাই,

গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় "বৈশ্যকন্যায়াং" এই বাক্যের ভাষ্য করিতে মেধাতিথি অন্যার্থে যে "বৈশ্যস্ত্রিয়ামিত্যর্থঃ" বলেন নাই, বৈশ্যকন্যার্থেই বলিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

"চতস্রো বিহিতা ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য যুধিষ্ঠিরঃ।
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া" ইত্যাদি। অনুশাসনপর্ব্ব, মহাভারত।

এখানেও ব্রাহ্মণকন্যা অর্থেই ব্রাহ্মণীশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

কিংবা তদ্বিপরীত কিছুই বলেন নাই যে তাঁহার প্রদত্ত বিধি ও ইতিহাস এখানে অপ্রামাণ্য হইবে। মনুসংহিতার ভাষ্য ও টীকাকার আলোচ্য বিষয়ে যে জন্য মনুসংহিতা অবলম্বন-করেন নাই তাহা "অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি" অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

বিবাহবিষয়ে বহুশাস্ত্রের প্রমাণ থাকাসত্ত্বেও বচনে কন্যাশব্দ থাকাতে যাঁহারা অম্বষ্ঠকে কন্যাগর্ভসম্ভূত অর্থাৎ কানীন পুত্র বলিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, তাহা হইলে মনুপ্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ, অম্বষ্ঠকে দ্বাদশপুত্রকীর্ত্তনস্থলে কানীনপুত্রমধ্যে ধরিয়া লইতেন (১৪); অনুলোমজ পুত্র বলিতেন না (১৫) ও অম্বষ্ঠ আর অনুলোমজ নামেরই সৃষ্টি

(১৪) "পিতৃবেশ্মনি কন্যা তু যং পুত্রং জনয়েদ্রহঃ।
তং কানীনং বদেন্নাম্না বোঢুঃ কন্যাসমুদ্ভবম্ ॥ ১৭২ ॥ ৯অ, মনুসং।

টীকা—' পিত্রিতি। পিতৃগৃহে কন্যা যং পুত্রম্ অপ্রকাশং জনয়েৎ তং কন্যাপরিণেতুঃ পুত্রংনাম্না কানীনং বদেৎ।" কুল্লুকভট্ট।

"কানীনঃ পঞ্চমঃ পিতৃগৃহেঽসংস্কৃতায়ৈবোৎপাদিতঃ স চ পাণিগ্রাহস্য।"
১৫অ, বিষ্ণুসংহিতা।

"কানীন পঞ্চমো যা পিতৃগৃহেঽসংস্কৃতা কামাদুৎপাদয়েন্মাতামহস্য পুত্রো ভবতীত্যাহুঃ।"
১৭অ, বশিষ্ঠ সংহিতা।

"কানীনঃ কন্যকাজাতো মাতামহসুতোমতঃ॥" ১৩২ ॥ ২অ, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

এখানে কেহ বলিয়াছেন, কানীন তাহার মাতার পাণিগ্রহীতার, কেহ বলিয়াছেন, মাতামহের পুত্র, তাহাতে আমাদের কথায় কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কানীন ব্রাহ্মণ, কিন্তু তিনি পরাশরের পুত্র হওয়াতে দেখা যায় যে তাঁহাতে উপরি উক্ত কোন বিধিই খাটে নাই। মনুসংহিতায় উক্ত শ্লোকের কেহ সবর্ণ পুরুষ ধরিয়া লইয়াছেন তাহাও মিথ্যা ইতিহাস, সবর্ণে অসবর্ণেই পূর্ব্বকালে কানীনপুত্র জন্মিত, তাহারও প্রমাণ পরাশরপুত্র।

(১৫) "একান্তরে ত্বানুলোম্যাদম্বষ্ঠোগ্রৌ যথা স্মৃতৌ।" ইত্যাদি।
১০অ, মনুসংহিতা।

"অনুলোমানন্তরৈকান্তরদ্ব্যন্তরাসু জাতাঃ সবর্ণাম্বষ্ঠোগ্র নিষাদদৌষ্মন্তপারশবাঃ।"
৪অ, গৌতমসংহিতা।

মনুসংহিতা ১০ অধ্যায়ের ৫।৬।৭।৮।৯।১০।১১ শ্লোকের অর্থ ভাষ্য টীকা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ৫ হইতে ১০ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সবর্ণে অসবর্ণে উৎপন্ন

হইত না। অতএব নির্ণীত হইল যে অম্বষ্ঠকে কিছুতেই কানীনপুত্র বলা যাইতে পারে না। অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীতে অম্বষ্ঠের জন্ম, এই কথা যাঁহারা প্রচার করেন বা করিয়াছেন, তাঁহাদের সন্তোষার্থ এখানে বলা যাইতেছে যে, অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীতে (ক্ষেত্রে) ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের বিধিমতে যাহাদিগের জন্ম, তাহারা ক্ষেত্রস্বামীর ক্ষেত্রজ পুত্র, ক্ষেত্রস্বামীর জাতি (১৬)। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা দ্বাদশপুত্রকার্ত্তনস্থলে এই পুত্রও (ক্ষেত্রজ পুত্রও) কীর্ত্তন করিয়াছেন (১৭)। অম্বষ্ঠ যখন অনুলোমজ পুত্র, তখন তাহাকে ক্ষেত্রজপুত্র বলিলে কোন শাস্ত্রেই যে অনুলোমজ ও অম্বষ্ঠনামা পুত্রে উক্ত হইত না, অম্বষ্ঠ নামই যে শাস্ত্রে থাকিত না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মনুসংহিতার ৯অধ্যায়ে যাহাকে ক্ষেত্রজ পুত্র বলা হইয়াছে, ১০ অধ্যায়ে পুনরায় তাহাকে অনুলোমজ ও অম্বষ্ঠ বলিবার প্রয়োজন কি? এরূপ বলিলে যে দ্বিরুক্তি দোষ হয়? বহু শাস্ত্র

স্ত্রীতে (ভার্য্যাতে) জাত সন্তানগণেরই বৃত্তান্ত উক্ত হইয়াছে। ৩অধ্যায়ের ১২।১৩ শ্লোকে ব্রাহ্মণের বৈশ্যকন্যাভার্য্যাও উক্ত আছে। ১০অধ্যায়ের ৮শ্লোকোক্ত অম্বষ্ঠ উক্ত ভার্য্যারই সন্তান। সুতরাং ৮শ্লোকোক্ত বৈশ্যকন্যা যে ব্রাহ্মণের বিবাহিতা স্ত্রী তাহা বলা বাহুল্য।

(১৬) "যস্তল্পজঃ প্রমীতস্য ক্লীবস্য ব্যাধিতস্য বা।
স্বধর্ম্মেণ নিযুক্তায়াং স পুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃতঃ॥ ১৬৭॥
যেঽক্ষেত্রিণো বীজবন্তঃ পরক্ষেত্রপ্রবাপিণঃ।
তে বৈ শস্যস্য জাতস্য ন লভন্তে ফলং ক্বচিৎ॥ ৪৯॥
তথৈবাক্ষেত্রিণো বীজং পরক্ষেত্রপ্রবাপিণঃ।
কুর্ব্বন্তি ক্ষেত্রিণামর্থং ন বীজী লভতে ফলম্॥ ৫১॥" ৯অ, মনুসং।
৫২।৫৩।৫৪ শ্লোক দেখ। ১৩০ শ্লোক, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা
ও ৪অ, পরাশরসংহিতা দেখ।

ক্ষেত্রজপুত্রগণ যে ক্ষেত্রস্বামীর পুত্র ও জাতি তাহা জগন্মান্য ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুর, যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।

(১৭) "ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এবচ।
গূঢ়োৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চ ষট্॥ ১৫৯॥
কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা॥" ইত্যাদি। ১৬০।
৯অ, মনুসংহিতা। অন্যান্য স্মৃতি পুরাণ দেখ।

দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, ক্ষেত্রজপুত্র এক, অনুলোমজ সন্তান অন্য (১৮) এবং ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনের বিধান হইতে অনুলোমজ সন্তান অম্বষ্ঠাদির উৎপত্তির বিধানও স্বতন্ত্র। অন্যের সধবা বা বিধবা পত্নীতে ব্যভিচারে যাহাদের উৎপত্তি, তাহারাও অম্বষ্ঠ আখ্যা পাইতে পারে না, যেহেতু শাস্ত্রে তাহাদিগকে কুণ্ড ও গোলক আখ্যা প্রদান করত (১৯) ঐ সকল সন্তানকে অনুলোমজ অম্বষ্ঠাদি হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে। অতএব কুণ্ড ও গোলক প্রভৃতি নিন্দিত সন্তান হইতে স্বতন্ত্র মন্বাদিশাস্ত্রে অম্বষ্ঠ অনুলোমজ ও বিধিকৃত সন্তান বলিয়া উক্ত হইত না এবং অম্বষ্ঠনামও যে থাকিত না তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

"অনন্তরাসু জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ।
দ্ব্যেকান্তরাসু জাতানাং ধর্ম্ম্যং বিদ্যাদিমং বিধিম্॥ ৭॥"
১০অ, মনুসংহিতা।

(১৮) "অম্বষ্ঠ শব্দের অর্থ" অধ্যায়ে আমরা দেখাইয়াছি যে, "অম্ব"—স্থা—"ড" করিয়া অম্বষ্ঠ হইয়াছে। অম্বষ্ঠের অর্থ, পিতৃস্থ, অর্থাৎ পিতৃজাতি। অতএব অম্বষ্ঠশব্দের সাধন, তাহার অর্থ ও উৎপত্তি আদি সমুদয়ই কানীনক্ষেত্রজ, কুণ্ড ও গোলকপ্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র হইতেছে। এরূপাবস্থায় যাঁহারা অম্বষ্ঠের (বৈদ্যের) উৎপত্তিতে নানাবিধ মিথ্যা অপবাদ-ঘোষণা করেন তাঁহারা যে ঈর্ষাপরবশ ও অন্যের অযথাকুৎসাপ্রিয় ব্যক্তিগণের কল্পিত আধুনিক অযথাশাস্ত্রাবলম্বী তাহাতে আর কোন সংশয় নাই।

(১৯) "পরদারেষু জায়েতে দ্বৌ সুতৌ কুণ্ডগোলকৌ।
পত্যৌ জীবতি কুণ্ডঃ স্যান্মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ॥" ১৭৪॥ ৩অ, মনুসং।
"ওঘবাতাহতং বীজং যথা ক্ষেত্রে প্ররোহতি।
ক্ষেত্রী তল্লভতে বীজং ন বীজী ভাগমর্হতি॥ ১৭।
তদ্বৎ পরস্ত্রিয়াঃ পুত্রৌ দ্বৌ সুতৌ কুণ্ডগোলকৌ॥
পত্যৌ জীবতি কুণ্ডঃ স্যান্মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ॥ ১৮॥"
৪অ, পরাশরসংহিতা।

অম্বষ্ঠেরা ক্ষেত্রজপুত্র নহেন, ব্রাহ্মণের বিবাহিতা স্ত্রীতে জাত, ব্রাহ্মণের ঔরসপুত্র, তাহা পরবর্ত্তী ৯ অধ্যায়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা প্রদর্শিত হইবে। মনু ৯ অধ্যায়ের ক্ষেত্রজ পুত্রকে বিধিকৃত ও নিন্দিত উভয়ই বলিয়াছেন, কিন্তু অনুলোমজদিগকে সর্ব্বত্রই বিধিকৃত বলিয়াছেন, কোথাও নিন্দিত বলেন নাই।

"আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম স এব বর্ণসঙ্করঃ॥"

অম্বষ্ঠদীপিকাধৃত, নারদসংহিতা বচন।

"বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোহম্বষ্ঠ উচ্যতে॥" ইত্যাদি।

উশনাঃ সংহিতা।

"বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠো ... ...
... ...
... ... বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ॥" ... যাজ্ঞবল্ক্যসং।

এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা অনুলোমজ পুত্র অম্বষ্ঠগণ বিধিকৃত বলিয়া সাব্যস্ত হইতেছে। বিবাহসম্বন্ধোৎপন্ন না হইলে তাহাদিগকে যে কিছুতেই সনাতন ও ধর্ম্ম্যবিধিসম্ভূত বলা যাইতে পারে না, উপরি উক্ত শ্লোকগুলির বিধি-শব্দের অর্থই যে বিবাহসম্বন্ধোৎপন্ন, তাহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার "বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি" ইত্যাদি বচনের, বিপ্রাৎ বিন্নাসু ক্ষত্রিয়ায়াং বৈশ্যায়াং শূদ্রায়াঞ্চ মূর্দ্ধাভিষিক্তাম্বষ্ঠনিষাদানাং এতজ্জন্ম-রূপবিধিভূর্তপূর্ব্বর্ষিপ্রণীতশাস্ত্রে উক্তো বিবৃতোহস্তি, অর্থ হওয়ায় অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পত্নীতে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠাদির উৎপত্তির ইতিহাস থাকায় অনুলোমজ পুত্র অম্বষ্ঠ যে শাস্ত্রোক্ত অনুলোমবিবাহসম্বন্ধযুক্ত ব্রাহ্মণ পতি আর বৈশ্যকন্যা পত্নীতে জাত, তাহা পণ্ডিতেরা সহজেই বুঝিবেন।

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোবরাঃ॥ ১২॥" ৩অ, মনুসং।

এই শ্লোকের টীকায় কুল্লূকভট্ট বলিয়াছেন,—"কামতঃ পুনর্ব্বিবাহে প্রবৃত্তা-নামেতা বক্ষ্যমাণা আনুলোম্যেন শ্রেষ্ঠা ভবেয়ুঃ।"

"শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বাচৈব রাজ্ঞঃ স্যুঃ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥ ১৩॥ ৩অ, মনুসং।

এই শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি বলিয়াছেন,—"উৎকৃষ্টজাতীয়া তু পূর্ব্বত্র ক্রমগ্রহণাদপ্রাপ্তা। সা চ শূদ্রা স্বা চ বৈশ্যা বৈশ্যস্য। তে চ বৈশ্যাশূদ্রে স্বা চ

রাজন্যস্য। এবমগ্রজন্মনো ব্রাহ্মণস্য ক্রমেণ নির্দ্দেশে কর্ত্তব্যে শূদ্রপ্রক্রমেণ ... ... আনুপূর্ব্বেণাবশ্যং সমুচ্চয়ঃ।"

"ব্রাহ্মণস্যানুপূর্ব্বেণ চতস্রস্তু যদি স্ত্রিয়ঃ। ইত্যাদি ১৪৯। (২০)

১অ, মনুসংহিতা।

এই শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি বলিয়াছেন,—"অনুপূর্ব্বগ্রহণং তৃতীয়ে দর্শিতস্য ক্রমস্যানুবাদঃ।"

উপরি উক্ত মনুসংহিতার তৃতীয় ও নবম অধ্যায়োক্ত শ্লোকগুলি এবং তাহার ভাষ্য-টীকাদির অর্থের দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে যে, মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়োক্ত একান্তরা, দ্ব্যন্তরা, অনন্তরা ও বিষ্ণুসংহিতায় "অনুলোমাসু মাতৃবর্ণা"র অনুলোমা প্রভৃতি শব্দ, মনুসংহিতার ৩ ও ১০ অধ্যায়োক্ত এবং অন্যান্য স্মৃতিপুরাণোক্ত ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবিবাহিতা পত্নীবোধক। ভাষ্য টীকাকারও ঐরূপ বিবাহকে "আনুলোম্যেন" "আনুপূর্ব্বেণ" বাক্যদ্বারা অনুলোমবিবাহ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অনুলোমক্রমে বিবাহ হওয়াতেই কিংবা বিবাহের নাম অনুলোমবিবাহ, এই হেতুতেই উক্ত বিবাহিতা পত্নীকে যে শাস্ত্রে অনুলোমা, অনন্তরা, একান্তরা দ্ব্যন্তরা ইত্যাদি বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? এমতাবস্থায় মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি যে বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণস্য একান্তরা বৈশ্যা" (ব্রাহ্মণের একান্তরা বৈশ্যা), তাহার অর্থ ব্রাহ্মণের অনুলোমবিবাহিতা পত্নী করিতেই হইবে।

"ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ॥" ইত্যাদি। ১১।

১০অ, মনুসংহিতা।

এই শ্লোকের টীকায় কুল্লূকভট্ট বলিয়াছেন,—"এবমনুলোমজানুক্ত্বা প্রতিলোমজানাহ ক্ষত্রিয়াদিতি। অত্র বিবাহাসম্ভবাৎ কন্যাগ্রহণং স্ত্রীমাত্রোপলক্ষণার্থম্।" ইত্যাদি।

উপরে অনুলোমজ সন্তানগণের বিষয় বলিয়া সম্প্রতি প্রতিলোমজ সন্তানগণের উৎপত্তিবৃত্তান্ত ও নামাদি বলিতেছেন। এখানে বিবাহ অসম্ভব, সুতরাং

(২০) এই পুস্তকের অনেক স্থলেই বঙ্গানুবাদ আছে বলিয়া এই স্থানের অনেকগুলি শ্লোকের অনুবাদ বাহুল্যভয়ে দেওয়া হইল না।

বচনে কন্যাশব্দগ্রহণ কেবল স্ত্রীমাত্রপ্রদর্শনার্থ করিয়াছেন (২১)। প্রতিলোমজ সন্তানবিষয়ক বচনের টীকা আরম্ভ করিয়া ভট্ট কুল্লূক এখানে বিবাহ অসম্ভব বলাতে পূর্ব্বোক্ত অনুলোমজ অম্বষ্ঠ প্রভৃতি পুত্রগণ বিবাহোৎপন্ন একথা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। টীকাকার এখানে বিবাহ অসম্ভব একথা কেন বলিলেন ? না, শাস্ত্রের কোথাও প্রতিলোম বিবাহ অর্থাৎ নীচ বর্ণের পুরুষের উচ্চ বর্ণীয়া কন্যাকে বিবাহকরিবার বিধি নাই। সর্ব্বত্রই উচ্চবর্ণীয় পুরুষের নীচবর্ণীয়া কন্যাকে বিবাহকরিবার বিধি আছে। মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, বিষ্ণু, অত্রি, ব্যাস, বশিষ্ঠাদি সমুদয় স্মৃতি ও মহাভারত প্রভৃতি পুরাণে প্রতিলোমজ পুত্রগণের ধর্ম্মাদি উক্ত হইয়াছে, কিন্তু কোথাও প্রতিলোমক্রমে বিবাহবিধি উক্ত

(২১) টীকাকার কুল্লূকভট্ট এখানে বিবাহ অসম্ভব বলিয়াছেন, তথাপি বচনে কন্যাশব্দ প্রযুক্ত থাকাতে এখানেও (প্রতিলোমেও) অনিন্দিত অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য বিবাহ না হইলেও ব্রাহ্মণাদির কন্যাদিগের কন্যাবস্থাতেই (অদত্তা থাকিতেই) নীচবর্ণের পুরুষ ক্ষত্রিয়াদির সহিত নিন্দিত অর্থাৎ গান্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ অবশ্যই হইত, এ জন্যই এখানেও বচনে কন্যাশব্দ প্রযুক্ত আছে এইরূপ বুঝিতে হইবে।

"কন্যাশব্দশ্চাত্র প্রকরণাদননুভূতসম্ভোগাসু স্ত্রীষু বর্ত্ততে। ... ...। নান্যেন বিবাহোঽস্তি সত্যপি কন্যাত্বে ॥" (৩অ, মনুসংহিতার ১০ শ্লোকের মেধাতিথি ভাষ্য)। "অকন্যাত্বাদবিবাহ্যতয়ৈব ন পত্না ইতি।" (মনুসংহিতা ১০অ, ৫শ্লোক, মেধাতিথি ভাষ্য)।

এই মেধাতিথির ভাষ্য দ্বারা ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, যে বচনেই কন্যাশব্দ উক্ত থাকিবে, সেইখানেই বুঝিতে হইবে, উক্ত স্ত্রী অন্যের বিবাহিতা বা সম্ভোগ্যা নহে, এবং তাঁহাতে ব্রাহ্মণাদির মধ্যে কাহারও কর্ত্তৃক পুত্রোৎপাদনের প্রসঙ্গ দেখিলেই বুঝিতে হইবে ঐ কন্যা সেই পুরুষেরই পত্নী ; এমতাবস্থায় টীকাকার কুল্লূক ভট্টের 'অত্র বিবাহাসম্ভবাৎ' ইহার অর্থ এই যে প্রতিলোমে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য এই চারি অনিন্দিত (মন্ত্র ও যাগাদিযুক্ত) বিবাহ অসম্ভব। প্রতিলোমক্রমেও শাস্ত্রোক্ত আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ প্রভৃতি নিন্দিত বিবাহচতুষ্টয় নিশ্চয়ই হইত, অন্যথা ঐ সকল বিবাহের স্থল কোথায় ? প্রাচীনকালে যে ঐ সকল নিন্দিত বিবাহ হইত, তাহাতে কন্যা পিতাকর্ত্তৃক মন্ত্রাদিদ্বারা প্রদত্তা না হওয়াতে শাস্ত্রকারেরা ঐ সকলকে প্রকৃত বিবাহমধ্যে গণনা করেন নাই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল নিন্দিত বিবাহসম্বন্ধে স্ত্রীপুরুষেরাও যাবজ্জীবন পতি-ও-পত্নীরূপে অবস্থিতি করিতেন। সুতরাং কন্যাশব্দের প্রয়োগ এখানেও যে সঙ্গত মতেই হইয়াছে, এবং সূতাদি প্রতিলোমজাত সন্তানগণও যে এককালীন বিবাহসম্বন্ধবিবর্জ্জিত স্ত্রীপুরুষ হইতে নহে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

হয় নাই। তাহা না হইলেও প্রতিলোমক্রমে অনিন্দিত বিবাহ যে একেবারেই হইত না তাহা নহে। মহাভারত-ও-হরিবংশ-পাঠে জানা যায় যে, শুক্রাচার্য্যের কন্যাকে যযাতি ও শুকদেবের কন্যাকে অনূহ নৃপতি বিবাহ-করেন। ঐ বিবাহকে বা তদুৎপন্ন সন্তানকে (যদু, তুর্ব্বসু ও ব্রহ্মদত্ত প্রভৃতিকে) নিন্দিত বলিয়া শাস্ত্রের কোথাও উক্ত হয় নাই। ইহাতে ব্যক্ত হয়, বিশেষ বিশেষ স্থলে প্রতিলোমক্রমেও দুই একটি নিন্দিত বিবাহ যেমন ঘটিত, তেমনি ক্বচিৎ ক্বচিৎ স্থলবিশেষে সবর্ণে ও অনুলোমক্রমেও যে দুই একটি নিন্দিত বিবাহ না হইত তাহাও নহে। কিন্তু উহাতে শাস্ত্রবিধি থাকাতে বুঝিতে পারা যায় এবং পুরাণাদি শাস্ত্রের অনেক স্থলে প্রমাণও পাওয়া যায় যে, প্রথমে সবর্ণে বা অনুলোমে ঐ সকল নিন্দিত বিবাহ ঘটিলেও পরে তাহাতে মন্ত্র, যাগাদি প্রযুক্ত হইত। আর প্রতিলোমক্রমে বিবাহের বিধি শাস্ত্রে না থাকাতে ঐরূপে যে সকল নিন্দিত বিবাহ হইত তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই মন্ত্রাদি প্রযুক্ত হইত না; প্রাচীনকালের সবর্ণ আর অনুলোম বিবাহের সহিত প্রতিলোম বিবাহের এই-মাত্র প্রভেদ ছিল। যাহা হউক, এই অধ্যায়ের ২৬টীকাধৃত শাস্ত্রীয় অনুলোম বিবাহের বিধি এবং মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের উপরি উক্ত ৮ শ্লোকোক্ত অম্বষ্ঠোৎপত্তিবিষয়ক বচনের দ্বারা উপলব্ধি অর্থাৎ এই ইতিহাস পরিস্ফুট হয় যে, সত্যযুগে ভগবান্ মনুরও পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা যে বৈশ্যকন্যাদিগকে বিবাহ করিতেন, অম্বষ্ঠেরা উক্ত বিবাহিতা পুরুষ ও স্ত্রীদিগের (পতি ও পত্নীগণের) সন্তান।

উপরে শাস্ত্রীয় প্রমাণাবলী দ্বারা যাহা দেখান হইল, তাহাতে এবং এই অধ্যায়ের ২৬টীকাধৃত বিবাহবিষয়ক বচনাবলীতে প্রকাশ পাইতেছে যে, প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণ যে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রকন্যাদিগকে বিবাহ করিতেন তাহারই নাম অনুলোম বিবাহ। উক্ত বিবাহের নাম অনুলোম বিবাহ হইলেই, ইহাও প্রকাশ পায় যে, ব্রাহ্মণপ্রভৃতি যে ক্ষত্রিয় প্রভৃতির কন্যাদিগকে বিবাহ করিতেন উক্ত কন্যাগণ ব্রাহ্মণাদির পরবর্ণে, এবং একবর্ণ ও দুই বর্ণ ব্যবধান বর্ণে উৎপন্না বলিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণাদির অনুলোমা, অনন্তর-জাতা, অনন্তরজা, একান্তরজা ও দ্ব্যন্তরজা, অনন্তরা, একান্তরা ও দ্ব্যন্তরা নাম্নী পত্নী। তাঁহাদের ঐসকল আখ্যা একমাত্র অনুলোম বিবাহ হইতে উৎপন্ন

হইয়াছে। অতএব মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রের যে সকল শ্লোকে ও তাহার ভাষ্য টীকাতে, অনুলোমা, অনন্তরজাতা, অনন্তরজা, দ্ব্যন্তরজা, দ্ব্যেকান্তরজা, দ্ব্যেকান্তরা, অনন্তরা, একান্তরা, দ্ব্যন্তরা, অনন্তরজ, একান্তরজ, অনুলোমজ প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত আছে, তৎসমুদয়ের অর্থ ব্রাহ্মণাদির অনুলোম বিবাহিতা পত্নী ও তদুৎপন্ন সন্তান (২২)। এমতাবস্থায় আমরা পূর্ব্বে মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৮শ্লোকের মেধাতিথি ভাষ্যের "ব্রাহ্মণস্য একান্তরা বৈশ্যা"র অর্থ যে ব্রাহ্মণের ভার্য্যা বলিয়াছি, তাহা একান্তই সত্য হইতেছে। এতক্ষণ শাস্ত্রীয় প্রমাণাবলম্বনে যে সত্য প্রদর্শিত হইল তাহাতে আর্য্যশাস্ত্রকারদিগের এই অভিপ্রায় পরিস্ফুট হয় যে, শাস্ত্রের যে স্থলেই অনুলোমা ও অনুলোমজ প্রভৃতি পূর্ব্বপ্রদর্শিত শব্দগুলি আমরা দেখিব, সেই স্থলেই তাহার অর্থ অনুলোম বিবাহিতা পত্নী ও তদুৎপন্ন সন্তান।

ব্রাহ্মণের স্বীয় বিবাহিতা বৈশ্যকন্যা পত্নীতে ব্রাহ্মণ স্বামী কর্তৃক অম্বষ্ঠের উৎপত্তি সত্যযুগে হইয়াছে তাহা প্রদর্শিত হইল। সত্যযুগে হইয়াছে, ইহার অর্থ সত্যযুগে আরম্ভ হইয়াছে, যেহেতু ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—

(২২) "স্ত্রীষনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।" ইত্যাদি। ৬।
"অনন্তরাসু জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ।
দ্ব্যেকান্তরাসু জাতানাং ধর্ম্ম্যং বিদ্যাদিমং বিধিম্ ॥ ৭ ॥"

এই দুই শ্লোকের ভাষ্য, টীকা (৭অধ্যায়ধৃত) এবং ১৩।১৪।১৫।৮।৯।১০।১১।১২।৪১ প্রভৃতি শ্লোক দেখ। ১০অ, মনুসংহিতা। ২৪অ, বিষ্ণুসংহিতার ১ শ্লোক, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার ১ অধ্যায়ের ৫৭ শ্লোক ও ব্যাস, কাত্যায়ন, বশিষ্ঠ, শঙ্খসংহিতা ও মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্ব বিবাহবিধি দেখ।

ব্রাহ্মণস্যানুলোম্যেন স্ত্রিয়োঽন্যাস্তিস্র এব তু।
দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্যান্যে বৈশ্যস্যৈকা প্রকীর্ত্তিতা ॥

অম্বষ্ঠদীপিকাধৃত, নারদসংহিতা বচন।

অনুলোমানন্তরৈকান্তরদ্ব্যন্তরাসু জাতাঃ সবর্ণাম্বষ্ঠোগ্রনিষাদদৌষ্মন্তপারশবাঃ।

৪অ, গৌতমসংহিতা।

অনুলোমশব্দ হইতেই যে সর্ব্বত্র "আনুলোম্যেন" "আনুপূর্ব্বেণ" ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা সকলেরই মনে করা কর্ত্তব্য।

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।"

ইত্যাদি। ৮। ১০ম, মনুসংহিতা।

এই "জায়তে" ক্রিয়া বর্ত্তমানকালের। ভাষ্যকার মেধাতিথি যে উহার ভূতকালে "জাতঃ" (২৩) অর্থ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই, এবং সেই অর্থেই স্থানে স্থানে অযথা বঙ্গানুবাদও হইয়াছে। উহাতে প্রথমতঃ এই সংস্থাপিত হইয়াছে যে, সত্যযুগে উক্ত একটিমাত্র অম্বষ্ঠনামা পুত্র হইয়াছিল, তাহারই সন্তানপরম্পরা অম্বষ্ঠজাতি। অম্বষ্ঠজাতির আদিপুরুষ একজন অম্বষ্ঠ; এই কুসংস্কারের অনুবর্ত্তী হইয়া কল্পনা ও অম্বষ্ঠদিগের অযথাকুৎসাপ্রিয় গ্রন্থকারগণ আপন আপন ইচ্ছামত অনেক গ্রন্থেই (পুরাণ, পুস্তক প্রবন্ধাদিতেই) কল্পিত উপায়ে অম্বষ্ঠজাতির একটিমাত্র আদিপুরুষ অম্বষ্ঠ সৃষ্টি করিয়াছেন (২৪)। যাহা হউক, প্রকৃতপ্রস্তাবে "জায়তে" এই ক্রিয়াটী নিত্যপ্রবৃত্ত-বর্ত্তমানকালার্থে (২৫) প্রযুক্ত হইয়াছে। উহার অর্থ, অম্বষ্ঠনামা পুত্রের জন্ম হইতেছে, অর্থাৎ মনুরও পূর্ব্ব হইতে এ পর্য্যন্ত (মনুর সময় পর্য্যন্ত) উক্ত প্রকারে অম্বষ্ঠসংজ্ঞক পুত্রেরা জন্মগ্রহণ করিতেছে, এই কথা সত্যযুগের মনু উক্ত "জায়তে" ক্রিয়ার দ্বারা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এখানে অম্বষ্ঠশব্দ বহুজনখ্যাপক হইয়াও মনুষ্যশব্দের ন্যায় একবচনান্তরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। "অম্বষ্ঠো নাম জায়তে" ইহার অর্থ, অম্বষ্ঠাখ্যা বহুপুত্রের জন্ম হইতেছে বা হইয়া থাকে। যখন বহুশাস্ত্র দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে, সত্য হইতে এই কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত উপরি উক্ত

(২৩) "একান্তরা ব্রাহ্মণস্য বৈশ্যা তত্র জাতোঽম্বষ্ঠঃ।" মেধাতিথি।

টীকাকার কুল্লুকভট্ট উক্ত "জায়তে" ক্রিয়ার "জাতঃ" অর্থ করেন নাই। "জায়তে" "উৎপাদ্যতে" ইত্যাদি বর্ত্তমান কালখ্যাপক ক্রিয়াই ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমরা উক্ত জায়তে ক্রিয়ার যে অর্থ করিতেছি ১০ অধ্যায়ের অম্বষ্ঠবিষয়ক কোন শ্লোকের ব্যাখ্যাতে তিনি তাহার বিন্দুবিসর্গও ব্যক্ত করেন নাই। তবে ভাবে বুঝা যায় যে আমাদের (প্রদর্শিত) সিদ্ধান্ত তাঁহার মতের বিপরীত নহে।

(২৪) স্কন্দপুরাণ বিবরণ খণ্ডীয় ও রেবাখণ্ডীয় এবং পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতির বৈদ্যোৎপত্তি ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, জাতিমালা ও বৈদ্যরহস্য দেখ।

(২৫) "বর্ত্তমানকাল তিন ভাগে বিভক্ত; বিশুদ্ধ বর্ত্তমান, নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান এবং ভূতাসন্ন ও ভবিষ্যদাসন্ন বর্ত্তমান।" ইত্যাদি। ৭৯পৃঃ সাহিত্যপ্রবেশ ব্যাকরণ।

অনুলোম বিবাহ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যগণের, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রকন্যাদিগকে বিবাহ-করা) আর্য্যসমাজে প্রচলিত ছিল,(২৬) তখন বুঝিতে হইবে, বল্লালসেন কিংবা দেবীবর প্রভৃতি ঘটকদিগের সময় হইতে ব্রাহ্মণদিগের কুলীন পুরুষ আর শ্রোত্রিয়কন্যাতে (পতি-পত্নীতে) যেমন কুলীন ব্রাহ্মণের জন্ম অর্থাৎ কুলীন সন্তানগণের উৎপত্তি হইয়া আসিতেছে, তেমনি সত্যযুগে মনুর এবং মনুসংহিতারও পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়া সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত (অর্থাৎ অসবর্ণ অনুলোমবিবাহ বন্ধ না হওয়া অবধি) এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ব্রাহ্মণের অনুলোমবিবাহিতা বৈশ্যকন্যাপত্নীতে ব্রাহ্মণ স্বামী হইতে অম্বষ্ঠনামা ব্রাহ্মণপুত্রগণের জন্ম হইয়াছে। গৌতমসংহিতাতে অম্বষ্ঠাদির উৎপত্তিবিষয়ক

---

(২৬) "সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ ॥ ১২ ॥
শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুস্তাশ্চ স্বাপাগ্রজন্মনঃ ॥ ১৩ ॥" ৩অ, মনুসং।

"অথ ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুক্রমেণ চ তিস্রো ভার্য্যা ভবন্তি। ১।" ২।৩।৪ শ্লোক দেখ।
২৪অ, বিষ্ণুসংহিতা।

৫৭।৫৮ শ্লোক ১অ যাজ্ঞবল্ক্য, ১১শ্লোক ১অ ব্যাস, ৬।৭।৮ শ্লোক ৪অ শঙ্খসংহিতা দেখ।

"তিস্রো ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য চ।
বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমং পিতুঃ ॥"
৪৪অ, অনুশাসনপর্ব্ব মহাভারত।

"চতস্রো বিহিতা ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য যুধিষ্ঠির।
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চ রতিমিচ্ছতঃ ॥" অনুশাসনপর্ব্ব মহাভারত।

"কলৌ ত্বসবর্ণায়া অবিবাহ্যত্বমাহ বৃহন্নারদীয়ং।............। দ্বিজানামসবর্ণানাং কন্যাস্বুপযমস্তথা।............। এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ। নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ। সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবৎ ভবেৎ"
রঘুনন্দনভট্টাচার্য্যকৃত অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি। উদ্বাহতত্ত্ব।

মনুসংহিতা সত্যযুগের ও মহাভারত কলিযুগের শাস্ত্র. এই উভয় দ্বারাই এবং উদ্বাহতত্ত্বধৃত বৃহন্নারদীয় পুরাণের বচন দ্বারাই বুঝিতে পারা যায় যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত অনুলোম (অসবর্ণ) বিবাহ আর্য্যদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পৌরাণিকদিগের অনুশাসন দ্বারা তাহা আর্য্যসমাজ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। এবিষয়ে অতিরিক্ত প্রমাণ দেওয়া অনাবশ্যক।

বচনে অতীতকালের ক্রিয়া প্রযুক্ত থাকিলেও তাহাকে অদ্যতন (২৭) ভূত মনে করিতে হইবে। উহার দ্বারা অম্বষ্ঠের উৎপত্তি অতীতকালে একসময়ে হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত করিলে ব্রাহ্মণের উৎপত্তির নিবৃত্তিও গৌতমের পূর্ব্বেই হওয়া সাব্যস্ত হয় (২৮)।

স্কন্দপুরাণীয় বিবরণখণ্ডের বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণে ব্রাহ্মণদিগের বিবাহিতা

---

(২৭) "অতীতকাল চতুর্ব্বিধ; অদ্যতন, অনদ্যতন, পরোক্ষ ও পুরানিত্যবৃত্ত।" ৮০পৃঃ, সাহিত্যপ্রবেশ ব্যাকরণ। কলাপ, রত্নমালা, মুগ্ধবোধ ও পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণ দেখ।

(২৮) এই স্থলে মূলে আমরা বলিয়াছি যে, মনুরও পূর্ব্বে অম্বষ্ঠের জন্ম হওয়া আরম্ভ হইয়াছে। ইহা শুনিয়া কেহ বলিতে পারেন, মনুর সন্তানগণই মানব, অম্বষ্ঠগণ মানববিধায় কিপ্রকারে মনু আর মনুসংহিতা হইতে প্রাচীন হইতে পারেন? ইহার উত্তর এই যে, মনুসংহিতার ১ অধ্যায়ের ২ শ্লোকের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র তাঁহার পূর্ব্বেই হইয়াছে। সংহিতামধ্যেও তিনি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির উৎপত্তি, ধর্ম্ম এবং অম্বষ্ঠাদির উৎপত্তি বলিয়াছেন। সুতরাং ইঁহারা যে সংহিতাকর্ত্তা মনুর পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাতে আপত্তি কারণশূন্য বলিয়া নির্ণীত হইল। মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের ৫৮।৫৯।১১৯ শ্লোকে আছে, স্বায়ম্ভুব মনুও মনুসংহিতার সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, তিনিও তাঁহার পিতামহ সৃষ্টিকর্ত্তা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার নিকট মনুসংহিতা অধ্যয়ন করেন, এবং তিনি আপন পুত্র মরীচি ও ভৃগু প্রভৃতিকে অধ্যয়ন করান। ভৃগু অন্যান্য মহর্ষিদিগকে মনুসংহিতা বলেন। ১ অধ্যায়ের ৬১।৬২।৬৩ শ্লোকে আছে, মনু একজন নহেন, সাতজন। এই সমুদয় শ্লোকার্থ পর্য্যালোচনা করিলে ও মনুসংহিতার প্রতি অধ্যায়ে উহা ভৃগুপ্রোক্ত বলিয়া উক্ত হওয়াতে শেষ এই ইতিহাসটি পাওয়া যায় যে, মনুসংহিতাও বেদের ন্যায় বহুকালে বহু মনুদ্বারা রচিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া শেষে ভৃগুনামক মুনিকর্ত্তৃক সত্যযুগেই সমাপ্ত ও প্রচারিত হয়। আর মনুসংহিতার মতেই যখন মনু সাত জন, সাত জনই যখন প্রজাসৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া উক্ত আছে, তখন উপলব্ধি হয় যে, একমাত্র মনু হইতেই একসময়েই "মনোরপত্যং" এই অর্থে মানব-শব্দ হয় নাই। প্রত্যেক মনু হইতেই মানব হইয়াছে। সংহিতাকর্ত্তা অর্থাৎ ঋষিদিগকে মনুসংহিতা যিনি বলা আরম্ভ করেন তাঁহার পূর্ব্বেও মনু থাকা যখন মনুসংহিতাদ্বারা সাব্যস্ত হয়, তখন মনুর পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেই মানব হইতে পারে না, ইহার কোন যুক্তি নাই।

"ব্রাহ্মণ্যাজীজনৎ পুত্রান্ বর্ণেভ্যঃ আনুপূর্ব্ব্যাৎ ব্রাহ্মণসূতমাগধচাণ্ডালান্ তেভ্য এব ক্ষত্রিয়া মূর্দ্ধাভিষিক্তক্ষত্রিয়ধীবরপুক্কশান্ তেভ্য এব বৈশ্যাম্বষ্ঠভৃজ্জকণ্টকমাহিষ্যবৈশ্যবৈদেহান্।" ইত্যাদি। ৪অ, গৌতমসংহিতা।

স্ত্রী বৈশ্যকন্যাতে অম্বষ্ঠদিগের উৎপত্তি স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে (২৯)। উক্ত প্রকরণের প্রথমে পৌরাণিকগণের স্বভাবোচিত অলৌকিক বর্ণনা থাকিলেও উহার মধ্যে ও শেষভাগে অম্বষ্ঠদিগের উৎপত্তির ইতিহাস রহিয়াছে, তাহার

---

(২৯) ১। "আলমায়নগোত্রসম্ভূতো বিভাণ্ডকো দ্বিজোত্তমঃ।
বারুণাবেদমাশ্রিত্য যজুর্বেদপরায়ণঃ॥ ৯০॥
ব্যুবাহ বৈশ্যকন্যাঞ্চ মালিকাং নাম সুন্দরীম্।
পুত্রৈকোঽজনয়ত্তস্যাং দেবো নামেতি বিশ্রুতঃ॥ ৯১॥

২। জমদগ্নিগোত্রসম্ভূতঃ সাণ্ডকশ্চ দ্বিজোত্তমঃ।
কুৎসদেশং সমাশ্রিত্য সামবেদী দ্বিজোত্তমঃ॥ ৯৩॥
উবাহ বৈশ্যকন্যাঞ্চ বেটিকাং নাম সুন্দরীম্।
পুত্র একোঽভবত্তস্য ধরো নামেতি বিশ্রুতঃ॥ ৯৪॥

৩। বিষ্ণুগোত্রসমূদ্ভূতো বিরজো নাম দ্বিজোত্তমঃ।
মহারণ্যনিবাসী চ ঋগ্বেদেঽপি সুশিক্ষিতঃ॥ ৯৬॥
উবাহ বৈশ্যকন্যাঞ্চ বিমলাং নাম সুন্দরীম্।
পুত্র একোঽভবত্তস্য চন্দ্রনামেতি বিশ্রুতঃ॥ ৯৭॥

৪। আঙ্গিরসকুলোদ্ভূতো হস্কদেশনিবাসী চ।
আঙ্গিরস ইতিখ্যাতো ধর্ম্মবান্ মুনিপুঙ্গবঃ॥ ১০৭।
ব্যুবাহ বৈশ্যকন্যাঞ্চ সুন্দরীং রতিরঙ্গিণাম্।
পুত্র একোঽভবত্তস্য নাম্না রক্ষিতো বিশ্রুতঃ॥ ১০৮॥

৫। গৌতমস্য মুনের্গোত্রে বিপ্রো বেদবিচক্ষণঃ।
দারিভাখ্যে তু দেশেঽসৌ যত্নাৎ কৃতনিকেতনঃ॥ ১০৯॥
উবাহ বৈশ্যকন্যাঞ্চ সাবিত্রীং নাম সুন্দরীম্।
একপুত্রোঽভবজ্জাতো নাম্নাকর ইতি স্মৃতঃ॥ ১১০॥
সেনোদাসশ্চ গুপ্তস্য দেবো দত্তো ধরঃ করঃ।
কুণ্ডশ্চন্দ্রোরক্ষিতশ্চ রাজসোমৌ তথাপি চ॥ ৫২॥
নন্দী কশ্চিৎ কুলান্যেব অম্বষ্ঠানাং ক্রমাগতঃ॥ ৫৩॥
পরাশরকুলোদ্ভূতঃ পরাশরেতি বিশ্রুতঃ।
উপযেমে বৈশ্যকন্যাং শীলানাম্নীং পতিব্রতাম্॥ ১০৯॥" ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন ১১২।১১৩।১১৪।১১৫।১১৬।১১৭।১১৮ ও ১ হইতে ৯ শ্লোক দেখ। বৈদ্যোৎপত্তি-প্রকরণ, বিবরণখণ্ড, স্কন্দপুরাণ।

সহিত মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র ও মহাভারতোক্ত অম্বষ্ঠদিগের উৎপত্তির ইতিহাসের একতা থাকায় তাহা অবিশ্বাসকরিবার কোন হেতু নাই। মহাভারতকারও ব্রাহ্মণের অনুলোমবিবাহিতা স্ত্রী বৈশ্যকন্যাতে অম্বষ্ঠের জন্ম বলিয়াছেন (৩০)। মহাভারত ও স্কন্দপুরাণ উভয়ই এই কলিযুগের লিখিত গ্রন্থ (৩১)। অতএব স্কন্দপুরাণের বিবরণখণ্ডীয় বৈদ্যোৎপত্তির শেষভাগ (প্রথম অধ্যায়ের শেষভাগ ও দ্বিতীয় অধ্যায়) সত্য সত্যই যে অম্বষ্ঠদিগের উৎপত্তি-বিবরণ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত ও মহাভারতীয় অম্বষ্ঠোৎপত্তিবৃত্তান্তের সহিত উপরি উক্ত স্কন্দ-

---

(৩০) তিস্রো ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য চ।
বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমং পিতুঃ॥"

৪৪অ, অনুশাসনপর্ব্ব, মহাভারত।

"ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যাদসংশয়ম্।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাদ্বৈশ্যায়ামপি চৈবহি॥"

৪৭অ, অনুশাসনপর্ব্ব, মহাভারত।

উদ্ধৃত মহাভারতবচনের সঙ্গে মনুসংহিতা প্রভৃতির অম্বষ্ঠবিষয়ক বচনের ঐক্য করিলেই বুঝা যায় যে, মনু প্রভৃতি যাহাকে ব্রাহ্মণের পুত্র অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, মহাভারতকার তাহাকেই (অর্থাৎ মন্বাদি শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণের বৈশ্যকন্যা পত্নীতে জাত সন্তানই) ব্রাহ্মণ বলিতেছেন। যদি মন্বাদি শাস্ত্র দ্বারা এই পুস্তকের সর্ব্বত্র অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণজাতিত্বের প্রমাণ আমরা না দিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা যে বলিয়াছি, মহাভারতকারও অম্বষ্ঠের উৎপত্তি বলিয়াছেন তাহাতে দোষ ঘটিত।

(৩১) "শতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরু পাণ্ডবাঃ॥"

প্রথম তরঙ্গ, কহ্লণ রাজতরঙ্গিণী।

"অথাতো হিমশৈলাগ্রে দেবদারুবনালয়ে।
ব্যাসমেকান্তমাসীনমপৃচ্ছন্নৃষয়ঃ পুরা।
মানুষাণাং হিতং ধর্ম্মং বর্ত্তমানে কলৌ যুগে।
শৌচাচারং যথাবচ্চ বদ সত্যবতীসুত॥" ১অ, পরাশরসংহিতা।

কুরুপাণ্ডব ও মহাভারতরচয়িতা ব্যাস যখন এই কলিযুগের হইতেছেন, তখন মহাভারত আর স্কন্দপুরাণের সৃষ্টি যে এই কলিতে হইয়াছে তাহা কে না স্বীকার করিবেন?

পুরাণীয় বৈদ্যোৎপত্তির ইতিহাসের যোগ করিলে স্কন্দপুরাণীয় বৈদ্যোৎপত্তির বৃত্তান্তের একটি বিশেষত্ব এই উপলব্ধি হয় যে, উক্ত পুরাণকার যে বলিয়াছেন, উহাতে সত্যযুগের ইতিহাস বর্ণিত হইল তাহা মিথ্যা (৩২)। বাস্তবিকপক্ষে উহা যে সত্যযুগের অম্বষ্ঠদিগের উৎপত্তি নহে, তাহা উক্ত প্রকরণের পূর্ব্বাপর রচনাপ্রণালীর অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। উক্ত প্রকরণে স্কন্দপুরাণকার বলিতেছেন, শক্তি, ধন্বন্তরি, মৌদ্গল্য, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ ও শাণ্ডিল্য প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি গোত্রীয় ব্রাহ্মণ মহর্ষিগণের অনুলোমবিবাহিতা বৈশ্যকন্যাপত্নীতে সেননামা অম্বষ্ঠ পাঁচজন, দাস বা দাশনামা তিনজন, গুপ্ত নামে একজন, দেবনামক চারিজন, দত্ত তিনজন, করনামক দুই জন, ধরনামে দুই জন, চণ্ডনামে এক জন, কুণ্ড দুই জন, রক্ষিত দুই জন, নন্দী দুই জন, রাজ এক জন, সোমনামে দুই জন, সমুদয়ে এই ত্রিশ জন অম্বষ্ঠ সত্যযুগে জন্মগ্রহণ করেন (৩৩); এবং ইঁহাদেরই পৃথক্ পৃথক্ বংশ পৃথিবীতে বিস্তৃত হয় ও

---

(৩২) মনু প্রভৃতি সংহিতা আর মহাভারত দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির প্রথম পর্য্যন্ত অম্বষ্ঠের উৎপত্তি হইয়াছে। স্কন্দপুরাণ বলিতেছেন, কেবল সত্যযুগে মাত্র উৎপত্তি হয়। এতগুলিন প্রাচীন প্রামাণ্য শাস্ত্রের কথা আলোচনা করিয়া একমাত্র স্কন্দপুরাণে বিশ্বাস করা যায় না।

(৩৩) "গঙ্গা যমুনয়োর্ম্মধ্যে পুণ্যভূমিনিবাসিনঃ।
পঞ্চবিংশতিসুতাস্তাসাং ব্রাহ্মণশ্চ মুনিসত্তমাঃ॥ ৪৪॥
শক্তিগোত্রে চ গান্ধারী মলয়া ধন্বন্তরৌ তথা।
কাশ্যপগোত্রে সুতৃষ্ণা চ বিষ্ণুগোত্রে চ বিমলা॥ ৪৫॥" ইত্যাদি।

৪৬।৪৭।৪৮।৪৯।৫০।৫১।৫২ শ্লোক দেখ।

বিবরণখণ্ড, বৈদ্যোৎপত্তি স্কন্দপুরাণ।

"শক্তিগোত্রেঽভবৎ সেনঃ প্রধানঃ কুলনায়কঃ। ইত্যাদি।
তস্যাং স জনয়ামাস ধন্বন্তরিঃ সেনসংজ্ঞকম্। ইত্যাদি।
তস্যাং জাতৌ সেনদাসৌ চায়ুর্ব্বেদবিচারকৌ। ইত্যাদি।
তস্মাজ্জাতাঃ সপ্তপুত্রা নানাগুণসমন্বিতাঃ।
গুপ্ত-দত্ত-দেব-দাস-কুণ্ড-নন্দি-সসোমকাঃ॥"

বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণ, বিবরণখণ্ড, স্কন্দপুরাণ।

বৈদ্যপুরাবৃত্তের ব্রাহ্মণাংশের উত্তরখণ্ড, পৌরাণিক বৈদ্যোৎপত্তি অধ্যায়ধৃত উক্ত বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণ দেখ।

ইঁহাদিগের সন্তানগণের বংশগত (আপন আপন পিতৃপুরুষের নাম) উপাধি অর্থাৎ সেন, দাস, গুপ্ত, দেব, দত্ত, ধর, কর, নন্দী, চন্দ্র, কুণ্ড, রাজ, সোম ও রক্ষিত (৩৪) প্রভৃতির সন্তানগণের উপাধিও সেন, দাস, গুপ্ত, দেব, দত্ত, ধর, কর প্রভৃতি।

বর্ত্তমান যুগের অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) দিগের মধ্যে স্কন্দপুরাণ বিবরণখণ্ডীয় বৈদ্যোৎপত্তি প্রকরণোক্ত পঞ্চবিংশতি গোত্রের চতুর্ব্বিংশতি গোত্রেও সেন, দাস, গুপ্ত, দেব, দত্ত প্রভৃতির উপাধি (পদ্ধতি) থাকায়, পুরাণকারের এই অংশকে একান্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু উপরি উক্ত সেন, দাস, গুপ্ত প্রভৃতির উপাধিও সেন-দাস-গুপ্ত-প্রভৃতি হওয়ায় তাঁহাদের (স্কন্দপুরাণীয় বৈদ্যোৎপত্তি প্রকরণোক্ত সেন দাস গুপ্ত প্রভৃতি অম্বষ্ঠগণের) জন্ম যে, সত্য ত্রেতা দ্বাপরযুগে হয় নাই, এই কলিযুগের শক্তৃধর, ধন্বন্তরি, কাশ্যপ প্রভৃতি (৩৫) নামা ব্রাহ্মণ মহর্ষিগণের অনুলোমবিবাহিতা বৈশ্যকন্যা পত্নীতে

---

(৩৪) "সেনদাসৌ গুপ্তসংজ্ঞো দেবদত্তৌ ধরঃ করঃ।
কুণ্ডশ্চন্দ্রোরক্ষিতশ্চ রাজসোমৌ তথাপি চ॥ ৫২॥
নন্দী কশ্চিৎ কুলান্যেব অম্বষ্ঠানাং ক্রমাগতঃ। ইত্যাদি। ৫৩।
ইতি তে কথিতোভূপ! অম্বষ্ঠবংশনির্ণয়ঃ।
বৈদ্যানাং পদ্ধতির্যেষাং কথয়ামি বিশেষতঃ॥ ১২৭।
সেনো দাসৌ চ গুপ্তশ্চ দেবোদত্তো ধরঃ করঃ।
কুণ্ডশ্চন্দ্রো রক্ষিতশ্চ রাজঃ সোমস্তথাপি চ॥ ১২৮॥
নন্দী চ কথিতাঃ সর্ব্বে পদ্ধতীনাং ত্রয়োদশ।
পৃথক্ কুলানি ভজন্তে বিভবঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥" ১২৯॥
বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণ, বিবরণখণ্ড, স্কন্দপু।

স্কন্দপুরাণকার এখানে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ব্যক্ত হয় যে উক্ত সেনদাস প্রভৃতির সন্তানগণের পদ্ধতিও সেনদাস গুপ্ত। এদেশের অম্বষ্ঠের (বৈদ্যের) মধ্যেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩৫) "শক্তৃধরমুনির্নাম শক্তিগোত্রসমুদ্ভবঃ।
চতুর্ব্বেদবিচারজ্ঞঃ কান্যকুব্জনিকেতনঃ॥ ৬৮॥"

স্কন্দপুরাণীয় বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণের এই শ্লোক এবং এই অধ্যায়ের ২৯।৩৩ প্রভৃতি টীকাধৃত শ্লোকাবলির দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে, উক্ত শক্তৃধর, ধন্বন্তরি, কাশ্যপ, মৌদ্গাল্য

হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় (৩৬)। সত্য ত্রেতা দ্বাপর এবং কলিযুগের প্রথম অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের সময় পর্য্যন্ত পূর্ব্বপুরুষের নামানুসারে এক একটি বংশের সৃষ্টি হওয়া জানা যায় (৩৭); কিন্তু পূর্ব্বপুরুষের নাম উপাধি-রূপে ব্যবহারের নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং উহা এই কলিযুগেই

প্রভৃতি মুনিগণ, শক্তৃ, ধন্বন্তরি, কাশ্যপ মৌদ্গাল্য, প্রভৃতি গোত্রজমাত্র। ইঁহারা কেহই সত্যযুগের অত্রি, বশিষ্ঠ প্রভৃতির অন্তর্গত মুনি নহেন। মৎস্যপুরাণে যে ভৃগুবংশ উক্ত হইয়াছে, তাহাতে ভৃগু হইতে ২৪ পুরুষে সাবর্ণি, ২৫ পুরুষে বিষ্ণু, বাৎস্য, মরীচি হইতে অনেক পুরুষ পরে সালঙ্কায়ন, ভরদ্বাজ ও বহুপুরুষ পরে বশিষ্ঠ, কাশ্যপ ও শাণ্ডিল্যের নাম পাওয়া যায়। এই সকল বংশাবলী যে ধারাবাহিকরূপে লিখিত হয় নাই, কেবলমাত্র গোত্র-কার ঋষিদের নাম লিখা হইয়াছে তাহাও বুঝিতে পারা যায়। পরাশর ব্যাসের পরে ও শক্তি পরাশর ব্যাসের অনেক সন্তান উক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, ৩১টীকায় পরাশরসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের আরম্ভ বাক্যে যখন আমরা পরাশর ব্যাসকে এই কলিতে দেখিতেছি, তখন শক্তি পরাশর প্রভৃতি গোত্রের এই কলিতে, না হয়, কোন গোত্রের সৃষ্টি দ্বাপরযুগে হইয়াছে। এমতাবস্থায় স্কন্দপুরাণীয় বৈদ্যোৎপত্তি সত্যযুগের হইবে কি প্রকারে?

১৯৫।১৯৬।১৯৭।১৯৮।১৯৯।২০০ অধ্যায় মৎস্যপুরাণ দেখ।

(৩৬) পিতৃপুরুষদিগের নাম উপাধি দেখিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি এই জন্য যে, উত্তর পশ্চিম ভারতের বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও মিশ্র, শুক্ল, নায়ক প্রভৃতি উপাধি দেখা যায়, ইহাও যে তাঁহাদের পিতৃপুরুষদিগের নামানুসারেই এই কলিযুগে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মিশ্র উপাধিধারী অনেক ব্রাহ্মণ পালবংশীয় নৃপতিগণের মন্ত্রী ছিলেন, ইহার দ্বারা বুঝা যায়, মিশ্র উপাধির সৃষ্টি উক্ত রাজত্বের বহু পূর্ব্বে হইয়াছে। জগৎপাল, নারায়ণপাল, দেবপাল, স্থিরপাল প্রভৃতি নামের সকলের শেষেই পাল শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে অবশ্যই উক্ত নৃপতিগণও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ পালনামক কোন রাজা হইতে উক্ত পদ্ধতিধারণ করিয়াছিলেন। এদেশীয় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দেখা যায়, গঙ্গা উপাধ্যায়ের সন্তানগণের পদ্ধতি গঙ্গোপাধ্যায়, চট্ট উপাধ্যায়ের সন্তানগণের চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্য উপাধ্যায়ের পুত্রগণের বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্য উপাধ্যায়ের পুত্রগণের উপাধি মুখোপাধ্যায় এবং মৈত্রেয়ের সন্তানগণের পদ্ধতি মৈত্রেয়, লাহেড়ির পুত্রগণের উপাধি লাহেড়ি। ইহাও যে এই কলিযুগের রীতি তাহা বলা বাহুল্য।

(৩৭) ভৃগুবংশ, অত্রিবংশ, সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ, যদুবংশ, কুরুবংশ, সগরবংশ, রঘুবংশ ইত্যাদি।

হইয়াছে (৩৮)। এই একমাত্র প্রমাণ হইতেই পরিব্যক্ত হয় যে, স্কন্দপুরাণীয় বিবরণখণ্ডোক্ত অম্বষ্ঠোৎপত্তি কলিযুগের, সত্যযুগের নহে। আমরা এই অধ্যায়েই উপরে প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছি যে, ব্রাহ্মণের অনুলোমবিবাহিতা বৈশ্যকন্যা ভার্য্যাতে অম্বষ্ঠনামা সন্তানগণের জন্ম, সত্যযুগ হইতে কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত (অনু-লোমক্রমে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিতথাকা অবধি) এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া নিয়তই হইয়াছে (৩৯)। মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে যে অসবর্ণ বিবাহ উক্ত হইয়াছে, এই অধ্যায়ের ২৬টীকাতে তাহা প্রকাশিত আছে। শান্তনু, অনুহ, অর্জ্জুন প্রভৃতি যে অনুলোম প্রতিলোমে অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছেন, তাহার সহিত অনুশাসন-পর্ব্বোক্ত অসবর্ণ বিবাহবিধির ঐক্য করিলে পরিস্ফুট হয়, মহাভারতস্থষ্টির

(৩৮) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি কোন জাতির মধ্যেই পূর্ব্বপুরুষের নাম সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই তিনযুগে উপাধি থাকার নিয়ম কোন শাস্ত্রেই নাই। পূর্ব্বপুরুষের নাম উপাধি (পদ্ধতি) রূপে ব্যবহারের রীতি যে এই কলিযুগে হইয়াছে ৩৬টীকার প্রমাণেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং একমাত্র স্কন্দপুরাণের কথায় সত্যযুগে একমাত্র অম্বষ্ঠের মধ্যে ঐ রীতি অর্থাৎ পদবী থাকা কোন মতেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

(৩৯) "কলৌ ত্বসবর্ণায়া অবিবাহ্যত্বমাহ বৃহন্নারদীয়ম্—

সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
দ্বিজানামসবর্ণানাং কন্যাসূপযমস্তথা॥
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ।
মাংসাদনং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা॥
দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্য চ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ॥
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মখম্।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ।" ... ... ।

"হেমাদ্রিপরাশরভাষ্যয়োরাদিত্যপুরাণম্—

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দ্দত্তকন্যা প্রদীয়তে॥
কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।" ইত্যাদি।
"এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥ উদ্বাহতত্ত্ব,

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্মার্ত্তকৃত, অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি।

কালেও আর্য্যসমাজে অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত ছিল। এই অধ্যায়ের ৩১টীকায় রাজতরঙ্গিণী-বাক্য ও পরাশরসংহিতার প্রারম্ভ-বাক্য দ্বারা মহাভারতরচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের (ব্যাসের) কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর পরেও জীবিত থাকা সাব্যস্ত হয়, বিশেষ হরিবংশ ভবিষ্যপর্ব্বের প্রথম (১৯২ অধ্যায়েই) আমরা উক্ত ব্যাসকে, জনমেজয়কে পর্য্যন্ত উপদেশ দিতে দেখিতেছি। এ অবস্থায় তিনি পাণ্ডবদিগের মহাপ্রস্থানের পরেও অনেক দিন এই পৃথিবীতে ছিলেন বলিয়া প্রমাণ হইতেছে। অতএব মহাভারতের সৃষ্টি, কল্যব্দের ৭০০শত বৎসরের পরে ৮০০শত বৎসরের প্রথমে হইয়াছে এবং সে পর্য্যন্ত যে অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহা মহাভারত দ্বারাই প্রমাণীকৃত হইতেছে।

অগ্নিপুরাণ ও গরুড়পুরাণেও অসবর্ণ বিবাহের বিধি ও ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে (৪০)। বিষ্ণুপুরাণ, আদিত্যপুরাণ, বৃহন্নারদীয়পুরাণ, স্কন্দপুরাণ,

---

এখানে বৃহন্নারদীয়ে এই ইতিহাস পাওয়া যায় যে, অসবর্ণ বিবাহকে কলিযুগের পক্ষে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণ বর্জ্জনীয় বলিয়াছেন। আর আদিত্যপুরাণকার বলিতেছেন, কলির প্রথমে অসবর্ণ বিবাহাদি কর্ম্ম করিতে পণ্ডিতদিগের কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে। কলির আদি বলিতে অবশ্যই কলিযুগারম্ভের প্রথমেই বুঝিতে হইবে, কিন্তু ইহার (এই নিষেধ) দ্বারা অসবর্ণ বিবাহাদি কলির বর্ষগণনায় কত বৎসর পরে আর্য্যসমাজ হইতে উঠিয়া গিয়াছে তাহা নির্ণয় করা যায় না। অধিকন্তু এই অধ্যায়ের ৩১টীকাধৃত প্রমাণে দেখা যায় যে, কল্যব্দের ৬৫৩ বৎসরের পরে পাণ্ডবগণ ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অর্জ্জুন অসবর্ণ বিবাহ করেন, নাগকন্যা উলূপীই তাঁহার অসবর্ণে উৎপন্না পত্নী। রাজর্ষি শান্তনুও দাসকন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেন। শুকদেবের কৃত্বীনাম্নী কন্যাকে ব্রহ্মদত্তের পিতা অণুহ বিবাহ করেন। এসকল বিবাহই অসবর্ণ ও অনুলোম, প্রতিলোম। পাণ্ডবেরা অশ্বমেধ যজ্ঞ ও মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বানপ্রস্থাশ্রমে গমন করেন ও সেই আশ্রমেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এসকল কথা হরিবংশ, মহাভারত আদিপর্ব্ব, অশ্বমেধপর্ব্ব ও স্বর্গারোহণপর্ব্বাদিতে আছে। এমতাবস্থায় কল্যব্দের সহস্রবৎসরের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ সমাজ হইতে উঠিয়া গিয়াছে, তাহা সাব্যস্ত হয় না। হরিবংশের বিষ্ণুপর্ব্বের ১৪১ অধ্যায়ে দেখা যায়, চন্দ্রবংশীয় অণুহপুত্র উক্ত ব্রহ্মদত্ত নৃপতি পঞ্চশত স্ত্রীকে বিবাহ করেন, তন্মধ্যে দুই শত ব্রাহ্মণকন্যা, একশত ক্ষত্রিয়কন্যা, একশত বৈশ্যকন্যা ও একশত শূদ্রকন্যা। ইহার দ্বারা এই কলিযুগে অসবর্ণ অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত থাকা সাব্যস্ত হইতেছে।

(৪০) "বিপ্রশ্চতস্রো বিন্দেত ভার্য্যাস্তিস্রস্তু ভূমিপঃ।
দ্বে চ বৈশ্যো যথাকামং ভার্য্যামেকামপি চান্ত্যজঃ॥ ১॥" ১৫৪অ, অগ্নিপু।

অগ্নিপুরাণ, গরুড়পুরাণ প্রভৃতিতেও মহাভারতের নাম আছে (৪১)। ইহা হইতে এই ইতিহাস পাওয়া যায় যে, অগ্নিপুরাণ, গরুড়পুরাণ, আদিত্যপুরাণ, বৃহন্নারদীয় ও স্কন্দপুরাণ বিষ্ণুপুরাণ হইতে কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী না হইলেও সমসম কালের হইবেই হইবে। অগ্নিপুরাণ, গরুড়পুরাণ ও স্কন্দপুরাণীয় প্রমাণে যখন তৎকালে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত থাকা প্রকাশ, তখন আদিত্যপুরাণ ও বৃহন্নারদীয় পুরাণের সৃষ্টিসময়ে যে অসবর্ণ বিবাহ উঠিয়া যায় নাই, নিষিদ্ধ বচনগুলি যে পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণদিগের রচিত, তাহা একান্তই সত্য কথা। বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশের ৩।৪।৫।৬ অধ্যায় দ্বারা সপ্রমাণ হয়, পরাশর ও তৎপুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এবং তাঁহার কতকগুলি শিষ্য ও অনুশিষ্য দ্বারা সমস্ত বেদ পুরাণ সংহিতা রচিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় পূর্ব্বোক্ত কল্যব্দের ৮০০শত বৎসরের মধ্যেই সমুদয় পুরাণ রচিত হইয়াছিল বুঝিতে হইবে, যেহেতু ইহারও অধিক কাল উক্ত পৌরাণিক ঋষিগণের জীবিত থাকা কোন মতেই সম্ভব হয় না। অতএব এতক্ষণে এইটি নির্ণীত হইল যে, কলিযুগের প্রথমে অর্থাৎ কল্যব্দের পূর্ব্বোক্ত ৮০০ শত বৎসরের মধ্যে কোন এক সময়ে যুধিষ্ঠিরাদির জন্মের পরে (বোধ হয় মহাভারত সৃষ্টিরও পরে) স্কন্দপুরাণের বিবরণখণ্ডোক্ত

"তিস্রোবর্ণানুপূর্ব্বেণ দ্বে তথৈকা যথাক্রমম্।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভার্য্যাঃ স্বাঃ শূদ্রজন্মনঃ॥ ৬॥" ৯৬অ, গরুড়পুরাণ।

* (৪১) "ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা।
অথান্যং নারদীয়ঞ্চ মার্কণ্ডেয়ঞ্চ সপ্তমম্।
আগ্নেয়মষ্টমঞ্চৈব ভবিষ্যং নবমং তথা॥ ২২॥
দশমং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতম্।
বারাহং দ্বাদশঞ্চৈব স্কান্দঞ্চাত্র ত্রয়োদশম্॥ ২৩॥
চতুর্দ্দশং বামনঞ্চ কৌর্ম্মং পঞ্চদশং স্মৃতম্।
মাৎস্যঞ্চ গারুড়ঞ্চৈব ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃপরম্॥ ২৪॥" ৬অ, ৩অং, বিষ্ণুপুরাণ।
"কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্।
কোহন্যো হি ভুবি মৈত্রেয় মহাভারতকৃদ্ভবেৎ॥ ৫॥
তেন ব্যস্তা যথা বেদা মৎপুত্রেণ মহাত্মনা॥ ৬॥ ইত্যাদি।"
৪অ, ৩অং, বিষ্ণুপুরাণ।

অম্বষ্ঠদিগের উৎপত্তি হইয়াছে (৪২)। বর্ত্তমান কল্যব্দ ৫০০৫ বৎসরের মধ্যে উক্ত ৮০০শত বিয়োগ করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, উহা অদ্য হইতে ৪২০৫ বৎসরের পূর্ব্বের ইতিহাস। যে অভিপ্রায়ে স্কন্দপুরাণকার কলিযুগের সেন

(৪২) বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের ভবিষ্যন্নৃপতি বৃত্তান্তে কল্যব্দের ৩৮০০।৩৭৫৫ বর্ষ পর্য্যন্ত মগধের সিংহাসনে জরাসন্ধবংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকাল বর্ণিত হইয়াছে। পাণ্ডবগণের সমকালের পরাশর ও ব্যাস তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী এত দীর্ঘকালের ইতিহাস বলিয়াছেন, ইহা যেমন আশ্চর্য্য, তেমনি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া তাঁহারা ইহা পুরাণে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও তেমনি অসম্ভব। স্কন্দপুরাণের ভবিষ্যদ্বৃত্তান্তেও কল্যব্দের ৪৪০০ শত বৎসরের কথাও উক্ত হইয়াছে। অতএব পুরাণের এই ভাবী রাজাদিগের রাজত্বকাল যে উক্ত রাজাদিগের পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণেরা ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া লিখিয়া পুরাণে সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, এবং ইহা যে নানা সময়েই হইয়াছে তাহাও বুঝিতে পারা যায়। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশ ২৩।২৪ অধ্যায়, শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ ১।২ অধ্যায় ও স্কন্দপুরাণীয় কুমারিকাখণ্ডের যুগব্যবস্থাধ্যায় দেখ।

"যাবৎ পরীক্ষিতোজন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥ ৩২ ॥" ২৪অ. ৪অং বিষ্ণুপু।

"আরভ্য ভবতোজন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥ ২১ ॥" ২অ, ১২স্ক, শ্রীমদ্ভাগবত।

বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের ভবিষ্যন্নৃপতিবৃত্তান্তের শেষে এই দুইটি বচন আছে। এই দুই বচনে পাঠের একতা দৃষ্ট হয় না। দেখা যায় যে, বিষ্ণুপুরাণবচনে যে স্থানে "জ্ঞেয়ং" সেই স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতে "শতং" আছে। কিন্তু ইহার কোন্‌টি ঠিক তাহা বলিতে পারা যায় না। যাহা হউক, কেবল এইমাত্রই অনৈক্য নহে, এই উভয় গ্রন্থে জরাসন্ধ হইতে নন্দের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত যে সকল রাজাদিগের রাজত্বকালের বর্ষসংখ্যা উক্ত হইয়াছে, তাহা যোগ করিলে পঞ্চদশ শতেরও অধিক হয়। পরীক্ষিৎকে জরাসন্ধের অতিশয় নিকটবর্ত্তী বলিলে দোষ হয় না। জরাসন্ধ হইতে নন্দের রাজ্যাভিষেক যদি পঞ্চদশশত বর্ষ ব্যবধান হয়, তাহা হইলে উপরি উদ্ধৃত বচনদ্বয়ের পরীক্ষিৎ হইতে নন্দের রাজ্যাভিষেক কাল সহস্রবৎসরান্তে এই উক্তি সত্য হয় কি প্রকারে? কিন্তু আমরা ভবিষ্যদ্বৃত্তান্তের শেষের এই স্পষ্ট উক্তিকে কিছুতেই মিথ্যা বলিতে পারি না। পূর্ব্বে যে নৃপতিগণের প্রত্যেকের রাজত্বকালের বর্ষসংখ্যা দেওয়া হইয়াছে অবশ্যই তাহার কোন কোন স্থলে ভ্রম বা দ্বিরুক্তি আছে আমাদের এই বিশ্বাস। এই জন্য আমরা সেই দ্বিরুক্তির অংশ অর্থাৎ পঞ্চশত বর্ষের মধ্যে উপরি উক্ত বচনদ্বয়ের কথিত ১০১০।১১১৫ বৎসর গ্রহণপূর্ব্বক উপরি উক্ত বর্ষকাল নির্ণয় করিলাম।

দাস প্রভৃতি অম্বষ্ঠদিগকে সত্যযুগের বলিয়াছেন, তাহা এই পুস্তকের ব্রাহ্মণাংশ উত্তরখণ্ডের পৌরাণিক বৈদ্যোৎপত্তি-সমালোচনা অধ্যায়ে পরিব্যক্ত হইবে। অগ্নিবেশসংহিতা ও প্রাচীন বৈদ্যকুলপঞ্জিকাধৃত স্কন্দপুরাণীয় রেবাখণ্ডোক্ত বৈদ্যোৎপত্তিতেও আমরা উপরে যে সকল কথা বলিয়াছি তাহাই উক্ত হইয়াছে। উহা স্কন্দপুরাণীয় বৈদ্যোৎপত্তিরই একটু বিকৃতাংশ (পরিবর্ত্তিতাংশ) বলিয়া বোধ হয়। জাতিমালা, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, বৈদ্যরহস্য নামক কতকগুলিন আধুনিক পুস্তকে অম্বষ্ঠোৎপত্তি (বৈদ্যের জন্ম) উক্ত হইয়াছে, তাহা মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন প্রামাণ্য বহু গ্রন্থের কথিত অম্বষ্ঠোৎপত্তির ইতিহাসের বিপরীত, এজন্য তৎসমুদয়কে অম্বষ্ঠোৎপত্তির সত্য ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না (৪৩)।

ইতি বৈদ্যশ্রীগোপীচন্দ্র-সেনগুপ্ত-কবিরাজকৃত-বৈদ্যপুরাবৃত্তে
ব্রাহ্মণাংশে পূর্ব্বখণ্ডে অম্বষ্ঠোৎপত্তির্নাম
পঞ্চমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণাবলম্বনে ইহাও বলা অসঙ্গত নয় যে, ভারতীয় স্মৃতিপুরাণগুলি যে সময়ে যাঁহা কর্তৃক রচিত হইয়া থাকুক, কিন্তু পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণদিগের লেখনী দ্বারা তাহা যে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই।

(৪৩) "বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ" বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত, "জাতিমালা" মহেশচন্দ্র তর্করত্ন কৃত। বৈদ্যরহস্যও জনৈক বিকৃতমনা ব্রাহ্মণপণ্ডিত কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত। এই প্রকার আরও অনেক পুস্তক ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। এখানে এইমাত্র বক্তব্য যে, এই সকল ঈর্ষাপরায়ণ আধুনিক গ্রন্থকারদিগের অযথা কুৎসাকে বিশ্বাস করিয়া প্রাচীন প্রামাণ্য মনুসংহিতাপ্রভৃতি বহু গ্রন্থোক্ত পবিত্র ইতিহাসকে অবিশ্বাস করা স্বাভাবিক ধীসম্পন্ন মনুষ্য-দিগের সম্পূর্ণই সাধ্যাতীত।

ষষ্ঠাধ্যায়। (১)

অম্বষ্ঠমাতা ব্রাহ্মণজাতি।

অম্বষ্ঠশব্দের অর্থ ও অম্বষ্ঠোৎপত্তিপ্রকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে যে সত্য হইতে কলির প্রথম পর্য্যন্ত অর্থাৎ যুগচতুষ্টয় ব্যাপিয়া, ব্রাহ্মণদিগের অনুলোমবিবাহিতা বহুসংখ্যক বৈশ্যকন্যাপত্নীতে ব্রাহ্মণ স্বামীদিগের কর্ত্তৃক বহুসংখ্যক অম্বষ্ঠের উৎপত্তি হইয়াছে (২)। আর্য্যাদিগের সময়ে অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি-যুগের মহাভারত, স্কন্দপুরাণাদির সৃষ্টিকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণদিগের উক্ত বিবাহিতা পত্নীগণ যে, বিবাহসংস্কার দ্বারা বৈশ্যজাতি (শ্রেণী) হইতে বিচ্যুতা হইয়া ব্রাহ্মণজাতি (শ্রেণী) প্রাপ্ত হইতেন, এ অধ্যায়ে তাহাই (সেই ইতিহাসই) বিবৃত হইবে।

মনু বলিয়াছেন,—

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোবরাঃ॥ ১২॥" ৩অ, মনুসং।

ভাষ্য—"সবর্ণা সমানজাতীয়া সা তাবদগ্রে প্রথমতোঽকৃতবিজাতীয়দারপরিগ্রহস্য প্রশস্তা। কামতঃ পুনর্ব্বিবাহে যদি তস্যাং কথঞ্চিৎ প্রীতির্ন ভবতি কৃতাবপত্যার্থো ব্যাপারো ন নিষ্পদ্যতে, তদা কামহেতুকায়ামিমা বক্ষ্যমাণা অসবর্ণা বরাঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞাতব্যাঃ।" ইত্যাদি। ১২। মেধাতিথি।
৩অ, মনুসংহিতা।

টীকা—"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং প্রথমে বিবাহে কর্ত্তব্যে সবর্ণা শ্রেষ্ঠা ভবতি। কামতঃ পুনর্ব্বিবাহে প্রবৃত্তানামেতা বক্ষ্যমাণাশ্চ আনুলোম্যেন শ্রেষ্ঠা ভবেয়ুঃ। ১২।" কুল্লূকভট্ট। ৩অ, মনুসং।

---

(১) ৫অধ্যায়ের ১টীকাকেই হেতুরূপে গণ্য করিয়া এ অধ্যায়েরও সৃষ্টি হইল।

(২) অম্বষ্ঠদিগের ব্রাহ্মণ পিতা আর বৈশ্যকন্যা মাতা, উভয়েই যে পতি-পত্নী, তাহা আমরা সর্ব্বত্রই অতি বিস্তৃত করিয়া লিখিতেছি, ইহাকে কেহ কেহ বাহুল্য বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা অম্বষ্ঠদিগকে পুস্তক, প্রবন্ধ ও মুখে মুখে শাস্ত্রবিধি-ও-ইতিহাসবিরুদ্ধ গালাগালি দিতে ভালবাসেন, আশা করি তাঁহারা ইহাকে বাহুল্য মনে করিবেন না।

বিবাহবিষয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের প্রথমতঃ সবর্ণা স্ত্রীকে বিবাহ করাই কর্ত্তব্য (উত্তম) যাহা পূর্ব্বে উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কামতঃ প্রবৃত্তগণের পক্ষে অর্থাৎ তাহাতে যাহাদের ইচ্ছা না হয় তাহাদের সম্বন্ধে, পরবচনোক্ত শূদ্র কন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর উচ্চবর্ণের অসবর্ণা ও সবর্ণা কন্যা শ্রেষ্ঠা হইয়া থাকে (৩)।

"শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুঃ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥১৩॥" ৩অ, মনুসং।

---

(৩) ভাষ্য এবং টীকাকার এই মনুবচনের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা গ্রন্থকারের অভিপ্রেত নহে, যেহেতু প্রথমে সবর্ণা স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া অপত্যাদিকামনানিবৃত্তি না হইলে সেই সমস্ত কামনাহেতু পুনরায় যে অসবর্ণাকেই বিবাহ করিতে হইবে ইহার যুক্তি নাই, কারণ সেস্থলেও পুনরায় সবর্ণাকে বিবাহ করিলেও সর্ব্বপ্রকার কামনার নিবৃত্তি হইতে পারে। বর্ত্তমান যুগে অসবর্ণ বিবাহ নাই, তাহাতে কাম (অর্থাৎ নিমিত্ত) বশতঃ পুনঃ পুনঃ সবর্ণাকে বিবাহ করিয়া কি কাহারও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতেছে না? যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতায় সবর্ণা বহুভার্য্যা উক্ত হইয়াছে। (এই অধ্যায়ের ৩৫টীকা দেখ)। তাহাতে নিমিত্তবশতই বুঝিতে হইল, এবং তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ এ কথা বলা যাইতে পারে না। কামতঃ প্রবৃত্তগণ যেমন ইচ্ছা করিলে পুনঃ পুনই সবর্ণাকে বিবাহ করিতে পারেন, তেমনি প্রথমেই পুনঃ পুনই অসবর্ণাকেও বিবাহ করিতে পারেন, তাহা করিতে না দিলে যে কাহারও কামনার নিবৃত্তি হইতে পারে না, মনোনুরূপা ভার্য্যা কেহ লাভ করিতে পারে না, তাহা বুদ্ধিমানেরা সহজেই বুঝিবেন। অতএব প্রথমে সবর্ণাবিবাহ করাই কর্ত্তব্য, কিন্তু সবর্ণা মনোনীতা না হইলে প্রথমেই অসবর্ণাকে বিবাহ করিবেন, ইহাই গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায়। কিন্তু তাহাতেও পূর্ব্বকালে ক্রমশঃ উচ্চজাতীয়াই তৎকালে শ্রেষ্ঠাসন পাইতেন, এইমাত্র বিশেষ দেখা যায়। প্রজাপতি দক্ষের কন্যাদিগকে অত্রি-কাশ্যপ-প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ প্রথমেই বিবাহ করিয়াছিলেন। ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ ঋচিক-যমদগ্নি-প্রভৃতি মহর্ষিগণ প্রথমেই ক্ষত্রিয়কন্যাদিগকে বিবাহ করেন। ঋচিক চন্দ্রবংশীয় গাধিরাজকন্যা সত্যবতীকে ও যমদগ্নি সূর্য্যবংশীয় রেণুরাজার কন্যা রেণুকাকে এবং সৌরভি ঋষি সূর্য্যবংশীয় মান্ধাতা ভূপতির কন্যাদিগকে প্রথমেই বিবাহ করেন। মহর্ষি অগস্ত্যও ক্ষত্রিয় (জনকের) কন্যা লোপামুদ্রাকে প্রথমেই বিবাহ করেন। বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থে এই সকল ইতিহাস উক্ত হইয়াছে। ইহার দ্বারাও ভাষ্যটীকাকারের ব্যাখ্যায় দোষ ঘটিতেছে। আর কথার অর্থ যাহাই হউক, তাহাতে অসবর্ণ বিবাহ ও তজ্জনিত পত্নী পুত্রাদি নিন্দিত হন না। মনুসংহিতার ৯অধ্যায়ের

ভাষ্য—"বর্ণভেদে সতি সবর্ণা নিয়মোঽযথৈব ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়াদি স্ত্রিয়ো ভবন্তি এবং শূদ্রস্য জাতিন্যূনা রজকতক্ষকন্যাদিস্ত্রিয়ঃ প্রাপ্তাঃ। অতঃ সবর্ণের-মুচ্যতে। উৎকৃষ্টজাতীয়া তু পূর্ব্বত্র ক্রমগ্রহণাদপ্রাপ্তা। সা চ শূদ্রা স্বা চ বৈশ্যা চ বৈশ্যস্য। তে চ বৈশ্যশূদ্রে স্বা চ রাজন্যস্য। এবমগ্রজন্মনো ব্রাহ্মণস্য ক্রমেণ নির্দ্দিশে কর্ত্তব্যে শূদ্রপ্রক্রমেণ নির্দ্দেশঃ পূর্ব্বোক্তমেবার্থ-মুপোদ্বলয়তি যদুক্তং বিকল্প আনুপূর্ব্বেণ নাবশ্যং সমুচ্চয়ঃ। ১৩।"

মেধাতিথি। ৩অ, মনুসং।

টীকা—"শূদ্রৈবেতি। শূদ্রস্য শূদ্রৈব ভার্য্যা ভবতি ন তূৎকৃষ্টা বৈশ্যাদয়স্তিস্রঃ। বৈশ্যস্য চ শূদ্রা বৈশ্যা চ ভার্য্যে মন্বাদিভিঃ স্মৃতে। ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যাশূদ্রে ক্ষত্রিয়া চ। ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা ব্রাহ্মণী চ। বশিষ্ঠোঽপি শূদ্রা-মপ্যেকে মন্ত্রবর্জ্জমিতি দ্বিজাতীনাং মন্ত্রমর্জ্জিতং শূদ্রাবিবাহমাহ। ১৩।"

কুল্লূকভট্ট। ৩অ, মনুসং।

শূদ্রের কেবল শূদ্রকন্যাই ভার্য্যা হইয়া থাকে, বৈশ্যের সম্বন্ধে শূদ্র ও বৈশ্য কন্যা শাস্ত্রে উক্ত আছে। শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়কন্যা ক্ষত্রিয়ের, এবং শূদ্র বৈশ্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণকন্যা ব্রাহ্মণের শাস্ত্রবিধি মতে ভার্য্যা হইয়া থাকে।

উপরি উক্ত মনুবচন দুইটিতে দেখা যাইতেছে, অসবর্ণাকে ভার্য্যাকরিবার জন্যই উক্ত শাস্ত্রবিধি এবং তদনুসারেই প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ অস-বর্ণাকে ভার্য্যা করিতেন। যাঁহাদিগকে আর্য্য ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ ভার্য্যা করি-তেন, তাঁহারা অসবর্ণে উৎপন্না হইলেও ভার্য্যাহেতুতে যে আর অসবর্ণা থাকি-তেন না, এবং এইরূপস্থলে মানুষের শ্রেণী বা সম্প্রদায় (দলমাত্র) বাচক অসবর্ণত্বের আর যে অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, তাহার অন্য প্রমাণ প্রদর্শন করা বাহুল্য। তথাপি অসবর্ণা নারী, আর্য্যাদগের বিবাহসংস্কাররূপ বিশেষ বিধি দ্বারা আর্য্য জাতিভেদ বিধি হইতে মুক্তলাভকরত প্রাচীনকালে যে, ব্রাহ্মণাদি পতির জাতি গোত্র প্রাপ্ত হইতেন, নিম্নে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। আর উপরি উদ্ধৃত বচনের ক্রিয়াপদগুলির অর্থের প্রতি

১০৬।১০৭ শ্লোকে দ্বিতীয় তৃতীয়াদি পুত্রগণকে কামসম্ভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাই বলিয়া কি তাহারা ঘৃণিত সন্তান? তাহারা কি পিতার ধনাধিকারী ও শ্রাদ্ধাধিকারী নহে?

দৃষ্টিপাত (৪) করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উহা কেবল মনুরই সৃজিত বিধি নহে, তাঁহার পূর্ব্বেও ঐ বিধি ছিল এবং আর্য্যেরা তদনুসারে ঐরূপ বিবাহ করিতেন। অতএব ভগবান্ মনুর উক্ত দুই বচনকে আর্য্যজাতির অতি প্রাচীন বিধি ও ইতিহাস বলিতে হইবে। মনুসংহিতার পরবর্ত্তী শাস্ত্রসকলেতেও আর্য্যদিগের ঐপ্রকার বিবাহের বিধি ও ইতিহাসের অভাব নাই (৫)।

"পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাসূপদিশ্যতে।
অসবর্ণাস্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্ম্মণি ॥ ৪৩ ॥
শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া।
বসনস্য দশা গ্রাহ্যাঃ শূদ্রয়োৎকৃষ্টবেদনে ॥ ৪৪ ॥"

ভাষ্য—"পাণিগ্রহণং নাম গৃহ্যকারোক্তঃ সংস্কারঃ সবর্ণা সমানজাতীয়া উহ্যমানা

(৪) "স্মৃতে" এই শব্দটি "ভবেয়াতাম্" (বিধিলিঙ্) ক্রিয়ার বিশেষণ, ইহার অর্থ পূর্ব্ব হইতে বিধিবিহিতরূপে এই বিধি অনুসারে বিবাহ হইয়া আসিতেছে। "স্যুঃ" ক্রিয়াটীও বিধিলিঙ্। এই বিধি যে পূর্ব্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহাই অবগতকরণার্থে উহা প্রযুক্ত হইয়াছে, যেহেতু "অজ্ঞাতজ্ঞাপনমাজ্ঞা চ বিধিঃ।"

(৫) "তিস্রো বর্ণানুপূর্ব্বেণ দ্বে তথৈকা যথাক্রমম্।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভার্য্যাঃ স্বা শূদ্রজন্মনঃ ॥ ৫৭ ॥" ১অ, যাজ্ঞবল্ক্যসং।
"উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়ো বিশাম্।
ন তু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম্ ॥" ২অ, ব্যাসসং।
"তিস্রস্তু ভার্য্যা বিপ্রস্য দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য চ।
একৈব ভার্য্যা বৈশ্যস্য তথা শূদ্রস্য কীর্ত্তিতা ॥
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতা।
বৈশ্যৈব ভার্য্যা বৈশ্যস্য শূদ্রা শূদ্রস্য কীর্ত্তিতা ॥" ৪অ, শঙ্খসং।

"অথ ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভার্য্যা ভবন্তি। ১। তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্য। ২। দ্বে বৈশ্যস্য। ৩। একা শূদ্রস্য। ৪।" ২৪অ, বিষ্ণুসং।

"চতস্রো বিহিতা ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য যুধিষ্ঠির।
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চ রতিমিচ্ছতঃ ॥

৪৭অ, অনুশাসনপর্ব্ব, মহাভারত।

৯৫অ, গরুড়পুরাণ, ১৫৪অ, অগ্নিপুরাণ, ৭অ, ব্রহ্মখণ্ড (বোম্বের ছাপা) ভবিষ্যপুরাণ, ১৭অ, একাদশ স্কন্দ, শ্রীমদ্ভাগবত। ৩৮অ, কাশীখণ্ড, স্কন্দপুরাণ দেখ।

উপদিশুতে শাস্ত্রেণ বিধীয়তে কর্ত্তব্যতয়া· এবং প্রতিপাদ্যতে। অসবর্ণাসু মদুদ্বাহকর্ম্ম তত্রায়ং বক্ষ্যমাণো বিধির্জ্ঞেয়ঃ। ৪৩। মে।

ব্রাহ্মণেনোহ্যমানয়া ক্ষত্রিয়য়া শরো ব্রাহ্মণপাণিপরিগৃহীতো গ্রাহ্যঃ পাণিগ্রহণস্য স্থানে শরস্য বিধানাৎ। প্রতোদো বলীবর্দ্দানামায়ামঃ ক্রিয়তে যেন বোহ্যমানা পীড়য়ন্তে হস্তিনামিবাঙ্কুশঃ বসনস্য বস্ত্রস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়া উৎকৃষ্টজাতিয়ৈর্ব্রাহ্মণাদিবর্ণৈর্বেদনৈর্বিবাহৈঃ॥ ৪৪ ॥ মে।”

টীকা—“পাণীতি। সমানজাতীয়াসু হস্তগ্রহণলক্ষণঃ সংস্কারো গৃহ্যাদিশাস্ত্রেণ বিধীয়তে। বিজাতীয়াসু পুনরুহ্যমানাসু বিবাহকর্ম্মণি পাণিগ্রহণস্থানে অয়মুত্তরশ্লোকে বক্ষ্যমাণো বিধির্জ্ঞেয়ঃ। ৪৩। কু।

শর ইতি। ক্ষত্রিয়য়া পাণিগ্রহণস্থানে ব্রাহ্মণবিবাহে ব্রাহ্মণহস্তপরিগৃহীতকাণ্ডৈকদেশঃ গ্রাহ্যঃ। বৈশ্যয়া ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিবাহে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিধৃতপ্রতোদৈকদেশঃ গ্রাহ্যঃ। শূদ্রয়া পুনর্দ্বিজাতিত্রয়বিবাহে প্রাবৃতবসনদশা গ্রাহ্যা। ৪৪। কু।” ৩অ, মনুসং।

বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে পাণিগ্রহণসংস্কার অর্থাৎ বিবাহমন্ত্রাদিপ্রয়োগ দ্বারা বিবাহকরা, সবর্ণা অসবর্ণা স্ত্রী-বিবাহবিষয়েই উপদিষ্ট হইয়াছে। উক্ত কর্ম্মকাণ্ডে—উদ্বাহকর্ম্মে (পাণিগ্রহণসংস্কারে) অসবর্ণা-বিবাহ-বিষয়ে পরবর্ত্তী শ্লোকোক্ত বিধি উক্ত আছে; সবর্ণা অসবর্ণা স্ত্রী-বিবাহে (পাণিগ্রহণসংস্কারে) এইমাত্র বিশেষত্ব জানিবে। উৎকৃষ্ট বেদনে (অনুলোম বিবাহসংস্কারে)—ক্ষত্রিয় কন্যার সহিত ব্রাহ্মণের পাণিগ্রহণসংস্কারকালে ব্রাহ্মণ হস্তগ্রহণ না করিয়া ক্ষত্রিয়কন্যাধৃত শরের একদেশ হস্তদ্বারা ধারণ করিবেন। এইরূপ ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় যখন বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিবেন, তখন উক্ত সংস্কারকর্ম্মে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বৈশ্যকন্যাধৃত প্রতোদের (গোতাড়ন যষ্টির) একদেশ হস্তদ্বারা ধারণ করিবেন। আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যৎকালে শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করিবেন, তৎকালে শূদ্রকন্যার পরিধেয় বস্ত্রের দশা (অঞ্চল) হস্তদ্বারা ধারণকরত বিবাহ (পাণিগ্রহণ) মন্ত্র পাঠ করিবেন। ৪৩.৪৪। (৬)।

(৬) ভাষ্য আর টীকাতে এখানে বরের হস্তধৃত শর, প্রতোদ এবং বরেরই উত্তরীয় বস্ত্রের দশা, কন্যা হস্তদ্বারা ধরিবে, এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এ বচনার্থও বিবাহ (পাণিগ্রহণ) সংস্কাররীতির বিপরীত, যেহেতু বরই উহাতে কন্যার হস্তগ্রহণ করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে অসবর্ণ বিবাহ নাই, অন্যূন সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল হইল হিন্দুসমাজ হইতে উহা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে (৭) বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড, যাহা "দশকর্ম্ম" বলিয়া খ্যাত, তাহার দ্বারা আমরা মনুবচনের উপরে যে অর্থ করিলাম তাহার প্রমাণ হইবে না। প্রাচীন কর্ম্মকাণ্ড ও (গোভিলাদি মুনিদিগের সংগৃহীত পুস্তকও) এখন দুর্লভ। কিন্তু এ সকল বিঘ্নসত্ত্বেও আমরা বলি যে, মনুর ভাষ্যকার উক্ত ৪৩ শ্লোকের ভাষ্যে স্পষ্টতঃ একস্থলে "গৃহ্যকারোক্তসংস্কারঃ সবর্ণাসু সমানজাতীয়াসূহ্যমানাসু" (৮) অন্যত্র ৪৪শ্লোকের ভাষ্যে "ব্রাহ্মণেনোহ্যমানয়া ক্ষত্রিয়য়া" বাক্য যে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাকেই আমাদিগের উক্ত অনুবাদের সত্যতা বিষয়ক উপযুক্ত প্রমাণ বলিতে হইবে। ভাষ্য ও টীকাকারের অসবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণবিষয়ক উপরি উক্ত মনুসংহিতার ৪৩।৪৪ শ্লোকের "উদ্বাহকর্ম্মণি।" "বৈদনৈর্বিবাহৈঃ" "পুনরুদ্বহমানাসু বিবাহকর্ম্মণি" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ যে, গৃহ্যাদিশাস্ত্রোক্ত (বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডোক্ত) পাণিগ্রহণসংস্কার, তাহা সকলেরই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। ভাষ্য ও টীকাকার যে পাণিগ্রহণসংস্কারার্থেই এখানে উদ্বাহ-

"যস্যাঃ কন্যায়া জামাতা পাণিং গ্রহীষ্যন্ ভবতি পাণিগ্রহণং করিষ্যতীত্যর্থঃ। পাণিগ্রহণং, সংস্কারতত্ত্ব, অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি।"

(৭) এই কথা কেন বলা হইল, তাহা ব্রাহ্মণাংশ উত্তরখণ্ডের 'গৌড়, আদি সপ্তসতী ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠবিচারে' পরিস্ফুট হইবে।

(৮) "উহ্যমান (বহ বহনকরা+আন (শান) র্ম্ম। য, ম—আগম) বিং ত্রিং আকৃষ্যমাণ। ২। নীয়মান। ৩। যাহা বহন করা যায়। 'যমোহ্যমানঃ কিল ভোগিবৈরিণঃ।'"

৩৫৮পৃ, পণ্ডিত রামকলকৃত প্রকৃতিবাদ অভিধান।

অন্যত্র হইতে আকর্ষণ করিয়া আনিতে হয়, তাহাকেই উহ্যমান বলা যায়, এমতাবস্থায় ভাষ্যকারের,—

'পাণিগ্রহণং নাম গৃহ্যকারোক্তঃ সংস্কারঃ সবর্ণাসু সমানজাতীয়াসু উহ্যমানাসু উপদিশ্যতে শাস্ত্রেণ বিধীয়তে' ইত্যাদি বাক্যের উহ্যমানাসু বাক্য যে ৪৩শ্লোকের পরবর্ত্তি চরণোক্ত "অসবর্ণাসু" পদকে নির্দ্দেশপূর্ব্বক ভাষ্যকার স্বীয় ভাষ্যে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা সহজে প্রতীয়মান হয়। যদি উহ্যমানার অর্থ বিবাহার্থ আকৃষ্যমাণা সবর্ণা কর, তাহাতে বলিতে হইল, বিবাহার্থ আকৃষ্যমাণা অসবর্ণাও, যেহেতু সবর্ণা অসবর্ণাই শাস্ত্রোক্ত বিবাহবিধিতে উক্ত হইয়াছে। ভাষ্যকারের "ব্রাহ্মণেনোহ্যমানয়া" বাক্যের দ্বারাই তাহা প্রকাশ পাইতেছে।

কর্ম্ম, বিবাহকর্ম্ম, বেদন প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন ; যাহা বিবাহসংস্কার তাহাই পাণিগ্রহণসংস্কার, ইহাই যে তাঁহাদিগের মত, তাহা আলোচিত মনু-বচনের পূর্ব্ববর্ত্তী বচনের ভাষ্যটীকাতেই প্রকাশিত আছে (৯)।

"গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্ ॥ ৪ ॥" (১০)

৩অ, মনুসংহিতা।

ভাষ্য—"............। উদ্বহেত দ্বিজোভার্য্যাম্। উদ্বহেতেতি বিবাহবিধিঃ। সংস্কারকর্ম্ম বিবাহঃ ভার্য্যামিতি দ্বিতীয়ানির্দ্দেশাৎ। ন চ প্রাগ্বিবাহাদ্ভার্য্যা সিদ্ধাস্তি যস্যা বিবাহসংস্কারঃ ক্রিয়তে ন চক্ষুষি ইব অঞ্জনসংস্কারঃ। কিং তর্হি নির্বর্ত্ততে বিবাহেন। যথা যূপং ছিনত্তীতি ছেদনাদয়ঃ সংস্কারা যস্য ক্রিয়ন্তে স যূপঃ। এবং বিবাহেনৈব ভার্য্যা ভবতীতি বিবাহশব্দেন পাণি-গ্রহণমুচ্যতে। তচ্চাত্র প্রধানম্। এবং হি স্মরন্তি বিবাহনং দারকর্ম্ম পাণিগ্রহণমিতি। ইহাপি বক্ষ্যতে পাণিগ্রহণসংস্কার ইতি লাজহোমা-দয়ঃ। ৪। মেধাতিথি।"

টীকা—"গুরুণেতি। গুরুণা দত্তানুজ্ঞঃ স্বগৃহ্যোক্তবিধিনা কৃতস্নানসমাবর্ত্তনঃ সমানবর্ণাং শুভলক্ষণাং কন্যাং বিবহেৎ। ৪।" কুল্লূকভট্ট। ৩অ, মনুসং।

পাণিগ্রহণসংস্কার আর বিবাহসংস্কার যে একই কথা, তাহা ভাষ্যকার উদ্ধৃত ভাষ্যে স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন, টীকাকারের উক্ত "বিবহেৎ" ক্রিয়ার অর্থ যে, 'পাণিগ্রহণসংস্কারেণ সংস্কৃতাং কুর্য্যাৎ' অর্থাৎ বিবাহমন্ত্রসংস্কার দ্বারা ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিবে, তাহা বলা বাহুল্য। উদ্ধৃত ১৬ শ্লোকের টীকায় দেখা যায় যে,

(৯) "পাণিগ্রহণ, পাণিপীড়ন (পাণিগ্রহণ—পীড়ন, ৭মী—হিং) সং ক্লীং বিবাহ। শিং—১ "পাণিপীড়নবিধেরনন্তরম্।"

পাণিগ্রহণিক (পাণিগ্রহণ+কণ্—প্রয়োজনার্থে) বিং ত্রিং বিবাহের অঙ্গীভূত (মন্ত্র) শিং ১ পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্।" ১৪০৪৪পৃ, প্রকৃতিবাদ অভি, রামকমলকৃত।

"পাণিগ্রহণ (ক্লী) পরিণয়, বিবাহ।" ৭৯২পৃ, শব্দদীধিতি অভিধান।

(১০) এই শ্লোকে সবর্ণাকে মাত্র বিবাহ-করিবার বিধি দেখা যায়, কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী ১২।১৩ শ্লোকে সবর্ণা অসবর্ণাকেই বিবাহকরিবার বিধি উক্ত হওয়াতে এই শ্লোকোক্ত বিধিকে (পূর্ব্ববিধিকে) সংক্ষেপোক্তি মনে করিতে হইবে।

কুল্লূক ভট্ট কেবল শূদ্রাবিবাহব্যতীত আর আর বিবাহ যে মন্ত্রযুক্ত তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু উহা বশিষ্ঠের মত হইলেও ব্রাহ্মণাদির শূদ্রাবিবাহ যে অমন্ত্র তাহা প্রধান সংহিতাকর্ত্তা মনুর মতে নহে, যেহেতু শূদ্রা বিবাহকে লক্ষ্য করিয়াও "অসবর্ণাস্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্ম্মণি।" "বসনস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়োৎকৃষ্টবেদনে।" ভগবান্ মনুর এই সকল বাক্যেই তাহা পরিব্যক্ত হয়। অতএব আলোচিত ৪৩ শ্লোকের বিধিমত ৪৪ শ্লোকের নিয়মাবলম্বন করত প্রাচীনকালে পাণিগ্রহণপূর্ব্বক আর্য্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকন্যাদিগকে বৈদিককর্ম্মকাণ্ডোক্ত সমস্ত বিবাহমন্ত্র পাঠ করিয়া বিবাহ করিতেন, মনুসংহিতার দ্বারা তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। এখন দেখা যাউক, ৪৪ শ্লোকের নিয়ম কি? ৪৪ শ্লোকোক্ত নিয়মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রতীয়মান হয় যে, বিবাহে যে পাণি (হস্ত) গ্রহণের নিয়ম আছে তাহারই কথঞ্চিৎ বিকৃত ভাব উহাতে নিহিত রহিয়াছে; অর্থাৎ হস্তধারণ (হস্তস্পর্শ) না করিয়া অসবর্ণাবিবাহকালে বর ও কন্যা উভয়কে মনু, একটী শর, একখানি যষ্টি, ইত্যাদি হস্ত দ্বারা ধরিতে বলিয়াছেন। ইহা প্রকারান্তরে পাণিগ্রহণই হইতেছে। এমতাবস্থায় আলোচিত ৪৩ শ্লোকের প্রথম চরণের অর্থ, আমরা ইহা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিতেছি যে, হস্তধারণপূর্ব্বক বিবাহসংস্কার পূর্ব্বকালে সবর্ণা বিবাহে হইত, মনু এই কথা বলিতেছেন। অতএব ৪৩ শ্লোকের প্রথম চরণের "পাণিগ্রহণসংস্কারঃ" বাক্যের আমরা যে বিবাহসংস্কার অর্থ করিয়াছি তাহা সত্য হইতেছে, এবং ইহাও প্রকাশ পাইতেছে যে, প্রাচীনকালে সবর্ণাবিবাহকালে হস্তগ্রহণপূর্ব্বক যে বিবাহমন্ত্র ব্রাহ্মণাদি পাঠ করিতেন, হস্তধারণের পরিবর্ত্তে অসবর্ণা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা, শূদ্রকন্যা বিবাহেও পূর্ব্বোক্তপ্রকারে (৪৪ শ্লোকের বিধিমতে) হস্তধারণকরত সেই বিবাহমন্ত্রই পাঠ করিতেন, তাহারও নাম বিবাহসংস্কার বা পাণিগ্রহণসংস্কার। আলোচিত ৪৩।৪৪ শ্লোকোক্ত বিধির দ্বারা সবর্ণে উৎপন্না স্ত্রীর একটু বেশি সম্মান রক্ষা করা হইয়াছে, ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্পষ্টই দেখা যায়, উক্ত বিধিতে অসবর্ণা স্ত্রীদিগের মধ্যেও উৎকৃষ্টবর্ণাদিগের উত্তরোত্তর সম্মানবৃদ্ধি করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় উহার অর্থ সবর্ণাকে একটু বেশি সম্মান দেওয়া হইত ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

পাণিগ্রহণসংস্কার আর বিবাহসংস্কার যে এক তাহা কেবল আমাদের নহে, মনুসংহিতার ভাষ্য আর টীকাকারও যে ভাষ্য ও টীকাতে তাহাই বলিয়াছেন, উপরে তাহা প্রদর্শিত হইল। আর এখানে ইহাও বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, প্রাচীন কালে অসবর্ণা স্ত্রীর বিবাহকালে যদি পাণিগ্রহণসংস্কার না হইত তাহা হইলে ভগবান্ মনু যে আলোচিত ৪৩ শ্লোকের শেষ চরণ ও ৪৪ শ্লোকে এবং অন্যান্য সংহিতাকারগণ যে বলিয়াছেন, অসবর্ণার বিবাহসংস্কারকালে একটি শর, গোতাড়ন যষ্টি, বসনের দশা ইত্যাদি বরকন্যা হস্ত দ্বারা ধারণ করিবে, ইহা বলিবার কোন প্রয়োজনই আদৌ ছিল না (১১)। ভট্ট রঘুনন্দন পাণি-গ্রহণসংস্কারকে বিবাহ হইতে পৃথক্ করিয়াছেন (১২)। অসবর্ণবিবাহে পাণি-গ্রহণ হইত না বিবাহ হইত, ইহাই তাঁহার মত। দেখা যায় যে, দারকর্ম্ম, ভার্য্যাত্ব সম্পাদক বা গ্রহণরূপ কর্ম্ম আর বিবাহ যে এক কথা তাহা ভট্টমহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত রত্নাকর, লঘুহারীত প্রভৃতির ব্যাখ্যা, ঐসকল হইতে অতিশয় প্রাচীন মনুসংহিতার বিধি ও ইতিহাসের এবং হরি-বংশীয় ইতিহাস ও তাহা হইতে অতিশয় প্রাচীন মনুস্মৃতির বিধি ও ইতিহাসের বিরুদ্ধজন্য তাহা গ্রাহ্যযোগ্য নহে যথা,—

---

(১১) এই অধ্যায়ের ৫ম টীকাধৃত বচনগুলি দেখ।

(১২) "'সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে।' দারকর্ম্মণি ভার্য্যাত্বসম্পাদক-কর্ম্মণি। ....। তেন ভার্য্যাত্বসম্পাদকং গ্রহণং বিবাহঃ। ....। যত্তু 'পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্। তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে।' ইতি মনুবচনং তদ্বিবাহগতবিশেষসংস্কারার্থম্ অতএব নিষ্ঠেত্যুক্তং তথাচ রত্নাকরঃ। 'পাণি-গ্রহণিকা মন্ত্রা বিবাহাঙ্গভূতা।' ইতি ব্যক্তমাহ রত্নাকরধৃতো লঘুহারীতঃ। অত্রাপি পাণিগ্রহণেন জায়াত্বং কৃৎস্নং জায়াপতিত্বং সপ্তমে পদে। ইতি বিবাহস্তু পাণিগ্রহণাৎ পূর্ব্বং বৃত্ত এবেতি। সুব্যক্তং হরিবংশীয়ত্রিশঙ্কূপাখ্যানে 'পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং বিঘ্নং চক্রে স দুর্ম্মতিঃ। যেন ভার্য্যা হৃতা পূর্ব্বং কৃতোদ্বাহা পরস্য বৈ॥" কৃতোদ্বাহা পাণিগ্রহণাৎ পূর্ব্বং হৃতা ইত্যর্থঃ। 'পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাস্বুপদিশ্যতে। অসবর্ণাস্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্ম্মণি। শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া। বসনস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়োৎকৃষ্টবেদনে।' ইতি মনুবচনান্তরেঽপি উদ্বাহপাণিগ্রহণয়োঃ পৃথক্ত্বং প্রতীয়তে।"

উদ্বাহতত্ত্ব, অষ্টাবিংশতি তত্ত্বানি, রঘুনন্দন স্মার্ত্ত কৃত।

"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
(১) মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥" বৃহস্পতি বচন।
রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যপ্রণীত অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি উদ্বাহতত্ত্ব
ও বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহবিষয়ক পুস্তকধৃত।

(২) "শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরাঃ॥ ২২। ১ অধ্যায়।
ব্যাসসংহিতা। বিদ্যাসাগরধৃত।

(১অ,) মনু স্বীয় সংহিতায় বেদের অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, সেই হেতু মনুর স্মৃতিই সকল স্মৃতি হইতে প্রধান। যাহা মনুর অর্থের বিপরীতার্থ প্রকাশ করে তেমন স্মৃতি গ্রহণযোগ্য নহে; অর্থাৎ তেমন বিধি ও ইতিহাসকে গ্রহণ ও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

(২অ,) শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণের বিধি ও ইতিহাসের সহিত পরস্পর যদি বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে শ্রুত্যুক্ত বিধি ও ইতিহাসই গ্রহণীয়, যদি পুরাণের সঙ্গে স্মৃতির ঐ প্রকার বিরোধ দৃষ্ট হয়, তবে স্মৃত্যুক্ত মতই (বিধি ইতিহাসই) গ্রহণীয় হইয়া থাকে।

এসকল মীমাংসাবচন উক্ত পণ্ডিতপ্রবর তাঁহার 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি'র অনেক স্থলেই উদ্ধৃত করিয়া ঐ সকলের বিপরীত স্মৃতি ও পুরাণের মত খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এস্থানে তাঁহার সে প্রবৃত্তি দেখা যায় না। ৩অ, মনুসংহিতার ৪৩।৪৪ শ্লোক যাহা তাঁহার মতের পোষণার্থে তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা যে বিবাহ হইতে পাণিগ্রহণ সংস্কার পৃথক্ হয় না, তাহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ স্থলেই ইহা সাব্যস্ত হয় যে, তিনি যেমন আলোচিত বিষয়ে স্বমতসংস্থাপন করিতে যত্ন করিয়াছেন, তাঁহার কথিত রত্নাকর আর লঘুহারীতেরও উদ্দেশ্য তাহাই। রঘুনন্দন পাণিগ্রহণসংস্কারকে বিবাহসংস্কারের অঙ্গবিশেষও বলিয়াছেন, অঙ্গবিশেষ হইলে যে বিবাহ হইতে উহা পৃথক্ হইতে পারে না সে দিকে একটুও দৃষ্টিপাত করেন নাই। হরিবংশ হইতে যে বচন উদ্ধৃত করিয়া তিনি বিবাহ হইতে পাণিগ্রহণকে পৃথক্ করিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত হয় নাই। হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বের দ্বাদশ অধ্যায়ে ত্রিশঙ্কু (অর্থাৎ সত্যব্রত) বৃত্তান্তে উক্ত বচন আছে, কিন্তু ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ঐ বৃত্তান্তেই

উক্ত হইয়াছে যে, পাণিগ্রহণমন্ত্রসকলের সমাপ্তি সপ্তপদীগমনান্তে হয়, তাহা না হইতেই সত্যব্রত (ত্রিশঙ্কু) পূর্ব্বোক্ত অধর্ম্মাচরণ করিয়াছিলেন। অধর্ম্মাচরণটী এই, যথা—

"পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং বিঘ্নংচক্রে স দুর্ম্মতিঃ। (১৩)
যেন ভার্য্যা হৃতা পূর্ব্বং কৃতোদ্বাহা পরস্য বৈ॥ ১২অ, হরিবংশপর্ব্ব,
রঘুনন্দনকৃত উদ্বাহতত্ত্বধৃত, ত্রিশঙ্কুপাখ্যান, হরিবংশ।

এই বচনেও দেখা যায় যে, পাণিগ্রহণমন্ত্রসকলের বিঘ্ন করে, এই কথা আছে। ইহার পরের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বচনে যখন পাণিগ্রহণমন্ত্রসকলের নিবৃত্তি সপ্তপদী গমনান্তে হয়, তাহা হইতে দেয় নাই, স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে, তখন পাণিগ্রহণ অর্থাৎ বিবাহবিষয়ক অন্যান্য মন্ত্রপাঠের পরে সপ্তপদীগমনবিষয়ক মন্ত্রপাঠের পূর্ব্বে বিঘ্নোৎপাদনপূর্ব্বক কন্যাহরণকরাই প্রকাশ পাইতেছে। রামায়ণে অনুসন্ধান করিয়া আমরা এই বৃত্তান্ত পাই নাই। বিষ্ণুপুরাণে পাইয়াছি যথা,—

"তস্মাৎ সত্যব্রতঃ। যোঽসৌ ত্রিশঙ্কুসংজ্ঞামবাপ চণ্ডালতামুপগতশ্চ। দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং বিশ্বামিত্রকলত্রাপত্যপোষণার্থং।" ইত্যাদি।

৩অ, ৪অং, বিষ্ণুপুরাণ।

টীকা—"অপ্রোক্ষিতভক্ষণ-গুরুধেনুবধ-পিত্রাজ্ঞালঙ্ঘনরূপৈস্ত্রিভিঃ শঙ্কুভিরিব হৃদি ব্যথাহেতুভিস্ত্রিশঙ্কুসংজ্ঞামবাপ। তথাচ হরিবংশে 'পিতুশ্চাপরিতোষেণ গুরোর্দ্দোগ্ধ্রীবধেন চ। অপ্রোক্ষিতোপভোগাচ্চ ত্রিবিধস্তে ব্যতিক্রমঃ। এবং বিধস্য শঙ্কুনি তানি দৃষ্ট্বা মহাযশাঃ। ত্রিশঙ্কুরিতি হোবাচ ত্রিশঙ্কুস্তেন স স্মৃতঃ॥' ইতি। পরিণীয়মানবিপ্রকন্যাহরণাৎ।" ইত্যাদি।

শ্রীধরস্বামী। ঐ।

স্বামিকৃত টীকার এই "পরিণীয়মানবিপ্রকন্যাহরণাৎ" বাক্য দ্বারাই পরি-

(১৩) "ত্রয্যারুণের সত্যব্রত নামে এক পুত্র জন্মে। দুর্ম্মতি সত্যব্রত কোন সময়ে অপর ব্যক্তির বিবাহিত ভার্য্যাকে হরণ করিয়া পাণিগ্রহণ মন্ত্রের বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করে।" ইত্যাদি। ১২অ, হরিবংশ। শ্রীযুক্ত প্রতাপরায়ের অনুবাদ।

মূলে "কৃতোদ্বাহা" পদ অশুদ্ধ, তাহা পরে প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত পদ অশুদ্ধ এজন্য রায়মহাশয়ের কৃত "বিবাহিতাভার্য্যাকে" এ অনুবাদও অশুদ্ধ হইয়াছে।

স্ফুট হয় যে, ঐ কন্যার পরিণয়সংস্কার (পাণিগ্রহণসংস্কার) হইতেছিল, সমাপ্ত না হইতেই ত্রিশঙ্কু কর্তৃক অপহৃত হয় (১৪)। এমতাবস্থায় উক্ত বচনের "কৃতোদ্বাহা" পদ অশুদ্ধ বলিয়া নির্ণীত হইতেছে। উহা "কৃতোদ্বাহাৎ" হইবে, অর্থাৎ কৃতোদ্বাহাৎ পূর্ব্বং সমাপ্তপাণিগ্রহণসংস্কারাৎ প্রাক্ পরস্য ভার্য্যা হৃতা, এইরূপ অর্থ হইবে। অতএব বিবাহ হইতে পাণিগ্রহণ ভিন্ন, সে ইতিহাস হরিবংশে নাই, ভট্টমহাশয়ের উক্ত চেষ্টা ও সিদ্ধান্ত একান্তই মূলশূন্য।

কন্যাদান, সপ্তপদী গমনাদি সমস্তই যে পাণিগ্রহণসংস্কার (অর্থাৎ বিবাহ) তাহা এই অধ্যায়েই পরে আমরা সপ্রমাণ করিব। সম্প্রতি পাণিগ্রহণসংস্কার বিষয়ে পদ্মপুরাণীয় একটি বচনের আলোচনা করা যাইতেছে।

"সবর্ণয়া কুশোগ্রাহ্যো ধার্য্যঃ ক্ষত্রিয়য়া শরঃ।
প্রতোদো বৈশ্যয়া ধার্য্যো বাসান্তঃ শূদ্রয়া তথা॥
অসবর্ণাস্বেষ বিধিঃ স্মৃত উৎকৃষ্টবৈদনৈঃ।
সবর্ণাভিস্তু সর্ব্বাভিঃ পাণিগ্রাহ্যস্ত্বয়ং বিধিঃ।"

৮৩অ, উত্তরখণ্ড, পদ্মপুরাণ।

সবর্ণা কন্যার সহিত বিবাহ সময়ে কুশ, ক্ষত্রিয়কন্যার সহিত বিবাহকালে শর, বৈশ্যকন্যার সহ বিবাহসময়ে প্রতোদ (গোতাড়ন যষ্টি) শূদ্রকন্যার সহিত উক্ত কার্য্যে বসনান্ত (অঞ্চল) হস্ত দ্বারা বর ও কন্যা উভয়ে ধারণ-করিবে। ব্রাহ্মণাদির অসবর্ণা অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রকন্যা ও ব্রাহ্মণাদির সবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণসংস্কারবিষয়ে এই বিধি জানিবেন।

উপরি উদ্ধৃত পদ্মপুরাণ বচনে দেখা যায় যে, পুরাণকার সবর্ণাকন্যা বিবাহ-

---

(১৪) "পাণিগ্রহণ মন্ত্রসকলের সপ্তমপদে নিষ্ঠা অর্থাৎ নির্ব্যূঢ় হইয়া থাকে; সত্যব্রত কোন সময়ে কামপরবশ ও অধৈর্য্য হইয়া এই শাস্ত্র অবমাননাপূর্ব্বক অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি। ১৩অ, হরিবংশ। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় কৃত অনুবাদ।

উদ্ধৃত অনুবাদের উক্ত নির্ব্যূঢ় শব্দের অর্থ সমাপ্ত। সুতরাং হরিবংশের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ যাহা ১৪টীকাতে উদ্ধৃত হইল তাহাতেই প্রকাশ পায় যে পাণিগ্রহণ (বিবাহ) সংস্কার সমাপ্ত না হইতেই সত্যব্রত কন্যাহরণ করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় হরিবংশ দ্বাদশ অধ্যায়ের "কৃতোদ্বাহা" পদ এবং তাহার "বিবাহিত ভার্য্যাকে" অনুবাদ যে অশুদ্ধ তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

স্থলেও বর কন্যা উভয়কে কুশধারণপূর্ব্বক পাণিগ্রহণসংস্কারকরিবার বিধি দিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে, প্রাচীন কালে সবর্ণা-বিবাহেও হস্তস্পর্শ না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কুশধারণ করত কথন কথন পাণিগ্রহণসংস্কার সম্পন্ন হইত। হস্তধারণকরত বিবাহ না হইলেই পাণিগ্রহণসংস্কার হয় না এ সিদ্ধান্তের কোন মূল নাই। পদ্মপুরাণীয় উক্ত বিধি মন্বাদি স্মৃতিবিরুদ্ধ নহে। পদ্মপুরাণকার যদি বলিতেন অসবর্ণার পাণিগ্রহণ-করত উক্ত সংস্কার করিবে, তাহা হইলেই বিরুদ্ধ হইত। পদ্মপুরাণীয় উক্ত বিধি মন্বাদিস্মৃত্যুক্ত বিধির স্পষ্টার্থবোধক। মনুপ্রভৃতির প্রণীত শাস্ত্রে যে সকল বিধি নাই বা যাহা অস্পষ্ট আছে, তাহা অন্যত্র উক্ত হইলেই তৎসমুদয়ের বিরুদ্ধ হয় না, তাহা মনে করিলে মন্বাদি স্মৃতির পরে যত স্মৃতিপুরাণ হইয়াছে সমুদয়কেই বিরুদ্ধ বলিতে হইবে। বিশেষ আর্য্যশাস্ত্রমতে কুশ অতিশয় পবিত্র বস্তু। আর্য্যদিগের কোন সংস্কারই (ধর্ম্মকর্ম্মই) কুশব্যতীত সম্পন্ন হইত না, এখনও হয় না (১৫)। আর্য্যমতে হস্তগ্রহণ হইতে কুশগ্রহণকে অতি পবিত্র বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, অতএব পদ্মপুরাণীয় উক্ত বিধি কিছুতেই বেদ ও স্মৃতি-বিরুদ্ধ হইতে পারে না।

"পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্।
তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে॥ ২.৭॥"

৮অ, মনুসংহিতা।

ভাষ্য—"দারা ভার্য্যা তস্যা লক্ষণং নিমিত্তং বিবাহমন্ত্রৈস্তত্র প্রযুক্তে

(১৫) "দর্ভাঃ পবিত্রমিত্যুক্তমতঃ সন্ধ্যাদিকর্ম্মণি।
সব্যঃ সোপগ্রহঃ কার্য্যো দক্ষিণঃ সপবিত্রকঃ॥ ৩॥"

একাদশখণ্ড, কাত্যায়নসংহিতা।

"ব্রাহ্মণাসম্পত্তৌ কুশময়ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধমুক্তং শ্রাদ্ধবিবেকে। .... 'ব্রাহ্মণানামসম্পত্তৌ কৃত্বা দর্ভময়ান্ দ্বিজান্। শ্রাদ্ধং কৃত্বা প্রযত্নেন পশ্চাৎ বিপ্রেণ দাপয়েৎ॥' ইতি ....।" ইত্যাদি। শ্রাদ্ধতত্ত্ব দেখ। রঘুনন্দন ভট্টকৃত অষ্টাবিংশতি তত্ত্বানি।

"কুশোঽসি ত্বং পবিত্রোঽসি ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা।
ত্বয়ি স্নাতে স চ স্নাতো যস্যার্থে গ্রন্থিবন্ধনম্॥"

বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড, (দশকর্ম্ম)।

বিবাহাখ্যঃ সংস্কারো নিবর্ত্ততে। দ্বিজাতীনাং পুনর্মন্ত্রাস্তত্র শূদ্রস্য দার-প্রসঙ্গোন হি তস্য মন্ত্রাঃ সন্তি মন্ত্রবর্জ্জং সর্ব্বান্যেতিকর্ত্তব্যতাস্তি। অতো বিবাহাখ্যসংস্কারোপলক্ষণং। মন্ত্রাস্তেষাং মন্ত্রাণাং নিষ্ঠা সমাপ্তিঃ সপ্তমে পদে বিজ্ঞেয়া।" ইত্যাদি ২। ২২৭। মেধাতিথি। (১৬)

টীকা—"পাণিগ্রহণিকা ইতি। বৈবাহিকা মন্ত্রা নিয়তং ভার্য্যাত্বে নিমিত্তং তৈর্মন্ত্রৈর্যথাশাস্ত্রং প্রযুক্তৈঃ ভার্য্যাত্বনিষ্পত্তেঃ তেষাং মন্ত্রাণাং সখা সপ্তপদী ভবেতি মন্ত্রেণ কন্যায়াঃ সপ্তমে পদে ভার্য্যাত্বনিষ্পত্তেঃ শাস্ত্রজ্ঞৈঃ সমাপ্তি-র্বিজ্ঞেয়া এবং সপ্তপদীগমনাৎ প্রাক্ ভার্য্যাত্বানিষ্পত্তেঃ সত্যনুশয়ে অহা-নোর্দ্দম্॥ ২২৭॥" কুল্লুক ভট্ট। ঐ।

বিবাহবিষয়ক যে সকল মন্ত্র তৎসমস্তই ভার্য্যাত্বের কারণ, তৎসমুদয় প্রযুক্ত হইলেই ভার্য্যাত্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তৎসমুদয় মন্ত্রমধ্যে শেষ মন্ত্র প্রযুক্ত না হওয়ার পূর্ব্বেও ভার্য্যাত্ব উৎপন্ন হয় না। ঐ সকল মন্ত্রের শেষ সপ্তপদীগমনবিষয়ক মন্ত্র, তাহা প্রযুক্ত অর্থাৎ উক্ত মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সপ্তপদী-গমন সম্পন্ন হইলেই পাণিগ্রহণিক মন্ত্রের (বিবাহ মন্ত্রের) সমাপ্ত হয়।

"পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
নাকন্যাসু ক্বচিন্নৃণাং লুপ্তধর্ম্মক্রিয়া হি তাঃ॥ ২২৬॥

৮অ, মনুসংহিতা।

ভাষ্য—পাণিগ্রহণং বিবাহো দারমন্ত্রাণাং ... ...। পরমার্থ-তস্তু বিবাহবিধিনা কন্যামুপযচ্ছেদিতি বিহিতং তাদৃশমেবার্থমন্ত্রা ... ... কন্যানাং বিবাহমন্ত্রাণামধিকারত্বাৎ ... ... অপ্রাপ্তমৈথুনা স্ত্রী কন্যোচ্যতে। ২২৬। মেঃ।

টীকা—বৈবাহিকা মনুষ্যাণাং মন্ত্রাঃ কন্যাশব্দশ্রবণাৎ কন্যাস্বেব ব্যবস্থিতা না-কন্যাবিষয়ে ক্বচিৎ শাস্ত্রে ধর্ম্মবিবাহসিদ্ধয়ে ব্যবস্থিতা অসমবেতার্থত্বাৎ। ন তু ক্ষতযোনের্বৈবাহিকমন্ত্রহোমাদিনিষেধকমিদং। যা গর্ভিণী সংস্ক্রিয়তে

(১৬) ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন, শূদ্রের বিবাহমন্ত্রে অধিকার নাই। কিন্তু ৩ অধ্যায়ের ৬৭ শ্লোকের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন,"অত্র কেচিদাহুঃ শূদ্রস্যাপি বৈবাহিকাগ্নিধারণ-মস্তি তস্যাপি দারপরিগ্রহস্যোক্তত্বাৎ।" মেঃ।

তথা বোঢ়ুঃ কন্যাসমুদ্ভবমিতি ক্ষতযোনেরপি মনুনৈব বিবাহসংস্কারস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ। ইত্যাদি। ২২৬। কুল্লুকভট্ট।

বিবাহবিধিতে, বিবাহবিষয়ক মন্ত্রগুলি কন্যা অর্থাৎ অপ্রাপ্তমৈথুনা স্ত্রীর বিবাহেই প্রযোজ্য হওয়ার বিধান দেখা যায়, প্রাপ্তমৈথুনা স্ত্রী ঐ সমস্তের প্রকৃত অধিকারিণী নহে, সে স্থলে (উক্ত স্ত্রীর বিবাহে) কেবল ক্রিয়া ও ধর্ম্মলোপ হয় বলিয়াই উক্ত মন্ত্র সকল প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা উচ্চ ধর্ম্ম নহে, অধমকল্প।

উপরি উদ্ধৃত মনুসংহিতার ২২৬।২২৭ শ্লোকের 'পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ' এই বাক্যের আমরা যে 'বিবাহমন্ত্রসকল' অর্থ করিলাম, দেখা যায় যে, ভাষা-টীকাকারও তাহাই করিয়াছেন এবং বিবাহের আরম্ভ হইতে সপ্তপদীগমন পর্য্যন্ত ঐ সকল মন্ত্রের সমাপ্তি হয় ও উক্ত মন্ত্র যে কন্যাবিবাহবিষয়েই প্রশস্ত তাহাও মনুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা বলিয়াছেন। ৩ অধ্যায়ের ১২।১৩ শ্লোকে ভগবান্ মনু যে, ব্রাহ্মণাদির অসবর্ণ বিবাহের বিধি দিয়াছেন, তাহা কন্যা-বিষয়েই। অতএব পূর্ব্বোক্ত ৩ অধ্যায়ের ৪৩।৪৪ শ্লোকে ও ৮ অধ্যায়ের ২২৭।২২৬ শ্লোকের সমুদয় বিধিই যে প্রাচীনকালে (মনুর সমকালে) ব্রাহ্মণাদির ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-ও-শূদ্র-কন্যাবিবাহে নিরাপত্তিতে (১৭) প্রযুক্ত হইত

(১৭) শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা করিলে প্রকাশ পায় যে, মনু আর যাজ্ঞবল্ক্য ব্যতীত ব্রাহ্মণাদির শূদ্রাবিবাহে মন্ত্রপ্রযুক্ত হওয়া আর সকল শাস্ত্রকারেরই অমত। মনু তাঁহার স্মৃতির তৃতীয় অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে শূদ্রাবিবাহের বিধি ও ৪৩।৪৪ শ্লোকে তাহাতে মন্ত্র প্রয়োগের (পাণিগ্রহণ সংস্কারের) বিধিও দিয়াছেন। কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪।১৫।১৬ প্রভৃতি শ্লোকে ব্রাহ্মণাদির শূদ্রাবিবাহের নিন্দা করিতেও ত্রুটি করেন নাই। এই জন্য মূলে আমরা শূদ্রাবিবাহে মন্ত্রপ্রয়োগসম্বন্ধে আপত্তির আভাস দিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া মনুর পরবর্ত্তী কালে যে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করিতেন না, এবং তাহাতে সর্ব্বত্রই মন্ত্রপ্রযুক্ত হইত না এমন কথা আমরা বলিতেছি না। যেহেতু এই কলিযুগের শাস্ত্র মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বেও দ্বিজগণের শূদ্রাবিবাহের ইতিহাস রহিয়াছে। মহর্ষি মনু ৩ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে শূদ্রাবিবাহের বিধি দিয়াও ১৪।১৫।১৬ প্রভৃতি শ্লোকে তাহার নিন্দা করিয়া পুনরায় ৩ অধ্যায়ের ৪৩।৪৪ শ্লোকে তাহাতে যখন পাণিগ্রহণসংস্কারের বিধি দিয়াছেন তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তৎপরবর্ত্তী কালেও রূপ-ও গুণসম্পন্না শূদ্রার বিবাহে

তাহা বলা বাহুল্য। আর উদক দান, কন্যাদান, হোম, সপ্তপদীগমন পর্য্যন্ত বিবাহের অন্তর্গত সমুদায় ক্রিয়ার নামই যে বিবাহসংস্কার বা পাণিগ্রহণসংস্কার, মনুসংহিতা অবলম্বনে ভাষ্য-টীকাকারও তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। এই কথা কেবল ভগবান্ মনুরও নহে, ইহা তৎপরবর্ত্তী বহু শাস্ত্রের কথা (১৮) এবং বহু শাস্ত্রেই সবর্ণা ও অনুলোমে অসবর্ণা স্ত্রী বিবাহেই উপরি উক্ত প্রকারে হস্তগ্রহণপূর্ব্বক পাণিগ্রহণসংস্কার (বিবাহসংস্কার) করিবার বিধি উক্ত হইয়াছে (১৯)।

উক্ত ক্ষণ যাহা প্রদর্শিত হইল তদ্দ্বারা রঘুনন্দন যে, মনুর "পাণিগ্রহণিকা মন্ত্র" ও "পাণিগ্রহণসংস্কারঃ" ইত্যাদি বচন দ্বারা বিবাহ হইতে পাণি-

নিশ্চয়ই মন্ত্র প্রযুক্ত হইত। তাহা না হইলে, "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" এই বাক্যের প্রয়োগস্থল কোথায়? রাজর্ষি শান্তনু দাসকন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেন। তাহাতে মন্ত্রপ্রযুক্ত না হইলে, তদুৎপন্ন সন্তানগণ নিশ্চয়ই সমাজে নিন্দিত হইতেন, তাহা হন নাই।

(১৮) "নোদকেন ন বাচা বা কন্যায়াঃ পতিরিষ্যতে।
পাণিগ্রহণসংস্কারাৎ পতিত্বং সপ্তমে পদে॥" উদ্বাহতত্ত্বধৃত যমসংহিতা।

"নচ সপ্তপদাভিগমনাভাবাৎ পতিত্বভার্য্যাত্বয়োরুৎপত্তিরিত্যাশঙ্কনীয়ং তত্র স্বীকারানন্তরমেব সংস্কারাভিধানাৎ।" সংশয়নিরসনধৃত পরাশর ভাষ্য। "হোমকরণেন তু ভার্য্যাত্বং।" ঐ ধৃত।

এই সকল বচনের প্রকৃতার্থ ইহাই প্রকাশ পায় যে, উদক দান হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তপদগমন পর্য্যন্ত মন্ত্রপ্রয়োগের নাম পাণিগ্রহণসংস্কার।

(১৯) "তাসাঞ্চ সবর্ণাবেদনে পাণিগ্রাহ্যঃ। ৫। অসবর্ণাবেদনে শরঃ ক্ষত্রিয়কন্যায়াঃ। ৬। প্রতোদো বৈশ্যকন্যায়াঃ। ৭। বসনদশান্তঃ শূদ্রকন্যায়াঃ। ৮।" ২৪অ, বিষ্ণুসংহিতা।

"পাণির্গ্রাহ্যঃ সবর্ণাসু গৃহ্নীয়াৎ ক্ষত্রিয়া শরম্।
বৈশ্যা প্রতোদমাদদ্যাদ্বেদনে ত্বগ্রজন্মনঃ॥ ৬২॥" ১অ, যাজ্ঞবল্ক্যসং।

"পাণির্গ্রাহ্যঃ সবর্ণাসু গৃহ্নীয়াৎ ক্ষত্রিয়া শরম্।
বৈশ্যা প্রতোদমাদদ্যাদ্বেদনে তু দ্বিজন্মনঃ॥ ১৪॥" ৪অ, শঙ্খসং।

অনুলোমে অসবর্ণ বিবাহ হইত বলাতে প্রতিলোমে হইত না তাহা নহে। যযাতি অম্বুহ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণকন্যাদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ঐ সকল স্ত্রী ও তাঁহাদের গর্ভজ সন্তানগণ যে সমাজে নিন্দিত ছিলেন না তাহাতেই ব্যক্ত হয়। ঐ সকল প্রতিলোম বিবাহেও পাণিগ্রহণসংস্কার হইয়াছিল।

গ্রহণকে পৃথক্ করিয়া দেন, তাহা তাঁহার নিজের কৃত বলিয়া সাব্যস্ত হইতেছে। রঘুনন্দন সংস্কারতত্ত্বেও বিবাহ হইতে পাণিগ্রহণকে পৃথক্ করিয়াছেন। ইহা বলা অসঙ্গত নহে যে, তাঁহার ঐ বিধিমতেই বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্বদিন রাত্রিতে উদকদানাদি সহ কন্যাদান ও পর দিবসে হোম-সপ্তপদীগমনাদি হইয়া আসিতেছে, এবং পূর্ব্ব রাত্রির ব্যাপারকে বিবাহ আর পর দিবসীয় ক্রিয়াকে পাণিগ্রহণসংস্কার নাম দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহা প্রাচীন শাস্ত্র ও রীতি বিরুদ্ধ। বিবাহরাত্রিতেই বিবাহসংস্কারসম্পর্কীয় যাবতীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ-করাই যে প্রাচীন রীতি ও বিধি তাহা সংস্কারতত্ত্বোদ্ধৃত "যদি বিবাহে যত্যাদিনা মহানিশাভূতা তৎপরদিনে সম্যগশনার্থং ক্রিয়তে ইতি শমনীয়ং স্থালীপাকং কুর্ব্বীত।" ইত্যাদি কথাতেই প্রকাশ পায়। বিবাহরাত্রিতে কন্যাদানের পূর্ব্বেই যে অগ্নিস্থাপন করিতে হয় (২০) এবং কন্যাদানকালে যে বরের দক্ষিণ হস্তে কন্যার দক্ষিণ হস্ত প্রদান-করত কন্যাদানমন্ত্রপাঠ ও বরকে "স্বস্তি" উচ্চারণ-করত কন্যাগ্রহণ (হস্তদ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক) স্বীকার করিতে হয়, তাহা ভট্ট মহাশয়ই শাস্ত্রীয়প্রমাণপ্রদানে আমাদিগকে দেখাইয়াছেন (২১)। আমরা বলি যে, ইহাই পাণিগ্রহণের (বিবাহের) আরম্ভ। যখন

(২০) "অথ বিবাহঃ। অস্মিন্ কালে অগ্নিসান্নিধ্যে স্নাতঃ স্নাতে হরোগিণী ত্বব্যঙ্গেহপতিতেহক্লীবে পিতা কন্যাং দাস্যতি।" ইত্যাদি। সংস্কারতত্ত্বম্।

"ইতি বৃহস্পত্যুক্তে চ অত্র চ পারস্করেণ বহিঃশালায়ামুপলিপ্তে দেশে উদ্ধৃতা বোক্ষিতে অগ্নিমুপসমাধায়েতি সূত্রাৎ প্রধানগৃহাঙ্গনে অগ্নিস্থাপনানন্তরং কুমার্য্যাঃ পাণিং গৃহ্নীয়াৎ ত্রিষু ত্রিষূত্তরাদিষ্বিতি সূত্রান্তরেণ পাণিগ্রহণবিধানাৎ যজুর্ব্বেদিনাম্। সামগেয়কন্যাগ্রহণেঽপি দানাৎ পূর্ব্বমগ্নিস্থাপনম্।

(২১) "অথ বিবাহপরিপাটী। ....। গোতমঃ। 'অন্তর্জান্নুকরং কৃত্বা স কুশন্তু তিলোদকম্। ফলাংশমভিসন্ধায় প্রদদ্যাৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।' কন্যায়া দৈবতপ্রতিগ্রহপ্রকারমাহ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্। 'কন্যাদানন্তথা দাসী প্রাজাপত্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। ....। করেগৃহ্য তথা কন্যাং দাসীদাসৌ দ্বিজোত্তমাঃ।' করেগৃহ্য করং গৃহীত্বা। তদাহাদিত্যপুরাণম্। 'ওঙ্কারমুচ্চরন্ প্রাজ্ঞো দ্রবিণং শক্ত্যোদনম্। গৃহ্নীয়াদ্দক্ষিণে হস্তে তদন্তে স্বস্তি কীর্ত্তয়েৎ।' ওঙ্কারস্তু স্বীকারার্থত্বাৎ তেনৈবাত্র গ্রহণমুক্তম্।" ইত্যাদি।

রঘুনন্দনকৃত, সংস্কারতত্ত্ব, অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি।

অগ্নিস্থাপনকরার বিধি কন্যাদানের পূর্ব্বেই, তখন সেই অগ্নিনির্ব্বাণ করিয়া পর দিনে পুনরায় অগ্নিস্থাপনকরিবার হোমাদিকরিবার বিধি তিনি কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা দেখাইতে পারেন নাই। রঘুনন্দন সংস্কারতত্ত্বে বিবাহ হইতে পাণিগ্রহণকে যে পৃথক্ করিয়াছেন, তাহা বিবাহ, অর্হণ, বিবাহপরিপাটী বলিয়া তদনন্তর পাণিগ্রহণবিধি যে বলিয়াছেন তাহাতেই সুব্যক্ত হয়। আরও দেখুন, বিবাহসম্বন্ধে যে শুভদিনের প্রয়োজন তাহা যে রাত্রিতে বরহস্তে কন্যাসম্প্রদানকরা হয় সেই রাত্রিবিষয়েই। উক্ত শুভদিননির্ণয়কে কোন বচনে পাণিগ্রহণ, কোন বচনে বিবাহশব্দে উক্ত হওয়াতে, বিবাহ আর পাণি-গ্রহণকে এক কথা অর্থাৎ একই সংস্কার বলিয়া উপলব্ধি হয়, এবং পরদিবসে যখন শুভদিনের প্রয়োজন হয় না তখন দানই যে পাণিগ্রহণ তাহাও স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে (২২)। আমরা এখন দেখি, বিবাহরাত্রিতে অগ্নিস্থাপন করা হয় না, করিলেই তদঙ্গীয় হোম সপ্তপদীগমনাদি সেই রাত্রিতেই নির্ব্বাহ করিতে হয়। দুই দিনে পাণিগ্রহণসংস্কারনির্ব্বাহকরা ক্রিয়াপ্রবৃত্তদিগের পক্ষে সুবিধাজনক হইলেও ইহা যে প্রাচীন রীতি নহে তাহা বলিতেই হইল; যেহেতু প্রাচীনকালে বিবাহাগ্নিকে আজীবন রক্ষাকরিবার বিধি দেখা যায়

---

(২২) অথ বিবাহপরিপাটী। 'তত্র গোভিলঃ। পুণ্যে নক্ষত্রে দারান্ কুর্ব্বীত।' পুণ্যে দোষরহিতে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্তপ্রশস্তে রোহিণ্যাদৌ ....। দারান্ পত্নীং কুর্ব্বীত।"

সংস্কারতত্ত্ব।

"অথ বিবাহঃ। ....যত্তু, কন্যাবৃশ্চিকমেষেষু মিথুনে চ ঝষে বৃষে। অতিচারেঽপি কর্ত্তব্যং বিবাহাদি বুধৈঃ সদা। ....। যদা তথা প্রাহ শুভে বিলগ্নে হিতায় পাণি-গ্রহণং বশিষ্ঠঃ।' ....। রেবত্যুত্তররোহিণী-মৃগশিরো-মূলানুরাধা-মঘা-হস্তাস্বাতিষু তৌলিষষ্ঠমিথুনেষূদ্যৎসু পাণিগ্রহঃ। ....। পারস্করেণোক্তং যথা, কুমার্য্যাঃ পাণিং গৃহ্নীয়াত্ত্রিষু ত্রিষূত্তরাদিষু। ....। বিষ্ণুভাদৌ ত্রিকে চিত্রে জ্যেষ্ঠায়াং জ্বলনে যমে। এভির্ব্বিবাহিতা কন্যা ভবত্যেব সুদুঃখিতা। ....। আদ্যে মঘা চতুর্ভাগে নৈঋতস্যাদ্য এব চ। রেবত্যান্তচতুর্ভাগে বিবাহঃ প্রাণনাশকঃ। (জ্যোতিস্তত্ত্বম্, সংস্কারতত্ত্বম্)।

দীপিকায়াম্। ....। যস্যাঃ শশী সপ্তশলাকভিন্নঃ পাপৈরপাপৈরথবা বিবাহে। রক্তাংশুকেনৈব তু রোদমানা শ্মশানভূমিং প্রমদা প্রযাতি ॥ সপ্তশলাকবেধঃ।" জ্যোতিস্তত্ত্বম্।

রঘুনন্দনকৃত অষ্টাবিংশতি তত্ত্বানি।

(২৩)। এ বিবাহাগ্নির অর্থ—কন্যাদানের পূর্ব্বকালীন স্থাপিতাগ্নি, পরদিবসীয় স্থাপিতাগ্নি নহে।

"অথ পাণিগ্রহণং। তত্র গোভিলঃ। পাণিগ্রহণে পুরস্তাচ্ছালায়া উপলিপ্তে অগ্নিরূপসমাহিতে ভবতি। পাণিগ্রহণে কর্ত্তব্যে গৃহসমীপে দেশে উপসমাহিতস্থণ্ডিলে রেখাদিরূপাক্ষজপান্তং বাদনেন সমাহিতোঽগ্নির্ভবতি। গোভিলঃ। ....। বাগ্‌যতোঽগ্রেণাগ্নিং পরিক্রম্য দক্ষিণতো উদঙ্মুখোঽবতিষ্ঠতে।" অগ্নিস্থাপনানন্তরং বরস্য সহায়ানাং মধ্যে একোঽগাধজলেন ঘটং পূরয়িত্বা গৃহীতকুম্ভবস্ত্রাচ্ছাদিতদেহঃ দক্ষিণেনাগ্নিং বেষ্টয়িত্বা অগ্নিব্রহ্মণোর্দক্ষিণস্যাং দিশি উদঙ্মুখোঽবতিষ্ঠতে।" ইত্যাদি। সংস্কারতত্ত্বম্। অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি॥

এই অগ্নিস্থাপন কন্যাদানের পূর্ব্বের। পাণিগ্রহণকে বিবাহ হইতে পৃথক্ করিবার অভিপ্রায়ে রঘুনন্দন যে পাণিগ্রহণবিধিতে উহা যুক্ত করিয়াছেন, তাহা উক্ত বচনের "বরস্য সহায়ানাং মধ্যে" ও "উদঙ্মুখোঽবতিষ্ঠতে" দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়। দেখ, "বরস্য সহায়ানাং" বলিতে বরের আত্মীয় অর্থাৎ বরযাত্রিদিগকেই বুঝায়; তাঁহাদের মধ্যে "অবতিষ্ঠতে" এই ক্রিয়ার কর্ত্তা অবশ্যই কন্যাদাতা, বর নহে; যেহেতু কন্যাসম্প্রদাতাকেই উদঙ্মুখে (উত্তরমুখে) অবস্থিতি করিতে হয়। কন্যাদানকালে সেই সভাতেই বর তাঁহার আত্মীয়স্বগণে বেষ্টিত থাকেন, অন্য সময়ে আত্মীয়স্বগণে বেষ্টিত থাকিবার বিধি বা রীতি দেখা যায় না। "প্রত্যঙ্মুখা বরয়ন্তি প্রতিগৃহ্ণন্তি প্রাঙ্মুখাঃ। ....। অতএব সর্ব্বত্র প্রাঙ্মুখো দাতা গ্রহীতা চ উদঙ্মুখঃ সম্প্রদাতা প্রতিগ্রহীতা

---

(২৩) "বৈবাহিকাগ্নৌ কুর্ব্বীত গৃহ্যং কর্ম্ম যথাবিধি।
পঞ্চযজ্ঞবিধানঞ্চ পক্তিঞ্চান্বাহিকীং গৃহী॥ ৬৭॥"

ভাষ্য।—কৃতবিবাহো যস্মিনগ্নৌ তত্র কুর্ব্বীত গৃহ্যং কর্ম্ম। ....। অগ্নৌ তু বৈবাহিকে ....। গৃহ্যং কর্ম্ম বৈবাহিকে অগ্নাবিতি শ্রুতম্। ইত্যাদি। মেধাতিথি।

টীকা।—........ বৈবাহিকাগ্নৌ সম্পাদ্যং মহাযজ্ঞবিধানঞ্চেতি ....। বিবাহে ভবো বৈবাহিকঃ। আধ্যাত্মিকাদিত্বাট্ ঠঞ্। তস্মিন্নগ্নৌ গৃহ্যোক্তং কর্ম্ম সায়ংপ্রাতর্হোমঃ .... পাকং গৃহস্থঃ কুর্য্যাৎ। কুঃ।"

বিবাহ হইতে পাণিগ্রহণ স্বতন্ত্র ব্যাপার হইলে শাস্ত্রকারেরা এখানে যে বিবাহাগ্নি বলিতেন না তাহা বুদ্ধিমানেরা অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

প্রাঙ্মুখঃ।" ইত্যাদি তাঁহারই সংস্কারতত্ত্ব। বিবাহপরিপাটীধৃত প্রমাণ হইতেই প্রকাশ পায়, বর্ত্তমান সময়ে কন্যাদানের পরদিবসে যে সংস্কার হয় তাহাতে বরপক্ষীয় কাহাকেও দেখা যায় না, অর্থাৎ কন্যাদানকালের সভামধ্যে উক্ত ক্রিয়া হয় না, সুতরাং গোভিলের উক্ত বিধি যে কন্যাদানের পূর্ব্বের তাহা বলা বাহুল্য। রঘুনন্দন স্বকৃত সংস্কারও উদ্বাহতত্ত্বের অনেক স্থলে এমন অনেক বচন সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহাতে উদকাদি দান, কন্যাদান, হোম ও সপ্তপদী গমনাদি সমুদয়ই বিবাহসংস্কার বলিয়া স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে (২৪)।

শাস্ত্রালোচনা করিলে কেবল সবর্ণ ও অসবর্ণ বিবাহকেই পাণিগ্রহণসংস্কার বলিয়া নীরব থাকিতে পারা যায় না। শাস্ত্রে যে গান্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ প্রভৃতি নিন্দ্য বিবাহের বিধি ও ইতিহাস আছে (২৫) তৎসমুদয়

(২৪) "তথা চ গৃহস্থরত্নাকরে যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

'বিবাহবিততে তন্ত্রে হোমকালে হ্যুপস্থিতে।
কন্যায়া ঋতুরাগচ্ছেৎ কথং কুর্ব্বন্তি যাজ্ঞিকাঃ।
স্নাপয়িত্বা তু তাং কন্যামর্চ্চয়িত্বা যথা বিধি॥" ইত্যাদি।

"মনুঃ। 'মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞস্তাসাং প্রজাপতেঃ। প্রযুজ্যতে বিবাহেযু প্রদানং স্বাম্য কারণম্। 'পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্। তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে।' স্বস্ত্যয়নং কুশলেন কালাতিবাহনহেতুকং করণসাধনাৎ কণকধারণাদি ওম্ স্বস্তি ভবন্তোব্রুবন্ত্বিতি চ যশ্চ প্রজাপতিদৈবতো বৈবাহিকো হোমস্তৎ সর্ব্বং মঙ্গলার্থং............। স্বাম্যকরণন্তু প্রদানং ন তু বাগ্দানং ; রত্নাকরকৃতাপি প্রদানেনৈব কন্যায়াং বরস্য স্বাম্যং জায়তে কন্যা দাতুঃ স্বাম্যং নিবর্ত্ততে ইতি ব্যাখ্যাতং নিষ্ঠা ভার্য্যাত্বস্য সমাপ্তিরূপা সপ্তমে পদে গতায়াং কন্যায়ামিতি বোধ্যম্।" উদ্বাহতত্ত্ব, অষ্টাবিংশতি তত্ত্বানি।

(২৫) চতুর্ণামপি বর্ণানাং প্রেত্য চেহ হিতাহিতান্।
অষ্টাবিমান্ সমাসেন স্ত্রীবিবাহান্নিবোধতঃ॥ ২০॥
ব্রাহ্মোদৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥ ২১।২২।২৩।২৪,২৫,২৬

শ্লোক দেখ। ৩অ, মনুসংহিতা।

ব্রাহ্মোদৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বরাক্ষসৌ পরৌ পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥ ১০অ, ৩অং, বিষ্ণুপুরাণ।

বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, শঙ্খ প্রভৃতি সংহিতা দেখ।

কেও পাণিগ্রহণসংস্কার বলিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে (এখনও) আসুর বিবাহের অভাব নাই (২৬), উহাতে যে পাণিগ্রহণসংস্কার হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। ঐসমস্ত বিবাহ প্রথমে নিন্দিত উপায়ে ঘটিলেও পরে যে উহাতে পাণিগ্রহণসংস্কার হইত, আর্য্যশাস্ত্রে তদ্বিষয়ক প্রমাণ দুর্লভ নহে (২৭)। এমতাবস্থায় সবর্ণার বিবাহেই পাণিগ্রহণসংস্কার বিহিত, অসবর্ণ বিবাহে নহে ইহা বলা যাইতে পারে কিপ্রকারে? অপিচ তৃতীয় অধ্যায়ের ১৩শ্লোকে অনুলোমক্রমে ব্রাহ্মণাদির ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রকন্যা ভার্য্যা হইয়া থাকে, এ কথাই বা মনুপ্রভৃতি সংহিতাকারেরা বলিয়াছেন কিপ্রকারে? (২৮) পাণিগ্রহণসংস্কারবর্জ্জিতা হইলে যে ভার্য্যাত্ব-পতিত্ব হয় না তাহা পূর্ব্বে আমরা বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছি। অতএব ভগবান্ মনু ৩অধ্যায়ে যখন ব্রাহ্মণাদির ক্ষত্রিয় বৈশ্যকন্যাপ্রভৃতি স্ত্রীকে ভার্য্যা বলিয়াছেন, তখন উক্ত অধ্যায়ের ৪৩।৪৪ শ্লোকে অসবর্ণার বিবাহেও যে তিনি উক্তরূপে পাণিগ্রহণকরত বিবাহসংস্কার করিতে বিধি দিয়াছেন (২৯) তাহাতে আর সন্দেহ কি? উদকদান, কন্যাদান (পাণি-

(২৬) "জ্ঞাতিভ্যোদ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈব চ শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে ॥ ৩১ ॥" ৩অ, মনুসং।

(২৭) "নির্জ্জিত্য রুক্মিণং সম্যগুপযেমে স রুক্মিণীম্।
রাক্ষসেন বিবাহেন সংপ্রাপ্তাং মধুসূদনঃ ॥ ১৪ ॥" ২৬অ, ৫অং, বিষ্ণুপু।

—"ইতি মৎস্যপুরাণোক্তাবশ্যম্ভাবিশুভাশুভেষু গ্রহাদিদোষশান্ত্যর্থং হোমহিরণ্যাদিদানং বিবাহাৎ প্রাক্ কর্ত্তব্যং ভগবত্যা রুক্মিণ্যা ভবিষ্যদ্বিবাহে তথা দর্শনাৎ যথা ভাগবতে 'চক্রুঃ সামর্গ্যজুর্ম্মন্ত্রৈর্ব্বধ্বা রক্ষাং দ্বিজোত্তমাঃ। পুরোহিতোঽথর্ব্ববিদ্বৈ জুহাব গ্রহশান্তয়ে। হিরণ্যরূপ্যবাসাংসি তিলাংশ্চ গুড়মিশ্রিতান্। প্রাদাদ্ধেনূশ্চ বিপ্রেভ্যো রাজা বিধিবিদাং বরঃ।" ইত্যাদি। উদ্বাহতত্ত্বম্, অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি।

(২৮) "সপ্তপৌনর্ভবাঃ কন্যা বর্জ্জনীয়া কুলাধমা। বাচা দত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা। উদকস্পর্শিতা যেন যা চ পাণিগৃহীতিকা। অগ্নিং পরিণীতা যাতু। ইত্যাদি।
উদ্বাহতত্ত্ব ও বিদ্যাসাগরধৃত কাশ্যপ বচন।

এখানে স্পষ্ট বুঝা যায় যে সম্প্রদানবিহিতকন্যার্থে "পাণিগৃহীতিকা" পদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

(২৯) ১৯টীকাধৃত বচনগুলিতে দেখা যায় যে,"বেদনে ত্বগ্রজন্মনঃ" ও "বেদনে তু দ্বিজন্মনঃ" পদ আছে। ইহাতেও স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, সবর্ণাবেদনে হস্তধারণকরত প্রাচীনকালে যে সংস্কার হইত, অসবর্ণাবেদনে তৎপরিবর্ত্তে শর ও প্রতোদকে বর কন্যা হস্তদ্বারা ধারণকরত

গ্রহণ) হোম সপ্তপদীগমনাদি সমুদয়ই যে একমাত্র বিবাহসংস্কারের অন্তর্গত অনুসন্ধান করিলে আর্য্যশাস্ত্র হইতে তাহার অসংখ্য প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে (৩০)।

"ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা।
পর্ব্ববর্জ্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্‌ব্রতো রতিকাম্যয়া ॥ ৪৫ ॥"

৩অ, মনুসংহিতা।

ভাষ্য—"উক্তো বিবাহঃ। তস্মিন্নিবৃত্তে সমুপযাতে দারত্বে তদহরেবেচ্ছয়োপগমে ... ...। ন বিবাহানন্তরং তদহরেব গচ্ছেৎ কিন্তর্হি ঋতুকালং প্রতীক্ষেত।" ইত্যাদি। ৪৫। মেধাতিথি।

টীকা— ... ...। "স্বদারনিরতঃ সদেতি নিত্যং স্বদারসন্তুষ্টঃ স্যাৎ নান্যভার্য্যামুপগচ্ছেদিতি বিধানাৎ ... ...। অন্যভার্য্যাং নোপগচ্ছেৎ। ইত্যাদি।" ৪৫ শ্লোক কুল্লূকভট্ট। ৩অ, মনুসংহিতা।

উপরি উক্ত বিবাহবিধি অনুসারে সবর্ণ ও অসবর্ণবিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পরে অর্থাৎ সবর্ণে অসবর্ণে উৎপন্না স্ত্রীতে উক্ত বিবাহবিধি দ্বারা ভার্য্যাত্ব

(অর্থাৎ উক্ত প্রকারে পাণিগ্রহণকরত) সেই সংস্কারেই সংস্কৃত হইতেন। তাহা না হইলে শাস্ত্রে ঐপ্রকার বিধি উক্ত হইত না, হইবার কোন কারণ ছিল না, তাহা দূরদর্শী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

(৩০) মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞশ্চাসাং প্রজাপতেঃ।
প্রযুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকারণম্ ॥ ১৫২ ॥ ৫অ।

ভাষ্য—বিবাহযজ্ঞস্তু মঙ্গলার্থ ইত্যাদ্যবিবক্ষিতম্। দানকরণং হি বিবাহইতি স্মর্য্যতে। সত্যপি স্বাম্যে নৈবান্তরেণ বিবাহং ভার্য্যা ভবতীতি ॥ ১৫২ ॥ মেধাতিথি।

টীকা—মঙ্গলার্থমিতি। যদাসাং স্বস্ত্যয়নং শান্ত্যর্থমন্ত্রবচনাদিরূপং যশ্চাসাম্প্রজাপতিযাগঃ প্রজাপত্যুদ্দেশেনাজ্যহোমাত্মকো বিবাহেষু ক্রিয়তে ... ...। যৎ পুনঃ প্রথমং সম্প্রদানং বাগ্দানাত্মকং তদেব ভর্ত্তুঃ স্বাম্যজনকং ... ... যত্তু নবমে বক্ষ্যতে 'তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে ইতি তদ্ভার্য্যাত্বসংস্কারার্থমিত্যবিরোধঃ ॥১৫২॥ কুঃ।"

"অনৃতাবৃতুকালে চ মন্ত্রসংস্কারকৃৎপতিঃ।" ইত্যাদি। ১৫৩ ॥

টীকা—"মন্ত্রসংস্কারো বিবাহঃ তৎকর্ত্তা ভর্ত্তা।" ইত্যাদি। ১৫৩ ॥ কুঃ।

ভাষ্য— ... ...। "মন্ত্রসংস্কারো বিবাহবিধিস্তস্য কর্ত্তা মন্ত্রসংস্কারকৃৎ। ইত্যাদি ॥ ১৫৩ ॥ মেধাতিথি।

সম্পর্ক উৎপন্ন হইলে স্বদারনিরত হইয়া উক্ত উভয়বিধ অর্থাৎ সবর্ণে অসবর্ণে উৎপন্না ভার্য্যাতে অমাবস্যাদিপর্ব্বকালবর্জ্জনকরত প্রত্যেক ঋতুকালে অবশ্য এবং পত্নীর প্রীতিবিধানার্থ অন্য-সময়েও গমন করিবে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত ৪৩।৪৪ শ্লোকের অর্থের সহিত যোগ করিয়া আমরা ভগবান্ মনুর এই ৪৫ শ্লোকের অর্থ করিলাম। স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সবর্ণে অসবর্ণে উৎপন্না ভার্য্যাকে উপলক্ষ করিয়াই তিনি "স্বদারনিরতঃ" ও "এনাং"পদ বচনে প্রয়োগ করিয়াছেন। এ বচনের ভাষ্য আর টীকাতেও তাহাই প্রকাশ পাইতেছে, এবং অনুসন্ধান করিলে প্রকাশ পায় যে, এই বিধি কেবল মনুরই নহে, তৎপরবর্ত্তী সমুদয় শাস্ত্রকারেরই এই মত। তৎপরবর্ত্তী সমস্ত শাস্ত্রেই এই বিধি ও ইতিহাস রহিয়াছে (৩১)। অপিচ কেবল মনুসংহিতার ৩অধ্যায়ের ১৩শ্লোকেই যে ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবিবাহিতা (অসবর্ণে উৎপন্না) স্ত্রীদিগকে ভার্য্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহাও নহে, প্রাচীন বহু শাস্ত্রেই ইহাদিগকে ভার্য্যা বলিয়া উক্ত হওয়াতে (৩২) বুঝিতে পারা যায়, প্রাচীনকালে অনুলোম (অসবর্ণ) বিবাহে বিবাহের অঙ্গীভূত সমুদয় সংস্কারই হইত; এবং তাঁহারা (অনুলোমবিবাহিতা স্ত্রীগণ) প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণাদির সম্পূর্ণ বিধিসম্ভূতা পত্নী ছিলেন। যাঁহারা শাস্ত্রবিধিবিহিতা পত্নী, তাঁহারা অসবর্ণে উৎপন্না হইলেও যখন বিবাহসংস্কার দ্বারা পত্নী (ভার্য্যা) হইতেন, তখন সেই হেতুতে তাঁহারা যে পতির স্বজাতিও হইতেন তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়, কারণ

(৩১) ত্বা গার্হাণি কর্ম্মাণি স্বভার্য্যাপোষণোনরঃ।
ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ প্রাপ্নোতি পরমাং গতিং ॥ ৯৬ ॥" সম্বর্ত্তসং।
"ঋতুমতীন্তু যো ভার্য্যাং সন্নিধৌ নোপসর্পতি।
অবাপ্নোতি স মন্দাত্মা ভ্রূণহত্যামৃতাবৃতৌ ॥" রঘুনন্দন ভট্ট ধৃত,
সংস্কারতত্ত্বধৃত গোভিল বচন।
৭অ, ১৪শ্লোক, পরাশরসং।

(৩২) "অথ ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভার্য্যা ভবন্তি। ১।" ২৪অ, বিষ্ণুসং।
"নানাবর্ণাসু ভার্য্যাসু সবর্ণা সহচারিণী।" ইত্যাদি। ২অ, ব্যাসসং।
৫টীকাধৃত যাজ্ঞবল্ক্য, শঙ্খ, মহাভারত বচন এবং ২৭টীকাধৃত নারদসংহিতা বচন.
৩০টীকা দেখ।

বিবাহসংস্কার দ্বারা পত্নীত্ব জন্মিবার পূর্ব্বে স্বজাতিত্বের (স্বশ্রেণীত্বের) উদ্ভব না হইলে পতিত্ব-ভার্য্যাত্ব হইত কিপ্রকারে? অতএব প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণাদির ক্ষত্রিয়কন্যা বৈশ্যকন্যাদি পত্নীগণ যে বিবাহসংস্কার দ্বারা তাঁহাদের পতির জাতি হইতেন তৎসম্বন্ধে আর অধিক প্রমাণ প্রদর্শনকরা অনাবশ্যক। তবে বর্ত্তমান সমাজের প্রবোধার্থই আরও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা উহা প্রমাণীকৃত হইতেছে।

"আম্নায়ে স্মৃতিতন্ত্রে চ লোকাচারে চ সর্ব্বথা।
শরীরার্দ্ধঃ স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্যফলে সমা॥" (৩৩)

অম্বষ্ঠকুলচন্দ্রিকাধৃত বৃহস্পতিসং।

পরবর্ত্তী ৩৫টীকাধৃত ব্যাসসং ২অ, ১৩। ১৪ শ্লোক দেখ।

বেদ স্মৃতি তন্ত্র ও লোকাচারে জায়া সর্ব্বথা পতির শরীরার্দ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং একমাত্র জায়াই স্বীয় পতির পাপ ও পুণ্যফল তুল্যাংশে ভোগ করিয়া থাকেন।

যিনি শরীরার্দ্ধ তিনি যে স্বজাতি তাহা বলা বাহুল্য। এ বিষয়টি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের মনুষ্যদিগকে বুঝাইবার জন্য আর অধিক শাস্ত্রীয় প্রমাণের প্রয়োজন হইত না সত্য, কিন্তু এ যুগের মনুষ্যদিগের লক্ষণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এবিষয়ে আমাদিগকে আরও প্রমাণ দিতে হইতেছে।

"বিবাহে চৈব নির্বৃত্তে চতুর্থেঽহনি রাত্রিষু।
একত্বং সা গতা ভর্ত্তুর্গোত্রে পিণ্ডে চ সূতকে ॥ ১ ॥
স্বগোত্রাৎ ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে।
পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যা পিণ্ডোদকক্রিয়া ॥ ২ ॥"

উদ্বাহতত্ত্বধৃত লঘুহারীত।

লিখিতসংহিতা বচন। বিদ্যাসাগরধৃত।

বিবাহসংস্কার সুসম্পন্ন হইলে চতুর্থ রাত্রিতে পত্নী গোত্র-পিণ্ড-ও-অশৌচাদি

---

(৩৩) এই বচন এবং ইহার পরের উদ্ধৃত "পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ" ইত্যাদি বচন বঙ্গবাসী প্রেসের ছাপা পুস্তকে নাই। বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহ বিষয়ক পুস্তক ও রঘুনন্দনের "অষ্টাবিংশতি তত্ত্বানি" উদ্বাহ ও সংস্কারতত্ত্ব, "বেদার্থোপনিবদ্ধত্বাৎ" ইত্যাদি বৃহস্পতি বচনও উক্ত পুস্তকে নাই। অতএব উক্ত ছাপা পুথীতে এই সকল বচন নিশ্চয়ই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বিষয়ে পতির সহিত সম্পূর্ণরূপে একত্বপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিবাহসংস্কারের সমাপ্তিরূপ সপ্তপদীগমন হইতে নারী পিতৃগোত্র হইতে বিচ্যুতা হইয়া পতি-গোত্র প্রাপ্ত হয়, সেই হেতু. তাহার শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া পতিগোত্র উচ্চারণপূর্ব্বক করিবে।

"পাণিগ্রহণিকামন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ।
ভর্ত্তুর্গোত্রেণ নারীণাং দেয়ং পিণ্ডোদকং ততঃ॥"

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহবিষয়ক পুস্তক ২য় ভাগ ও
উদ্বাহতত্ত্ব, সংশয়নিরসনধৃত বৃহস্পতিবচন।

বিবাহমন্ত্রসকল নারীদিগের পিতৃগোত্রের অপহারক, অতএব বিবাহের পর স্ত্রীদিগের শ্রাদ্ধ ও উদকক্রিয়াদি পতিগোত্র উচ্চারণপূর্ব্বক করিবে (৩৪)।

অসবর্ণ (অনুলোম) বিবাহে যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে পাণিগ্রহণবিষয়ক সমুদয় মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া পতিত্ব-পত্নীত্ব-ভাবের উদ্ভব হইত, তাহা উপরে বহু শাস্ত্র

(৩৪) "সংস্কৃতায়াস্তু ভার্য্যায়াং সপিণ্ডীকরণান্তিকম্।
পৈতৃকং ভজতে গোত্রমূর্দ্ধন্তু পতিপৈতৃকং॥"

উদ্বাহতত্ত্ব ও বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহ
পুস্তকধৃত কাত্যায়ন বচন।

উদ্ধৃত কাত্যায়ন বচনাবলম্বনে যদি কেহ বলেন যে বিবাহ দ্বারা স্ত্রীর পতিগোত্র প্রাপ্ত হওয়া প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের সকলের মত নহে, সুতরাং সর্ব্বত্রই ঐ রীতি ছিল, ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? এ কথার উত্তর এই যে, বহু ঋষির মতের ও চিরপ্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে একমাত্র কাত্যায়ন ঋষির মত যে প্রাচীন আর্য্যসমাজে স্থানপ্রাপ্ত ও গ্রহণযোগ্য হইয়াছিল তাহা বিশ্বাস করিবারও কোন হেতু দেখা যায় না। গোত্রশব্দের অর্থ বংশ, বিবাহ দ্বারা স্ত্রী স্বামীগোত্র প্রাপ্ত হইলেই তাহার যে বংশে জন্ম, সে বংশের সহিত সম্বন্ধ থাকে না, সে সে-বংশীয়া নহে, এমন কথা কোন শাস্ত্রকার বলেন নাই। কাত্যায়নবচনের মূল তাৎপর্য্য এই যে, বিবাহিতা স্ত্রীতে তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার পিতৃকুলের সহিত সম্পর্ক থাকে, তৎপরে কেবল পতিকুলের সহিত সম্পর্ক থাকে। তাহা না থাকিলে মাতামহ মাতুল, মাতুলানী প্রভৃতির শ্রাদ্ধ ও ধনাধিকারী সকলেই হন কিপ্রকারে? অতএব কাত্যায়ন যাহা বলিয়াছেন তাহা সকলকারই মত। পরবর্ত্তী ৩৫টীকায় দেখা যাইবে, কাত্যায়ন অসবর্ণে উৎপন্না স্ত্রীদিগকে ভার্য্যাত্ব প্রদান করিয়াছেন।

দ্বারা বিশেষ করিয়া আমরা সকলকে দেখাইয়াছি। তাহার সহিত উদ্ধৃত বৃহস্পতি আর লিখিতসংহিতার বচনের অর্থ যোগ করিলে স্পষ্টই প্রাচীনকালের এই ইতিহাস পরিব্যক্ত হয় যে, ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবিবাহিতা পত্নীগণ বিবাহ-সংস্কার দ্বারা তাঁহাদের পতির জাতি প্রাপ্ত হইতেন। গোত্রে, পিণ্ডে, অশৌচাদিতে স্বামীর সহিত একত্ব জন্মিলে এবং স্বামীর শরীরের অর্দ্ধাংশ হইলেও যদি অসবর্ণে উৎপন্না রমণীদিগকে তাঁহাদের ব্রাহ্মণাদি স্বামীর জাতি বলিয়া এ যুগের হিন্দুসমাজ স্বীকার না করেন, সেই কারণে প্রস্তাবিত বিষয়ে আরও প্রমাণ পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে।

শাস্ত্রালোচনা করিলে দেখা যায় যে, সকল শাস্ত্রেই অসবর্ণে উৎপন্না পত্নীগণের ধর্ম্মকার্য্যাদি করিবার স্পষ্ট বিধি রহিয়াছে (৩৫)। সবর্ণে উৎপন্না পত্নীর

(৩৫) "সবর্ণাসু বহুভার্য্যাসু বিদ্যমানাসু জ্যেষ্ঠয়া সহ ধর্ম্মকার্য্যং কুর্য্যাৎ। ১। মিশ্রাসু চ কনিষ্ঠয়াপি সমানবর্ণয়া। ২। সমানবর্ণায়া অভাবে ত্বনন্তরয়ৈবাপদি চ। ৩। নত্বেব দ্বিজঃ শূদ্রয়া। ৪।" ২৬অ, বিষ্ণুসংহিতা।

সত্যামন্যাং সবর্ণায়াং ধর্ম্মকার্য্যং ন কারয়েৎ।
সবর্ণাসু বিধৌ ধর্ম্মে জ্যেষ্ঠয়া ন বিনেতরাঃ ॥ ৮৮ ॥ ১অ, যাজ্ঞবল্ক্যসং।
নৈকয়াপি বিনা কার্য্যমাধানং ভার্য্যয়া সহ।
অকৃতং তৎ বিজানীয়াৎ সর্ব্বাস্বাচারভন্তি যৎ ॥ ৫ ॥
বর্ণজ্যেষ্ঠেন বহ্বীভিঃ সবর্ণাভিশ্চ জন্মতঃ।
কার্য্যমগ্নিচ্যুতেরাভিঃ সাধ্বীভির্ম্মথনং পুনঃ ॥ ৬ ॥
নাত্র শূদ্রীং প্রযুঞ্জীত নদ্রোহদ্বেষকারিণীম্।
নচৈবাব্রতস্থাং নান্যপুংসা চ সহ সঙ্গতাম্ ॥ ৭ ॥" ৮খণ্ড, কাত্যানসং।
নানাবর্ণাসু ভার্য্যাসু সবর্ণা সহচারিণী।
ধর্ম্ম্যা ধর্ম্মেষু ধর্ম্মিষ্ঠা জ্যেষ্ঠা তস্য স্বজাতিষু ॥ ১২ ॥ ২অ, ব্যাসসং।

নানাবর্ণে উৎপন্না বহু ভার্য্যা এক ব্যক্তির থাকিলে, স্বজাতিতে উৎপন্না ভার্য্যার সহিত এবং স্বজাতি উৎপন্না বহুভার্য্যা এক ব্যক্তির থাকিলে তন্মধ্যে ধর্ম্মজ্যেষ্ঠার সহিত ব্যাস ধর্ম্ম কার্য্য করিতে বলিয়াছেন, ইহাতেই পরিস্ফুট হয় যে সবর্ণে উৎপন্না ভার্য্যা না থাকিলে অসবর্ণে উৎপন্নার সহিতই ধর্ম্ম করিবে এইটী তাঁহার মত। উপরি উদ্ধৃত বচনের পরবর্ত্তী দুইটি বচনে যখন তিনি ভার্য্যামাত্রকেই পতির অর্দ্ধদেহ বলিয়াছেন তখন উদ্ধৃত ১২ শ্লোকের আমরা যে অর্থ করিলাম তাহা হইবেই হইবে। ১২ শ্লোকের পরে ব্যাস বলিতেছেন,—

ন্যায় অসবর্ণে উৎপন্না পত্নীদিগকেও প্রণাম সম্ভাষণাদি করিবার জন্য ব্রাহ্মণশিষ্য ও পুত্রদিগের প্রতি উপদেশ আছে (৩৬)। ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের অনুলোম-বিবাহিতা (অসবর্ণে উৎপন্না) পত্নীগণ প্রাচীনকালে যদি বিবাহসংস্কার দ্বারা পতির জাতি প্রাপ্ত না হইতেন তাহা হইলে ঐরূপ বিধি কখনই প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রে উক্ত হইত না। উদ্ধৃত প্রমাণবিষয়ক বচনগুলিতে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের শূদ্রকন্যাপত্নীর সহিত ধর্ম্মকর্ম্মাদি করিতে নিষিদ্ধ হওয়াতে (৩৭)

"পাটতোঽয়ং দ্বিজাঃ পূর্ব্বমেকদেহঃ স্বয়ম্ভুবা।
পতয়োঽর্দ্ধেন চার্দ্ধেন পত্ন্যোঽভূবন্নিতি শ্রুতিঃ॥ ১৩॥
যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্।
নার্দ্ধং প্রজায়তে সর্ব্বং প্রজায়েতেত্যপি শ্রুতিঃ॥ ১৪॥" ২অ, ব্যাসসং।

(৩৬) "গুরুবৎ প্রতিপূজ্যাঃ স্যুঃ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ।
অসবর্ণাস্তু সংপূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ॥ ২১০॥" ২অ, মনুসং।
"গুরুবৎ প্রতিপূজ্যাশ্চ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ।
অসবর্ণাস্তু সংপূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ॥" ১অ, উশনঃ সংহিতা।
২৬অ, স্বর্গখণ্ড, পদ্মপুরাণ।

"হীনবর্ণানাং গুরুপত্নীনাং দূরাদভিবাদনং ন পাদোপসংস্পর্শনম্। ৫।" বিষ্ণুসংহিতার ৩২ অধ্যায়ের এই বচনার্থ করিয়াই বোধ হয় উদ্ধৃত মনুবচনের ভাষ্য টীকাতে ভাষ্যটীকাকার ব্রাহ্মণ শিষ্যকে অসবর্ণে উৎপন্না গুরুপত্নীর পাদসংস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যথা, "অসবর্ণাস্তু কেবলৈঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ।" (ভাষ্য) "অসবর্ণাস্তু পুনঃ কেবলৈঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ।" (টীকা) কিন্তু আমরা বলি, বিষ্ণুর পূর্ব্ববর্ত্তী মনুবচনের অর্থে যখন তাহা উপলব্ধি হয় না এবং উশনা ও পদ্মপুরাণ বচনেরও মনুবচনের সহিত তুল্যতা দেখা যায়, তখন বিষ্ণুর সময়ে তিনি ব্রাহ্মণ শিষ্যকে অসবর্ণে উৎপন্ন ব্রাহ্মণভার্য্যাদিগের পাদস্পর্শ করিতে না দিলেও মনু আর উশনা এবং পদ্মপুরাণের সমকালে যে ব্রাহ্মণ শিষ্যগণ উক্ত পত্নীগণের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেন তাহাতে সন্দেহ কি? বিষ্ণুও পাদস্পর্শব্যতীত প্রণাম করিতে বলায়, দেখা যায় যে, তিনিও উক্ত গুরুপত্নীদিগকে ব্রাহ্মণ শিষ্যের পূজনীয়া বলিয়াছেন। ইহাতেও অসবর্ণে উৎপন্না ব্রাহ্মণপত্নীদিগের ব্রাহ্মণজাতিত্ব প্রকাশ পায়।

(৩৭) মনুসংহিতার ৩অধ্যায়ের ১৩শ্লোকে শূদ্রকন্যাকেই ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের ভার্য্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উক্ত অধ্যায়ের ৪৩, ৪৪ শ্লোকে শূদ্রকন্যাবিবাহেও বিবাহমন্ত্র প্রযুক্ত হওয়ার বিধি আছে। ইহাতে প্রকাশ পায় যে, মনুর পূর্ব্বে ও তাঁহার সমকালে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের শূদ্রকন্যাপত্নী বিবাহসংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণাদি জাতি প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহারাও

পরিব্যক্ত হয় যে, দ্বিজকন্যাপত্নীগণ অনুলোমবিবাহ দ্বারাই নিশ্চয় স্বামীর জাতি প্রাপ্ত হইতেন, সেই জন্যই প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ সবর্ণে উৎপন্না

তাঁহাদের ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। ৯অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে যে মনু শূদ্রকন্যা অক্ষমালাকে বশিষ্ঠের আর শূদ্রকন্যা সারঙ্গীকে মন্দপালের ধর্ম্মপত্নী বলিয়াছেন, তাহাতেই তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পায়। যাজ্ঞবল্ক্যও "বিপ্রাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ" বলাতে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনিও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের শূদ্রকন্যাপত্নীকে ধর্ম্মপত্নী বলিয়াছেন। তাঁহার সমকালেও শূদ্রকন্যাবিবাহে বিবাহ সংস্কার হইত। বিষ্ণুসংহিতায় ২৪।২৬ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণাদির শূদ্রকন্যাভার্য্যা উক্ত হইয়াও তাঁহার সহিত ধর্ম্মকার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য ১অধ্যায়ে ব্রাহ্মণাদির শূদ্রকন্যা ভার্য্যা হয় বলিয়াছেন। শূদ্রকন্যা ভার্য্যার সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিতে বিধি ও নিষেধ দেন নাই, কারণও দেখান নাই। ব্যাসসংহিতায় কচিৎ দ্বিজগণের শূদ্রা বিবাহের বিধি আছে। শঙ্খসংহিতায় শূদ্রা বিবাহের বিধি নাই। গৌতমসংহিতায় ব্রাহ্মণাদির শূদ্রকন্যা ভার্য্যা উক্ত হইয়াছে। বশিষ্ঠ সংহিতায় মন্ত্রবর্জ্জিত শূদ্রাবিবাহ উক্ত রহিয়াছে। মহাভারত অনুশাসনপর্ব্বেও ব্রাহ্মণাদির শূদ্রকন্যা ভার্য্যা থাকা প্রকাশ পায়। মনুসংহিতা সত্যযুগের ও মহাভারত কলিযুগের প্রথমের রচিত শাস্ত্র। অতএব নির্ণীত হইতেছে যে, সত্য হইতে কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ শূদ্রকন্যাদিগকে বিবাহ করিতেন। তবে কেহ কেহ নিষেধ করিয়াছেন ও শূদ্রা-বিবাহের নিন্দা করিয়াছেন এবং উহাকে অধম বিবাহ বলিয়াছেন, তাহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে শূদ্রকন্যা সুন্দরী ও সচ্চরিত্রা হইলে সে স্থলে আর কোন আপত্তি হইত না। "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" বাক্যের সে স্থলে সকলেই অনুসরণ করিতেন। এই কলিযুগের প্রথমে ধীবরকন্যা সত্যবতী রাজর্ষি শান্তনুর; ম্লেচ্ছকন্যা শুকী ব্যাসদেবের ধর্ম্মপত্নী (শুকদেবের জননী) ছিলেন।

"নাদ্যাচ্ছূদ্রস্য পকান্নং বিদ্বানশ্রাদ্ধিনো দ্বিজঃ।
আদদীতামমেবাস্মাদবৃত্তাবেকরাত্রিকম্॥" ২২৩॥ ৪অ, মনুসং।

ভাষ্য টীকা দেখ।

এই বচন দ্বারা প্রকাশ পায় যে, শূদ্র দুই প্রকার, এক শ্রাদ্ধাদিপঞ্চযজ্ঞসম্পন্ন, দ্বিতীয় শ্রাদ্ধাদিপঞ্চযজ্ঞবিহীন। অতএব যত আপত্তি তৎসমস্তই আচারগুণবিহীন শূদ্রসম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ সৎ শূদ্রের পাককরা অন্নাদি আহার করিতেন (পরবর্ত্তী ৩৮টীকা দেখ) এবং সৎ শূদ্রগণই তাঁহাদের পাচক ছিল। এ অবস্থায় তাঁহাদের কন্যাগণ যে বিবাহমন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণাদি জাতি প্রাপ্ত হইতেন তাহাতে বুদ্ধিমানেরা সন্দেহ করিতে পারেন না। সৎ শূদ্র কন্যার কথা দূরে যাউক, সুরূপা সচ্চরিত্রা হইলে তৎ-কালে যে কচিৎ কচিৎ অসৎ শূদ্রকুলোৎপন্না কন্যাদিগকেও আর্য্যেরা বিবাহ করিতেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের স্বজাতি হইতেন তাহা উপরেই আমরা দেখাইয়াছি।

পত্নীগণের অভাবে অসবর্ণে উৎপন্না দ্বিজকন্যাপত্নীগণের সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিতেন। যদি বল, অসবর্ণে উৎপন্না স্ত্রী বিবাহসংস্কার দ্বারা যদি পতির জাতি হইতেন, তবে তাঁহাদিগকে অসবর্ণা পত্নী বলিয়া উক্ত হইয়াছে কেন? ইহার উত্তর এই যে, উহা বলিবার সুবিধার জন্য, এবং অসবর্ণে ঐসমস্ত পত্নীর জন্ম জন্য তাঁহাদের পরিচয়ার্থ ও সবর্ণে অসবর্ণে উৎপন্না পত্নীগণের অধিকারনির্ণয় ও সবর্ণে উৎপন্নার একটু সম্মানবৃদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাদিগকে ঐ প্রকারে চিহ্নিত করা হইয়াছে, ইহার মধ্যে আর কোন কথা নাই। বিবাহসংস্কার দ্বারা উক্ত ভার্য্যাগণ স্বামীর জাতি হইলেও তাঁহাদিগের উৎপত্তি যে অসবর্ণে (ভিন্ন শ্রেণীতে) তাহাত মিথ্যা নহে? যেমন বর্ত্তমান যুগের কুলীন ব্রাহ্মণগণ, কুলীন কন্যা, শ্রোত্রিয়কন্যাকে (উভয়কে) বিবাহ করিলে তাঁহারা উভয়েই স্বামীর গোত্র কুল প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাঁহাদের পরিচয়ার্থে তথাপি তাঁহাদিগকে কুলীন-কন্যা, শ্রোত্রিয়কন্যা ও তাঁহাদের সন্তানদিগকে কুলীনের দৌহিত্র, শ্রোত্রিয়ের দৌহিত্র বলিয়া কথিত হয়, তেমনি প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের মধ্যে সবর্ণে অসবর্ণে বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকায় ঐসকল বিবাহিতা স্ত্রীদিগের পরিচয়ার্থে সবর্ণা অসবর্ণা ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা, ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা ইত্যাদি শব্দ দ্বারা উক্ত ভার্য্যাদিগকে চিহ্নিত করা হইত। পুনরায় যদি বল, অসবর্ণে জাত স্ত্রীগণ যদি বিবাহ দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে পতির স্বজাতি হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা সবর্ণে উৎপন্না ভার্য্যা সত্ত্বে পতির সহ ধর্ম্মকার্য্য করিতে পারিতেন না কেন? উত্তর, উচ্চবর্ণোদ্ভবা বলিয়া উহার দ্বারা উক্ত ভার্য্যার একটু বেশি সম্মানরক্ষা করা হইত, তাহা পূর্ব্বে অনেকবার আমরা বলিয়াছি, এখানে এই মাত্র বলি যে, যেমন জ্যেষ্ঠপুত্র সত্ত্বে কনিষ্ঠপুত্রের পিতৃ-মাতৃকার্য্যে অধিকার শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই, তেমনি উহাও। এরূপ বিধান অনেক স্থলেই আছে, ইহাতে দোষস্পর্শ হইলে অনেকের অঙ্গেই দোষস্পর্শ হয়।

"স তু যদন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এব চ।
বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রোঢ়ো দাসো দীর্ঘাময়োঽপিবা।
ঊঢ়াপি দেয়া সান্যস্মৈ সহাভরণভূষণা॥"

বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহবিষয়ক পুস্তকধৃত,
কাত্যায়ন বচন।

এই বচনে "অন্যজাতীয়ঃ" পদ দেখিয়া কেহ বলিতে পারেন যে, প্রাচীন কালে অনুলোম বিবাহও প্রাচীন সকল শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত নহে, তাহা না হইলে মহর্ষি কাত্যায়ন অন্যজাতীয় পুরুষের সহিত বিবাহিতা কন্যাকে পুনরায় বিবাহ দিতে বলিবেন কেন? এ আপত্তি শুনিতে অখণ্ডনীয় বটে, কিন্তু নিম্নলিখিত হেতুতে উপরি উক্ত বচনের "অন্যজাতীয়ঃ" পদের অন্য শব্দের প্রতি আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ হইতেছে। মহর্ষি কাত্যায়ন বলিতেছেন,

"বর্ণজ্যৈষ্ঠ্যেন বহ্বীভিঃ সবর্ণাভিশ্চ জন্মতঃ।
কার্য্যমগ্নিচ্যুতেরাভিঃ সাধ্বীভির্মথনং পুনঃ॥ ৬॥
নাত্র শূদ্রীং প্রযুঞ্জীত ন দ্রোহদ্বেষকারিণীম্।
ন চৈবাব্রতস্থাং নান্যপুংসা চ সহ সঙ্গতাম্॥ ৭॥

৮খণ্ড, কাত্যায়ন সংহিতা।

"ব্রাহ্মণের সবর্ণা অসবর্ণা বহু পত্নী থাকিলে, বর্ণজ্যেষ্ঠতাপ্রযুক্ত সবর্ণা সাধ্বী পত্নীগণই অগ্নিনিঃসরণ উদ্দেশে মন্থন করিবে। ... ...। তদভাবে দ্বিজাতি জাতীয়া অসবর্ণা যে কোন পত্নীও বিশেষরূপে অগ্নিমন্থন করিতে পারিবেন। শূদ্রজাতীয়া পত্নীকে এবিষয়ে নিয়োগ করিবে না; অন্য পত্নীও যদি দ্রোহকারিণী দ্বেষকারিণী, অব্রতচারিণী বা পরপুরুষসঙ্গতা হয় তাহা হইলে তাহাকেও এ কার্য্যে নিয়োগ করিবে না।" ভট্টপল্লীনিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদ।

এই বচনে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, অসবর্ণ (অনুলোম) বিবাহে তাঁহার অমত ছিল না, উহা তাঁহারও বিধি। যখন অসবর্ণে উৎপন্না পত্নীদিগকে কাত্যায়ন ধর্ম্মকার্য্য করিতে বিধি দিয়াছেন, তখন উপরি উক্ত "অন্যজাতীয়ঃ" পাঠকে বিকৃত না বলিলেই চলিতেছে না। তাহা না বলিলেও উহার অর্থ অন্য জাতিমাত্র করিলে কাত্যায়নবচনের সহিতই কাত্যায়নের বচনের বিরোধ হয়। অতএব বুঝিতে হইবে, উক্ত বচনের "স তু যদন্ত্যজাতীয়ঃ" স্থলে অনুলোম বিবাহের প্রতি দ্বেষবশতই হউক, আর লিপিকরদিগের ভ্রমবশতই হউক, "অন্ত্য" অন্য হইয়াছে। অন্ত্যশব্দে চণ্ডালাদিকে বুঝিতে হইবে।

প্রাচীন শাস্ত্রের আলোচনা করিলে এই ইতিহাস পরিস্ফুট হয় যে, সত্যযুগ হইতে এই কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের মধ্যে এই

সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ভোজ্যান্নতা (পরস্পরের পাককরা অন্নাদি পরস্পরের আহার করিবার প্রথা) প্রচলিত ছিল ও অসবর্ণে উৎপন্না কন্যাদিগকেও আর্য্যেরা বিবাহ করিতেন (৩৮) সুতরাং আর্য্যশাস্ত্রোক্ত (সত্যযুগ হইতে কলি-যুগ পর্য্যন্তের আর্য্যদিগের) বর্ণ বা জাতির অর্থ, বর্ত্তমান যুগের হিন্দুগণের বর্ণ বা জাতির যে অর্থ সে অর্থ ছিল না। যখন বর্ত্তমান ভেদভাব আর্য্যজাতিভেদে ছিল না, তখন তাহাকে তাহা বলিবার কোন উপায় নাই। যখন সত্যযুগ হইতে

---

(৩৮) "শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
ভোজ্যান্না নাপিতশ্চৈব যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥ ১৬৮॥"
১অ, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

"আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালদাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥" ৪অ, মনুসং।

"দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥ ২০॥"
২১।২২ শ্লোক দেখ। ১১অ, পরাশরসং।

"ত্রিষু বর্ণেষু কর্ত্তব্যং পাকভোজনমেব চ।
শুশ্রূষামভিপন্নানাং শূদ্রাণাঞ্চ বিশেষতঃ॥" রঘুনন্দনস্মার্ত্তকৃত তিথিতত্ত্ব
ধৃত বৈদ্যবন্তি অধ্যায়ের ২৭।৪৩ টীকাধৃত প্রমাণ দেখ।

"শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুঃ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥" ১৩॥ ৩অ, মনুসং।
এই অধ্যায়ের ৫মটীকাধৃত বচনাবলী দেখ।

"অথ দ্বিজোত্তমাম্নজ্ঞাতঃ সবর্ণাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
কুলে মহতি সম্ভূতাং লক্ষণৈশ্চ সমন্বিতাম॥ সম্বর্ত্তসংহিতা।

সম্বর্ত্তসংহিতার এই বচন অবলম্বন করিয়া কেহ বলিতে পারেন, প্রাচীনকালে অসবর্ণবিবাহ সকল শাস্ত্রকারের অভিপ্রেত ছিল না। সেই জন্য আমরা উক্ত বচন অবলম্বন করত বলিতেছি সম্বর্ত্ত কোন স্থানে অসবর্ণ বিবাহ করিতে নিষেধ করেন নাই। এ অবস্থায় স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, সম্বর্ত্ত উহার বিরোধী ছিলেন না। বরং "সবর্ণাং" আর "কুলে মহতি সম্ভূতাং" বাক্য দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, সম্বর্ত্ত সবর্ণা অসবর্ণা কন্যাকেই বিবাহ করিতে বলিয়াছেন। শেষোক্ত বাক্য দ্বারা তিনি ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-কন্যাদিগকে গ্রহণ করিয়া যে বিবাহবিষয়ে সকল শাস্ত্রকারদিগের সহিত একমত হইয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত শূদ্রেরাই আর্য্যদিগের পাচক ছিলেন, (৩৯) তখন প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতি বা বর্ণের অর্থ এক আর্য্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেণী, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রশ্রেণী মাত্র, অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগের একমাত্র ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে যেমন কুলীন, শ্রোত্রিয়, কাপ ও বংশজ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী। এই সকল প্রমাণাবলম্বন করত বলিতে হইল যে, বর্ত্তমান যুগের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ জাতি বা বর্ণ শব্দের যে অর্থ করেন, যেপ্রকার অন্ন-জল-ও-বিবাহাদিসম্বন্ধবিবর্জ্জিত-ভাববিশিষ্ট ভেদের সৃষ্টি করিয়াছেন, আর্য্যদিগের সময়ে তাহা ছিল না (৪০)। এমতাবস্থায় তৎকালের ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা বা শূদ্রকন্যা বিবাহসংস্কার দ্বারা যে ব্রাহ্মণাদি স্বামীর জাতি প্রাপ্ত হইতেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাহাদের সহিত ভোজ্যান্নতা ছিল ও বিবাহসম্বন্ধ

(৩৯) "হেমাদ্রিপরাশরভাষ্যয়োরাদিত্যপুরাণম। দীর্ঘকালং ... ...। ইত্যাদি। শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাম্। ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতিদূরতঃ! ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্তাদিক্রিয়াপি চ। ... ...। এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ। নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ।" ইত্যাদি।

রঘুনন্দনস্মার্ত্তকৃত, উদ্বাহতত্ত্বধৃত বচন।

(৪০) মনুষ্যের কৃত জাতিভেদ কৃত্রিম, উহা ঈশ্বরের সৃজিত নহে, কারণ মনুষ্যেরা সকলেই আকৃতিতে ও ইন্দ্রিয়াদিতে এক। গোতে, অশ্বেতে, মনুষ্যেতে, পক্ষীতে যে জাতিভেদ, মনুষ্যের ভিতরে সেপ্রকার জাতিভেদের কেহ সৃষ্টি করিতে পারেন না। তবে ভিন্ন আচারের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দল বাঁধিতে পারেন মাত্র। বর্ত্তমান জাতিভেদের অর্থ কি? না কতকগুলিন লোক একপ্রকার আচার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকেন। মনুষ্যের মধ্যে সবর্ণ অসবর্ণ হইতে পারে না, কারণ সকলেই মানুষ। কোন মানুষ মানুষ, কোন কোন মানুষ গো বা অশ্ব হইলে তাহা হইতে পারিত।

প্রাচীন শাস্ত্রদ্বারা প্রাচীনকালের আর্য্যদিগের মধ্যে যে সকল রীতি থাকা সাব্যস্ত হইল, তাহাতে তৎকালে তাঁহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না বলিলেও মিথ্যাকথা বলা হয় না। যে স্থলে সকলের সহিত সকলের বিবাহসম্বন্ধ হয়, সকলেই সকলের পাককরা অন্নাদি আহার করেন, সেখানে জাতিভেদ আছে একথা কেহ বলিতে পারেন না, তাহা বলিলে বর্ত্তমান যুগের কানীন, শ্রোত্রিয়, কাশ্যপ, বংশজ, সিদ্ধ, সাধ্য প্রভৃতিকেও ভিন্ন জাতি বলিতেই হইবে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে বর্ত্তমান হিন্দু জাতিভেদ আর্য্য জাতিভেদ নহে। উহার সৃষ্টি এই কলিযুগে হইয়াছে।

হইত তাহাদের কন্যা যদি বিবাহসংস্কার দ্বারা স্বামীর জাতি (শ্রেণী) প্রাপ্ত না হইতেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান যুগের কুলীন ব্রাহ্মণ যে শ্রোত্রিয়, কষ্ট শ্রোত্রিয়ের কন্যাদিগকে বিবাহ করেন তাঁহারা বিবাহসংস্কার দ্বারা পতির শ্রেণী গোত্রাদি প্রাপ্ত হন কি প্রকারে? প্রাচীনকালের আর্য্যজাতির যে অর্থ আমরা করিলাম, তাহাতে তাহারও অর্থ যখন ঐপ্রকার শ্রেণীবিশেষ, তখন এখানে আমরা আর্য্যদিগের বিবাহসম্পর্কীয় যে প্রাচীন ইতিহাস প্রচার করিতেছি, তাহাকে অপ্রকৃত বলিবার কোন হেতু দেখা যায় না। যে কুলের কন্যাকে বিবাহকরিবার ও যে কুলের পাককরা অন্নাদি আহারকরিবার রীতি যে কালে ছিল, সেই কালে সেই কুলের উৎপন্না বিবাহিতা পত্নীর দূরত্ব আর বিভিন্নতা যে বর্ত্তমান যুগের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ন্যায় ছিল, তাহা পুনঃ পুনঃ বলা অতিরিক্তমাত্র। আর্য্যদিগের মাতৃগর্ভে প্রথম জন্ম ও উপনয়ন সংস্কার দ্বারা দ্বিতীয় জন্ম হইত (৪১), এ অবস্থায় বিবাহসংস্কার দ্বারা তৎকালের উপরি উক্ত অর্থবিশিষ্ট এক জাতির (শ্রেণীর) কন্যা যে অন্য জাতি হইতেন তাহাকে কেহ অবিধি বলিতে পারেন না।

ইতি বৈদ্যশ্রীগোপীচন্দ্র-সেনগুপ্ত-কবিরাজকৃত-বৈদ্যপুরাবৃত্তে
ব্রাহ্মণাংশে পূর্ব্বখণ্ডে অম্বষ্ঠমাতা ব্রাহ্মণজাতি
নাম ষষ্ঠাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

(৪১) "দ্বে জন্মনি দ্বিজাতীনাং মাতুঃ স্যাৎ প্রথমং তয়োঃ।
দ্বিতীয়ং ছন্দসাং মাতুর্গ্রহণাদ্বিধিবদ্‌গুরোঃ ॥ ২১ ॥" ১অ, ব্যাসসংহিতা।
বৈশ্যশব্দের অর্থ অধ্যায়ের ৭ ও ১৩টীকা দেখ।
যাজ্ঞবল্ক্যসং ১অ, ৩৯শ্লো, মনুসং ২অ, ও অন্যান্য স্মৃতিপুরাণ দেখ।
যেকালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের উপনয়ন দ্বারা পুনরায় জন্ম হইত, সেই কালে সেই ব্রাহ্মণাদির কন্যাগণ যে বিবাহসংস্কার দ্বারা উপরি উক্ত অর্থবিশিষ্ট এক জাতি হইতে অন্য জাতি হইতেন তাহা যাঁহারা অবিশ্বাস করিবেন তাঁহাদের নিকটে কেবল আমরাই একথা বলিতেছি না, মনুও বলিয়াছেন,

"বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া ॥ ৬৭ ॥" ২অ, মনুসং।

সপ্তমাধ্যায়।

অম্বষ্ঠমাতা ব্রাহ্মণের অনিন্দিতা পত্নী।

বিদ্যাসাগর মহাশয় তদীয় বহুবিবাহনামক পুস্তকে ব্রাহ্মণাদির অসবর্ণে উৎপন্না বিবাহিতা পত্নীদিগকে (অনুলোমবিবাহিতাদিগকে) কাম্যবিবাহিতাপত্নী, জঘন্যা ভার্য্যা ইত্যাদি বলিয়াছেন। মনুসংহিতার বিবাহবিধিকে তিনি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বিধিতে ভেদ করিয়াছেন। মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৪শ্লোকের বিধিকে প্রথম, ৫অধ্যায়ের ১৬৮ শ্লোকের বিধিকে দ্বিতীয়, ৯অধ্যায়ের ৮০।৮১ শ্লোকোক্ত বিধিকে তৃতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ের ১২।১৩ শ্লোকোক্ত বিধিকে বিবাহের চতুর্থ বিধি বলিয়াছেন (১)। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার উদ্ধৃত মনুসংহিতার শ্লোকাবলিতে কিংবা মনুসংহিতার অন্যত্র অথবা আর

স্ত্রীদিগের বিবাহসংস্কারই যখন উপনয়নসংস্কার, উদ্ধৃত মনুবচনে স্পষ্ট প্রকাশ, তখন আর্য্যপুরুষদিগের উপনয়নসংস্কাররূপ দ্বিজত্বজন্মের ন্যায় বিবাহসংস্কার দ্বারা আর্য্যনারীদেরও যে তদ্রূপ আর একটি জন্ম হইত, ইহা যে আর্য্যেরা বস্তুতঃ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

(১) মনু কহিয়াছেন,—

"গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজোভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্॥ ৩।৪॥
... ...

বিবাহের এই প্রথম বিধি। ইত্যাদি।

"ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্বমারিণ্যৈ দত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি।
পুনর্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধান মেব চ॥ ৫।১৬৮॥
... ...

বিবাহের এই দ্বিতীয় বিধি। ইত্যাদি।

মদ্যপাঽসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রাঽর্থঘ্নী চ সর্ব্বদা ৯।৮০।
বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥ ৯।৮১। (৫)

বিবাহের এই তৃতীয় বিধি। ইত্যাদি।

কোন স্মৃতিপুরাণাদিতে বিবাহ ঐরূপ চারি ভাগে বিভক্ত বলিয়া উক্ত হয় নাই। মহর্ষি মনু তাঁহার সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে বিবাহের প্রথম বিধি প্রদান করিয়া উক্ত অধ্যায়ের ১২।১৩ শ্লোকে বিবাহের দ্বিতীয় বিধি না বলিয়া পঞ্চমাধ্যায়ে বিবাহের দ্বিতীয় ও ৯অধ্যায়ে তৃতীয় বিধি প্রদান করিয়াছেন, ইহাও নিতান্তই অসম্ভব কথা। পঞ্চম অধ্যায়ে দ্বিতীয়, নবম অধ্যায়ে তৃতীয় বিধি দিয়া তৎপরে আবার তৃতীয় অধ্যায়ে (প্রথম বিধির পরে) বিবাহের চতুর্থ বিধি দেওয়া কখনই সম্ভব হয় না। ৩অধ্যায়ের ৪শ্লোকে প্রথম ও ১২।১৩ শ্লোকে দ্বিতীয় বিধি না দিয়া চতুর্থ বিধি দিলে, দ্বিতীয় তৃতীয় বিধির পূর্ব্বেই চতুর্থ বিধি দেওয়া হয়, ইহা যে বিধিপ্রণয়নের নিয়ম নহে তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং বলিতে হইল যে, বিবাহকে যে তিনি ঐপ্রকার চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের কৃত নহে, তাঁহার স্বকৃত (২)। উপার উক্ত কল্পিত মতকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বিবাহকে নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ প্রকারে ভাগ করিয়াছেন। কিন্তু বিবাহ যে উক্ত ত্রিবিধ, তাহার প্রমাণ কোন বেদ, স্মৃতি অথবা পুরাণ হইতে দিতে পারেন নাই। তৎসম্বন্ধে কেবল পরাশরসংহিতার ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য ও মিতাক্ষরা-

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥ ৩।১২॥
শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥ ৩।১৩। (৭)

বিবাহের এই চতুর্থ বিধি। ইত্যাদি।
যে সমস্ত বিধি প্রদর্শিত হইল, তদনুসারে বিবাহ ত্রিবিধ—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য। ইঃ
৫।৬।৭ পৃ, বহুবিবাহ পুস্তক।

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥
"অবরাঃ" জঘন্যাঃ (৪)।" বহুবিবাহ ২য় পুস্তক, ১৫০ পৃষ্ঠা। ইত্যাদি।
বহুবিবাহ পুস্তক পাঠ কর।

(২) যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রাচীন সংহিতা ও পুরাণাদি দেখ, কোথাও বিবাহ ঐরূপে বিভক্ত উক্ত হয় নাই।

কার বিজ্ঞানেশ্বর, এবং দায়ভাগকার জীমূতবাহনের মতমাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। যদি কোন প্রাচীন বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে বিবাহ উক্ত ত্রিবিধ অর্থাৎ নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য বলিয়া উক্ত না হইয়া থাকে, তবে আধুনিক কোন সংগ্রহকার কিংবা ভাষ্য-টীকাকারের মতকে এই বিষয়ে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। স্বভাবের একান্ত বিরুদ্ধ জাতিভেদ-প্রবৃত্তি-বশতঃ তাঁহারা যে শাস্ত্রের অন্যায় অর্থ ও আর্য্যশাস্ত্রবহির্ভূত অযথা শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই পুস্তকের সর্ব্বত্রই প্রদর্শিত হইতেছে।

মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ ২৪৯ শ্লোকের ও তৃতীয় অধ্যায়ের ১শ্লোকের অর্থের এবং টীকাভাষ্য (৩) আর একাদশ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের ৩০,৩১, ৩২,৩৩ শ্লোকের অর্থ টীকা (৪) এবং বিদ্যাসাগরকৃত বহুবিবাহ পুস্তকের ১১১

(৩) "এবঞ্চরতি যো বিপ্রো ব্রহ্মচর্য্যমবিপ্লুতঃ।
স গচ্ছত্যুত্তমং স্থানং ন চেহ জায়তে পুনঃ॥" ২৪৯॥ ২অ, মনুসং।

ভাষ্য—"এবমিতি নৈষ্ঠিকবৃত্তিং প্রত্যবমৃশতি। এবং যো ব্রহ্মচর্য্যং চরত্যবিপ্লুতঃ অস্খলঃ স প্রাপ্নোত্যুত্তমং স্থানং ধাম পরমাত্মপ্রাপ্তিলক্ষণম্। ন চেহ জায়তে পুনর্জ্জায়তে ন সংসারমাপদ্যতে ব্রহ্মরূপং সম্পদ্যত ইতি। ২৪৯।" মেধাতিথি।

টীকা—"এবঞ্চরতি আসমাপ্তেঃ শরীরস্যেত্যনেন যাবজ্জীবনমাচার্য্যশুশ্রূষয়া মোক্ষলক্ষণং ফলমুক্তম্।" ইত্যাদি। কুল্লূকভট্ট। ২৪৯। ২অ, মনুসং।

ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা॥ ১॥ ৩অ, মনুসং।

ভাষ্য—দ্বিবিধঃ ব্রহ্মচারী পূর্ব্বত্র প্রতিপাদিতো নৈষ্ঠিক উপকুর্ব্বাণশ্চেতি হঃ। মেধাতিথি।

টীকা—পূর্ব্বত্রাসমাপ্তেঃ শরীরস্যেত্যনেন নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্যমুক্তম্ ... ... আসমাবর্ত্তনাদিত্যনেন চোপকুর্ব্বাণস্য সাবধি ব্রহ্মচর্য্যমুক্তম্ অতস্তস্যৈব গার্হস্থ্যাধিকারঃ। ১। কুঃ।

(৪) "এবং বৃহদ্‌ব্রতধরো ব্রাহ্মণোঽগ্নিরিব জ্বলন্।
মদ্ভক্তস্তীব্রতপসা দগ্ধকর্ম্মাশয়োঽমলঃ॥ ৩০॥
অথানন্তরমাবেক্ষন্ যথা জিজ্ঞাসিতাগমঃ।
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা স্নায়াদ্‌গুর্ব্বনুমোদিতঃ॥ ৩১॥
গৃহং বনং বা প্রবিশেৎ প্রব্রজেদ্বা দ্বিজোত্তমঃ।
আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেন্নান্যথা মৎপরশ্চরেৎ॥ ৩২॥"

১৭অ, ১১স্ক, শ্রীমদ্ভাগবত।

পৃষ্ঠাধৃত বামনপুরাণ ও ১৯০ পৃষ্ঠাধৃত বশিষ্ঠসংহিতার বচনের (৫) প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে বিবাহমাত্রই কাম্য, যেহেতু এই সকল বচনেই স্পষ্টতঃ কামনার কথা আছে। ঐ সমস্ত বচনে যাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অর্থাৎ আজীবন বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালন করেন তাঁহাদিগকে নিষ্কাম ও যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যত্যাগকরত বিবাহ করিতেন তাঁহাদিগকে সকাম বলিয়া স্পষ্ট

টীকা—নিষ্কামনৈষ্ঠিকস্য তু মোক্ষং ফলমাহ এবমেবেতি। অমলোনিষ্কামশ্চেৎ দগ্ধঃ কর্ম্মাশয়োঽন্তঃকরণং যস্য স তথাভূতঃ সন্ মদ্ভক্তো ভবতি ॥ ৩০ ॥

উপকুর্ব্বাণস্য সমাবর্ত্তনপ্রকারমাহ অথেতি। অনন্তরং দ্বিতীয়মাশ্রমমাবেক্ষন্ প্রবেষ্টুমিচ্ছন্ যথা যথাবদ্বিবেচিততদেবার্থঃ স্নায়াৎ অভ্যঙ্গাদিকং কৃত্বা সমাবর্ত্তেতেত্যর্থঃ ॥৩১॥

শ্রীধরস্বামী।

টীকা—তস্যাধিকারানুরূপমাশ্রমবিকল্পসমুচ্চয়াবাহ গৃহমিতি। সকামশ্চেৎ গৃহম্ অন্তঃকরণশুদ্ধ্যা নিষ্কামশ্চেৎ বনং প্রবিশেৎ ॥ ইঃ ॥ ৩২ ॥ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নৈষ্ঠিকস্য নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রকারমাহ এবমিতি। ৩০। উপকুর্ব্বাণস্য সমাবর্ত্তনপ্রকারমাহ অথেতি। অবেক্ষন্ গৃহাশ্রমং প্রবেষ্টুমিচ্ছন্। ইঃ। ৩১। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

টীকা—এবং বৃহদিতি। মদ্ভক্তশ্চেত্তেন মদ্ভক্তেনৈব তীব্রেণ সতা তপসা স্বধর্ম্মেণামলঃ শুদ্ধান্তঃকরণো ভবতি। দগ্ধকর্ম্মাশয়ো মুক্তশ্চ ভবতীত্যর্থঃ। ৩০।৩১। সমুচ্চয়ং বক্তুং পক্ষান্তরমাহ আশ্রমাদিতি। ইঃ ॥ ৩২ ॥ ক্রমসন্দর্ভ।

টীকা—"তস্য ব্রহ্মচারিণঃ অধিকারশ্চিত্তশুদ্ধ্যশুদ্ধিলক্ষণঃ বিকল্পোঽত্র এবং বা এবং বেতি সমুচ্চয়ং বক্তুং যদ্বেতি পক্ষান্তরম্।" ইঃ। ৩২ ॥ দীপিকাদীপন।

(৫) ১। "চত্বার আশ্রমা ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থপরিব্রাজকাঃ।
তেষাং বেদমধীত্য বেদৌ বা বেদান্ বা অবশীর্ণো ব্রহ্মচর্য্যো যমিচ্ছেত্তমাবিশেৎ।২২।
২২ বশিষ্ঠসং ৭অ। যে আশ্রমে ইচ্ছা হয় সেই আশ্রম অবলম্বন করিবেক। ঐ পৃষ্ঠাধৃত।

২। আচার্য্যেণাভ্যনুজ্ঞাতশ্চতুর্ণামেকমাশ্রমম্।
আবিমোক্ষং শরীরস্য সোঽনুতিষ্ঠেদ্যথাবিধি ॥২৩॥
২৩ চতুর্থগর্ভ চিন্তামণি পরিশিষ্ট শেষখণ্ডধৃত উশনা বচন।

৩। গার্হস্থ্যমিচ্ছন্ ভূপাল কুর্য্যাদ্দারপরিগ্রহম্।
ব্রহ্মচর্য্যেণ বা কালং নয়েৎ সঙ্কল্পপূর্ব্বকম্।
বৈখানসো বাথ ভবেৎ পরিব্রাড়্ বা যথেচ্ছয়া ॥২৪॥
২৪ চতুর্থগর্ভ চিন্তামণি, পরিশেষ খণ্ডধৃত বামনপুরাণ।
বহুবিবাহ পুস্তকধৃত।

উক্ত হইয়াছে। এমতাবস্থায় বিবাহমাত্রই যে কাম্য তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতেছে না। উপরে যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শিত হইল এবং অভিধানে নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য শব্দের যে সকল অর্থ উক্ত আছে, তাহার দ্বারা বিবাহ যে নিত্য তাহা সিদ্ধ হয় না। বিবাহমাত্রই কাম্য ও নৈমিত্তিক বলিয়া শাস্ত্রকারদিগের মত, ইহা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়। মেধাতিথি, স্বামী এবং ভট্ট কুল্লূক যে মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১২ শ্লোকের ভাষ্য, টীকা করিয়াছেন তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথিত নিত্য আর কাম্য বিবাহ উভয়ই নৈমিত্তিক হইয়াছে (৬)।

"গৃহার্থী সদৃশীং ভার্য্যামুদ্বহেদজুগুপ্সিতাম্।
যবীয়সীস্তু বয়সা যাং সবর্ণামনু ক্রমাৎ ॥ ৩-॥"

টীকা—"সদৃশীং সবর্ণাং। অজুগুপ্সিতাং কুলতো লক্ষণতস্থনিন্দিতাং কাম-

---

(৬) ভাষ্য—........সবর্ণা সমানজাতীয়া সা তাবদগ্রে প্রথমতো অকৃতবিজাতীয়দার পরিগ্রহস্য প্রশস্তা। কৃতে সবর্ণা বিবাহে যদি তস্যাং কথঞ্চিৎ প্রীতির্ন ভবতি কৃতাবপত্যার্থো ব্যাপারো ন নিষ্পাদ্যতে। তথা কামহেতুকায়াং প্রবৃত্তাইমা বক্ষ্যমাণাঃ সবর্ণা বরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ শাস্ত্রাত্তু জ্ঞাতব্যাঃ। ইত্যাদি। ১২। মেঃ।

টীকা—সবর্ণাগ্র ইতি। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং প্রথমে বিবাহে কর্ত্তব্যে সবর্ণা শ্রেষ্ঠা ভবতি। কামতস্তু পুনর্ব্বিবাহে প্রবৃত্তানামেতা বক্ষ্যমাণা আনুলোম্যেন শ্রেষ্ঠা ভবেযুঃ। ১২।

কুল্লূকভট্ট। ৩অ, মনুসংহিতা।

প্রথমে সবর্ণাকে বিবাহ করিবে, তাহাতে যদি সন্তানাদি-কামনা-নিবৃত্তি না হয়, তবে নিম্নলিখিত মত বিবাহ করিবে। ইহাতেই প্রকাশ পাইল যে, প্রথমে যে সবর্ণাকে বিবাহ করার বিধি তাহা সন্তানাদি কামনাহেতুই। সুতরাং ভাষ্যকারের কথাতেও বিবাহমাত্রই কাম্য হইতেছে। ভাষ্য টীকাতে ব্যক্ত হয় যে, প্রথমে সবর্ণাকে বিবাহ করিয়া কামনার নিবৃত্তি না হইলে তৎপরে শূদ্রকন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিজগণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সবর্ণাকে বিবাহ করাই প্রশস্ত। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে, সবর্ণে উৎপন্না পত্নী থাকিতে আর সবর্ণাকে বিবাহ করিতে পারিবে না। ভাষ্য টীকাকার যে বলিয়াছেন, সবর্ণাকে প্রথমে বিবাহ না করিয়া অসবর্ণাকে বিবাহ করিতে পারিবে না, তাহার প্রতিবাদ আমরা ষষ্ঠাধ্যায়ে করিয়াছি। দুঃখের বিষয় এই যে, সবর্ণাবিবাহই উত্তম কিন্তু তাহাতে অনিচ্ছাবশতঃ শূদ্রকন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া সবর্ণাই বিবাহবিষয়ে শ্রেষ্ঠা, বচনের এই সরলার্থ ইঁহারা কেহই করেন নাই।

তস্তু যামন্যামুদ্বহেৎ তাং সবর্ণামনু তস্তানন্তরং তত্রাপি বর্ণক্রমেণোদ্বহে-দিত্যর্থঃ। তিস্রো বর্ণানুপূর্ব্বেণ দ্বে তথৈকা যথাক্রমাৎ। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়-বিশাং ভার্য্যা স্থাৎ শূদ্রজন্মনঃ ইতি স্মৃতেঃ।৩৩। শ্রীধরস্বামী।

গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশার্থী ব্যক্তি (অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মচর্য্যপরিত্যাগ করিয়া) দারপরিগ্রহ (বিবাহ) করিতে ইচ্ছা (কামনা) করেন, তিনি রূপগুণ ও কুলসম্পন্না বয়ঃকনিষ্ঠা সবর্ণা অসবর্ণা নারীকে যথাক্রমে বিবাহ করিবেন।

যথাক্রমে বিবাহ করিবেন ইহার অর্থ এই যে, সবর্ণা হইতে আরম্ভ করিয়া সবর্ণা, অসবর্ণার মধ্যে যে মনোনীতা হইবে সেই কন্যাকেই বিবাহ করিবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে প্রবৃত্তির অনুগমন করিয়া মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১২ শ্লোকের "কামতস্তু প্রবৃত্তানাম্" ইত্যাদি বচনের অসদর্থ করিয়াছেন, সেই প্রবৃত্তিবশতঃ স্বামীও উপরি উদ্ধৃত বচনের টীকায় (বচনের "গৃহার্থী" শব্দের অর্থে সবর্ণা অসবর্ণা বিবাহ বিষয়েই কামনার সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও) কেবল অসবর্ণা স্থলেই "কামতস্তু" বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। এ প্রবৃত্তি মনু-ভাষ্য-টীকাকারেরও এককালীন ছিল না, তাহা ভাষ্য-টীকায় প্রকাশ পায় না। কি আশ্চর্য্য! সমুদয় শাস্ত্রেই গৃহস্থাশ্রমকে সকাম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তথাপি সবর্ণা বিবাহ নিত্য, অসবর্ণা বিবাহ কাম্য, এই সিদ্ধান্ত এত বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কেন যে করিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। গৃহস্থা-শ্রম সকাম ইহার অর্থ কি? না, উহাতে স্ত্রীকামনা, পুত্রকামনা, ধনকামনা প্রভৃতি আছে, এরূপ স্থলে মনুবচনের "কামতস্তু" বাক্য যে সবর্ণা অসবর্ণা বিবাহ বিষয়েই তাহা ন্যায়বান্ ব্যক্তিকে আর বুঝাইতে হয় না।

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনাৎ।" আর্য্যশাস্ত্র।

৯অ, মনুসংহিতার ১৩৭।১৩৮ শ্লোক, ১৫অ, বিষ্ণুসংহিতার ৪৩।৪৪ শ্লোক, রঘুনন্দনকৃত অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানির সংস্কারতত্ত্ব বিবাহপরিপাটী ও উদ্বাহতত্ত্ব দেখ।

এই শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সবর্ণ বিবাহকেও কাম্য, নৈমিত্তিক, ধর্ম্ম্য না বলিয়া উপায় নাই। বস্তুতঃ বিবাহে যে রতি, সন্তান ও ধর্ম্ম এই তিনটি হেতু বা কামনাই রহিয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। যাহা হউক, মনুসংহিতাপ্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রে বিবাহ অষ্টপ্রকার ব্যতীত কোন স্থলেও

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথিত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ প্রকার উক্ত হয় নাই (৭)। সুতরাং কোন পুরাণকার বা স্মৃতিসংগ্রহকার কিংবা টীকাকারেরা বিবাহকে নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য ইত্যাদিতে বিভক্ত করিয়া থাকিলেও তাহা স্মৃতির অতিরিক্ত, যুক্তি ও স্মৃতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্যযোগ্য (৮)।

মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের বিবাহবিধির ১৪ হইতে ১৯ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণাদির শূদ্রকন্যা পত্নীর নিন্দা আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বাধ্যায়ে বলিয়াছি; এবং বিষ্ণুসংহিতা প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সম্বন্ধে শূদ্রকন্যাপত্নীর সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিতেও নিষিদ্ধ হওয়া জানা যায়, (৯) কিন্তু মনু, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতাতে দ্বিজগণের দ্বিজকন্যা পত্নীমাত্রের সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবার বিধি ও তাঁহাদিগকে দ্বিজগণের ধর্ম্মপত্নী বলিয়া স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে (১০)। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় যে অসবর্ণবিবাহমাত্রকেই কাম্য ও রত্যর্থ (ধর্ম্মার্থে নহে) বলিয়াছেন, তাহা একান্তই আক্ষেপের বিষয়।

---

(৭) "ব্রাহ্মোদৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥ ২১॥" ৩অ, মনুসং।
অন্যান্য স্মৃতি পুরাণ দেখ।

(৮) শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥ ব্যাসসং।
বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহ বিষয়ক ২য় খণ্ড পুস্তকধৃত।
বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥ বিদ্যাসাগরকৃত ঐ পুস্তকধৃত
ও অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি, উদ্বাহতত্ত্বসংস্কার
তত্ত্বধৃত বৃহস্পতি বচন।

(৯) ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ।
কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রাভার্য্যোপদিশ্যতে॥ ১৪॥ ৩অ, মনুসং।
১৫।১৬।১৭।১৮।১৯ শ্লোক দেখ।
এই অধ্যায়ের ২৫ টীকা ও শঙ্খসংহিতার ৪অধ্যায়ের ৯শ্লোক দেখ।
দ্বিজস্য শূদ্রা ভার্য্যা তু ধর্ম্মার্থে ন ভবেৎ ক্বচিৎ।
রত্যর্থমেব সা তস্য রাগান্ধস্য প্রকীর্ত্তিতা॥ ৫।৬।৭ শ্লোক দেখ।

(১০) ৬ অধ্যায়ের ৩৫ টীকা দেখ।

মহর্ষি মনু তৃতীয় অধ্যায়ের ১২।১৩ শ্লোকে সবর্ণ ও অসবর্ণ বিবাহের বিধি দিয়া ১০ অধ্যায়ের ৭ শ্লোকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কন্যা বৈশ্যকন্যা পত্নীতে সন্তানোৎপাদনের বিধিকে সনাতন ও ধর্ম্মবিধি বলিয়াছেন (১১)। যদি ইহারা কাম (অর্থাৎ রত্যর্থ) পত্নী হইতেন, তাহা হইলে ইহাদিগের গর্ভে সন্তানোৎপাদনের বিধিকে মনুসংহিতায় কখনই সনাতন ও ধর্ম্মবিধি বলিয়া উক্ত হইত না, এবং ১০ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকেও মনু ব্রাহ্মণাদির ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা প্রভৃতি পত্নীর পুত্রদিগকেও ব্রাহ্মণাদি জাতি বলিতেন না (১২)। "পূর্ব্বাপরবিধেঃ পরবিধির্ব্বলবান্।" "সামান্যবিশেষয়োর্ব্বিশেষবিধির্ব্বলবান।" শাস্ত্রীয় এই মীমাংসাবাক্য অবলম্বন করিয়া বলিতে হইবে, মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১২ শ্লোকের "কামতঃ" বাক্যের অর্থ, ধর্ম্মকাম, পুত্রকাম ও রতিকাম, এবং উক্ত পদ সবর্ণা অসবর্ণা বিবাহকে উপলক্ষ করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। যে বিবাহে উক্ত ত্রিবিধ কামনা সিদ্ধ না হয় তাহা করিয়া সকাম মনুষ্যগণ কিছুতেই বিবাহবিষয়ে পূর্ণকাম হইতে পারেন না। এই জন্যই মহর্ষি মনু, প্রথমে তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে সবর্ণাবিবাহের বিধি দিয়া উক্ত ত্রিবিধ উদ্দেশ্যসাধনে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে বলিয়া ১২।১৩ শ্লোকে তদিচ্ছুক ব্যক্তিদিকে প্রথমেই সবর্ণে অসবর্ণেই বিবাহ করিতে বিধি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এখানেও নিমিত্তই প্রবল, বহুবিবাহ উদ্দেশ্য নহে। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বলিয়াছেন, প্রথমে সবর্ণাকে বিবাহ না করিলে অসবর্ণাকে বিবাহ করিতে পারিবে না, অসবর্ণ বিবাহ কেবল রত্যর্থে, তাহা প্রাচীন শাস্ত্রের কথা নহে,

(১১) অনন্তরাসু জাতানাং বিধিরেষঃ সনাতনঃ।
দ্ব্যেকান্তরাসু জাতানাং ধর্ম্ম্যং বিদ্যাদিমং বিধিম্॥ ৭॥ ১০অ; মনুসং।

(১২) সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যাজ্ঞেয়াস্তএব তে॥ ৫॥
স্ত্রীষনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানপি তানাহুর্ম্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥ ৬॥ ১০অ, মনুসং।

ভাষ্য এবং টীকাকার যে এই সকল শ্লোকের যথার্থ অর্থ গোপন করিয়াছেন, এই সমস্ত শ্লোকের প্রকৃতার্থ যে অনুলোমবিবাহোৎপন্ন পুত্রগণ তাহাদের পিতৃজাতি তাহা অষ্টমাধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইবে।

এবং প্রকারান্তরে তাঁহার কথাতে বহু বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য (শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত) বলিয়া বুঝা যাইতেছে। মহাভারতকার যে প্রথমেই ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের অসবর্ণা বিবাহের বিধি ও ইতিহাস বলিয়াছেন (১৩) তাহার দ্বারাও মনুসংহিতার তৃতীয়াধ্যায়ের ১২।১৩ শ্লোকের আমরা যে অর্থ করি, তাহাই প্রকাশ পায়। মহাভারতকার মনুবিরুদ্ধ বিধি দিয়াছেন, এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও অন্যায়। মহাভারতপ্রণেতা মনুর উক্ত বচনের অর্থ বুঝেন নাই ইহাও বিশ্বাসযোগ্য নহে।

মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১২ শ্লোকে মনু কামপ্রবৃত্ত দ্বিজগণকে তৎপরবর্ত্তী ১৩ শ্লোকোক্ত সবর্ণা অসবর্ণা স্ত্রীদিগকেই বিবাহ করিতে বলিয়াছেন, এবং পরবর্ত্তী শ্লোকেও সবর্ণা অসবর্ণা কন্যাই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রথমে নীচ বর্ণীয়া কন্যা উক্ত হইয়া ক্রমশঃ উচ্চবর্ণা কন্যা উক্ত আছে। এমতাবস্থায় ১২শ্লোকে "ক্রমশোঽবরাঃ" পাঠ করিলে ব্রাহ্মণাদির সম্বন্ধে শূদ্রকন্যা ভার্য্যা হইতে বৈশ্যকন্যা ভার্য্যা, বৈশ্যকন্যা হইতে ক্ষত্রিয়কন্যা ভার্য্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা ভার্য্যা হইতে ব্রাহ্মণকন্যা ভার্য্যা অবরা (অশ্রেষ্ঠা) (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জঘন্যা) এই কথা মনু বলিয়াছেন বলিয়া নির্ণীত হয়। বহুবিবাহ পুস্তকে দেখা যায় যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং মাধবাচার্য্য প্রভৃতি উক্ত বচনের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে বচনের ক্রমশঃ শব্দের অর্থ ও পরবর্ত্তিবচনেও ব্রাহ্মণের সবর্ণা কন্যা উক্ত হইয়াছে তাহা পরিগৃহীত হয় নাই (১৪)। মনু এখানে কেবল অনুলো-

(১৩) "তিস্রঃ কৃত্বা পুরা ভার্য্যাঃ পশ্চাদ্বিন্দেত ব্রাহ্মণীম্।
সা জ্যেষ্ঠা সা চ পূজ্যা স্যাৎ সা চ ভার্য্যা গরীয়সী।"

৪৭অ, অনুশাসনপর্ব্ব, মহাভারত।

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা ভার্য্যার প্রশংসা অনেক স্থলেই আছে, সে জন্য আমরা এই বচন উদ্ধৃত করি নাই। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরা যে ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ না করিয়া আপনাদিগের স্বাধীন ইচ্ছানুসারে প্রথমেই ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্য ও শূদ্রাদিগের মধ্যে কাহাকেও বিবাহ করিতেন, সেই ইতিহাস প্রদর্শনার্থ উহা উদ্ধৃত হইল।

(১৪) "উপসংহার—পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে,
সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ ॥ ৩। ১২।

দ্বিজগণের পক্ষে অগ্রে সবর্ণা বিবাহই বিহিত। কিন্তু যাহারা রতিকামনায় বিবাহ করিতে

লোমার্থেই ক্রমশঃ শব্দের ব্যবহার করেন নাই, শূদ্রকন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তরার্থেও ব্যবহার করিয়াছেন। যাহা হউক, ১৩শ্লোকে প্রথমে শূদ্রকন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চজাতীয়া কন্যা যে উক্ত হইয়াছে, তৎপ্রতি তাঁহারা কেহই দৃষ্টিপাত করেন নাই। কেবল অসবর্ণা কন্যাদিগকে অবরা, অশ্রেষ্ঠা, জঘন্যা ইত্যাদি বলিবার অভিপ্রায়ে মনুবচনের 'বরাকে' 'অবরা' করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য,উক্ত বচনের "ক্রমশঃ" শব্দের অর্থগ্রহণ করিলে যে উপরি উক্ত দোষ ঘটে তৎপ্রতি তাঁহাদের একজনেরও দৃষ্টিপাত হয় নাই! বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বলিয়াছেন, "বরাঃ" এই পাঠ গ্রহণ করিলেই সবর্ণা হইতে অসবর্ণা-দিগকেই শ্রেষ্ঠা বলিতে হয়, বচনের "ক্রমশঃ" শব্দের প্রতি দৃষ্টি না থাকাতেই তাঁহার এই ভ্রম ঘটিয়াছে। বচনের "ক্রমশোবরাঃ" পাঠের অর্থ এই যে, পরবর্ত্তী শ্লোকোক্ত শূদ্রকন্যা ভার্য্যা হইতে বৈশ্যকন্যা ভার্য্যা বৈশ্যের পক্ষে শ্রেষ্ঠা, এবং শূদ্রকন্যা হইতে বৈশ্যকন্যা,তাহা হইতে ক্ষত্রিয়কন্যা ভার্য্যা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেষ্ঠা, আর শূদ্রকন্যা হইতে বৈশ্যকন্যা, তাহা হইতে ক্ষত্রিয়কন্যা, তাহা হইতে ব্রাহ্মণ-কন্যা ভার্য্যা ব্রাহ্মণের পক্ষে শ্রেষ্ঠা। "অবরাঃ"ই যথার্থ পাঠ, ইহা স্বীকার করিলে, পরবর্ত্তী শ্লোকোক্ত ক্রমশঃ পশ্চাদুক্ত উচ্চবর্ণীয়া কন্যাগণ ব্রাহ্মণাদির ভার্য্যা বিষয়ে ক্রমশঃ অশ্রেষ্ঠা হন; অর্থাৎ বৈশ্যের শূদ্রকন্যা ভার্য্যা হইতে বৈশ্যকন্যা; ক্ষত্রিয়ের শূদ্রকন্যা, তাহা হইতে বৈশ্যকন্যা, তাহা হইতে ক্ষত্রিয়কন্যা; ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণকন্যা ভার্য্যা ক্রমশঃ অশ্রেষ্ঠা, মনুবচনের এই অর্থ হয়। ইহা যে অসঙ্গত ও অসম্ভব তাহা বলা বাহুল্য। যদি বল, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যের বৈশ্যকন্যা হইতে গণনা করিয়া "ক্রম-শোবরাঃ" বলিতে হইবে। তাহার উত্তর এই যে, উক্ত বচনের চরণের প্রতি দৃষ্টি করিলে উহা স্পষ্টতঃ বিপরীত ও অসরল ভাবে অর্থকরা প্রকাশ পায়, এবং এইরূপ করিয়া বচনের "বরাঃ" পাঠ স্থলে "অবরাঃ" যোগ করা আর "বরাঃ" পাঠই থাকা, উভয়ই তুল্য কথা। অতএব,—

প্রবৃত্ত হয় তাহারা অনুলোমক্রমে বর্ণান্তরে বিবাহ করিবেক।" ১৩০পৃষ্ঠা বহুবিবাহ পুস্তক। ১৩০ পৃষ্ঠা হইতে উক্ত পুস্তক পাঠ কর। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ পুস্তকের অনেক স্থলেই এই বচনের অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু কোন স্থানেই বচনের ক্রমশঃ শব্দের অর্থ গ্রহণ করেন নাই।

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।

কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোবরাঃ॥ ১২॥ ৩অ, মনুসং।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এই মনুবচনের "ক্রমশঃ" শব্দ পরিত্যাগ করত কেবল শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন তাহাতে "ক্রমশঃ" বাক্যের অর্থ যোগ করিলেই তৎপরবর্ত্তী,—

"শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।

তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যু স্তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥ ১৩॥"

৩অ, মনুসংহিতা।

এই মনুবচনোক্ত ব্রাহ্মণকন্যা সর্ব্বাপেক্ষা "অবরা" এই কথা প্রকাশ পাই· তেছে। সুতরাং উক্ত বচনে কিছুতেই "অবরা" পাঠ যুক্ত হইতে পারে না। বচনের "বরাঃ" এই পাঠই শুদ্ধ এবং তাহাই যে গ্রন্থকর্ত্তার লিখিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উক্ত বচনে "অবরাঃ" পাঠ সত্য হইলে বচনের "ক্রমশঃ" শব্দের পরিবর্ত্তে 'যথাপূর্ব্ব' পাঠ সংযুক্ত থাকিত এবং বচনটীর শেষ চরণ এইরূপ হইত,—

কামপ্রবৃত্তানামিমা যথাপূর্ব্বং স্যুরবরাঃ।

আজ পর্য্যন্ত আমরা হস্তলিখিত পুরাতন ও ছাপার যে কয়েক খানি মনু-সংহিতা (পুস্তক) দেখিয়াছি তাহার সমুদয় পুস্তকেই "বরাঃ" পাঠ আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "অবরাঃ" পাঠই যদি সত্য হয় এবং তাহার জঘন্যার্থই যদি আমরা বিশ্বাস করিয়া লই, তাহাতেও ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা ভার্য্যা হইতে ক্ষত্রিয়কন্যা, তাহা হইতে বৈশ্যকন্যা ভার্য্যা সম্মানে কিঞ্চিন্ন্যূন এই কথা বুঝিতে হইবে, উহার অর্থ ঘৃণিতা, কুৎসিতা বা রত্যর্থা পত্নী হইবে না; জঘন্যা বলিলেই সর্ব্বত্রই তাহার ঘৃণিতার্থ হয় না (১৫) বিদ্যাসাগর মহাশয় আলোচিত

(১৫) "ঋচিকস্তস্য পুত্রস্তু জমদগ্নিস্ততোঽভবৎ।

জমদগ্নেস্তু চত্বার আসন্ পুত্রা মহাত্মনঃ॥

রামস্তেষাং জঘন্যোঽভূদজঘন্যগুণৈর্যুতঃ। ৬৪অ, আদিপর্ব্ব, মহাভারত।

এখানে স্পষ্টই দেখা যায় যে, জঘন্য শব্দের কনিষ্ঠার্থ গৃহীত হইয়াছে। এমনি কোন পুস্তকে যদি অবরা পাঠ থাকে তাহা হইলে তাহারও স্থল বিবেচনা করিয়া অর্থ করিতে হইবে।

বচনের বরাকে অবরা করিয়া তাহার অর্থ জঘন্যা অর্থাৎ ঘৃণিতা ইত্যাদি করিয়াছেন, কিন্তু কুল্লূক ভট্ট যে বচনের প্রশস্তার্থে শ্রেষ্ঠার্থ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে তাঁহার সমধিক আপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় (১৬)। কুল্লূকভট্ট কৃত উক্ত ৩ অধ্যায়ের ১২ শ্লোকের টীকাতে দুইটি শ্রেষ্ঠা শব্দ আছে, ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি উক্ত বচনের প্রশস্তা আর বরা উভয় শব্দেরই শ্রেষ্ঠার্থ করিয়াছেন। মনুর উক্ত বচনে পূর্ব্বাপর যে "বরাঃ" পাঠ সংযুক্ত আছে, কুল্লূকভট্ট কৃত টীকাই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। যথা,—

"সবর্ণাগ্র ইতি। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং প্রথমে বিবাহে কর্ত্তব্যে সবর্ণা শ্রেষ্ঠা ভবতি। কামতঃ পুনর্ব্বিবাহে প্রবৃত্তানামেতা বক্ষ্যমাণা আনুলোম্যেন শ্রেষ্ঠা ভবেয়ুঃ। ১২। ৩অ, মনুসং।

বচনে "অবরাঃ" পাঠ ছিল, কুল্লূক ভট্ট তাহারই শ্রেষ্ঠার্থ করিয়াছেন, তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভট্ট কুল্লূকের টীকাসম্বন্ধে লিপিকরদিগের ভ্রম বলিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিলেও ভট্ট মেধাতিথির ভাষ্য তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতেছে যথা,—

—"তদা কামহেতুকায়াং প্রবৃত্ত্যামিমা বক্ষ্যমাণাঃ সবর্ণা বরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ শাস্ত্রাত্তু জ্ঞাতব্যাঃ।........। ১২ মে,। ৩অ, মনুসং।

মনুবচনের "অবরাঃ" পাঠ সত্য হইলে মেধাতিথি ভাষ্যে কিছুতেই "বরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ" স্পষ্ট উক্ত হইত না। কুল্লূকভট্ট হইতে মেধাতিথি স্বামী প্রাচীন (১৭) এবং পরাশরসংহিতার ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য ও মিতাক্ষরকার বিজ্ঞানেশ্বর, দায়ভাগকার জীমূতবাহন অপেক্ষা কুল্লূকভট্ট প্রাচীন (১৮)। সুতরাং মনুসংহিতার

---

(১৬) প্রশস্ত (প্র—শন্‌স স্তুতি করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং ত্রিং প্রশংসনীয়। ২। শ্রেষ্ঠ। ১১৩৮ পৃঃ পণ্ডিত রামকমলকৃত প্রকৃতিবাদ অভিধান।

(১৭) মনুসংহিতার মন্বর্থমুক্তাবলী টীকাতে ভট্ট কুল্লূক অনেক স্থলেই মনুভাষ্যকার মেধাতিথি স্বামীকে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে অন্য প্রমাণ প্রদর্শনকরা নিষ্প্রয়োজন।

(১৮) গৌড়ে ব্রাহ্মণ পুস্তকের ১০৫।১০৬ পৃষ্ঠাতে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ির জন্মকাল ১২৫০ শকাব্দা নির্ণীত এবং উদয়ন কুল্লূকের নিকট (তাঁহার কাশীধামে বাসকরা কালে) দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ষোড়শখণ্ড নবম ও দশম সংখ্যা (পৌষ, মাঘ মাসের) ১৩০৫ সনের নব্যভারত, মাসিক পত্রিকার (নবম সংখ্যায়) ৪৭৯ পৃষ্ঠাতে মাধবাচার্য্যের কাল

উক্ত বচনের "বরাঃ" পাঠকে মাধবাচার্য্য, বিজ্ঞানেশ্বর ও জীমূতবাহন প্রভৃতিই যে "অবরাঃ" করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয়।

মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১২ শ্লোকে "দ্বিজাতীনাং" ও ১৩ শ্লোকে চতুর্ব্বর্ণের ভার্য্যা উক্ত হইয়াছে। এই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ১২ শ্লোককে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের এবং ১৩ শ্লোককে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির বিবাহবিধিবিষয়ক বলিয়াছেন। কিন্তু বিবাহবিধিবিষয়ক তৃতীয়াধ্যায়ের ৫।২০।২১ প্রভৃতি শ্লোক দ্বারা যে উক্ত অধ্যায়টিই ব্রাহ্মণাদি-চাতুর্ব্বর্ণ্য-বিবাহবিধিবিষয়ক বলিয়া প্রমাণীকৃত হয়, (১৯), তৎপ্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য

১৩৩০ হইতে ৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত হইয়াছে। অতএব উদয়নাচার্য্য আর মাধবাচার্য্য হইতে কুল্লূক ভট্ট যে প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না। দায়ভাগকার জীমূতবাহন আর মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর, মেধাতিথি কুল্লূকভট্ট হইতে প্রাচীন হইলে মনুসংহিতার ৯অধ্যায়ের দায়তত্ত্বের ভাষ্যটীকাতে অবশ্যই তাঁহাদের নাম থাকিত। ইহার দ্বারাই ব্যক্ত হয় যে দায়ভাগ ও মিতাক্ষরাকার ইঁহাদিগের পরবর্ত্তী।

"রঘুনন্দন কৃত অষ্টাবিংশতি তত্ত্বানি" স্মৃতিসংগ্রহের দায়তত্ত্বে দায়ভাগ ও মিতাক্ষরাকার জীমূতবাহন, বিজ্ঞানেশ্বরের নাম আছে। রঘুনন্দন চৈতন্যদেবের সমপাঠী ছিলেন। গৌড়ে ব্রাহ্মণ নামক পুস্তকের ১০৬ পৃষ্ঠাতে ১৪০৭ শকাব্দে চৈতন্যের জন্মকাল উক্ত আছে। উদয়নাচার্য্যও কুল্লূকভট্টের উপরি উক্ত কাল ১২৫০, চৈতন্যের জন্মকাল ১৪০৭ মধ্যে বিয়োগ করিলে ১৩৭ বৎসর অবশিষ্ট থাকে, সম্ভবতঃ এই কালের মধ্যে রঘুনন্দনের পূর্ব্বে এবং উদয়নের ও কুল্লূকভট্টের পরে দায়ভাগ ও মিতাক্ষরাকার জীমূতবাহন, বিজ্ঞানেশ্বর প্রাচুর্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া অবধারিত হয়। সম্প্রতি চৈতন্যাব্দের ৪১১ বৎসর চলিতেছে, ইঁহাদিগকে অদ্য হইতে ৫০০শত বৎসরের মধ্যবর্ত্তী এবং উদয়ন ও কুল্লূককে অদ্য হইতে ৬০০ বৎসরের মধ্যবর্ত্তী বলা যাইতে পারে। গৌড়ে ব্রাহ্মণ পুস্তকের ১৩০ হইতে ১৫১ পৃষ্ঠাতে বারেন্দ্রশ্রেণীতে বাৎস্য গোত্রে ছান্দড় হইতে ৮।৯ পুরুষে মেধাতিথির নাম এবং ভট্টনারায়ণ হইতে ২১ পুরুষে কুল্লূক ভট্টের নাম, আর ছান্দড় হইতে ১৫।১৬ পুরুষে বাগভট্টের নাম পাওয়া যায়। মাধবাচার্য্য শঙ্করবিজয়নামক গ্রন্থে এই বাগভট্টের নাম করাতে গৌড়ে ব্রাহ্মণকার যে পরাশর হইতে ৭।৮ পুরুষে মাধবাচার্য্যের নাম গণনা করিয়াছেন তাহা বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। মাধবাচার্য্যের পূর্ব্বে আরও অনেকের নাম যে তিনি জানিতে পারেন নাই তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে।

(১৯) "অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥ ৫॥ ৩অ, মনুসং।

করেন নাই। উক্ত "দ্বিজাতীনাং" পদের ভাষ্যে মেধাতিথি যে শূদ্রকেও ধরিয়া লইয়াছেন (২০) তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। মনুতে ইহা আরও আছে (২১)। শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ গ্রহণ-করিলে স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হয় যে, নিমিত্ত ব্যতীত এক স্ত্রী বিদ্যমানে অন্য ভার্য্যা করিবার বিধি শাস্ত্রকারেরা প্রদান করেন নাই। যে সকল নিমিত্তবশতঃ শাস্ত্রে পুনরায় বিবাহের বিধি দেখিতে পাওয়া যায় (২২) তাহা অসবর্ণে উৎপন্না ভার্য্যাসত্বেও ঘটিতে পারে।

বড় দুঃখের বিষয় এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তদীয় বিধবাবিবাহবিষয়ক পুস্তকে বেদ-স্মৃতি-বিরুদ্ধ পুরাণকে এবং মনুবিরুদ্ধ স্মৃতিকে মীমাংসাবচনের দ্বারা অগ্রাহ্য করিয়া (২৩) এবং উক্ত পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের ১ হইতে ৩৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পরাশর সংহিতার ভাষ্যকার মাধবাচার্য্যের শাস্ত্রব্যাখ্যাবিষয়ে শাস্ত্রবহি-ভূ‌র্ত যথেষ্ট কল্পনা থাকা স্বীকার করত তাহাও অগ্রাহ্যপূর্ব্বক কলিতে বিধবা-বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য শাস্ত্র দ্বারা তাহা দেখাইয়াছেন, এবং উক্ত পুস্তকের

(২০) ভাষ্য—কস্তর্হি ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োর্ব্বিবাহেঽপি বন্ধুনামবধের্নিয়মঃ। উচ্যতে সর্ব্ববর্ণ-বিষয়মেতৎ উর্দ্ধং সপ্তমাৎ পিতৃবন্ধুভ্য ইতি। ৫। মেধাতিথি। ৩অ, মনুসং।

(২১) পিতৃযজ্ঞন্তু নির্ব্বর্ত্ত্য বিপ্রশ্চন্দ্রক্ষয়েঽগ্নিমান্।
পিণ্ডান্বাহার্য্যকং শ্রাদ্ধং কুর্য্যান্মাসানুমাসিকম্॥ ১২২॥

(২২) ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্বমারিণ্যৈ দত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি।
পুনর্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেবচ॥ ১৬৮॥ ৫অ, মনুসং।
মদ্যপাঽসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রাঽর্থঘ্নী চ সর্ব্বদা॥ ৮০॥ ৯অ, মনুসং।
বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥ ৮১॥ ঐ
১৪২পৃ, বহুবিবাহ পুস্তকধৃত।

(২৩) "শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥" ৫২পৃ, বিধবাবিবাহবিষয়ক দ্বিতীয় খণ্ড পুস্তকধৃত ব্যাসবচন।
"বেদার্থোপনিবদ্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥" ৩৬পৃ, উক্ত ২য় খণ্ড পুস্তকধৃত বৃহস্পতি বচন।

দ্বিতীয় খণ্ডের ১৫৪ পৃষ্ঠাতে শাস্ত্রবিরুদ্ধ দেশাচারের অসারতাসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন (২৪) কিন্তু শাস্ত্রোক্ত অসবর্ণ বিবাহ স্থলে বেদ স্মৃতি ও মনুবিরুদ্ধ স্মৃতিপুরাণাদি ও সংগ্রহকার, ভাষ্য টীকাকার প্রভৃতির স্বকল্পিত বাক্য অবলম্বন করত অসবর্ণবিবাহ যে একমাত্র রতিনিমিত্তক ও জঘন্য, আর্য্যেরা রত্যর্থে ভিন্ন ধর্ম্মার্থে বা প্রথমে কখনই অসবর্ণবিবাহ করেন নাই; উহা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল না; কলিতে অসবর্ণবিবাহ করা অকর্ত্তব্য ও দেশাচারবিরুদ্ধ, ইত্যাদি কথা সাধারণ্যে ঘোষণা করিতে যথাসাধ্য ক্রুটী করেন নাই।

ভবিষ্যপুরাণ বলিয়া একখানি পুরাণ দেবনাগর অক্ষরে অল্প দিন হইল বোম্বেতে ছাপা হইয়াছে। এই পুস্তকের বিবাহবিধিবিষয়ক বচনগুলি প্রায়ই মনুসংহিতার অনুরূপ এবং "অবরাঃ" পাঠও আছে (২৫) ইহা দেখিয়া

(২৪) "(১১১) এক্ষণে এই এক আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রানুসারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইলেও শিষ্টাচার বিরুদ্ধ বলিয়া অবলম্বন করা যাইতে পারে না। এই আপত্তির নিরাকরণ করিতে হইলে ইহাই অনুসন্ধান করিতে হইবেক যে শিষ্টাচারকে কোন্ স্থলে প্রমাণ বলিয়া অবলম্বন করা যাইবেক। ভগবান্ বশিষ্ঠ স্বীয় সংহিতাতে এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। যথা,

"লোকে প্রেত্য বা বিহিতো ধর্ম্মঃ। তদলাভে শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্॥" বশিষ্ঠসং।

কি লৌকিক কি পারলৌকিক উভয় বিষয়েই শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম অবলম্বনীয়। শাস্ত্রে বিধান না থাকিলে শিষ্টাচার প্রমাণ।"

(২৫) ব্রাহ্মণানাং প্রশস্তা স্যাৎ সবর্ণা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ। ৩
ক্ষত্রস্যাপি সবর্ণা স্যাৎ প্রথমা দ্বিজসত্তম।
দ্বে চাপরে তথাপ্রাপ্তে কামতস্তু ন ধর্ম্মতঃ॥ ৪॥
বৈশ্যস্যৈকা তথা প্রোক্তা সবর্ণা চৈব ধর্ম্মতঃ।
তথাবরা কামতস্তু দ্বিজয়া ন তু ধর্ম্মতঃ॥ ৫॥
শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য ধর্ম্মতো মনুরব্রবীৎ।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং পরিণেতা দ্বিজোত্তমঃ॥ ৬॥
ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ।
কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রাভার্য্যোপদৃশ্যতে॥ ৭॥ ইত্যাদি।

৭অ, ভবিষ্যপুরাণ, (ব্রাহ্মপর্ব্ব)।

কেহ বলিতে পারেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রদর্শিত "অবরা" পাঠই শুদ্ধ ও সত্য। কিন্তু উক্ত পুরাণের প্রতিসর্গ পর্ব্বে সাহেবুদ্দিন কুতুবুদ্দিনের দিল্লিজয়, শঙ্করাচার্য্য, মাধবাচার্য্য, জয়দেব, চৈতন্যদেব প্রভৃতির জন্ম, কলিকাতা শান্তিপুর ইত্যাদি নামের উৎপত্তি ও ইংরাজরাজত্বের ইতিহাস পর্য্যন্ত (২৬) ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া লিপিবদ্ধ হওয়াতে উক্ত পুরাণকে আধুনিক কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কর্ত্তৃক রচিত পরিবর্দ্ধিত, পরিবর্ত্তিত স্বীকার করিতেই হইবে। যাহা হউক, উক্ত পুরাণের বিবাহবিষয়ক বচনগুলির কোন কোন স্থলে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু প্রভৃতি স্মৃতিবচনের অনুরূপ ও বিপরীত জন্য উহা গ্রাহ্য যোগ্য নহে। পক্ষান্তরে দেখিতে গেলে, উক্ত পুরাণবচনের "ক্রমশোঽবরাঃ" পাঠ দ্বারা মনুসংহিতার আলোচিত বচনের "বরাঃ" পাঠই শুদ্ধ ও সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে। কারণ উক্ত পুরাণ বচনে "ক্রমশোঽবরাঃ" লিখিত হইয়া তৎপরবর্ত্তী বচনে ব্রাহ্মণাদির সম্বন্ধে ব্রাহ্মণকন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ নিকৃষ্ট জাতীয়া কন্যা বিবাহ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে। আর মনুবচনে "ক্রমশোবরাঃ" বলিয়া প্রথমে শূদ্রকন্যাকে গ্রহণ করত বিবাহবিষয়ে ক্রমশই উৎকৃষ্ট জাতীয়া কন্যা উক্ত হইয়াছে। ব্যাকরণ মতে "ক্রমশঃ" "অবরাঃ" যেমন "ক্রমশোঽবরাঃ" হয় তেমনি ক্রমশঃ বরাঃও "ক্রমশোবরাঃ" হয়।

ইতি বৈদ্যশ্রীগোপীচন্দ্র-সেনগুপ্ত-কবিরাজকৃত-বৈদ্যপুরাবৃত্তে
ব্রাহ্মণাংশে পূর্ব্বখণ্ডে অম্বষ্ঠমাতা ব্রাহ্মণস্যানিন্দিতা
পত্নী নাম সপ্তমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

এই সকল কীর্ত্তি যখন আধুনিক ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়দিগের তখন উঁহাতে কোন শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদির শূদ্রা ভার্য্যা উপদিষ্ট হয় নাই, মনুর এই বচনটি উদ্ধৃত না করিয়া যদি কোন শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদির ক্ষত্রিয়কন্যা বৈশ্যকন্যা ভার্য্যা উক্ত হয় নাই, এইরূপ একটি বচন রচনা করিয়া উক্ত স্থানে সন্নিবেশিত করিতেন তাহা হইলেই বা আমরা কি করিতাম।

(২৬) ভবিষ্যপুরাণ, বোম্বের ছাপা, প্রতিসর্গ পর্ব্ব দেখ। (দেবনাগর অক্ষরে)।

অষ্টমাধ্যায়।

অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি।

ষষ্ঠাধ্যায়ে অম্বষ্ঠমাতা বৈশ্যকন্যার বিবাহসংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণজাতি প্রাপ্ত হওয়া প্রমাণীকৃত হইয়াছে। মাতা পিতা উভয়েই ব্রাহ্মণজাতি হইলে তদুৎপন্ন সন্তান যে ব্রাহ্মণজাতি হয়, তৎসম্বন্ধে অধিক আলোচনা করা বাহুল্য। কিন্তু বাহুল্য হইলেও আমরা এখানে বাহুল্য মনে করি না, যেহেতু লুপ্তপ্রায় প্রাচীন ইতিহাসকে জাগ্রৎ করিতে হইলে তৎসম্বন্ধে যত প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে ততই তাহা পরিচ্ছন্নরূপে প্রকাশিত হইবে। অতএব সম্প্রতি শাস্ত্রোক্ত বহু প্রমাণ দ্বারা বর্ত্তমান অম্বষ্ঠ জাতির (শ্রেণীর) ব্রাহ্মণজাতিত্বের প্রাচীন ইতিহাস এই অধ্যায়ে আরও প্রচারিত হইতেছে।

"সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে॥৫॥ ১০অ, মনুসং।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের তুল্যা অর্থাৎ স্ব স্ব বর্ণোৎপন্না এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অনুলোমবিবাহবিধি দ্বারা তুল্যা (অর্থাৎ সবর্ণা) অক্ষতযোনি বিবাহিতা স্ত্রীতে ব্রাহ্মণাদি স্বামী কর্ত্তৃক জাত পুত্র সকল তাহাদিগের আপন আপন পিতৃতুল্য শ্রেষ্ঠ জাতি জানিবে (১)।

(১) শূদ্রের নীচে আর জাতি নাই, সুতরাং শূদ্রের অনুলোম বিবাহও নাই। এই কারণেই শূদ্রের অনুলোমজ পুত্র বলাও হয় নাই। ভাষ্যকার মনুসংহিতার ৩ অধ্যায়ের ১২।১৩ শ্লোকের ভাষ্যে শূদ্রের নীচে বহু জাতি দেখাইয়া শূদ্রেরও অনুলোমবিবাহ বলিয়াছেন। *"যথৈব ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়াদি-স্ত্রিয়ো ভবন্তি এবং শূদ্রস্য জাতিন্যূনা রজকতক্ষকাদিস্ত্রিয়ঃ প্রাপ্তাঃ।"* কিন্তু ইহা মনুর মত নহে, যেহেতু তাহা হইলে মনু উক্ত অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে "শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য" অর্থাৎ শূদ্রের কেবল শূদ্রাই ভার্য্যা, এ কথা বলিতেন না। ভাষ্যকারের কথিত রজক তক্ষকাদিও শূদ্রজাতির অন্তর্গত, অন্ত্যজ শূদ্রমাত্র। মনুসংহিতার ৯ অধ্যায়ের ১৫৭ শ্লোক যথা,—

শূদ্রৈব তু সবর্ণৈব নান্যা ভার্য্যা বিধীয়তে।
তস্যাং জাতাঃ সমাংশাঃ স্যুর্যদি পুত্রশতং ভবেৎ॥"

অম্বষ্ঠোৎপত্তি অধ্যায়ে আমরা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছি যে, সন্তান বা পত্নীর বিষয় লইয়া শাস্ত্রের যে স্থানেই অনুলোমজ, আনুলোম্যেন, আনুপূর্ব্বেণ ইত্যাদি বাক্য প্রযুক্ত আছে, সেই স্থলেই তাহার অনুলোম বিবাহোৎপন্ন পুত্র এবং অনুলোমবিবাহিতা পত্নী অর্থ করিতে হইবে। সুতরাং সেই হেতুতে আমরা উল্লিখিত মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকের উপরি উক্ত অনুবাদ করিলাম অর্থাৎ উক্ত শ্লোকের "আনুলোম্যেন" বাক্যের অনুলোম বিবাহিতা অর্থ গ্রহণকরা হইল।

"ব্রাহ্মণস্যানুলোম্যেন স্ত্রিয়োঽন্যাস্তিস্র এব তু।
দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্যান্যে বৈশ্যস্যৈকা প্রকীর্ত্তিতা॥"

নারদসংহিতা বচন।

অনুলোমক্রমে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণে উৎপন্না কন্যা, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই বর্ণে উৎপন্না কন্যা, বৈশ্যের শূদ্রবর্ণোৎপন্না কন্যা ভার্য্যা হইয়া থাকে।

উপরি উক্ত নারদসংহিতা বচনে দেখা যায়, ব্রাহ্মণের "আনুলোম্যেন" অর্থাৎ অনুলোম বিবাহ দ্বারা তিন পত্নী, ক্ষত্রিয়ের দুই, বৈশ্যের এক পত্নী প্রাচীন কালে হইত, ও তাহাদিগকে 'আনুলোম্যেন স্ত্রিয়ঃ পত্ন্যঃ' অর্থাৎ অনুলোমবিবাহবিধিসম্ভূতা পত্নীগণ বলা যাইত। অতএব মনুর উক্ত ৫ শ্লোকের যে "তুল্যাসু, আনুলোম্যেন অক্ষতযোনিষু পত্নীষু সম্ভূতাঃ পুত্রাঃ" অর্থ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? শাস্ত্রমতে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের অনুলোমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র উদ্ধৃত মনু আর গৌতম বচনেও তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত আছে এবং মনুসংহিতার ভাষ্য টীকাকারও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যথা,—

"একান্তরে ত্বানুলোম্যাদম্বষ্ঠোগ্রৌ যথা স্মৃতৌ।" ইত্যাদি। ১৩।

ভাষ্য—"প্রতিলোমবিবাহঃ শূদ্রস্য নেষ্যতে। উক্তানুবাদোঽয়ং তস্যাং জাতাঃ সমাংশাঃ স্যুরিতি। পঞ্চমস্য জাত্যান্তরস্যাভাবাদেবমুক্তং সবর্ণৈব তস্য ভার্য্যা নান্যাস্তীতি॥
১৫৭॥ মেঃ।"

আলোচিত পঞ্চম শ্লোকের অক্ষতযোনির অর্থ, কন্যাবস্থায় বিবাহিতা। অক্ষতযোনি পত্নীতে জাত পুত্রগণ স্বজাতি হইবে বলাতে ক্ষতযোনি পত্নীতে জাত পুত্র হইবে না বুঝায় না, যেহেতু অপবিদ্ধ, গূঢ়োৎপন্ন, কানীন প্রভৃতি পুত্রদিগকেও মনু যে স্বজাতিত্ব প্রদান করিয়াছেন তাহা এই অধ্যায়েই পরে দর্শিত হইবে।

ভাষ্য—"একান্তরে বর্ণে ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো .... এতাবান্নুলোম্যেন।"

মেধাতিথি।

টীকা—একান্তর ইতি।......... এতাবান্নুলোম্যেন। ইত্যাদি। কুল্লূকভট্ট।

১০অ, মনুসংহিতা।

"অনুলোমানন্তরৈকান্তরদ্ব্যন্তরাসু জাতাঃ সবর্ণাঽম্বষ্ঠোগ্রনিষাদদৌষ্মন্তপারশবাঃ।" ৪অ, গৌতমসংহিতা।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির অব্যবহিত ও একবর্ণ, দুই বর্ণ ব্যবহিত বর্ণে উৎপন্না অনুলোমবিবাহিতা পত্নীতে সবর্ণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, নিষাদ, দৌষ্মন্তনামক পুত্রদিগের জন্ম হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের একান্তরা পত্নী বৈশ্যকন্যাতে ব্রাহ্মণস্বামী কর্তৃক জাত সন্তানের নাম অম্বষ্ঠ।

আমরা উদ্ধৃত মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকের "আনুলোম্যেন" বাক্যের অনুলোমবিবাহিতা অর্থ করিলাম। মনুসংহিতার ভাষ্য টীকাকার উক্ত সংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৬।৪৬।২৮।৪১।১১।১৩।১৪ প্রভৃতি শ্লোকের আনুলোম্যেন বাক্যের ব্রাহ্মণাদির অনুলোম বিবাহিতা ভার্য্যা অর্থ করিয়াছেন (২)। অথচ

---

(২) ভাষ্য—অনন্তরাস্বব্যবহিতাস্বানুলোম্যেন য উৎপন্নাঃ পুত্রাঃ ইত্যাদি। ৬। মে।

টীকা—"স্ত্রীষিতি। আনুলোম্যেনাব্যবহিতবর্ণজাতীয়াসু ভার্য্যাসু।" ইত্যাদি। ৬। কুঃ।

ভাষ্য—"......... । অনন্তরজা অনুলোমা ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ।" ইঃ। ৪১। মে।

টীকা—......... । দ্বিজাতীনাং সমানজাতীয়াসু তথা আনুলোম্যেনোৎপন্না ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ।" ইঃ। ৪১। কুঃ।

ভাষ্য—"অপসদা অনুলোমাঃ।" ইঃ। ৪৬। মে।

টীকা—"যে দ্বিজানামানুলোম্যেন উৎপন্নাঃ ষড়েতেঽপসদা স্মৃতা ইতি।" ইঃ। ৪৬। কুঃ।

ভাষ্য—"অনুলোমো পূর্ব্ববিধিঃ প্রাতিলোম্যেন ত্বয়মুচ্যতে। ১১।" মে।

টীকা—"এবমনুলোমজানুক্ত্বা প্রতিলোমজানাহ ক্ষত্রিয়াদিতি।" ১১। কুঃ।

ভাষ্য—"একান্তরে বর্ণে ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যায়ামম্বষ্ঠঃ ক্ষত্রিয়াৎ শূদ্রায়ামুগ্রঃ এতাবান্নুলোম্যেন।"

৩১। মে।

টীকা—"একান্তরেঽপি বর্ণে ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠঃ .... এতাবানুলোম্যেন। ১৩। কুঃ।

ভাষ্য—......। "অনন্তরানুলোমা।" ইঃ। ১৪। মে।

টীকা—......। "দ্বিজাতীনামনন্তরৈকান্তরদ্ব্যন্তরজাতিস্ত্রীষু আনুলোম্যেন উৎপন্নাঃ পূর্ব্বমুক্তাঃ।" ইঃ। ১৪। কুঃ।

আলোচিত ৫ শ্লোকের ভাষ্য ও টীকাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রে গবাশ্বাদিবৎ (গো, অশ্ব, কুকুর বিড়াল প্রভৃতির ভিন্নতার ন্যায়) প্রভেদ থাকা প্রকাশ করিয়াও এই বচনের "আনুলোম্যেন" পদ তাহার পরবর্ত্তী শ্লোকের অর্থের জন্য মনু প্রয়োগ করিয়াছেন, এই কথা উভয়েই বলিয়া, ব্রাহ্মণাদির স্বস্ব বর্ণে উৎপন্না পত্নীতে জাত পুত্রগণ ব্রাহ্মণাদি জাতি, এই কথা উভয়েই কহিয়াছেন (৩)। প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণাদি জাতিতে যে গবাশ্বাদিবৎ প্রভেদ ছিল না, মানুষের মধ্যে যে সেরূপ প্রভেদ হইতে পারে না, প্রাচীন কালের জাতিভেদের অর্থ যে কুলীন, শ্রোত্রিয় ও বংশজ ইত্যাদি ছিল, তাহা অম্বষ্ঠনামা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে (৪)। এখানে বক্তব্য এই যে, মনুষ্যের মধ্যে যে (প্রাচীন

---

(৩) ভাষ্য—"......। সর্ব্ববর্ণেষেতল্লক্ষণং জাতের্যৎ তুল্যাসু সমানজাতীয়াসু ভর্তৃসম্ভূতাসু পত্নীষূঢাসু জাতা তএব জাত্যা জ্ঞেয়া প্রায়েণ যা যস্য মাতাপিত্রোর্জাতিঃ সৈবাপত্যস্যোঢ়ায়াঃ জাতস্য বেদিতব্যা।" ...... ইঃ। আনুলোম্যগ্রহণমুত্তরার্থম্। ...... ইঃ। সজাতীয়াৎ সজাতীয়ায়াং জাতঃ স লোকে সজাতীয়ো ভবতি। যথা গোর্গবি গোরশ্বাদশ্বায়ামশ্বঃ। ৫। মেধাতিথি।

টীকা—"সর্ব্বেতি। ব্রাহ্মণাদিষু বর্ণেষু চতুর্ষ্বপি সমানজাতীয়াসু যথাশাস্ত্রপরিণীতাসু অক্ষতযোনিষু আনুলোম্যেন ব্রাহ্মণেন ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ায়ামিত্যনেনানুক্রমেণ যে জাতাস্তে মাতাপিত্রোর্জাত্যা যুক্তাস্তজ্জাতীয়া এব জ্ঞাতব্যাঃ। আনুলোম্যগ্রহণমত্র অস্যোপযোগমুত্তরশ্লোকে উপযোক্ষ্যতে। গবাশ্বাদিবদবয়বসন্নিবেশস্য ব্রাহ্মণত্বাদিজাত্যাভিব্যঞ্জকত্বাভাবে এতদ্ব্রাহ্মণলক্ষণমুক্তং।" ইত্যাদি। ৫। কুঃ।

১০অ. মনুসংহিতা।

(৪) বৈদ্যপুরাবৃত্ত ৪ অধ্যায়ের ৬৭ ও ৬ অধ্যায়ের ২ টীকা দেখ।

মেধাতিথি আলোচিত ৫ শ্লোকের ভাষ্যের প্রথমে লিখিয়াছেন, "কে পুনরমী ব্রাহ্মণাদয়ো নাম। ন হ্যেষাং পরস্পরো ভেদঃ শক্যোঽবসাতুম্। ব্যক্ত্যধীনাধিগমাহি জাতয়ো ন চ ব্যক্তয়ঃ স্বাবয়বসন্নিবেশবিশেষাবগমশূন্যাঃ শক্নুবন্তি তাসাং ভেদমাবেদয়িতুম্। ন চ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদীনাং গবাশ্বস্যেব বা আকারভেদোঽস্তি যেন রূপসমবায়াশ্চাক্ষুষ্যাঃ স্যুঃ। নাপি বিলীনঘৃততৈলগন্ধরসাদিভেদেন ক্রিয়ান্তরগোচরাঃ। নাপি শৌচাচারপিঙ্গলকেশত্বাদিধর্ম্মৈঃ শক্যভেদাবসনাস্তেষাং সর্ব্বত্র সঙ্করোপলব্ধেঃ। ব্যবহারশ্চ পুরুষাধীনো বিপ্রলম্ভভূয়িষ্ঠত্বাচ্চ পুরুষাণাং নাস্ত্যতো বস্তুসিদ্ধিরিত্যতো জাতিলক্ষণমুচ্যতে। সর্ব্বেষ্বেতল্লক্ষণং জাতের্যৎ তুল্যাসু সমানজাতীয়াসু।" ইত্যাদি। ৫। মে। ১০অ, মনুসং।

কালের ব্রাহ্মণাদির মধ্যে যে) গবাশ্ববৎ জাতিভেদ থাকা সাব্যস্ত হইতে পারে না, ৪টীকাধৃত প্রমাণে দেখা যায়, তাহাও ভাষ্যকার মেধাতিথি স্বীকার করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মণাদির জাতিভেদ কেবল ব্যবহারের ভিন্নতা ও বিরোধ, এবং উহাই কেবল জাতির লক্ষণ, ভাষ্যকার ইহা স্বীকার করিয়াও ১০ অধ্যায়ের ৪১ শ্লোকের ভাষ্যে "অনন্তরজানাং তুল্যাভিধানং তদ্ধর্ম্মপ্রাপ্ত্যর্থাম্" অর্থাৎ অনুলোমবিবাহোৎপন্ন পুত্রগণকে পিতৃতুল্য ও তদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়াও, উপরি উক্ত লক্ষণযুক্ত জাতির তুল্য জাতীয়া পত্নীতে জাত পুত্রগণমাত্র স্বজাতি হয় কহিয়াছেন, এবং পশুদিগের মধ্যে গোজাতীয় স্ত্রীপুরুষে গো, অশ্বজাতীয় স্ত্রীপুরুষে অশ্ব যেমন হয়, তেমনি ব্রাহ্মণজাতীয় স্ত্রীপুরুষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় জাতীয় স্ত্রীপুরুষে ক্ষত্রিয় হয় ইত্যাদি কহিয়া অনুলোমজ পুত্রগণকে পিতৃজাতি হইতে চ্যুত করিয়াছেন, এবং পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি জাতিতে গবাশ্ববৎ প্রভেদ হইতে পারে না বলিয়া পরে আবার সেই কল্পিত প্রভেদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি সকলেই অবশ্য মনুষ্য ছিলেন, সকলেরই দুই হাত, দুই পা, মনুষ্যের ন্যায় চক্ষু, কর্ণ, নাসা ইত্যাদি আকৃতি ও কথা প্রভৃতি একরূপ ছিল, সকলেই একই মনুষ্যযোনি, এরূপ স্থলে মনুসংহিতার টীকা ও ভাষ্যকার প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদিতে গবাশ্ব ও গর্দ্দভবৎ প্রভেদ থাকা কি হেতুতে বলিয়াছেন (৫), জিজ্ঞাসা করি। পিতৃপুরুষগণের তুলনা গো, গর্দ্দভ ও অশ্বের সঙ্গে করা কি তাঁহাদের সম্বন্ধে উত্তম কার্য্য হইয়াছে? তাঁহারাওত প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণদিগেরই সন্তান? প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণাদি জাতির মধ্যে বৃত্তিগত এবং কোন স্থলে আচারগত পার্থক্য ব্যতীত আর কোন পার্থক্যভাব ছিল না, উপরি উক্ত পার্থক্য ভাষ্য টীকাকারেরা কল্পনা করিয়া কত দূর সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন, সে বিচার পাঠক মহাশয়েরাই করিবেন। আমাদের এস্থানে পুনরায় বক্তব্য এই যে, যদি আলোচিত

---

(৫) "অনুলোমপ্রতিলোমমূর্দ্ধাবসিক্তাম্বষ্ঠক্ষত্তৃবৈদিকাদয়ঃ। ন হি তে মাতাপিত্রোরন্যতরস্যাপি জাত্যা ব্যপদেষ্টুং যুজ্যতে। যথা রাসভাশ্বসংযোগজঃ খরো ন রাসভোনাশ্বো জাত্যন্তরমেব" ২। মেঃ। ১০অ, মনুসং।

টীকা—অনুলোমপ্রতিলোমজাতানাং অম্বষ্ঠকরণক্ষর্ত্তৃপ্রভৃতীনাং তেষাং বিজাতীয়মৈথুনসম্ভবত্বেন খরতুরগীব সম্পর্কাৎ।" ইঃ। ২। কুঃ। ১০অ, মনুসং।

পঞ্চম শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকে "স্ত্রীষনন্তরজাতাসু" পদ না থাকিত, তাহা হইলেও আমরা কিছুকালের জন্য ভাষ্য ও টীকাকারের উক্ত সিদ্ধান্তে সম্মত হইতে পারিতাম। পরবর্ত্তী ৬ শ্লোকে "স্ত্রীষনন্তরজাতাসু" পদ আছে, তাহাতে যদি পূর্ব্ববর্ত্তী ৫ শ্লোকের "আনুলোম্যেন" বাক্য যোগ করা যায়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী শ্লোকে নিশ্চয়ই দ্বিরুক্তি দোষ ঘটে। কারণ, অনন্তরজাতাসু স্ত্রীষু, আর আনুলোম্যেন স্ত্রীষু, এই উভয়ই একই কথা। ভাষ্য আর টীকাকার উপরি উদ্ধৃত "সর্ব্ববর্ণেষু" ইত্যাদি বচনের পরবর্ত্তী ৬শ্লোকের "স্ত্রীষনন্তরজাতাসু" বাক্যের আনুলোম্যেন (অনুলোম বিবাহ দ্বারা) অর্থ করিয়াছেন (৬)। এমতাবস্থায় পূর্ব্ব শ্লোকের "আনুলোম্যেন" বাক্য যে আর পরবর্ত্তী ৬ শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না তাহা পুনঃ পুনঃ বলা বাহুল্য।

টীকাকার আলোচিত ৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় একবার বলিয়াছেন, এ বচনের আনুলোম্যেন পরবর্ত্তী শ্লোকের অন্বয়ে যুক্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করিবে, আবার ৫ শ্লোকের ব্যাখ্যাতেই "আনুলোম্যেন" ইত্যাদি যাহা যাহা কহিয়াছেন তাহাতে উপলব্ধি হয় যে, আলোচিত ৫ শ্লোকোক্ত "আনুলোম্যেন" বাক্যের অর্থ তিনি উক্ত শ্লোকের টীকাতেই করিয়াছেন (৭)।

(৬) ভাষ্য—"অনন্তরাব্যবহিতাস্বানুলোম্যেন য উৎপন্নাঃ পুত্রা স্তে সদৃশা জ্ঞেয়া ন তু তজ্জাতীয়াঃ।" ইঃ। ৬। মে।

টীকা—"আনুলোম্যেনাব্যবহিতবর্ণজাতীয়াসু ভার্য্যাসু দ্বিজাতিভিঃ র্য উৎপাদিতাঃ পুত্রাঃ।
ইঃ। ৬। কুঃ। ১০অ, মনুসং।

(৭) "ব্রাহ্মণাদিষু বর্ণেষু চতুর্ষ্বপি সমানজাতীয়াসু যথাশাস্ত্রং পরিণীতাসু অক্ষতযোনিষু (আনুলোম্যেন ব্রাহ্মণেন ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়েন ক্ষত্রিয়ায়াং ইত্যনেনানুক্রমেণ) যে জাতাস্তে মাতাপিত্রো জাত্যা যুক্তাস্তজ্জাতীয়া এব জ্ঞাতব্যাঃ। ৫। কুঃ। ১০অ, মনুসং।

এখানে দেখা যায় যে টীকাকার তাঁহার ব্যাখ্যায় "আনুলোম্যেন" হইতে "ইত্যনেনানুক্রমেণ" পর্য্যন্ত দ্বিরুক্তি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণাদি জাতির সমানজাতীয়া যথাশাস্ত্র পরিণীতা অক্ষতযোনি পত্নীতে জাত পুত্রগণ তাহাদের মাতাপিতার জাতি ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা ও শূদ্রকন্যা অর্থাৎ স্বজাতিতে উৎপন্না পত্নীতে জাত সন্তানগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হয়। এস্থলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা পত্নীতে জাত পুত্র ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কন্যাপত্নীসম্ভূত পুত্র ব্রাহ্মণ হয়, ইত্যাদি বিপরীতার্থ কেহ গ্রহণ করিবেন এরূপ আশঙ্কা দেখা যায় না। অতএব "আনুলো-

"আনুলোম্যেন সম্ভূতাঃ" বাক্যের অর্থ তুল্যাসু পত্নীষু জাতাঃ অর্থাৎ তুল্য-জাতীয়া পত্নীতে জাত পুত্রগণ হইতে পারে না, যেহেতু অনুলোম বা আনুলোম্য আর তুল্য শব্দ একার্থ বোধক নহে (৮)। ৫ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে যখন "জাত্যাজ্ঞেয়াস্ত এব তে" আছে, তাহার অর্থই যখন তুল্যজাতীয়া পত্নীতে জাত পুত্রগণ, সেই সেই জাতি জানিবে, তখন টীকাকার কুল্লূকভট্ট যে আনুলোম্যেন বাক্যেরও সেই অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে উক্ত বচনের "তুল্যাসু পত্নীষু সম্ভূতা জাত্যাজ্ঞেয়াস্ত এব তে" বাক্যের অর্থই দুইবার করা হইয়াছে। দেখ, আলোচিত পাঁচ শ্লোকের "সর্ব্ববর্ণেষু" বাক্যের অর্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ে তুল্যাসু পত্নীষু সম্ভূতার অর্থ, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণজাতিতে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়জাতিতে, বৈশ্যের বৈশ্যজাতিতে, শূদ্রের শূদ্রজাতিতে উৎপন্না পত্নীতে জাত পুত্রগণ ; আর বচনের "জাত্যাজ্ঞেয়াস্ত এব তে"র অর্থ, তাহারা সেই সেই জাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যাপত্নীতে জাত পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কন্যাপত্নীতে জাত সন্তান ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের বৈশ্যকন্যাপত্নীতে জাত বৈশ্য ও শূদ্রের শূদ্রকন্যা-ভার্য্যাতে পুত্র শূদ্রজাতি জানিবে, এই মাত্র হইলে তাহার মধ্যে পুনরায় "আনু-লোম্যেন ইত্যনেনানুক্রমেণ যে জাতাস্তে তজ্জাতীয়া এব জ্ঞাতব্যাঃ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যাপত্নীতে ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কন্যাপত্নীতে ইত্যাদি অনুক্রমে জাত

ম্যেন" বাক্য দ্বারাও টীকাকার যে উহাই আমাদিগকে বুঝাইয়াছেন, তাহা যে দ্বিরুক্তি তাহা বুদ্ধিমান্ পাঠক অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

(৮) অনুলোমের অর্থ অনুক্রম, যথাক্রম, যার পর যা, স্বাভাবিক গতিতে। বিপরীত ভাবে নয়, অনুলোমে ভব এই অর্থে "য" করিয়া আনুলোম্য হয়। আনুলোম্য দ্বারা এই অর্থে "আনুলোম্যেন" হইয়াছে। "আনুলোম্যেন' বাক্যের অর্থ এস্থলে অনুলোম বিবাহ দ্বারা। নিম্নোদ্ধৃত আভিধানিক প্রমাণেও তাহা ব্যক্ত হইতেছে।

"অনুলোম (অনু সহিত বা অনুসারে—লোমন্ শরীরের লোম। প্রতিলোম দেখ) সং পুং অনুক্রম, যথাক্রম। বিঃ ত্রিং অনুকূল। অং, প্রতি রোমে। ক্রিঃ বিং সহজ দিকে, বিপরীত দিকে নয়। প্রকৃত প্রণালীতে, বিপরীত প্রণালীতে নয়। যথাক্রমে যারপর যা এই নিয়মে।

৭০পৃ, প্রকৃতিবাদ অভিধান।

সাধারণতঃ অনুলোমের এই অর্থ. কিন্তু যখন স্বরের অনুলোম, বিবাহবিষয়ে অনুলোম বিবাহ এইরূপ উক্ত হয়, তখন স্বরের ঊর্দ্ধগতি ও নীচবর্ণের কন্যার উচ্চবর্ণের সহিত বিবাহ বুঝিতে হইবে।

সন্তানেরা সেই সেই জাতি জানিবে, ইত্যাদি বাক্য যোজনা করিলে যে বচনের একই কথার অর্থ দুই বার করা হয়, তাহা বুদ্ধিমানেরা অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

"আনুলোম্যেন" পদের অর্থ যে অনুলোম বিবাহ দ্বারা, তাহা পঞ্চমাধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রাহ্মণাদির তুল্য জাতিতে উৎপন্না পত্নীতে জাত পুত্রগণ যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি হয়, ইহা বলিবার জন্যই বচনে "তএব তে" আছে। আনুলোম্যেন বাক্যের অর্থ স্বতন্ত্ররূপে করিতে হইবে উহার দ্বারাও তাহা বুঝা যাইতেছে।

"সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি। ১।" ১৬অ, বিষ্ণুসং।

"সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ স্বজাতয়ঃ।" ইঃ।

১অ, যাজ্ঞবল্ক্যসং।

এই দুইটী বচনের অর্থও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের তুল্য জাতিতে উৎপন্না পত্নীর পুত্রগণ যথানুক্রমে ব্রাহ্মণাদি জাতি হয়। অতএব ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, মনুর উক্ত ৫ শ্লোকে যে "জাত্যা জ্ঞেয়াঃ" আছে, তুল্যজাতীয়া পত্নীতে জাত পুত্র, তুল্য জাতি ইহা বলিবার (বুঝাইবার) পক্ষে তাহাই যথেষ্ট অর্থাৎ,—

সর্ব্ববর্ণেষ্ তুল্যাসু পত্নীষু সম্ভূতাঃ পুত্রা জাত্যা জ্ঞেয়াঃ।

এই মাত্র বলিলেই উহা পরিব্যক্ত হয়। তাহাতে "তএব তে" থাকাই স্পষ্টার্থক বা অতিরিক্ত। এমতাবস্থায় যাঁহারা ঐ কথামাত্র বুঝাইবার জন্যই বচনে "তএব তে" থাকা সত্ত্বেও পুনরায় উহার "আনুলোম্যেন" বাক্যকেও ঐ কথামাত্র বুঝাইবার জন্যই প্রয়োগ করিবেন, তাঁহারা যে মনুর উক্ত বচনের "আনুলোম্যেন" ও "তএব তে" বাক্যের প্রকৃতার্থ গোপন করিতে ইচ্ছা করেন তাহা বুদ্ধিমানের মধ্যে কে না বুঝিবেন?

তে—এব—তে, তএব তে, সুতরাং ত এখানে তে। ইহার অর্থ তাহারাই তাহারা অর্থাৎ তাহাদিগের তুল্য তাহারা। প্রথম "তে" ব্রাহ্মণাদিতে এবং দ্বিতীয় 'তে' তাহাদিগের স্ব স্ব পুত্রবোধক 'সম্ভূতাঃ' শব্দের যোগ হইয়াছে। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রেষ্ তুল্যাসু অক্ষতযোনিষু পত্নীষু, অর্থাৎ স্ব-স্ব-বর্ণোৎপন্নাক্ষতযোনিষু ভার্য্যাসু, জাতাঃ পুত্রা স্তে এব জাত্যা জ্ঞেয়াঃ ব্রাহ্মণাদয়ো

জাতয়ঃ সন্তি; যো যেন জাতঃ স তস্য জাতির্ভবেদিতি ভাবঃ। এখানে "ব্রাহ্মণাদয়ঃ" প্রয়োগ না করিলেও যে অর্থের কোন ব্যাঘাত ঘটে না তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের তুল্য বর্ণে উৎপন্না পত্নীতে জাত পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়, এই হইল অর্থ। তাহারা তাহাদের মাতাপিতার জাতি হয় এরূপ অনুবাদ কিছুতেই হইতে পারে না। ভাষ্য টীকাকার উভয়েই ব্রাহ্মণাদির অনুলোম বিবাহিতা পত্নীর পুত্রদিগকে তাহাদের পিতৃজাতি বলিবেন না, স্বতন্ত্র জাতি বলিবেন, এই অভিপ্রায়েই যে উক্ত বচনের ভাষ্য টীকাতে মাতাপিতার জাতি হয় বলিয়াছেন, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

ভাষ্য টীকাকার এখানে ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবিবাহোৎপন্ন পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহা যে মনুর কথা (সত্যযুগের জাতিবিষয়ক ইতিহাস) নহে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত প্রমাণ হইতে পরিব্যক্ত হইতেছে। ভাষ্য টীকাকার উভয়েই বলিয়াছেন, আলোচিত বচনের "আনুলোম্যেন" পরবর্ত্তী ৬ শ্লোকে যুক্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করিবে (৯)। কিন্তু পরবর্ত্তী বচনের অর্থ করিতে গিয়া তাঁহারা "আনুলোম্যেন" পদের বিন্দু বিসর্গও বলেন নাই (১০)। বলিবেন কিপ্রকারে? বলিতে গেলেই যে সেস্থলেও দ্বিরুক্তি দোষেই পতিত হন? ভাষ্যকার আলোচিত বচনের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, এ বচনের "আনুলোম্যেন" উত্তর শ্লোকের জন্য এ বচনে মনু গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী শ্লোকের ভাষ্যে কহিয়াছেন, এই বচনে মনু যাহা উপদেশ দিয়াছেন, তদ্দ্বারা পূর্ব্ব শ্লোকের "আনুলোম্যেন" অনর্থক প্রযুক্ত বলিয়া সাব্যস্ত হইল (১১)। দেখা যায় যে, ভাষ্যকার পরবর্ত্তী "স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু" বচনেরও প্রকৃতার্থ না করিয়া (ব্রাহ্মণাদির অনন্তর জাতিতে উৎপন্না ভার্য্যার জাত পুত্রগণ তাহাদের পিতৃজাতিও নহে, মাতৃজাতিও নহে)

(৯) এই অধ্যায়ের ৩ টীকা দেখ।

(১০) এই অধ্যায়ের ৬ টীকা দেখ। উক্ত টীকাধৃত মনুভাষ্য ও টীকাতে যে "আনুলোম্যেন" আছে, তাহা "স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু" পদকে উপলক্ষ করিয়া উক্ত হইয়াছে। কেহ উহাকে পূর্ব্ববর্ত্তী ৫শ্লোকের "আনুলোম্যেন" মনে করিবেন না।

(১১) "অত আনুলোম্যগ্রহণং পূর্ব্বশ্লোকে যন্মুক্তমুত্তরার্থমিতি তদিহানর্থকমতঃ পরেষু শ্লোকেষূপদিশ্যতে।" ৬। মেধাতিথি। ১০অ, মনুসং।

এই অন্যায় অর্থ করিয়া আলোচিত ৫ শ্লোকের "আনুলোম্যেন" বাক্যের অনর্থকতা দেখাইয়াছেন। আমাদের মতে ভাষ্যকার নানা কথা না বলিয়া আলোচিত ৫ শ্লোকে মনু পাদপূরণার্থে "আনুলোম্যেন" কহিয়াছেন, বলিলেই ভাল করিতেন। টীকাকার কুল্লূকভট্ট এইরূপ কথা স্পষ্ট না বলিলেও অনন্তরজ (অনুলোম বিবাহোৎপন্ন) পুত্রগণ যে তাহাদের পিতৃজাতিও নহে মাতৃজাতিও নহে, পিতৃজাতি হইতে নিকৃষ্ট মাতৃজাতি হইতে উৎকৃষ্ট তাহা তিনিও বলিয়াছেন (১২)। ভাষ্যকার ৫ শ্লোকের ভাষ্যে অনুলোমজ অম্বষ্ঠদিগকে মাতৃজাতি বলিয়াছেন এবং তৎপ্রমাণার্থ বিষ্ণু আর যাজ্ঞবল্ক্য বচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন (১৩)। কিন্তু ১০ অধ্যায়ের ৬ শ্লোকের ভাষ্যে অনুলোমজ পুত্রদিগকে কোন জাতিত্বই প্রদান করেন নাই, পিতৃজাতি হইতে নিকৃষ্ট মাতৃজাতি হইতে উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন (১৪)।

উপরে প্রমাণ দ্বারা যাহা প্রদর্শিত হইল তাহাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে, ভাষ্য আর টীকাকারের আলোচিত "সর্ব্ববর্ণেষু" ইত্যাদি শ্লোকের যে অর্থ করিয়াছেন তাহাতে উক্ত বচনের "আনুলোম্যেন" বাক্যের অর্থ এককালীন গৃহীত হয় নাই "তএব তে"রও প্রকৃতার্থ উপেক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং বলিতে হইল, মনুর ভাষ্যকার ও টীকাকার আলোচিত বচন ও তৎপরবর্ত্তী "স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু" ইত্যাদি বচনের অর্থ করিতে যাইয়া ভগবান্ মনুর অর্থ গ্রহণ করেন নাই। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তাঁহারা কতকগুলিন মিথ্যা কথা বলিয়া ও অন্যান্য স্মৃতি হইতে দুই একটী বচন উদ্ধৃত করিয়া মনুর অর্থ গোপন করিতে

(১২) "পিতৃসদৃশান্ ন তু পিতৃজাতীয়ান্ মন্বাদয় আহুঃ। পিতৃসদৃশগ্রহণান্মাতৃজাতেরুৎকৃষ্টঃ পিতৃজাতিতো নিকৃষ্টাজ্জ্ঞেয়াঃ। ৬। কুঃ।

(১৩) অনন্তরপ্রভবশ্চানুলোমপ্রতিলোমাস্তত্রানুলোমা মাতৃজাতীয়াঃ প্রতিলোমাস্ত ধর্ম্মহীনাঃ। ইত্যাদি। ৫। মে।

(১৪) "তৎসদৃশগ্রহণান্মাতৃত উৎকৃষ্টান্ পিতৃতো নিকৃষ্টান্।" ৬। মে।

পিতৃসদৃশ বলিলে যে পিতৃজাতি হয় না, পিতৃজাতি হইতে নিকৃষ্ট মাতৃজাতি হইতে উৎকৃষ্ট হয়, ইহা ভাষ্য আর টীকাকারের নিজের কথা ও আশ্চর্য্য যুক্তি। মনুসংহিতার ১০অধ্যায়ের ৫ শ্লোকের "আনুলোম্যেন" পদের অর্থ নানা গোলমাল করিয়া পরিত্যাগ করাতেই যে তাঁহাদের ৬ শ্লোকের এই প্রকার অর্থ করিবার সুবিধা হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ও তাহাতে বাধা জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। অন্যান্য স্মৃতি হইতে তাঁহারা যে সকল বচন আলোচিত বচনের ব্যাখ্যাস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার অর্থ দ্বারা অনুলোমজ সন্তানগণ যে জাতিই হউক না কেন তাহা এখানে অগ্রে দেখা উচিত নয়, কারণ মনুসংহিতা সকল সংহিতার পূর্ব্বে সত্যযুগে হইয়াছে, সকল সংহিতার প্রধান (১৫)। অতএব সত্যযুগের মনু এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহাই আমরা অগ্রে দেখিব।

প্রকৃত কথা এই যে, শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কেবল তুল্যজাতীয়া পত্নীই পত্নী নহে, অনুলোমক্রমে অর্থাৎ পর পর বর্ণে প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের যথাশাস্ত্র বিবাহিতা আরও পত্নী হইত (১৬)। ভগবান্ মনু তৃতীয়াধ্যায়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের তুল্যজাতীয়া ও অনুলোম বিবাহিতা অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণে উৎপন্না এই উভয়বিধ পত্নীই হইয়া থাকে এবং নবমাধ্যায়ে উক্ত

---

(১৫) "কৃতে তু মানবোধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ॥" ১অ, পরাশরসং।
(বিদ্যাসাগর ধৃত)

"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥" বৃহস্পতিসং।
(বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহ পুস্তক ২য় খণ্ডধৃত)

(১৬) প্রাচীনকালে অনুলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল, অনুলোমবিবাহোৎপন্ন অম্বষ্ঠ, করণাদির বিদ্যমানতা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। অম্বষ্ঠোৎপত্তি ও অম্বষ্ঠমাতা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ে তৎসম্পর্কীয় বহু প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত পুরাণবচনে প্রকাশ পায় যে, এই কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত আর্য্যদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। প্রচলিত না থাকিলে তাহা করিতে নিষেধ ও যত্নপূর্ব্বক তাহা সমাজ হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এরূপ ইতিহাস পুরাণে পাওয়া যাইত না। প্রতিবাদী মহাশয়েরা পাছে অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত থাকা অস্বীকার করেন এই ভয়ে এখানে আমরা এই কথাগুলিন বলিলাম ও তৎসম্পর্কীয় প্রমাণও উদ্ধৃত করিলাম।

"কলৌ ত্বসবর্ণায়া অবিবাহ্যত্বমাহ বৃহন্নারদীয়ং সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্। দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা। .... । হেমাদ্রি পরাশর ভাষ্যয়োরাদিত্যপুরাণম্। .... । কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাদিভিঃ। .... এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ। নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥" উদ্বাহতত্ত্বম্, রঘুনন্দনভট্ট কৃত অষ্টাবিংশতি তত্ত্বানি।

পত্নীগণের গর্ভজাত পুত্রদিগের দায়ভাগবিধিও বলিয়াছেন (১৭), এবং তৃতীয়াধ্যায়ের ৪৩।৪৪ প্রভৃতি শ্লোকের বিধি দ্বারা ভগবান্ মনু অনুলোমবিবাহিতা পত্নীদিগকে ব্রাহ্মণাদি স্বামীর জাতিত্বও প্রদান করিয়াছেন; উহা অম্বষ্ঠ-মাতা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে (১৮), ঐ সকল পত্নীর গর্ভজাত পুত্রগণ যে তাহাদের পিতার জাতি, তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিবার অভিপ্রায়ে ১০ অধ্যায়ের ৫শ্লোকে ভগবান্ মনু "আনুলোম্যেন" বাক্য প্রয়োগ করিয়া ব্রাহ্মণাদির তুল্য জাতিতে উৎপন্না ও অনুলোমবিবাহিতা (অসবর্ণে উৎপন্না) উভয়বিধ পত্নীদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্য আর টীকাকার উক্ত তৃতীয় এবং নবমাধ্যায়ের শ্লোকের ব্যাখ্যাস্থলে "আনুপূর্ব্বেণ" "আনুলোম্যেন" বাক্য দ্বারা উক্ত স্ত্রীদিগকে ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবিবাহিতা পত্নী ও তৃতীয়াধ্যায়ের ৪৩।৪৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় অনুলোমবিবাহিতা পত্নীদিগকে বিবাহসংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণাদি স্বামীর জাতি বলিয়া এবং তাহাদের গর্ভজাত পুত্রগণ যে ব্রাহ্মণাদির পুত্র ব্রাহ্মণাদি, তাহা স্বীকার করিয়াছেন (১৯)। কিন্তু ১০ অধ্যায়োক্ত অম্বষ্ঠাদি

---

(১৭) সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোবরাঃ॥ ১২॥ ৩অ, মনুসং।

ভাষ্য—......... কৃতে সবর্ণাবিবাহে যদি তস্যাং কথঞ্চিৎ প্রীতির্ন ভবতি কৃতাবপত্যার্থো ব্যাপারো ন নিষ্পাদ্যতে। ....প্রবৃত্তাামিমা বক্ষ্যমাণাঃ.........জ্ঞাতব্যাঃ।১২। মে।

টীকা—ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং .... বক্ষ্যমাণা আনুলোম্যেন শ্রেষ্ঠা ভবেয়ুঃ।১২। কুঃ।

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥ ১৩॥

ভাষ্য—.........। সা চ শূদ্রা স্বা চ বৈশ্যা বৈশ্যস্য তে চ বৈশ্যাশূদ্রে স্বা চ রাজন্যস্য এব অগ্রজন্মনো ব্রাহ্মণস্য ক্রমেণ নির্দ্দেশে কর্ত্তব্যে। ১৩। মেঃ।

টীকা—.........। শূদ্রস্য শূদ্রৈব ভার্য্যা ভবতি ......। বৈশ্যস্য চ শূদ্রা বৈশ্যা চ ভার্য্যে মন্বাদিভিঃ স্মৃতে। ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যাশূদ্রে ক্ষত্রিয়া চ। ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা ব্রাহ্মণী চ। ১৩। কুঃ। ৩অ, মনুসং।

(১৮) ষষ্ঠাধ্যায়ধৃত উক্ত ৪৩।৪৪ শ্লোক ও তাহার ভাষ্য টীকা দেখ।

(১৯) "ব্রাহ্মণস্যানুপূর্ব্বেণ চতস্রস্তু যদি স্ত্রিয়ঃ।
তাসাং জাতেষু পুত্রেষু বিভাগেঽয়ং বিধিঃ স্মৃতঃ॥ ১৪৯॥" ৯অ, মনুসং।

অনুলোমজ (অনন্তরজ) পুত্রগণ যে তৃতীয়াধ্যায়োক্ত ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবিবাহিতা পত্নীর সন্তান, নবমাধ্যায়োক্ত ব্রাহ্মণের অনুলোমবিবাহিতা ভার্য্যাতে জাত পুত্র, তৎসম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও বলেন নাই। মনুসংহিতার দশমাধ্যায়োক্ত অম্বষ্ঠাদি পুত্রগণ যে উক্ত সংহিতার তৃতীয়াধ্যায়োক্ত ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবিবাহিতা পত্নীগণেরই সন্তান, তাহা ১০ অধ্যায়ের একটি শ্লোকের ব্যাখ্যাতেও ভাষ্য টীকাকার বলেন নাই। কেবল নবমাধ্যায়ের ১৪৯ শ্লোকের ভাষ্যে (যাহা এই অধ্যায়ের ১৯ টীকাতে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে) মেধাতিথি বলিয়াছেন যে, তৃতীয়াধ্যায়ে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণীয়া ভার্য্যাই উক্ত হইয়াছে। টীকাকার কুল্লূকভট্ট ১০ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকের টীকাতে অম্বষ্ঠমাতা বৈশ্যকন্যা যে ব্রাহ্মণের বিবাহিতা স্ত্রী, তাহার প্রমাণ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন (২০) তথাপি অম্বষ্ঠ যে মনুসংহিতার তৃতীয়াধ্যায়ের ১৩ শ্লোকোক্ত ব্রাহ্মণের অনুলোমবিবাহিতা পত্নী বৈশ্যকন্যার পুত্র, তাহা প্রকাশ করেন নাই, এবং ৩ অধ্যায়ের ৪৩।৪৪ শ্লোকের ভাষ্য টীকাতে অনুলোমবিবাহিতা পত্নীদিগকে পাণিগ্রহণসংস্কারে সংস্কৃতা ও পতির জাতিগোত্রা স্বীকার করিয়া, ১০ অধ্যায়ের ৫।৬।৭ প্রভৃতি শ্লোকের ভাষ্য টীকাতে ব্রাহ্মণাদির উক্ত পত্নীগণের গর্ভজ সন্তানদিগকে একবার মাতৃজাতি, আবার পিতৃজাতিও না, মাতৃজাতিও না, পিতৃজাতি হইতে নিকৃষ্ট মাতৃজাতি হইতে উৎকৃষ্ট ইত্যাদি কত কথাই যে কহিয়াছেন, কত

ভাষ্য—আনুপূর্ব্বগ্রহণং তৃতীয়ে দর্শিতস্য ক্রমস্যানুবাদঃ অয়মপি বক্ষ্যমাণসংক্ষেপপ্রতিজ্ঞানার্থঃ। ১৪৯। মেঃ।

টীকা—"ব্রাহ্মণস্য যদি ক্রমেণ ব্রাহ্মণাদ্যাশ্চতস্রো ভার্য্যা ভবেয়ুঃ তদা তাসাং পুত্রেষূৎপন্নেষু অয়ং বক্ষ্যমাণো বিভাগবিধির্ম্বাদিভিরুক্তঃ। ১৪৯।" কুঃ।

অম্বষ্ঠমাতা ব্রাহ্মণজাতি নামক ষষ্ঠাধ্যায় দেখ।

উদ্ধৃত শ্লোক ও তাহার ভাষ্য টীকার দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, মনু অনুলোমজ পুত্র অম্বষ্ঠাদিকে পিতৃজাতি, পিতৃদায়াদ বলিয়াছেন। মনুসংহিতার পঞ্চমাধ্যায়ের ৫৯। ৬০ শ্লোক ও তাহার ভাষ্য টীকাতে অনুলোম পুত্রগণকে পিতৃসপিণ্ড উক্ত হইয়াছে ও পিতৃগোত্রের সম্পূর্ণাশৌচগ্রহণকরিবার বিধি আছে। এ সকলকে মনুর সমকালের অনুলোমজ পুত্রগণের পিতৃজাতির ইতিহাস মনে করিতে হইবে। অনুলোমজ পুত্রগণ পিতৃজাতি হইলেই অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি হইল।

(২০) "বিবাহ্যেষ বিধিঃ স্মৃত ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেন স্ফুটীকৃতত্বাৎ। ৮।" ১০অ, মনুসং।

অসরলতাই প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পরিসীমা নাই। ভাষ্য টীকাকার মহাশয়েরা এখন জীবিত নাই, যদি পৃথিবীতে তাঁহাদিগের প্রতিনিধি কেহ থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, যাজ্ঞবল্ক্যের কথিত ব্রাহ্মণ ও তৎপত্নী বৈশ্যকন্যা আর মনুসংহিতার তৃতীয়াধ্যায়ের ব্রাহ্মণ ও তৎপত্নী বৈশ্যকন্যা এবং ৯ অধ্যায়োক্ত ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণের বৈশ্যকন্যাপত্নী ও তৎপুত্র, মহাভারতীয় অনুশাসনপর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণপত্নী বৈশ্যকন্যা ও তৎপুত্র এবং মনুর ১০ অধ্যায়ের ৮শ্লোকোক্ত ব্রাহ্মণ আর তৎপত্নী বৈশ্যকন্যা ও তৎপুত্র অম্বষ্ঠ কি এক নহে?

এতক্ষণ শাস্ত্রীয়-প্রমাণ-প্রদর্শনপূর্ব্বক যাহা যাহা বলা হইল তদ্দ্বারা ইহা নির্ণীত হইতেছে যে, আলোচিত "সর্ব্ববর্ণেষু" ইত্যাদি শ্লোকের "আনুলোম্যেন" বাক্য দ্বারা ভগবান্ মনু ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা ও শূদ্রকন্যা পত্নীদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের তুল্যজাতীয়া আর অনুলোমবিবাহিতা পত্নীগণের (বিবাহসংস্কার দ্বারা যাঁহারা ব্রাহ্মণাদির তুল্যজাতীয়া হইতেন তাঁহাদের) গর্ভজাত পুত্রগণেরা সকলেই তাহাদের পিতৃজাতি, ভগবান্ মনুর এই কথা; উক্ত বচনে "আনুলোম্যেন" "তএবতে" প্রয়োগের ইহাই বিশেষ কারণ (২১)। ভগবান্ মনু সত্যযুগে প্রথমে স্মৃতি রচনা করিয়াছেন (২২)। ভাষ্য টীকাকারের উদ্ধৃত বিষ্ণু আর যাজ্ঞবল্ক্য বচন মনুর উক্ত বিধি ও ইতিহাসের বিরুদ্ধ ও তৎপরবর্ত্তী হওয়াতে উহা সত্য বিধি সত্য ইতিহাস বলিয়া ন্যায়মতে পরিগৃহীত হইতে পারে না (২৩)।

(২১) সর্ব্ববর্ণেষু ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রেষু তুল্যাসু এতেষাং তুল্যবর্ণেষূৎপন্নাসু তথা আনুলোম্যেন অনুলোমবিবাহবিধিনা এতেষাং ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রেষু উৎপন্নাসু যথাশাস্ত্রং পরিণীতাসু তুল্যাসু (সবর্ণাসু) অক্ষতযোনিবিবাহিতাসু স্ত্রীষু সম্ভূতাঃ পুত্রাঃ তে এব তে জাত্যা শ্রেষ্ঠজাতয়ো জ্ঞেয়া জ্ঞাতব্যাঃ, ব্রাহ্মণাদীনাং তে পুত্রা ব্রাহ্মণাদীনাং স্বস্বজাতয়ো বেদিতব্যা ইত্যর্থঃ।

(২২) "কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ॥" ১অ. পরাশরসং।

(২৩) "বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥" বৃহস্পতিবচন।

বিদ্যাসাগরধৃত।

সত্যযুগের শাস্ত্রাদিতে যাহাদিগের পিতৃজাতির ইতিহাস রহিয়াছে ও তৎপরবর্ত্তী যুগের

পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ "সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু" ইত্যাদি বচনে মনু অনুলোমবিবাহোৎপন্ন পুত্রদিগকে তাহাদিগের পিতৃজাতি বলিয়াছেন, উক্ত বিধি সংহিতাকারের যে নিজের নহে, তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রকার ঋষিগণের বিধি, তাহাই তৎপরবর্ত্তী বচনে বলিতেছেন। যথা,—

"স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানপি তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥ ৬॥ ১০অ, মনুসং।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণের অনন্তরজাতীয়া (অর্থাৎ পরবর্ত্তী ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণে উৎপন্না) অনুলোমবিবাহিতা পত্নীতে জাত পুত্রগণ তাহাদের মাতৃদোষবর্জ্জিত ও পিতৃজাতি ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রকার মহর্ষিগণের মত।

এই শ্লোকের পূর্ব্বশ্লোকের অর্থ যখন অনুলোমবিবাহিতার পুত্রগণ পিতৃজাতি, অম্বষ্ঠমাতা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়েও যখন শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, অনুলোমবিবাহিতা পত্নীগণ তাহাদের পতির জাতি, তখন ভাষ্য টীকাকার এ বচনের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা কোন মতেই স্থিরতর থাকিতে পারে না (২৪) তাহাতে পূর্ব্ব বচনের সহিত এ বচনের অর্থের বিরোধ হয়। পিতৃসদৃশ বলিলে মাতৃদোষযুক্ত হইলেও তদ্ধেতু পিতৃজাতিচ্যুত হয় না, স্বজাতীয়া পত্নীর পুত্রাপেক্ষায় সম্মানে হীন হয় মাত্র (২৫)। মনু পরবর্ত্তী ১০ অধ্যায়ের ১০ শ্লোকে তাহা স্পষ্টই বলিয়াছেন এবং ভাষ্য আর টীকাকারও তাহা

শাস্ত্রাদিতে তাহাদিগের মাতৃজাতি বা পিতা মাতা হইতে স্বতন্ত্র জাতির ইতিহাস থাকিলেও তাহা গ্রহণীয় হইতে পারে না, যেহেতু পূর্ব্বকৃত শাস্ত্রবিধি ঈর্ষাবশতঃ উল্লঙ্ঘন করত তাহার সৃষ্টি হইয়াছে, উহা কারণশূন্য।

(২৪) ভাষ্য—"তৎসদৃশগ্রহণান্মাতৃত উৎকৃষ্টান্ পিতৃতো নিকৃষ্টান্। ৬।" মেঃ।
টীকা—পিতৃসদৃশান্ ন তু পিতৃজাতীয়ান্ মন্বাদয় আহুঃ। পিতৃসদৃশ গ্রহণান্মাতৃজাতেরুৎকৃষ্টাঃ পিতৃজাতিতো নিকৃষ্টাঃ জ্ঞেয়াঃ। ইঃ। ৬। কুঃ।

(২৫) প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র জাতির অর্থ যে এ যুগের ব্রাহ্মণজাতির অন্তর্গত কুলীন কাপ শ্রোত্রিয় কষ্ট শ্রোত্রিয়াদি শ্রেণীমাত্র ছিল, তাহা আমরা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেখাইয়াছি। এরূপ অবস্থায় মাতৃদোষহেতু তৎকালে যে পিতৃজাতিচ্যুত হইত না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমান যুগের কুলীন ব্রাহ্মণ যদি কষ্টশ্রোত্রিয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন তবে তদুৎপন্ন পুত্র অব্রাহ্মণ হয় না। কুলীনকন্যাপত্নীর গর্ভজ পুত্র হইতে অপদস্থ অর্থাৎ সম্মানে হীন হয় মাত্র।

স্বীকার করিয়াছেন (২৬) পূর্ব্ববর্ত্তী "সর্ব্ববর্ণেষু" ইত্যাদি শ্লোকে অনুলোমজদিগকে পিতৃজাতি বলাতে পরবর্ত্তিবচনের সদৃশশব্দের অর্থ তৎসদৃশ নহে, নিশ্চয়ই তাহাই বুঝিতে হইবে। অনুলোমজ পুত্রগণ তাহাদের পিতৃসদৃশ অর্থাৎ পিতৃজাতি, ইহা মহর্ষিগণ বলিয়াছেন, এই কথা উদ্ধৃত ৬শ্লোকে থাকাতে বুঝিতে হইবে, উহা কেবল মনুর বিধি নহে, তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রকারদিগের বিধি ও ইতিহাস (২৭)। মাতৃদোষ কর্ত্তৃক বিশেষপ্রকারে গর্হিত আলোচিত ৬শ্লোকের "বিগর্হিতান্" পদের এই অর্থ করিলে, পিতৃসদৃশত্ব (জাতিত্ব) থাকে না; পূর্ব্বশ্লোকের অর্থের সহিতও বিরোধ ঘটে। বিশেষ, ৩ অধ্যায়ের ৪৩।৪৪ শ্লোকে যখন মনু পাণিগ্রহণসংস্কার দ্বারা অনুলোমা (অসবর্ণোৎপন্না) পত্নীদিগকে ব্রাহ্মণাদির ভার্য্যাত্ব, জাতিত্ব প্রদান করিয়াছেন, তখন ১০ অধ্যায়ের ৬ শ্লোকে অতিশয় গর্হিতার্থে "বিগর্হিতান্" বাক্য প্রযুক্ত হওয়া একান্তই অসম্ভব, যেহেতু মাতৃদোষ যাহা, তাহাত বিবাহসংস্কার হইতেই চলিয়া গিয়াছে। (২৮) বিবাহসংস্কারের যদি কোন মহত্ত্ব না থাকে, তবে একের কন্যা তদ্দ্বারা অপরের ভার্য্যা হয় কি প্রকারে? যাহা হউক, এই সকল কারণে আমরা ৬ শ্লোকের "বিগর্হিতান্" বাক্যের "বি" উপসর্গের বিশেষার্থ না করিয়া বিবর্জ্জিত অর্থ গ্রহণ করিলাম। যেমন অনুত্তম শব্দের অর্থ উত্তম নহে, কিন্তু অনেক

(২৬) "বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্ব্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ॥ ১০।" ১০অ, মনুসং।

ভাষ্য—এতে ত্রৈবর্ণিকানামেকান্তরদ্ব্যন্তরস্ত্রীজাতা অপসদা বেদিতব্যাঃ। .... সমানজাতীয়া পুত্রাপেক্ষয়া ভিদ্যন্তে। ১০। মেঃ।

টীকা—ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়াদিত্রয়স্ত্রীষু .... বর্ণত্রয়াণাং এতে ষট্ পুত্রাঃ সবর্ণাপুত্রকার্য্যাপেক্ষয়া অপসদা নিকৃষ্টাঃ স্মৃতাঃ। ১০। কুঃ।

ভাষ্য আর টীকাকারের সমানজাতীয়া এবং সবর্ণা পুত্রের অর্থ যে সমশ্রেণীতে উৎপন্না পত্নীর পুত্র তাহা বলা বাহুল্য। অপসদের অর্থ কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট, ভিন্ন জাতি নহে। মনু ১০ অধ্যায়ের ৫।৬ শ্লোকে যখন অনুলোমজদিগকে পিতৃজাতি বলিয়াছেন, তখন তাঁহারই ১০ শ্লোকের অপসদের অর্থ ভিন্নজাতি হইতে পারে না।

(২৭) উক্ত ৬ শ্লোকের "সদৃশানপি তানাহুঃ" বাক্য দ্বারাই এ কথা প্রকাশ পায়।

(২৮) "আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
যো ধর্ম্ম এক পত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমম্॥ ১৫৮।" ৫অ, মনুসং।

স্থলে অতিশয় উত্তমার্থে উহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় (২৯)। বচনে "অপি" শব্দ থাকাতেও অনুলোমবিবাহোৎপন্ন সন্তানগণের পিতৃজাতির ইতিহাস নিশ্চয় পরিব্যক্ত হয় (৩০)। আর একটী কথা এই যে, বিবাহসংস্কার দ্বারা যাহাদের মাতৃগণকে মনু পতির জাতিত্ব প্রদান করিলেন, তাহাদিগকে পুনরায় তিনি পিতৃজাতিচ্যুত করিবেন কেন? বিবাহসংস্কার কর্ত্তৃক যাহাদের মাতা ব্রাহ্মণজাতি হইতেন, তাহারা পিতৃজাতিও নহে, মাতৃজাতিও নহে, এই কথা মনুর বলিয়া যাঁহারা প্রচার করেন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেই হইবে, তবে কি মনু সময়ে সময়ে প্রলাপও বলিতেন?

আলোচিত ৫।৬ শ্লোকের বিধি কি প্রকার বিধি তাহাই ভগবান্ মনু তৎপরবর্ত্তী ৭ শ্লোকে বলিতেছেন। যথা,—

"অনন্তরাসু জাতানাং বিধিরেষঃ সনাতনঃ।
দ্ব্যেকান্তরাসু জাতানাং ধর্ম্ম্যং বিদ্যাদিমং বিধিম্॥ ৭॥
১০অ, মনুসংহিতা।

ব্রাহ্মণাদির অনন্তরজাতীয়া (অব্যবহিত পরবর্ণে উৎপন্না) ও একান্তর দ্ব্যন্তর জাতীয়া (এক বর্ণ ও দুই বর্ণ ব্যবধান বর্ণে উৎপন্না) ভার্য্যাতে জাত

(২৯) আমাদের এই সিদ্ধান্তে যাঁহাদের মনস্তুষ্টি না হইবে তাহাদিগকে আমরা এই কথা বলিব যে, উক্ত বচনের "বিবর্জ্জিতান্" পদই কালে "বিগর্হিতান্" হইয়াছে। মনুবচনের "বরাঃ" পদকে যে আধুনিক ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ "অবরা" করিয়াছেন তাহা এই পুস্তকের ৭ অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(৩০) ৬ শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যাই সঙ্গত। যথা —

স্ত্রীষ্বনন্তরেতি। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং অনন্তরজাতাসু অর্থাৎ অনন্তরৈকান্তরদ্ব্যন্তরজাতাসু যথাশাস্ত্রং পরিণীতাসু ভার্য্যাসু ব্রাহ্মণাদিভিঃ স্বামিভিরুৎপাদিতান্ যথা ব্রাহ্মণেন স্বামিনা ক্ষত্রিয়কন্যায়াং বৈশ্যকন্যায়াং শূদ্রকন্যায়াঞ্চ ক্ষত্রিয়েণ স্বামিনা বৈশ্যকন্যায়াং শূদ্রকন্যায়াং বৈশ্যেন স্বামিনা শূদ্রকন্যায়াং যথাশাস্ত্রং পরিণীতায়াং ভার্য্যায়াং জাতান্ পুত্রান্ মাতৃদোষাৎ বিগর্হিতান্ বিগতগর্হিতান্ বিমুক্তান্ বিবর্জ্জিতান্ ব্রাহ্মণাদীনাং পিতৄণাং সদৃশান্ .... জাতীয়ান্ পূর্ব্বপূর্ব্বমুন্যাদয় আহুঃ। অপিশব্দাৎ সুনিশ্চয়েন আহুরিতি। যত এষাং মাতৄণাম্ শাস্ত্রবিধিনা বিবাহসংস্কারেণ তৃতীয়াধ্যায়েঽপি মনুনা পত্যুঃ স্বজাতিত্বমুক্তম্। ততো মেধাতিথি-কুল্লূকয়োরেতদ্বচনব্যাখ্যা নোচিতা ন চ পুনঃ সংগচ্ছতে।

পুত্রগণের এই পিতৃজাতিবিষয়ক বিধিকে যথাক্রমে সনাতন ও ধর্ম্ম্যবিধি বলিয়া জানিবে।

ভাষ্য আর টীকাকার উপরি উদ্ধৃত ৬ শ্লোকের "স্ত্রীষনন্তর জাতাসু" পদের কেবল অব্যবহিত পরবর্ণে উৎপন্না পত্নীতে অর্থ করিয়া উদ্ধৃত ৭ শ্লোকের

"অনন্তরাসু জাতানাং বিধিরেষঃ সনাতনঃ।"

এই প্রথম চরণের বিধিরেষঃ অর্থাৎ এই বিধিকে আলোচিত ৬ শ্লোকোক্ত ব্রাহ্মণাদির অব্যবহিত পরবর্ণে উৎপন্না পত্নীতে জাত পুত্রগণের সম্পর্কীয় সনাতন বিধি বলিয়া, উক্ত ৭ শ্লোকের শেষ চরণের এই ধর্ম্ম্যবিধি অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির একান্তর দ্ব্যন্তরবর্ণে জাত পত্নীগণের গর্ভসম্ভূত পুত্রগণের এই জাতিনির্ণয়ক ধর্ম্মবিধি পরবর্ত্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে বলিয়াছেন (৩১)। দেখা যায় যে, পরবর্ত্তী কোন শ্লোকেই ব্রাহ্মণাদির একান্তরা দ্ব্যন্তরা (অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রকন্যা) পত্নীতে উৎপন্ন পুত্রগণের জাতিনির্ণয়ক বিধিবিষয়ক নহে। পরবর্ত্তী ৮।৯ প্রভৃতি শ্লোকে কেবলমাত্র কতকগুলিন অনুলোমবিবাহোৎপন্ন পুত্রগণের নাম ও তাহাদের পিতামাতার পরিচয়মাত্র উক্ত আছে। এমতাবস্থায় বলিতে হইল, ভাষ্য টীকাকার যে ৭ শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন তাহাও বিশেষরূপে অসরলতাপূর্ণ। যখন স্পষ্টই দেখা যায় যে, পরবর্ত্তী আর কোন শ্লোকই ব্রাহ্মণাদির একান্তরা, দ্ব্যন্তরা পত্নীতে জাত পুত্রগণের জাতিনির্ণয়ক নহে, তখন বুঝিতে হইবে, পূর্ব্ববর্ত্তী ৫।৬ শ্লোকেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের অনন্তরা, একান্তরা, দ্ব্যন্তরা পত্নীতে জাত পুত্রগণের জাতি নির্ণীত হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে ৬ শ্লোকোক্ত অনন্তরা পত্নীর গর্ভজ সন্তানগণের পিতৃজাতিত্বের বিধি সনাতন [illegible]র একান্তরা দ্ব্যন্তরা পত্নীতে জাত সন্তানগণের পিতৃজাতিত্বের বিধি ধর্ম্ম্য, এই [illegible]থা মনু ৭ শ্লোকে বলিয়াছেন (৩২)। ভগবান্ মনু পূর্ব্ববর্ত্তী ৬ শ্লোকেই ব্রাহ্ম-

(৩১) ভাষ্য—"আদ্যেনার্দ্ধশ্লোকেনোক্তমর্থমনুবদতি। দ্বিতীয়েন বক্ষ্যমাণসংক্ষেপঃ।" ইত্যাদি। ৭। মেঃ।

টীকা—"অনন্তরাস্বিতি। এষ পারম্পর্য্যাগততয়া নিত্যবিধিরনন্তরজাতিভার্য্যোৎপন্নানামুক্তঃ। একেন দ্বাভ্যাঞ্চ বর্ণাভ্যাং ব্যবহিতাসূৎপন্নানাং যথা ব্রাহ্মণেন বৈশ্যায়াং ক্ষত্রিয়েণ শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণেন শূদ্রায়ামিমং বক্ষ্যমাণং ধর্ম্মাদনপেতং·বিধিং জানীয়াৎ।৭।" কুঃ।

(৩২) ৭ শ্লোকের টীকা এইরূপ হওয়া উচিত ছিল। যথা,—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানামনন্তরাব্যবহিতবর্ণোৎপন্নাস্বনুলোমাসু ভার্য্যাসু ব্রাহ্মণাদিভিঃ পতি-

ণাদির অনন্তরা, একান্তরা ও দ্ব্যন্তরা পত্নীমাত্রকে উপলক্ষ করিয়াই "স্ত্রীষনন্তর-জাতাসু" পদের অনন্তর শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ১৪।৪১ শ্লোক ও তাহার মেধাতিথি এবং কুল্লূকভট্ট কৃত ভাষ্য টীকা দ্বারা আমাদিগের এই কথা একান্ত সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হইতেছে (৩৩)। অতএব,

"সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে ॥ ৫ ॥

ভিঃ সমুৎপন্নানাং পুত্রাণাং যথা, ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়কন্যায়াং ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যকন্যায়াং বৈশ্যেন শূদ্রকন্যায়াং পত্ন্যাং জাতানাং এষ পূর্ব্বশ্লোকোক্তঃ পিতৃজাতিপ্রতিপাদকবিধিঃ সনাতনঃ স্বাভাবিকো নিত্যো বিধির্জ্ঞেয়ঃ। এবং তেষাং ব্রাহ্মণাদীনামেকান্তরদ্ব্যন্তরাসু যথা, ব্রাহ্মণেন স্বামিনা বৈশ্যকন্যায়াং শূদ্রকন্যায়াং ক্ষত্রিয়েণ স্বামিনা শূদ্রকন্যায়াং ভার্য্যায়ামুৎপন্নানাং পুত্রাণামিমং পূর্ব্বশ্লোকোক্তং বিধিং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মযুক্তং ন্যায্যং ধর্ম্মলব্ধং বা বিজানীয়াৎ। পরেঽপি শ্লোকে একান্তরদ্ব্যন্তরাসু ভার্য্যাসু জাতানাং পিতৃজাতিপ্রতিপাদকবিধিনোক্তঃ। অতো নৈষ মনোরভিপ্রায়বিপরীতঃ। যতোঽনন্তরবর্ত্তিচতুর্দ্দশশ্লোকে "অনন্তরগ্রহণমনন্তরৈকান্তরদ্ব্যন্তরপ্রদর্শনার্থম্" ইতি মেধাতিথিঃ কুল্লূকোঽপি স্বীকৃতবান্। পুত্রস্য পিতৃজাতিত্বপ্রাপ্তিঃ স্বাভাবিকো ধর্ম্মানুমোদিতশ্চ, "যস্মাদ্বীজপ্রভাবেণ তির্য্যগ্‌জা ঋষয়োঽভবন্।" এতেন বীজক্ষেত্রয়োর্ম্মধ্যে বীজস্য প্রাধান্যং মন্বাদিভিরুপদিষ্টং ভবতি।

(৩৩) নিম্নধৃত বচনে অনন্তর শব্দ, অনন্তর একান্তর ও দ্ব্যন্তরার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে যথা,—

"পুত্রা যেঽনন্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাম্।
তাননন্তরনাম্নস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে ॥ ১৪।" ১০অ, মনুসং।

ভাষ্য—"যথা ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ায়াং বৈশ্যায়াঞ্চ এবং ক্ষত্রিয়াদুভয়োস্তাননন্তরনাম্নঃ প্রচক্ষতে। অনন্তরানুলোমাঃ।" ইঃ। ১৪। মেঃ।

টীকা—"......... অনন্তরগ্রহণমনন্তরবচ্চৈকান্তরদ্ব্যন্তরপ্রদর্শনার্থম্। যে দ্বিজানামনন্তরৈকান্তরদ্ব্যন্তরজাতিস্ত্রীষু আনুলোম্যেন উৎপন্নাঃ পূর্ব্বমুক্তাঃ পুত্রাস্তান্।" ইঃ। ১৪। কুঃ।

মনুসংহিতা ১০ অধ্যায়ের ৪১ শ্লোক ও তাহার টীকা ভাষ্য দেখ। এই মাতৃদোষের অর্থ যে, পিতা হইতে মাতার নিম্নশ্রেণীতে উৎপত্তিমাত্র, তাহা বলা বাহুল্য। অর্থাৎ অনুলোমজ পুত্রগণের মাতা তাহাদের পিতা হইতে সম্মানে (অপেক্ষাকৃত) নিকৃষ্ট শ্রেণীতে উৎপন্না এই হেতু তাহাদের অনন্তরজ নাম হইয়াছে, এই কথা মনু বলিয়াছেন। ভাষ্য টীকাকারেরা প্রকৃতার্থের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া এথানে অনর্থক ইহাদিগের মাতাপিতার অতিরিক্ত বর্ণসঙ্করত্ব প্রচার করিয়াছেন। ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ তাহা এই পুস্তকের সর্ব্বত্রই প্রদর্শিত হইল।

"অনন্তরজ। (পুং) অনন্তরস্থানন্তরবর্ণায়া স্ত্রিয়া জায়তে জন্—ড ...... ক্রমোঢ়া স্ত্রীজাত পুত্র। ইত্যাদি। অনন্তরজ শব্দের অর্থ। বিশ্বকোষ অভিধান।

স্ত্রীষনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানপি তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥ ৬॥"

এই দুইটী শ্লোকেই ভগবান্ মনু সমুদায় অনুলোমজ পুত্রগণের জাতিনির্ণয় করত তাহা কি প্রকার বিধি তাহা ৭ শ্লোকে বলিয়াছেন বলিয়া উপলব্ধি হয়। অনুলোমজ পুত্রগণ তাহাদের পিতৃজাতি এবং তাহা সনাতন ও ধর্ম্ম্যবিধি, মনু স্বীয় সংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৫।৬।৭ শ্লোকে বলিয়া, তৎপরে তাহাদিগের পিতা-মাতার পরিচয় ও তাহাদের মধ্যে কাহার কি নাম তাহাই বিস্তারপূর্ব্বক বলিবার অভিপ্রায়ে কহিতেছেন :—

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥ ৮॥" ১০অ, মনুসং।

ব্রাহ্মণ হইতে তদীয় বৈশ্যকন্যাপত্নীতে অম্বষ্ঠের ও শূদ্রকন্যাপত্নীতে নিষাদের জন্ম হইয়া থাকে, নিষাদকে পারশবও বলা যায়।

দেখা যায় যে, মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৫ শ্লোক হইতে ৬।৭ শ্লোক পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণাদির তুল্যজাতিতে ও অসবর্ণে উৎপন্না বিবাহিতা পত্নীতে ব্রাহ্মণাদি স্বামী কর্ত্তৃক জাত পুত্রগণের বিষয়ই বর্ণিত হইয়া আসিতেছে এবং ৮ শ্লোক ও তৎপরবর্ত্তী কতিপয় শ্লোকে অনুলোমবিবাহোৎপন্নগণের মধ্যে কাহার পিতামাতার উৎপত্তি কোন্ শ্রেণীতে তাহা এবং তাঁহাদের (উক্ত পুত্রগণের) কাহার কি নাম তাহাই বলা হইয়াছে। এরূপ স্থলে ৮শ্লোকোক্ত অম্বষ্ঠের পিতা ব্রাহ্মণ আর মাতা বৈশ্যকন্যা যে পতিপত্নী তাহা প্রমাণ করিতে টীকাকার মনুসংহিতা পরিত্যাগ করিয়া যে কেবল যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন (৩৪) এবং তিনি আর ভাষ্যকার, মনুসংহিতার ৩ অধ্যায় ৯ অধ্যায় ও ১০ অধ্যায়ের কোন একটি বচনও উক্ত বিষয়ের প্রমাণ স্থলে উদ্ধৃত করেন নাই, ইহা হইতে আর অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে ? (৩৫)।

(৩৪) "বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃত ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেন স্ফুটীকৃতত্বাৎ " ইঃ। ৮। কুঃ।

(৩৫) আলোচিত ৮ শ্লোকের অর্থ এই,—

ব্রাহ্মণাৎ স্বামিনো বৈশ্যকন্যায়াং ভার্য্যায়ামম্বষ্ঠাখ্যো পুত্রো জায়তে। এতেন মনোঃ পূর্ব্বকালাদারভ্য বহুকালপর্য্যন্তমম্বষ্ঠো জায়তে ইতি নির্ণীতং ভবতি। নিত্যপ্রবৃত্তবর্ত্তমান-কালার্থে জন্—লট্—তে+জায়তে। এবং ব্রাহ্মণাচ্ছূদ্রকন্যায়াং পত্ন্যাং নিষাদোনাম পুত্র

মনুসংহিতা প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অনুলোমক্রমে ছয় পত্নী উক্ত হইয়াছে (৩৬)। কিন্তু তন্মধ্যে ১০ অধ্যায়ের ৮।৯ শ্লোকে মনু তিন পত্নীর সন্তান অর্থাৎ অম্বষ্ঠ, নিষাদ ও উগ্রের নাম এবং তাঁহাদের পিতামাতার বংশের পরিচয় মাত্র (৩৭) বলিয়াছেন। অবশিষ্ট তিন পত্নীর (ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কন্যা, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যকন্যা, বৈশ্যের শূদ্রকন্যা ভার্য্যার) গর্ভজ সন্তানের অর্থাৎ মূর্দ্ধাভিষিক্ত, মাহিষ্য ও করণের নাম, তাঁহাদিগের পিতৃমাতৃবৃত্তান্ত কিছুই বলেন নাই। টীকাকার কুল্লূকভট্ট যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা হইতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, মাহিষ্য ও করণের নাম এবং তাহাদের ধর্ম্মাদি (বৃত্ত্যাদি) বিষয়ক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (৩৮) কিন্তু তাহা যে মনুর উক্ত ৬ শ্লোকের কথা নয়, তাহা উপরে আমরা উক্ত

উৎপদ্যতে। যতোঽস্য পূর্ব্বপূর্ব্ববচনেষু বিবাহিতপতিপত্নীসম্বন্ধিনঃ পুত্রা উক্তাস্তৃতীয়েঽপি ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানামানুলোম্যেন ক্ষত্রিয়কন্যা বৈশ্যকন্যা শূদ্রকন্যা ভার্য্যোপদিশ্যতে ; ততোঽম্বষ্ঠাদারভ্যাত্রাধ্যায়োক্তাঃ সর্ব্বেঽনুলোমজাঃ পুত্রা পতিপত্নীসম্ভূতা বেদিতব্যাঃ। যদ্যপ্যেষ ব্যাখ্যা ন ক্রিয়েত অস্য পূর্ব্ববচনে 'ধর্ম্ম্যং বিদ্যাদিমং বিধিম্' ইতি যদুক্তম্ তদনর্থকং স্যাৎ।

(৩৬) "শূদ্রৈব ভার্য্যাশূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বাচৈব রাজ্ঞঃ স্যুস্তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥ ১৩॥" ৩অ, মনুসং।

"অথ ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভার্য্যা ভবন্তি। ১। তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্য। ২। দ্বে বৈশ্যস্য। ৩। একা শূদ্রস্য। ৪।" ২৪অ, বিষ্ণুসং।

মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্ব, যাজ্ঞবল্কসংহিতা, ব্যাস, শঙ্খ, উশনাঃ হারীত গৌতম প্রভৃতি সংহিতা, অগ্নিপুরাণ ১৫৪অ, গরুড়পুরাণ ৯৫ অ, দেখ।

(৩৭) ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥ ৮॥
ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্।
ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জন্তুরুগ্রো নাম প্রজায়তে॥ ৯॥ ১০অ, মনুসং।

(৩৮) "স্ত্রীষ্বিতি। আনুলোম্যেনাব্যবহিত বর্ণজাতীয়াসু ভার্য্যাসু দ্বিজাতিভির্য উৎপাদিতাঃ পুত্রাঃ। যথা ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়াং ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং বৈশ্যেন শূদ্রায়াং তান্ মাতৃহীনজাতীয়ত্বদোষেণ গর্হিতান্ ন তু পিতৃজাতীয়ান্ মন্বাদয় আহুঃ। পিতৃসদৃশগ্রহণাৎ মাতৃজাতেরুৎকৃষ্টাঃ পিতৃজাতিতো নিকৃষ্টা জ্ঞেয়াঃ। এতেষাঞ্চ নামানি মূর্দ্ধাবসিক্তমাহিষ্যকরণাখ্যানি যাজ্ঞবল্ক্যাদিভিরুক্তানি। বৃত্তয়শ্চৈষামুশনসোক্তাঃ। হস্ত্যশ্বরথশিক্ষা অস্ত্রধারণঞ্চ মূর্দ্ধাবসিক্তানাং নৃত্যগীতনক্ষত্রজীবনং শস্যরক্ষাচ মাহিষ্যাণাং দ্বিজাতিশুশ্রূষা ধনধান্যাধ্যক্ষতা দুর্গান্তঃপুররক্ষা চ পারশবোগ্রকরণানামিতি। ৬। কুঃ। ১০অ, মনুসং।

শ্লোকসম্বন্ধে যাহা যাহা কহিয়াছি তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়। অনুক্রমে ব্রাহ্মণাদির ছয় পত্নী হয় ইহা যখন ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, (৩৯); নবমাধ্যায়ে তাহাদের গর্ভজ ছয় পুত্রের দায়ভাগ ও অশৌচ বিধিও কহিয়াছেন এবং ১০অধ্যায়ের ৫।৬।৭ শ্লোকে তাহাদের পিতৃজাতিত্বের বিধি ও ইতিহাস রহিয়াছে, তখন মনুর সময়ে উক্ত তিন পুত্র ছিল না বা তাহাদের নাম বৃত্ত্যাদি বলিতে মনু (অম্বষ্ঠ, নিষাদ, উগ্রের ন্যায় বলিতে) ভুলিয়া গিয়াছেন, ইহা নিতান্তই অসম্ভব। অতএব নিশ্চয়ই প্রতীয়মান হয় যে, মনুসংহিতা'র ১০ অধ্যায়ের ৭ শ্লোকের পরে ও ৮ শ্লোকের পূর্ব্বে এবং পরে এমন কতকগুলিন শ্লোক ছিল, যাহাতে মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য ও করণের নাম বৃত্ত্যাদিও উক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে অনুলোমপুত্রগণের পিতৃজাতিত্ব ও পৈতৃক বৃত্ত্যাদির বিধি এবং ইতিহাস আরও পরিষ্কাররূপে থাকায় ঐ শ্লোকগুলিন মনুসংহিতা হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে (৪০)। সত্য কিছুতেই গোপন থাকিবার নহে, অতএব সর্ব্বা-

(৩৯) ৩৬টীকা দেখ।

(৪০) মনুসংহিতার ভাষ্য টীকাকারেরা উক্ত সংহিতার ৫।৬।৭ প্রভৃতি শ্লোকের প্রকৃতার্থ গোপন করত যেরূপ অন্যায় ব্যাখ্যা করিয়া অনুলোমজ সন্তান মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠ মাহিষ্য উগ্রকরণাদিকে পিতৃজাতিচ্যুত করিয়াছেন, তাহাতে উপরি উক্ত কথা আমরা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। যাজ্ঞবল্ক্য গৌতম প্রভৃতি মনুর পরবর্ত্তিগণ মূর্দ্ধাভিষিক্ত প্রভৃতির নাম ও বৃত্তি বলিয়াছেন, কিন্তু মনু বলেন নাই ইহা কে বিশ্বাস করিতে পারে? মনুসংহিতার ভাষ্য টীকাকারদিগের এবং বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণকার প্রভৃতির লক্ষণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উপলব্ধি হয় যে, এই কলিযুগের অর্থাৎ অদ্য হইতে সহস্র বৎসরের মধ্যবর্ত্তী ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা পত্নীর সন্তান ব্রাহ্মণগণ অযথা পাণ্ডিত্যবলে আপনাদিগের প্রাধান্য সংস্থাপন ও ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের অনুলোমবিবাহোৎপন্ন সন্তান ব্রাহ্মণাদির জাতি ধর্ম্ম বিনষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। এ অবস্থায় মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের কলেবরও যে অক্ষুণ্ণ নাই, উল্লিখিত স্বার্থপরতাহেতু যে সকল শাস্ত্রেরই কোন কোন স্থল পরিত্যক্ত ও কোন কোন স্থল প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা বুদ্ধিমানেরা কিছুতেই অস্বীকার করিবেন না। জমদগ্নি ও ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ। বর্ত্তমানযুগেও ইঁহাদের সন্তানগণ ব্রাহ্মণ এবং যজন যাজনাদি ষট্কর্ম্মই তাঁহাদের ধর্ম্ম। এ অবস্থায় উশনঃসংহিতায় যে কেবল হস্তি অশ্ব রথ শিক্ষাই মূর্দ্ধাভিষিক্তের ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই প্রকাশ পায় যে অনুলোমজ মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠাদির যজন যাজনাদি বৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ক শ্লোকগুলিন মনুসংহিতা হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণ্য বেদেরই পরবর্ত্তী মনুসংহিতা দ্বারা এখনও সপ্রমাণ হইতেছে যে, অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের অনুলোমবিবাহোৎপন্ন পুত্র ব্রাহ্মণজাতি।

অনুলোমবিবাহোৎপন্ন মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ মাহিষ্য ও করণাদি যে তাহাদিগের পিতৃজাতি, উপরে মনুসংহিতার প্রমাণ হইতে তাহা পরিস্ফুট হইল; সম্প্রতি অন্যান্য স্মৃতি আর পুরাণ শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা অম্বষ্ঠ যে ব্রাহ্মণজাতি, বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে মুর্দ্ধাবসিক্ত আর অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের বংশরূপ ব্রাহ্মণগণ আছেন, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ প্রভৃতিকে মাতৃজাতি করিবার অভিপ্রায়ে মনুভাষ্যকার বিষ্ণুসংহিতা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,—

"অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ।"

অর্থাৎ অনুলোমবিবাহোৎপন্ন পুত্র তাহাদের মাতৃজাতি।

অম্বষ্ঠমাতা ব্রাহ্মণজাতি প্রকরণে যখন সাব্যস্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবিবাহিতা পত্নীগণ ব্রাহ্মণজাতি, (তাহাদের পতির জাতি) তখন উক্ত মাতৃজাতির অর্থও পিতৃজাতিই হইতেছে। অম্বষ্ঠমাতা ব্রাহ্মণজাতি, কিন্তু তৎগর্ভজ সন্তান তন্মাতার পিতৃবর্ণ অর্থাৎ বৈশ্য, এই কথা কি প্রকারে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে? মহর্ষি বিষ্ণু এই অর্থে অবশ্যই অনুলোমজ পুত্রদিগকে মাতৃবর্ণ বলেন নাই, যদি বলিয়া থাকেন, তবে তাহা মনুবিরুদ্ধ বলিয়া প্রাচীন আর্য্যসমাজে গ্রহণীয় হয় নাই বুঝিতে হইবে (৪১)। মহর্ষি বিষ্ণু অনুলোম (অসবর্ণ) বিবাহের বিধি দিয়াছেন এবং তিনি মনুসংহিতাও জানিতেন।

"ব্রাহ্মণস্যানুপূর্ব্বেণ চতস্রস্তু যদি স্ত্রিয়ঃ।
তাসাং জাতেষু পুত্রেষু বিভাগেঽয়ং বিধিঃ স্মৃতঃ॥ ১৪৯॥
ত্র্যংশং দায়াদ্ধরেদ্বিপ্রো দ্বাবংশৌ ক্ষত্রিয়াসুতঃ।
বৈশ্যাজঃ সার্দ্ধমেবাংশমংশং শূদ্রাসুতো হরেৎ॥ ১৫১॥ ৯অ, মনুসং।
মহাভারতীয় অনুশাসনপর্ব্বের ৪৭অ, ও অন্যান্য স্মৃতি পুরাণ দেখ।

(৪১) "বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥" বৃহস্পতিসং।
উদ্বাহতত্ত্ব ও বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহ পুস্তকধৃত।

প্রস্তাবিত বিষয়ে তিনি মনুরই অনুবাদ করিয়াছেন (৪২)। মনুর প্রতিবাদ করিবার তাঁহার কোন কারণ দেখা যায় না। মনু যাহাদিগকে পিতৃজাতি বলিয়াছেন, বিষ্ণু তাহাদিগকে মাতৃজাতি বলিবেন কেন? যদি বল,

"সমান বর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি। ১।

অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ। ২।" ১৬অ, বিষ্ণুসংহিতা।

সমানবর্ণে উৎপন্না পত্নীতে জাত পুত্রগণ সবর্ণ ও অনুলোমা (অসবর্ণে) উৎপন্না পত্নীতে জাত পুত্রেরা মাতৃবর্ণ হইয়া থাকে।

এই কথা যখন বিষ্ণু বলিয়াছেন, তখন মাতৃবর্ণের অর্থ আর কি প্রকারে পিতৃবর্ণ হইবে? বিষ্ণুর এই বচনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহসা মনে উদয় হয় যে, তিনি পিতৃজাতি অর্থে মাতৃজাতি বলেন নাই। তাহাদিগের মাতার পিতৃজাতি অর্থেই বলিয়াছেন। কিন্তু অনুলোমবিবাহিতা ভার্য্যাগণ যে, বিবাহ-সংস্কার দ্বারা তাঁহাদিগের পতির জাতি (শ্রেণী) প্রাপ্ত হইতেন তৎসম্বন্ধে বিষ্ণুসংহিতায় স্পষ্ট বিধি না থাকিলেও বিষ্ণু তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নাই, সুতরাং বুঝিতে হইবে, মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগের সঙ্গে তিনি উক্ত বিধি ও রীতি বিষয়ে একবাক্য ছিলেন। উক্ত বিধিতে সম্মত থাকিলেই তিনি অনুলোমবিবাহোৎপন্ন পুত্রগণকে তাহাদিগের মাতার পিতৃজাতি (বৈশ্য-শ্রেণী) অর্থে মাতৃজাতি বলিতে পারেন না। বিশেষ মাতৃবর্ণের অর্থ মাতার

(৪২) বিষ্ণুসংহিতা ২৪অ, দেখ। পূর্ব্বে অনেক স্থলেই এই প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। অনুলোমবিবাহোৎপন্ন সন্তানদিগের সম্বন্ধে মনুর ভাষ্য ও টীকাকারদিগের ভাবের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিলে বিষ্ণুসংহিতার "পিতৃবর্ণাঃ" "মাতৃবর্ণাঃ" হওয়াও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, বিষ্ণু যদি বৈশ্যবর্ণার্থেই "মাতৃবর্ণাঃ" বলিয়া থাকেন, তবে তাহা মনুবিরুদ্ধ বলিয়া প্রাচীন আর্য্যসমাজে গ্রহণীয় হয় নাই বুঝিতে হইবে।

"সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ্ক্ষতযোনিষু।

আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যাজ্ঞেয়াস্তএব তে ॥ ৫ ॥ ১০অ মনুসং।

এই শ্লোক এবং ইহার পরবর্ত্তী ৬।৭ শ্লোকের দ্বারা মনু অনুলোমজ পুত্রগণকে পিতৃজাতি বলিয়াছেন, বিষ্ণু যদি মাতৃজাতি অর্থাৎ বৈশ্য বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিষ্ণুর বিধি মনু-বিরুদ্ধ হইতেছে। এ যুগাপেক্ষায় প্রাচীন কালে যে মনুর সমধিক মান্য ছিল, তাহা ৪১টীকা-ধৃত বৃহস্পতিবচনেই বুঝিতে পারা যায়। বিষ্ণুর উক্ত বিধি প্রাচীন আর্য্যসমাজে স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই তাহা বলা বাহুল্য।

পিতৃবর্ণ অর্থাৎ বৈশ্যজাতি হইতে পারে না, কারণ উক্ত পুত্রগণের মাতৃগণ বিবাহের দ্বারা বৈশ্যশ্রেণী হইতে বিচ্যুতা হইয়া তাঁহাদের স্বামীর জাতি হইতেন। এরূপ স্থলে সমানবর্ণোৎপন্না (তুল্যশ্রেণীতে জাতা) পত্নীর গর্ভজ পুত্রদিগকে সবর্ণ বলিয়া অনুলোমা পত্নীতে জাত পুত্রগণকে মাতৃজাতি বলিলেও যে, পিতৃজাতিই বলা হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। নিম্নলিখিত হেতুতেও আমাদিগের উপরি উক্ত অর্থই সত্য বলিয়া নির্ণীত হইতেছে।

প্রাচীনকালের দ্বিজগণ যে শূদ্রকন্যাদিগকে বিবাহ করিতেন, তৎসম্পর্কীয় শাস্ত্রীয় বিধি ও ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উপলব্ধি হয় যে, কোন কালেই (মনুর সময় হইতে মহাভারতের কাল পর্য্যন্ত) অনুলোমক্রমে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের দ্বিজকন্যা বিবাহের ন্যায় শূদ্রকন্যা বিবাহ অনিন্দিত ছিল না। মনু শূদ্রাবিবাহের যেমন বিধি দিয়াছেন, তেমনি নিন্দাও করিয়াছেন (৪৩)। অন্যান্য শাস্ত্রকারদিগের মধ্যেও অনেকেই শূদ্রাবিবাহের বিধি দিয়াও নিন্দা করিয়াছেন, অনেকে বিধিই দেন নাই (৪৪)। মনুসংহিতার আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কেবল তৎকালেই ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের শূদ্রকন্যাবিবাহে

---

(৪৩) শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বাচৈব রাজ্ঞঃ স্যুস্তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥ ১৩ ॥

ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ।
কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্য্যোপদিশ্যতে ॥ ১৪ ॥

হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাম্ ॥ ১৫ ॥

শূদ্রাবেদী পতত্যত্রেরুতথ্যতনয়স্য চ।
শৌনকস্য সুতোৎপত্যা তদপত্যতয়া ভৃগোঃ ॥ ১৬ ॥ ৩অ, মনুসং।

দ্বিজস্য ভার্য্যা শূদ্রা তু ধর্ম্মার্থে ন ভবেৎ ক্বচিৎ।
রত্যর্থমেব সা তস্য রাগান্ধস্য প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৫ ॥ ৬।৭ শ্লোক দেখ।
২৬অ, বিষ্ণুসংহিতা।

(৪৪) মনুসং, বিষ্ণুসং, ব্যাসসংহিতায় শূদ্রাবিবাহের বিধি আছে। শঙ্খ প্রভৃতি সংহিতায় নাই।

মন্ত্রপ্রযুক্ত হইত (৪৫)। পরবর্ত্তী শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টতঃ প্রতীতি জন্মে যে, মহাভারতের কাল অর্থাৎ কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত (৪৬) ব্রাহ্মণাদির শূদ্রকন্যাবিবাহে কচিৎ মন্ত্রাদি প্রযুক্ত হইত, কচিৎ হইত না (৪৭)। এমতাবস্থায় শূদ্রা স্ত্রী বিবাহসংস্কার হইতে মনুর সমকালে ব্রাহ্মণাদি স্বামীর জাতি গোত্র সকলে প্রাপ্ত হইলেও তৎপরে সর্ব্বত্র সকলে প্রাপ্ত হইতেন না। দ্বিজকন্যাগণ বিবাহকালে মন্ত্রযাগাদি সংস্কার কর্ত্তৃক সকল সময়ে সকলেই পতির জাতি গোত্র প্রাপ্ত হইতেন। সুতরাং বিষ্ণু উক্ত উভয় অর্থেই "অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ" বলিয়াছেন বুঝিতে হইবে। দেখ, সমন্ত্রক বিবাহ দ্বারা যে সকল অনুলোমা পত্নী পতির জাত (শ্রেণী) প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণজাতি হওয়াতে তাঁহাদিগের সন্তানগণকে পিতৃজাতি না বলিয়া মাতৃজাতি বলিলেই প্রকৃতপক্ষে পিতৃজাতি এবং যে সকল শূদ্রকন্যার অনুলোমবিবাহে মন্ত্রপ্রযুক্ত হইত না তাঁহারা তাঁহাদের পিতৃজাতিই (শূদ্রাই) থাকিতেন, পতির জাতি গোত্রাদি প্রাপ্ত হইতেন না; তাঁহাদিগের সন্তানগণকেও মাতৃজাতিই বলা হইল। তৎকালের সমাজের এই উভয়বিধ বিধি ও রীতি প্রত্যক্ষ করিয়াই যে মহর্ষি বিষ্ণু উপরি উক্ত উভয়ার্থে "অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ" বলিয়াছেন, তাহা কিছুতেই অসত্য বলিয়া বোধ হয় না। ব্যাসসংহিতার নিম্নলিখিত বচন ও মহাভারতীয় অনুশাসন পর্ব্বের প্রমাণ দ্বারা আমাদের এই কথা সপ্রমাণ হইতেছে (৪৮)।

---

(৪৫) পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাস্বুপদিশ্যতে।
অসবর্ণাস্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্ম্মণি ॥ ৪৩ ॥
শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া।
বসনস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়োৎকৃষ্টবেদনে ॥ ৪৪ ॥ ৩অ, মনুসং।
অম্বষ্ঠমাতা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায় দেখ।

(৪৬) অম্বষ্ঠমাতা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ের ৩৭ টীকা দেখ।

(৪৭) ঐ অধ্যায় ঐ টীকা দেখ।

(৪৮) ত্রিষু বর্ণেষু পত্নীষু ব্রাহ্মণাদ্‌ব্রাহ্মণো ভবেৎ। ইত্যাদি।
ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যাদসংশয়ম্‌।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈবস্যাদ্বৈশ্যায়ামপি চৈব হি ॥ ইত্যাদি।
৪৭অ, অনুশাসনপর্ব্ব, মহাভারত।

"বিপ্রবৎ বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু ক্ষত্রবৎ।
জাতকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত বৈশ্যবিন্নাসু বৈশ্যবৎ ॥ ৭ ॥
বৈশ্যক্ষত্রিয়বিপ্রেভ্যঃ শূদ্রবিন্নাসু শূদ্রবৎ।
অধমাদুত্তমায়াস্তু জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ ॥ ৮ ॥"

১অ, ব্যাসসংহিতা।

ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিবাহিতা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যকন্যা পত্নীতে জাত পুত্রগণের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ব্রাহ্মণবৎ, ক্ষত্রিয়কর্ত্তৃক স্বীয় বিবাহিতা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকন্যাতে জাত পুত্রগণের জাতকর্ম্মাদি ক্ষত্রিয়বৎ, বৈশ্যকর্ত্তৃক স্বীয় বিবাহিতা বৈশ্যকন্যাতে জাত পুত্রদিগের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার বৈশ্যবৎ করিবে। আর বৈশ্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ হইতে স্বীয় অমন্ত্র (৪৯) বিবাহিতা শূদ্রকন্যাতে ও শূদ্রকর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্রাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি শূদ্রবৎ করিবে। অধমজাতীয় পুরুষ হইতে উত্তম জাতীয় কন্যাতে জাত পুত্র শূদ্র হইতেও অধম বলিয়া পরিগণিত হয়।

উঢ়ায়াং হি সবর্ণায়ামন্যাং বা কামমুদ্বহেৎ।
তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রো ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে॥ ১০ ॥

এখানে দেখা যায় যে, মহাভারতকার ব্রাহ্মণের শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত সন্তানকে ব্রাহ্মণ বলিতেছেন না। কেন বলিতেছেন না? ইহার উত্তর অবশ্যই বলিতে হইবে তাঁহার সমকালে শূদ্রাবিবাহে সর্ব্বত্র মন্ত্রপ্রযুক্ত হইত না। দ্বিজকন্যাদিগের বিবাহে সর্ব্বত্রই মন্ত্রপ্রযুক্ত হইত ও তাঁহারা সকলেই স্বামীর জাতি হইতেন তাহা বচনের "অসংশয়ম্" বাক্য দ্বারাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সুতরাং তাঁহাদের সন্তানগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যকন্যাপত্নীর সন্তানেরাও নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ হইতেন উহা দ্বারা পরিস্ফুট হইতেছে। মহাভারতের সমকালে অম্বষ্ঠগণ যে ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন তাহা উদ্ধৃত মহাভারতীয় বচনের "অসংশয়ম্" বাক্য দ্বারা নিঃসংশয় প্রমাণীকৃত হইতেছে।

(৪৯) "চতস্রো বিহিতা ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য পিতামহ।
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চ রতিমিচ্ছতঃ॥"

অনুশাসনপর্ব্ব মহাভারত।

মহাভারতীয় ব্যাসবচনে "রতিমিচ্ছতঃ" থাকায় অমন্ত্র বলা হইল। ব্যাস মহাভারতীয় বচনে তিন বর্ণোৎপন্না পত্নীতে ব্রাহ্মণ হয় বলিয়াছেন। বিপ্রবিন্নার অর্থ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যকন্যাপত্নী করা গেল।

উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়ো বিশাম্।
স তু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম্॥ ১১॥ (৫০)
২অ, ব্যাসসংহিতা।

সবর্ণে উৎপন্না পত্নী বর্ত্তমানে ইচ্ছা করিলে অর্থাৎ সন্তানাদি কামনাহেতু অসবর্ণে উৎপন্না কন্যাকে বিবাহ করিবে। তাহাতে উৎপন্ন পুত্র কিছুতেই সবর্ণোৎপন্না পত্নীতে জাত পুত্র হইতে হীন হইবে না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকন্যাকে ও ক্ষত্রিয় বৈশ্যকন্যাকে এবং ইঁহারা কচিৎ শূদ্রকন্যাকেও বিবাহ করিবেন কিন্তু হীনবর্ণীয় পুরুষ কখনই উচ্চবর্ণীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবেন না।

বিষ্ণুসংহিতাতেও দ্বিজগণের সম্বন্ধে শূদ্রকন্যা ধর্ম্মপত্নী হয় না বলিয়া উক্ত হইয়াছে (৫১)। মহর্ষি বিষ্ণু যেমন মনুর পরবর্ত্তী তেমনি সংহিতা ও মহাভারতকর্ত্তা ব্যাসকেও বিষ্ণুর পরবর্ত্তী বলিতে হইবে (৫২)। এমতাবস্থায়

(৫০) মনুসংহিতার ৯ অধ্যায়ের ২২।২৩।২৪।২৫ শ্লোকে দেখা যায় যে, অক্ষমালা শারঙ্গী প্রভৃতি শূদ্রকন্যাও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সহিত বিবাহিতা হইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের জাতি হইয়াছিলেন। মহাভারত-ও হরিবংশ-পাঠেও জানা যায়, ম্লেচ্ছজাতীয় কন্যা শুকীর গর্ভে শুকদেবের জন্ম হয়। ধীবরকন্যা সত্যবতীর (মৎস্যগন্ধার) গর্ভে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসেরও জন্ম। ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ। তৎপরে শান্তনুর সহিত সত্যবতীর বিবাহ হয়, তাহাতে বিচিত্রবীর্য ও চিত্রাঙ্গদ এই দুই ক্ষত্রিয়ই উৎপন্ন হন। ইহাতেই বুঝা যায় যে, শূদ্রকন্যাগণে অর্থাৎ রূপগুণাদিযুক্তা শূদ্রাবিবাহেও মহাভারতের কালে মন্ত্রপ্রযুক্ত হইত ও শূদ্রকন্যাগণও তাঁহাদের ব্রাহ্মণাদি স্বামীর জাতি প্রাপ্ত হইতেন এবং তাঁহাদের গর্ভজাত সন্তানগণ যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য হইতেন তাহা বলা বাহুল্য।

(৫১) দ্বিজস্য শূদ্রা ভার্য্যা তু ধর্ম্মার্থে ন ভবেৎ কচিৎ।
রত্যর্থমেব সা তস্য রাগান্ধস্য প্রকীর্ত্তিতা॥ ৫॥ ২৬অ, বিষ্ণুসং।

ধর্ম্মার্থে না হইলেই তাহাতে মন্ত্রপ্রযুক্ত হয় নাই বুঝিতে হইবে। যেহেতু মন্ত্রপ্রযুক্তা বিবাহিতাকে ধর্ম্মার্থ না বলিয়া কেবল রত্যর্থ বলা যাইতে পারে না। অতএব বিষ্ণুর মতে ব্রাহ্মণাদির শূদ্রকন্যা অমন্ত্রা পত্নী বলিয়া স্বামীর জাতি হইতেন না শূদ্রজাতিই থাকিতেন। শূদ্রকন্যার পত্নী পিতৃজাতি নহে এই কথাটী প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই বিষ্ণু "মাতৃবর্ণাঃ" বলিয়াছেন।

(৫২) "অথাতো হিমশৈলাগ্রে দেবদারুবনালয়ে।
ব্যাসমেকাগ্রমাসীনমপৃচ্ছন্ ঋষয়ঃ পুরা॥

ইহাও বুঝিতে হইবে, ব্যাস মনুসংহিতা ও বিষ্ণুসংহিতা জানিতেন, তিনি জানিয়া শুনিয়াই অর্থাৎ, মনু প্রভৃতির দ্বিজগণের শূদ্রা-বিবাহের নিন্দা ও তদ্ধেতুক তৎকালীয় সমাজের রীতির প্রতি দৃষ্টি করিয়াই উপরিউক্ত বিধি প্রদান করিয়াছেন (৫৩)। বিষ্ণুর পরবর্ত্তী মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস যখন ব্রাহ্মণাদির শূদ্রা পত্নীর সন্তান ব্যতীত দ্বিজকন্যাপত্নীমাত্রের পুত্রদিগকেই পিতৃজাতি বলিয়াছেন, তখন বিষ্ণুসংহিতার মাতৃবর্ণায় অর্থ যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে "পিতৃবর্ণা" তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

বিষ্ণু সংহিতায় আপত্তি খণ্ডিত হইল। মনুসংহিতায় ১০ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকের ভাষ্য টীকাতে অম্বষ্ঠের পিতৃজাতিবিষয়ে ভাষ্য-টীকাকার যে অন্যান্য আপত্তি করিয়াছেন, সম্প্রতি তৎসমুদায়ের অসারতা প্রদর্শিত হইতেছে। ভাষ্যকার যাজ্ঞবল্ক্য হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন,

সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ স্বজাতয়ঃ।
অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ॥ ৯০।

১ অঃ, যাজ্ঞবল্ক্য সং।

মানুষাণাং হিতং ধর্ম্মং বর্ত্তমানে কলৌযুগে।
শৌচাচারং যথাবচ্চ বদ সত্যবতীসুত॥ ১অ, পরাশরসংহিতা
(বিদ্যাসাগর ধৃত)।

এই প্রমাণ দ্বারা আমরা মহাভারতরচয়িতা ব্যাসকে এই কলিযুগে দেখিতেছি, অতএব ব্যাস যে বিষ্ণুর পরবর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না।

(৫৩) "চতস্রো বিবাহিতা ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য পিতামহ।
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চ রতিমিচ্ছতঃ॥
৪৭অ, অনুশাসনপর্ব্ব, মহাভারত।

ত্রিষু বর্ণেষু পত্নীষু ব্রাহ্মণাদ্‌ব্রাহ্মণো ভবেৎ। ইত্যাদি।
অনুশাসনপর্ব্ব.

৪৪ অধ্যায়ে বলিয়াছেন,—
"তিস্রো ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য চ।
বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমং পিতুঃ॥ ঐ ঐ।

ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, ব্যাসের সমকালেও ব্রাহ্মণাদির দ্বিজকন্যাপত্নীতে জাত পুত্রগণ নিরাপত্তিতে পিতৃজাতি হইতেন এবং শূদ্রাপত্নীর সন্তানগণের প্রায় সর্ব্বত্রই মাতৃজাতি অর্থাৎ শূদ্রজাতি হইবার রীতি ছিল।

এ বচনের অর্থ এই—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের সবর্ণ আর অনিন্দ্য অর্থাৎ, অনুলোম বিবাহিতা পত্নী সকলেতে ব্রাহ্মণাদি স্বামী কর্ত্তৃক স্বজাতি, সন্তানবর্দ্ধন পুত্র সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভাষ্যকার বলিয়াছেন, উদ্ধৃত যাজ্ঞবল্ক্যবচনের প্রথমার্দ্ধ স্বজাতিতে উৎপন্না ভার্য্যার স্বজাতি ও দ্বিতীয়ার্দ্ধে ব্রাহ্মাদি অনিন্দিত বিবাহচতুষ্টয় হইতে উৎপন্ন পুত্রদিগকে লক্ষ্য করে (৫৪), সুতরাং স্বজাতীয়া পত্নীতে স্বজাতি হয়, যাজ্ঞবল্ক্যের এই মত। টীকাকার বলিয়াছেন, স্বজাতীয়াতে স্বজাতি হয়, যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা বলিয়া পরে 'বিবাহিতাতে এই বিধি' বলাতে স্বপত্নীতে (স্বীয় বিবাহিতা স্ত্রীতে) স্বজাতি হয়, ইহাই নিশ্চয় করিয়াছেন (৫৫)। ভাষ্যকার এখানে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার ৯০ শ্লোক ও টীকাকার ৯০ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ এবং ৯২ শ্লোকের শেষার্দ্ধের শেষাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ৫১ হইতে ৮৯ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের স্বজাতিতে ও ব্রাহ্মণের অনুলোম ক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বর্ণে, এবং ক্ষত্রিয়ের অনুলোম ক্রমে বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণে, বৈশ্যের কেবল শূদ্র বর্ণে বিবাহের বিধি ও সবর্ণা আর অনুলোমা পত্নী সহ ব্রাহ্মণদিগকে ধর্ম্মকার্য্য করিবার বিধি প্রদান করিয়াছেন। আর ৫৮ হইতে ৬০ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য ও প্রজাপত্য বিবাহই ব্রাহ্মণাদির পক্ষে বিহিত করিয়াছেন। ভাষ্য-টীকাকারের উদ্ধৃত ৯০ শ্লোকের অব্যবহিত পরেই ৯১। ৯২ শ্লোকেই অনুলোম বিবাহোৎপন্ন সন্তান মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠাদির নাম ও তাঁহাদিগের পিতা মাতার বংশের পরিচয় দিয়াছেন ও ব্রাহ্মণাদির 'বিবাহিতা স্ত্রীতে এই বিধি' ইহাই

(৫৪) আদ্যে সার্দ্ধেন জাতিলক্ষ্যতে উত্তরেণ হি ব্রাহ্মাদিবিবাহজাতানাং সন্তানবচনাৎ।" ৫। মেঃ। ১০অ, মনুসং।

বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত যাজ্ঞবল্ক্যের উক্ত ৯৩ শ্লোকের অনুবাদ দেখ।

(৫৫) "যাজ্ঞবল্ক্যোপি 'সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ স্বজাতয়ঃ।' ইত্যভিধায় 'বিন্নাস্বেব বিধিঃ স্মৃত' ইতি ব্রুবাণঃ স্বপত্ন্যুৎপাদিতস্যৈব ব্রাহ্মণাদিজাতিত্বং নিশ্চিকায়। ৫।" কু,।

১০অ, মনুসং।

বলিয়াছেন (৫৬)। এমতাবস্থায় ভাষ্যকার টীকাকার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা সত্য হইলে, অর্থাৎ কেবল সবর্ণে উৎপন্না পত্নীতে স্বজাতি হইলে, যাজ্ঞবাক্য তাঁহার (৯১। ৯২ শ্লোকের) কথিত অনুলোম বিবাহোৎপন্ন পুত্রগণের ও ব্রাহ্মাদি অনিন্দিত বিবাহোৎপন্ন পুত্রগণের জাতি নির্ণয় কোথায় করিলেন? তিনি সবর্ণে অসবর্ণে উৎপন্না পত্নীতে জাত পুত্রগণের সমুদয় বিধি ও বৃত্তান্ত বলিয়া, কেবল সবর্ণে উৎপন্না ভার্য্যাতে জাত পুত্রগণের জাতিনির্ণয়করত নীরব হইলেন, এ কথা কে বিশ্বাস করিতে পারে? ইহাতেই প্রতিব্যক্ত হয় যে, যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মাদি অনিন্দিত বিবাহার্থে 'অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু' বলেন নাই; সবর্ণ ও অনুলোমবিবাহকে লক্ষ্য করিয়া উহা বলিয়াছেন। শাস্ত্রোক্ত এই

(৫৬) "তিস্রো বর্ণানুপূর্ব্বেণ দ্বে তথৈকা যথাক্রমম্।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভার্য্যা স্বা শূদ্রজন্মনঃ॥ ৫৭॥

৫৮।৫৯।৬০।৬১।৬২ শ্লোক দেখ।

সত্যামন্যাং সবর্ণায়াং ধর্ম্মকার্য্যং ন কারয়েৎ।
সবর্ণাসু বিধৌ ধর্ম্মে জ্যেষ্ঠয়া ন বিনেতরাঃ॥ ৮৮॥
সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ স্বজাতয়ঃ।
অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ॥ ৯০॥
বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠো নিষাদঃ শূদ্র্যাং জাতঃ পারশবঃ স্মৃতঃ॥ ৯১॥
বৈশ্যাশূদ্র্যোস্তু রাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ।
বৈশ্যাত্তু শূদ্র্যাং করণঃ বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ॥ ৯২॥ ১অ, যাজ্ঞবল্ক্যসং।

যাজ্ঞবল্ক্য ৫৬ শ্লোকে দ্বিজগণের শূদ্রকন্যাবিবাহে অমত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে ৫৭ শ্লোকের "আনুপূর্ব্বেণ" বাক্যের কেহ ব্রাহ্মণাদিবর্ণানুক্রমে অর্থ করিতে পারেন, কিন্তু ৫৩।৫৪।৫৫ শ্লোক প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সবর্ণ বিবাহের বিধি দেওয়াতে ৫৭ শ্লোকের "আনুপূর্ব্বেণ" পদের অর্থ নিশ্চয়ই "আনুলোম্যেন" (ক্ষত্রিয়বর্ণানুক্রমেণ) হইবে। নচেৎ দ্বিরুক্তি দোষ ঘটে। মনু যেমন ব্রাহ্মণাদির শূদ্রা বিবাহের বিধি দিয়াও নিন্দা করিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত ১অ, ৫৬ শ্লোকের অর্থ তাহাই। তবে যে ১ অধ্যায়ের ৬২ শ্লোকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের শূদ্রাবেদনের বিধি উক্ত হয় নাই, তাহাতে দোষ হয় না এই জন্য যে, উক্ত বচন কেবল সবর্ণাবেদন ও ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কন্যা বৈশ্যকন্যা বিবাহ বিষয়েই; উহাতে ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যকন্যাবেদনের বিধিও উক্ত হয় নাই। ইহাতেই বুঝা যায় যে, তাহা মনু প্রভৃতি অন্যান্য সংহিতার বিধি অনুশাসনে হইবে, যাজ্ঞবল্ক্যের এই মত।

উভয় প্রকার বিবাহই অনিন্দিত অর্থাৎ ব্রাহ্মাদি অনিন্দিত বিবাহ বিধি দ্বারা সম্পাদিত। কি আশ্চর্য! যাজ্ঞবল্ক্য ১অধ্যায়ের ৯০ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া সবর্ণা পত্নীতে ও অনুলোম বিবাহোৎপন্ন পুত্রগণের সম্বন্ধে ৯২ শ্লোকের শেষ চরণে যে, "বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ" বলিয়াছেন, টীকাকার তাহাই ৫ শ্লোকের টীকাতে উদ্ধৃত করত বলিয়াছেন, স্বপত্নীতে উৎপত্তি হইলেই ব্রাহ্মণাদি জাতি হয়। অনুলোমবিবাহিতা স্ত্রী বুঝি ব্রাহ্মণাদির স্বপত্নী নয়? আর যাজ্ঞবল্ক্য কি মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠাদির উৎপত্তিসম্বন্ধে "বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ" অর্থাৎ বিপ্রাৎ ক্ষত্রিয়াৎ বিন্নাসু বিবাহিতাসু ক্ষত্রিয়কন্যায়াং বৈশ্যকন্যায়াং স্বজাতি-সন্তানবর্দ্ধনরূপ এব বিধিজ্ঞেয়ঃ, ইত্যাদি বলেন নাই? যাই হউক, টীকাকারের উক্ত ব্যাখ্যাতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, যাজ্ঞবল্ক্যমতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠাদি ব্রাহ্মণজাতি। মনুসংহিতা ১০ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকার "বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ ইতি যাজ্ঞবল্কোন স্ফুটীকৃতত্বাৎ" বলিয়া ব্রাহ্মণের স্বপত্নী বৈশ্যকন্যাতে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি যে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় সংহিতার ১ অধ্যায়ের ৯০ শ্লোকের অব্যবহিত পরেই (৯১। ৯২ শ্লোকেই) যখন মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠাদি অনুলোমবিবাহোৎপন্ন পুত্রগণের উৎপত্ত্যাদি বৃত্তান্ত বলিয়া তাহার শেষে "বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ" ব্রাহ্মণাদির স্বীয়বিবাহিতা স্ত্রীতে এই বিধি বলিয়াছেন, তখন তদুক্ত মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠাদি যে ৯০ শ্লোকোক্ত অনিন্দ্য বিবাহোৎপন্ন পুত্রগণের অন্তর্গত তাহা বলা বাহুল্য।

ভগবান্ মনু ব্রাহ্মাদি বিবাহচতুষ্টয়েরই প্রশংসা করিয়াছেন এবং (৫৭) ব্রাহ্মণ,

(৫৭) "ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু চতুর্ষ্বেবানুপূর্ব্বশঃ।
ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ পুত্রা জায়ন্তে শিষ্টসম্মতাঃ॥ ৩৯।৪০।৪১ শ্লোক দেখ।
অনিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা।
নিন্দিতৈর্নিন্দিতা জ্ঞেয়াস্তস্মান্নিন্দ্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৪২॥" ৩অ, মনুসং।

পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়াদির সম্বন্ধে নিন্দ্যবিবাহের বিধি থাকিলেও সে বিধি দুর্ব্বল, যেহেতু পরে (উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে) নিন্দ্যবিবাহমাত্রই সকলের সম্বন্ধেই নিষিদ্ধ হইয়াছে। যাহা হউক, ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে কোন সংহিতা পুরাণেই আসুরাদি নিন্দ্যবিবাহের বিধি ও ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণেরা যে অনুলোমবিবাহ করিতেন তাহা যে ব্রাহ্মাদি

ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের উক্ত অনিন্দিত বিবাহই প্রশস্ত বলিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত সবর্ণা অসবর্ণা (অনুলোম) বিবাহবিধিকেও উক্ত অনিন্দ্য বিবাহই বলিতে হইল। উক্ত সংহিতার ১ অধ্যায়ের ৫৮ হইতে ৬০ শ্লোকেও তাহাই প্রকাশ (৫৮) পায়। তিনি মনুর পরবর্ত্তী হওয়াতে ব্যক্ত হয় যে, অনেক বিষয়েই মনুর অনুকরণ করিয়াছেন। বিষ্ণু প্রভৃতি সংহিতাতেও এ সকল বিষয়ে মনুর অনুকরণের অভাব নাই। যাজ্ঞবল্ক্য তদীয় সংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৫। ৬। ৭। ৮। ৯ প্রভৃতি শ্লোকেরই অনুবাদ করিয়াছেন। ভগবান্ মনুর উক্ত ৫ শ্লোকোক্ত "সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু" আর "আনুলোম্যেন পত্নীষ্বক্ষতযোনিষু" ইত্যাদি কথা আর যাজ্ঞবল্ক্যের "সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু" "অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু" একই কথা। মনু যেমন তুল্যজাতীয়া ও অনুলোমবিবাহিতা পত্নীতে স্বজাতি পুত্র হয় বলিয়া তৎপরবর্ত্তী বচনগুলিতে উহা যে তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিদিগের ব্যবস্থা এবং তাহা কি প্রকার বিধি ও অম্বষ্ঠাদি পুত্রের নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্যও তেমনি ব্রাহ্মণাদির তুল্যজাতীয়া ও অনুলোমবিবাহ দ্বারা তুল্যজাতীয়া পত্নীতে স্বজাতি পুত্র হয় বলিয়া তৎপরেই অনুলোমবিবাহোৎপন্ন মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠাদি পুত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠাদি যে,

"সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ স্বজাতয়ঃ।
অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ॥"

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার এই বচনোক্ত ব্রাহ্মণাদির স্বজাতি পুত্রদিগের অন্তর্গত পুত্র তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতেছে না। ব্রাহ্মাদিবিবাহচতুষ্টয় যেমন অনিন্দিত তেমনি অনুলোমবিবাহও অনিন্দিত, শাস্ত্রোক্ত অনুলোম বিবাহও ব্রাহ্মাদি অনিন্দিত বিবাহবিধি অনুসারেই সুসম্পন্ন হইত (৫৯)। মনু

অনিন্দিত বিবাহের বিধিমত সম্পাদিত হইত, মনুসংহিতার তৃতীয়াধ্যায় ও অন্যান্য সংহিতা পুরাণাদি দ্বারা তাহা প্রকাশ পায়।

(৫৮) যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার ১অ, ৫৮।৫৯।৬০ শ্লোক দেখ।

(৫৯) আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২৭॥ ৩অ, মনুসং।
২৮।২৯।৩০ শ্লোক দেখ। ৪৫ টীকা দেখ।

ভগবান্ মনু ৩ অধ্যায়ের ১২।১৩ শ্লোকে ব্রাহ্মণাদিকে সবর্ণে অসবর্ণে (অনুলোমে) বিবাহ

স্বীয় সংহিতার ৩ অধ্যায়ের ৪৩। ৪৪ শ্লোকে অনুলোমা পত্নীদিগের পাণিগ্রহণ-সংস্কারের যে বিধি দিয়াছেন তাহা ব্রাহ্মাদি অনিন্দিত বিবাহবিধি। অনুলোমবিবাহিতা পত্নীগণ যে বিবাহসংস্কার দ্বারা পতির স্বজাতি হইতেন, তাহা যাজ্ঞবল্ক্যের অভিপ্রেত, উহা তাঁহার অভিপ্রেত না হইলে তিনি ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের সম্বন্ধে চতুর্ব্বর্ণেই বিবাহের বিধি দিতেন না ও ব্রাহ্মণাদির চতুর্ব্বর্ণে উৎপন্না পত্নীর গর্ভজাত পুত্রদিগকেও বিধিকৃত পুত্র বলিতেন না। ১ অধ্যায়ের ৫৬ শ্লোকে শূদ্রা বিবাহের ঈষৎ নিন্দা থাকিলেও ৯০। ৯১। ৯২। প্রভৃতি শ্লোকে ব্রাহ্মণাদির শূদ্র জাতিতে উৎপন্না পত্নীগণের সন্তানগণকেও বিধিকৃত বলাতেই বুঝিতে হইবে যে যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণাদির শূদ্রকন্যা পত্নীকেও বিবাহ-সংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণাদি পতির জাতি ও তাঁহাদের গর্ভজ পুত্রদিগকেও ব্রাহ্মণাদির স্বজাতিই বলিয়াছেন (৬০)।

টীকাকার, মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকের টীকাতে যে দেবল বচন, ব্যাস বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এখানে অপ্রাসঙ্গিক (৬১)। কারণ, অনুলোম বিবাহিতা পত্নী অন্যের নহে, ব্রাহ্মণাদিগ স্বীয় অনুলোম বিবাহিতাপত্নীকে

করিতে বিধি দিয়া উক্ত অধ্যায়ের ২৭।২৮।২৯।৩০ শ্লোকে ব্রাহ্মণাদি অনিন্দিত বিবাহবিধি দ্বারা উক্ত সবর্ণ অসবর্ণ বিবাহ করিতে বলিয়াছেন, এখন দেখ, অনুলোমবিবাহ অনিন্দিত কি না?

(৬০) ৫৬ টীকাধৃত যাজ্ঞবল্ক্যের ৫৭।৮৮।৯০।৯১।৯২ শ্লোক দেখ।

"ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণেনৈবমুৎপন্নো ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
তস্য ধর্ম্মং প্রবক্ষ্যামি তদ্যোগ্যং দেশমেব চ॥" ১অ, হারীতসং।

হারীত বচনের এই "ব্রাহ্মণ্যাং" পদের যদি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা পত্নী অর্থ করি, তাহা হইলে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির সহিত তাঁহার বিরোধ হয়, সুতরাং এখানে "ব্রাহ্মণ্যাং" বাক্যের অর্থ, ব্রাহ্মণের সবর্ণ অসবর্ণোৎপন্না বিবাহিতা স্ত্রী বুঝিতে হইবে। অম্বষ্ঠমাতা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ে বিবাহসংস্কার দ্বারা অসবর্ণে উৎপন্না পত্নীগণের পতির জাতি প্রাপ্ত হওয়ার প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। অতএব উক্ত উভয়বিধ পত্নীকে উপলক্ষ্য করিয়াই যে মহর্ষি হারীত "ব্রাহ্মণ্যাং" বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৬১) "অত্র চ পত্নীগ্রহণাদন্যপত্নীজনিতানাং ন ব্রাহ্মণাদিজাতিত্বম্। তথাচ দেবলঃ, দ্বিতীয়েন তু যঃ পিত্রা সবর্ণায়াং প্রজায়তে। অবাবট ইতি খ্যাতঃ শূদ্রধর্ম্মঃ স জাতিতঃ। ব্রতহীনা ন সংস্কার্য্যাঃ স্বতন্ত্রাস্বপি যে সুতাঃ। উৎপাদিতাঃ সবর্ণেন ব্রাত্যা ইব বহিষ্কৃতাঃ। ব্যাসঃ। যে তু জাতাঃ সমানাসু সংস্কার্য্যাঃ স্যুরতোঽন্যথা। যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি। সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু

উপলক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ মনু উক্ত ১০ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকে "আনুলোম্যেন" বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন (৬২)। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগের মতে প্রাচীন-কালে গূঢ়োৎপন্ন, সহোঢ়, কুণ্ডগোলক এবং কানীন পুত্রও যখন পিতৃজাতি হইতেন এবং ১০ অঃ ১৪।২৮।৪১।৬৯ শ্লোকের ভাষ্য টীকাতে অম্বষ্ঠ দ্বিজ, এই কথা ভাষ্য-টীকাকার স্বীকার করিয়াছেন (৬৩) তখন তাঁহাদিগের উদ্ধৃত দেবল

জায়ন্তে বৈ স্বজাতয়ঃ। ইত্যভিধায় বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃত ইতি ব্রুবাণঃ স্বপত্ন্যুৎপাদিতস্যৈব ব্রাহ্মণাদিজাতিত্বং নিশ্চিকায়। ৫।" কু,। ১০অ, মনুসং।

এই সকল বচন উদ্ধৃত করিয়া টীকাকার যে দেখাইয়াছেন স্বপত্নীতে জাত হইলেই স্বজাতি হয়, তাহাতেই অনুলোমজ পুত্রগণ (অম্বষ্ঠাদি) তাহাদিগের পিতৃজাতি হইতেছে। ব্রাহ্মণাদির স্বীয় বিবাহিতা পত্নীগণকে অন্যের পত্নী বলা যাইতে পারে না। দেবল বচনের অর্থ, ব্যভিচার; তাহার সহিত অনুলোমবিবাহিতা পত্নীতে স্বামী কর্তৃক জাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠের কোন সংস্রব নাই। যাজ্ঞবল্ক্যের "বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ" ইহার অর্থ পতিপত্নীতে উৎপত্তি, ব্যভিচারে নহে। যাহা হউক, একটু বিশেষ বিবেচনা করিলেই ব্যক্ত হয় যে, একমাত্র মনু-সংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকোক্ত "আনুলোম্যেন" বাক্যের অর্থ ঢাকিবার জন্যই মনুসংহিতার ভাষ্য-টীকাকার এই সকল গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্যথা এ সকল আপত্তি উত্থাপনের আর কোন কারণ দেখা যায় না।

(৬২) এই অধ্যায়ের প্রথমেই উহা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে।

(৬৩) পরদারেষু জায়েতে দ্বৌ পুত্রৌ কুণ্ডগোলকৌ।

পত্যৌ জীবতি কুণ্ডঃ স্যাৎ মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ। ১৭৪॥ ৩অ, মনুসং।

১৭৫ ১৭৬ শ্লোক দেখ।

টীকা........। ব্রাহ্মণত্বেঽপি তৎকার্য্যাভাবাৎ। ইত্যাদি। ১৭৫। কুঃ।

"পিতুর্বেশ্মনি কন্যা তু যং পুত্রং জনয়েদ্রহঃ।

তং কানীনং বদেন্নাম্না বোঢুঃ কন্যাসমুদ্ভবম্॥ ১৭২॥ ৯অ, মনুসং।

১৭৩।১৮০।১৭০।১৭১।১৬৪ প্রভৃতি শ্লোক দেখ। ঐ শ্লোকের টীকা ভাষ্য ও ১০অ, মনুসং-হিতার ৫ শ্লোকের মেধাতিথি ভাষ্য দেখ।

ভাষ্যকার মেধাতিথি, গূঢ়োৎপন্ন, সহোঢ় ও কানীন এই পুত্রত্রয়কে পিতৃজাতি ও পিতার শ্রাদ্ধাধিকারী ধনাধিকারী বলিয়া মনুর মতে ঐক্য হইয়াছেন। তাহা হইলেই ইহাদিগকে তিনি পিতৃজাতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কুণ্ডগোলক এই দুই পুত্রের পিতৃজাতি (ব্রাহ্মণাদি জাতি) বিষয়ে ভাষ্যকার যে আপত্তি করিয়াছেন তাহা সঙ্গত হইলেও গূঢ়োৎপন্ন

আর ব্যাসবচন মনুবিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্যযোগ্য (৬৪)। যাহা হউক, একমাত্র অনুলোমবিবাহোৎপন্ন সন্তান অম্বষ্ঠ প্রভৃতিকে পিতৃবর্ণ (ব্রাহ্মণজাতি) চ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে মনুসংহিতার ভাষ্য-ও-টীকাকার উল্লিখিত প্রকারে অযথার্থ ভাষ্য ও টীকার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের উক্ত প্রকার মনুব্যাখ্যার কুহকে পড়িয়াই যে ব্রাহ্মণের অনুলোমবিবাহোৎপন্ন অম্বষ্ঠাদি পুত্রগণ পিতৃজাতি হারাইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই (৬৫)।

অনুলোমবিবাহিতা স্ত্রী বিবাহসংস্কার দ্বারা পূর্ব্বকালে যে পতির জাতি-গোত্র প্রাপ্ত হইতেন, আমরা পূর্ব্বে "অম্বষ্ঠমাতা ব্রাহ্মণজাতি" অধ্যায়ে ও অন্যান্য স্থানেও প্রমাণ দ্বারা তাহা সাব্যস্ত করিয়াছি। তার পরে মনুবচনের, অর্থাৎ মনুর কথিত বিধি আর ইতিহাসের বিরুদ্ধে যে অন্যান্য স্মৃতি আর পুরাণোক্ত বিধি আর ইতিহাস শাস্ত্রমতেই গ্রহণীয় নহে, তাহাও অনেক স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে (৬৬)। এমতাবস্থায় অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণজাতিত্বখণ্ডনবিষয়ক মনুসংহিতার

পুত্রকে দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করিয়া আমরা অবশ্যই বলিব, প্রাচীনকালে কুণ্ড আর গোলকাখ্য দুই পুত্রও ব্রাহ্মণাদি পিতৃজাতি প্রাপ্ত হইতেন।

"উৎপদ্যতে গৃহে যস্য ন চ জ্ঞায়েত কস্য সঃ।
স গৃহে গূঢ় উৎপন্নস্তস্য স্যাদ্যস্য তল্পজঃ॥ ১৭০॥" ৯অ, মনুসং।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে গূঢোৎপন্ন পুত্র হইতে কুণ্ডগোলকের উৎপত্তি অধিক কুৎসিত উপায়ে নহে।

(৬৪) ৬৬টীকাধৃত বচন দেখ।

(৬৫) মনুসংহিতার ভাষ্য টীকা করিতে যাইয়া ভট্ট মেধাতিথি ও কুল্লূকভট্ট অনুলোম বিবাহোৎপন্ন অম্বষ্ঠাদির প্রতি যে প্রকার অত্যাচার করিয়াছেন তাহা যথাসাধ্য প্রদর্শিত হইল, কিন্তু বহু চেষ্টাতেও গোবিন্দরাজ ও ধরণীকৃত মনুসংহিতার আরও দুই খানি টীকা না পাওয়াতে তাহার আলোচনা করিতে না পারিয়া আমরা একান্তই দুঃখিত হইলাম। কবিরাজ গঙ্গাধর রায় কবিরত্ন কৃত মনুসংহিতার প্রমাদভঞ্জনী টীকাও বহুমূল্যবিধায় ক্রয় করিতে না পারিয়া আলোচনা করা হইল না।

(৬৬) "বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥" বৃহস্পতিসং।
উদ্বাহতত্ত্ব ও বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহ পুস্তকধৃত।

ভাষ্য ও টীকাকারের সমুদায় আপত্তি যে অকর্ম্মণ্য তাহা বুদ্ধিমানেরা সহজেই বুঝিবেন। মনুর সময়ে এমন কি মহাভারতপ্রণেতা ব্যাসের সময়ে যে অম্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণ ছিলেন, তন্মধ্যবর্ত্তী কালে এবং তৎপরবর্ত্তী কালে অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগে সেই অম্বষ্ঠের অব্রাহ্মণ হইবার কোন কারণ নাই, তাহা থাকিলে বর্ত্তমানযুগে যাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ কহেন, তাঁহারাও অব্রাহ্মণ (৬৭)। তাই বলি, মনুসংহিতার ভাষ্য আর টীকাকার কি ধার্ম্মিক ছিলেন? তাহাতো বোধ হয় না? তাঁহাদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব থাকিলে এই প্রকার অযথা শাস্ত্রার্থ দ্বারা শাস্ত্রোক্ত প্রাচীন ধর্ম্মবিধি ও ইতিহাস গোপন করিয়া কি তাঁহারা অম্বষ্ঠাদির জাতিধর্ম্ম নষ্ট করিতেন? (৬৮) কখনই না। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই কলিযুগের

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥" ১অ, ব্যাসসং।

(৬৭) অম্বষ্ঠদিগের মধ্যে যদি আচারভ্রষ্টাদি দোষ ঘটিয়া থাকে তবে তৎসমুদয় দোষ বর্ত্তমান যুগের অন্যান্য ব্রাহ্মণগণেরও ঘটিয়াছে, তাঁহারাও নানাপ্রকারে শূদ্রবৃত্তি শূদ্রধর্ম্ম ইত্যাদি অবলম্বন করিয়াছেন, সেই জন্য উপরে ঐরূপ বলা হইল।

(৬৮) "শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥" ১ তরঙ্গ কহ্লণ রাজতরঙ্গিণী।

৫২টীকায় পরাশরসংহিতার বচন দেখ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (পরাশরপুত্র) ব্যাস মহাভারতে কুরুপাণ্ডবদিগের ইতিহাস লিখিয়াছেন, সুতরাং তিনি যে কুরুপাণ্ডবদিগের পরেও (অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরাদির প্রস্থানান্তেও) বর্ত্তমান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না।

মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ১০ শ্লোকে অনুলোমবিবাহোৎপন্ন সন্তানদিগকে সবর্ণে উৎপন্না পত্নীর সন্তান হইতে অপসদ (কিঞ্চিন্নিকৃষ্ট) মাত্র, এবং উক্ত অধ্যায়ের ১১।১২ শ্লোকে প্রতিলোমজ ও ব্যভিচারোৎপন্নদিগকেই বর্ণসঙ্কর বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

"আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্মঃ স বিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্মঃ স এব বর্ণসঙ্করঃ॥"

নারদসংহিতার এই বচন আর বিষ্ণু ব্যাস প্রভৃতির বচনেও প্রতিলোমজ ও ব্যভিচারোৎপন্নদিগকেই বর্ণসঙ্কর বলিয়া উক্ত আছে। মনুসংহিতার ভাষ্য আর টীকায় তৎসমুদায় শাস্ত্রবচন গোপন করিয়া মনুসংহিতার ১ অধ্যায়ের ২ শ্লোকের ও অন্যান্য এবং ১০ অধ্যায়ের অনেক শ্লোকের টীকা ভাষ্যে অন্যায়পূর্ব্বক অম্বষ্ঠ প্রভৃতিকে বর্ণসঙ্কর করিয়াছেন। বিবাহসম্বন্ধ দ্বারা আবদ্ধ পতিপত্নীতে (একজাতি একগোত্র একহৃদয় স্ত্রীপুরুষে) যে সকল সন্তানের

প্রথমে কুরুপাণ্ডবদিগের প্রাদুর্ভাবের পরে যে মহাভারত রচনা করিয়াছেন তাহারও অনুশাসনপর্ব্বে

"তিস্রো ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য চ।
বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমং পিতুঃ॥"

৪৪অ, অনুশাসনপর্ব্ব, মহাভারত।
(বর্ণজাতিগুণনির্ণয় ও অম্বষ্ঠকুলচন্দ্রিকাধৃত।)

"ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাকে; ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যারে এবং বৈশ্য কেবল শূদ্রাকে বিবাহ করিতে পারেন।" (৬৯)

৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কৃত অনুবাদ।
৪৪ অঃ ঐ ঐ।

"ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যান্ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈবস্যাদ্বৈশ্যায়ামপি চৈবহি॥
কস্মাত্তু বিষমং ভাগং ভজেরন্নৃপসত্তম।
যতস্তে তু ত্রয়ঃ পুত্রাস্ত্বয়োক্তা ব্রাহ্মণা ইতি॥"

৪৭ অঃ অনুশাসন পর্ব্ব, মহাভারত।
(ঐ ঐ পুস্তকধৃত)

"এবং ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যার যে সমুদয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন কি নিমিত্ত তাহাদিগের

উৎপত্তি তাহারাও যদি বর্ণসঙ্কর হইবে, তাহা হইলে আর বিবাহসংস্কার ও মনু যে ১০ অধ্যায়ের ৭ শ্লোকে তাহাদিগের পিতৃজাতির বিধিকে সনাতন ও ধর্ম্ম্য বিধি বলিয়াছেন, তাহার গৌরব কোথায় রহিল?

(৬৯) এখানে স্পষ্টই দেখা যায় যে, অনুবাদক মহাশয় বচনের "তাস্বপত্যং সমং পিতুঃ" এই অংশের অনুবাদ করেন নাই। অতএব উক্ত বচনের অনুবাদ এইরূপ হইবে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের কন্যাকে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এবং বৈশ্য কেবল বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণাদির ঐ সমস্ত পত্নীতে জাত পুত্রগণ তাহাদিগের স্ব স্ব পিতৃজাতি।

পৈতৃক ধনে সমানাধিকার নাই? আপনি তাহা আমার নিকট বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।" (৭০)

৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক অনুবাদ, ৪৭ অঃ অনুশাসনপর্ব্ব।

"তিস্রঃকৃত্বা পুরা ভার্য্যাঃ পশ্চাদ্বিন্দেত ব্রাহ্মণীম্।
সাপি শ্রেষ্ঠা সা চ পূজ্যা স্যাৎ সা ভার্য্যা গরীয়সী॥
ক্ষত্রিয়ায়াস্তু যঃ পুত্রো ব্রাহ্মণঃ সোঽপ্যসংশয়ঃ।
স চ মাতুর্বিশেষাচ্চ ত্রীনংশান্ হর্ত্তুমর্হতি॥
ব্রাহ্মণশ্চৈব জাতস্তু বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাদপি।
দ্বিরংশস্তেন হর্ত্তব্যো ব্রাহ্মণস্বাদ্যুধিষ্ঠির॥"

(অম্বষ্ঠকুলচন্দ্রিকাধৃত) ৪৭ অঃ অনুশাসনপর্ব্ব, মহাভারত।

"ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যদিও সমুদায় ভার্য্যাই আদরের পাত্র বলিয়া দারা অভিহিত হয়, তথাপি ব্রাহ্মণীরেই সর্ব্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। ব্রাহ্মণ অগ্রে ক্ষত্রিয়াদি তিনবর্ণে বিবাহ করিয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণীরে অর্থাৎ ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করিলেও ব্রাহ্মণী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মান্য হইয়া থাকে। ইতি। ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়াও অসবর্ণার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তিন অংশ গ্রহণ করিবে; বৈশ্যাগর্ভসম্ভূত পুত্র দুই অংশ অধিকার করিবে এবং শূদ্রার গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে সে একাংশ গ্রহণ করিবে।" ইতি

৪৭ অঃ অনুশাসনপর্ব্ব, মহাভারত।

(৭১) ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত অনুবাদ।

(৭০) এ বচনের অনুবাদেও অনুবাদক "যতস্তে তু ত্রয়ঃ পুত্রাস্ত্বয়োক্তা ব্রাহ্মণা ইতি" চরণের অনুবাদ করেন নাই। অতএব তাঁহার ঐ অনুবাদের শেষে—যেহেতু আপনাকর্ত্তৃক উক্ত পুত্রত্রয়ই ব্রাহ্মণ বলিয়া উপরে (পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে) কথিত হইয়াছে—যুক্ত হইবে।

(৭১) বচনে "স চ মাতুর্ব্বিশেষাচ্চ" আছে, তাহার অর্থ অসবর্ণে উৎপন্না ভিন্ন অসবর্ণা করা যাইতে পারে না, যেহেতু বিবাহসংস্কার দ্বারা পত্নীত্বসম্পর্ক হইলে তাহাতে অসবর্ণত্ব থাকে না। বিবাহ হইতে অসবর্ণে উৎপন্না ভার্য্যা যে ব্রাহ্মণাদির স্বজাতি হইতেন তাহা পূর্ব্বে অম্বষ্ঠমাতা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। অনুশাসনপর্ব্বের ৪৪ অধ্যায়েও তাহা উক্ত হইয়াছে। মহাভারতকার স্পষ্টই যখন ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কন্যা বৈশ্যকন্যা ভার্য্যাতে ব্রাহ্মণ হয় বলিয়াছেন, তখন ঐপ্রকার অনুবাদ অশুদ্ধ হইয়াছে, অসবর্ণে উৎপন্নার গর্ভজাত

বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, মনুসংহিতার টীকা-ও ভাষ্যকার মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বও দেখেন নাই। যাহা হউক, কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর (৭২) গত হইলে যে মহাভারত রচিত হইয়াছে তাহাতেও অনুলোম পুত্রগণের পিতৃজাতিত্বের অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি জাতির ইতিহাস থাকাতে মহাভারতের দ্বারা

হওয়া উচিত ছিল। এখানে মূলে ব্রাহ্মণের বৈশ্যকন্যাভার্য্যাতে উৎপন্ন পুত্রকেও স্পষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু অনুবাদে তাহা স্পষ্ট নাই।

"তিস্রোভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য তু।
বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমন্তবেৎ॥ ইত্যাদি।
ব্রাহ্মণ্যাস্তদ্ধরেৎ পুত্রো একাংশং বৈ পিতুর্ধনাৎ। ইঃ।
ক্ষত্রিয়ায়ান্তু যঃ পুত্র ব্রাহ্মণঃ সোঽপ্যসংশয়ঃ।
স তু মাতুর্বিশেষাচ্চ ত্রীনংশান্ হর্ত্তুমর্হতি॥
বর্ণে তৃতীয়ে জাতস্তু বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাদপি।
দ্বিরংশস্তেন হর্ত্তব্যো ব্রাহ্মণস্বাদ্ যুধিষ্ঠির॥ ইঃ।
ত্রিষু বর্ণেষু জাতেষু ব্রাহ্মণাদ্‌ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
স্মৃতাস্তু বর্ণাশ্চত্বারঃ পঞ্চমো নাধিগম্যতে॥
ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যাদসংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈবাস্যাদ্বৈশ্যায়ামপি চৈবহি॥
কস্মাত্তু বিষমং ভাগং ভজেরন্নৃপসত্তম।
যথা সর্ব্বে ত্রয়োবর্ণাস্ত্বয়োক্তা ব্রাহ্মণা ইতি॥" অনুশাসনপর্ব্ব, মহাভারত।
(হস্তলিখিত পুস্তক, ৺নীলকণ্ঠ লিখিত।)

জিলা পাবনা, মহকুমা সিরাজগঞ্জের অধীন থোকসাবাড়ী গ্রামের ৺নীলকণ্ঠ শর্ম্মার লিখিত পুস্তক হইতে উপরি উক্ত বচনগুলি উদ্ধৃত হইল। উক্ত পুস্তকের (অনুশাসনপর্ব্বের) সমাপ্তির পরে উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত যথা,—"শকাব্দা ১৭২২। মার্গশীর্ষস্যাষ্টমদিবসে শুক্রবারে পঞ্চম্যাস্তিথৌ। যুগ যুগ পৃথ্বীধর বিধুসংখ্যে শক নৃপবর্ষে সহসি ভৃগোর্ব্বে। বসু মিত-যস্রে স্ম লিখতি পর্ব্ব দ্বিজকুলজাতো হরিপদনম্রঃ। তারা চন্দ্র মণী কান্তো ভ্রান্তে যঃ পূর্ব্ব।"

(৭২) "শতেষু ষটসু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥" ৬৮টীকা দেখ।
প্রথম তরঙ্গ, কহ্লণ রাজতরঙ্গিণী।

বিলক্ষণরূপে প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, পাণ্ডবদিগের পরেও মূর্দ্ধাভিষিক্ত আর অম্বষ্ঠ উভয়েই জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন (৭৩)। মহাভারতীয় উপরিউক্তি ইতিহাসের সহিত মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রের ঐক্য দেখা যাইতেছে। স্মৃতির মধ্যে যেমন মনুসংহিতা প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ, পুরাণাদির মধ্যেও তেমনি মহাভারত প্রাচীন ও প্রামাণ্য শাস্ত্র (ইতিহাস)।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে অর্থাৎ সত্যযুগ হইতে কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রে ভোজ্যান্নতা ও বিবাহাদি সম্বন্ধ ছিল বলিয়া, ঐ যুগত্রয়ের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতির অর্থ বর্ত্তমান যুগের একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতির অন্তর্গত কুলীন, শ্রোত্রিয়াদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীমাত্র ছিল, তাহা পূর্ব্বে অনেকবার আমরা দেখাইয়াছি (৭৪), এবং বিবাহসংস্কার দ্বারা যে নিম্ন শ্রেণীর কন্যাগণ পতির উচ্চ শ্রেণী প্রাপ্ত হইতেন, তাহাও পূর্ব্বে বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে (৭৫)। বর্ত্তমান যুগের কুলীন শ্রোত্রিয়কন্যাকে বিবাহ করিলে যেমন তদুৎপন্ন পুত্র কুলীন হয়; কেন হয়? না, কুলীনের সঙ্গে বিবাহ হওয়াতে বিবাহমন্ত্রদ্বারা শ্রোত্রিয়কন্যা কুলীন পতির শ্রেণী গোত্র প্রভৃতি প্রাপ্ত হন বলিয়াই তদুৎপন্ন পুত্রও কুলীন হয় (৭৬); সেইরূপ বিবাহ মন্ত্রাদিদ্বারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-

---

(৭৩) মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ব্রাহ্মণের অনুলোমবিবাহিতা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকন্যা পত্নীতে জাত সন্তানদিগকে স্পষ্টাক্ষরে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ বলিয়া উক্ত হয় নাই; ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত ঐক্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, মহাভারতকার মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির কথিত মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠকেই ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকন্যার পুত্র ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। অতএব স্পষ্ট উক্ত না হইলেও উক্ত বৃত্তান্ত যে নিশ্চয়ই মূর্দ্ধাভিষিক্ত আর অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগেরই ইতিহাস তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই অধ্যায়েই উপরে আমরা দেখাইয়াছি যে মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, মাহিষ্য ও করণের নামাদি নাই, অনুলোমজ প্রতিলোমজ আর সকলেরই নামাদি আছে। মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বেও প্রতিলোমজ পুত্রগণের নাম আছে কিন্তু মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠাদির নাম নাই। যে কারণে মনুতে মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি নাম নাই, সেই কারণ এখানেও বর্ত্তমান, অতএব বুঝিতে হইবে ঐসকল নামসংযুক্ত বচনগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

(৭৪) ৬ অধ্যায়ের ২।৩টীকা। ৪ অধ্যায়ের ৬১। ৬অ, ৫। ৮অ, ৬৬ টীকা দেখ।

(৭৫) ৬ অধ্যায়োদ্ধৃত শাস্ত্রীয় প্রমাণাবলী দেখ।

(৭৬) পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের অনুলোমবিবাহ এখন না থাকিলেও বর্ত্তমান সময়েও রাঢীয় শ্রেণী

কন্যাগণও প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় পতির শ্রেণী গোত্রাদি প্রাপ্ত হইতেন ও তদুৎপন্ন সন্তানও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ই হইত। এখানকার কুলীন, কাপ, শ্রোত্রিয় প্রভৃতিতে যে ভাব (পার্থক্য), প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রেও যে সেই ভাব (পার্থক্য) ছিল, তাহা তাঁহাদের পরস্পরের বিবাহসম্বন্ধ ও ভোজ্যান্নতা প্রভৃতি ব্যবহার (রীতি) দ্বারা পরিব্যক্ত হয়। এক ব্রাহ্মণ ধর্ম্মই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ছিল, তাঁহারা সকলেই এক দ্বিজ, এক আর্য্য ছিলেন (৭৭)। এরূপাবস্থায়

কুলীন ব্রাহ্মণের মধ্যে কুলীনের দৌহিত্র হইতে শ্রোত্রিয়ের দৌহিত্রের সম্মান যে অধিক দেখা যায়, উহা কিন্তু প্রাচীনকালের সেই অসবর্ণ অনুলোমবিবাহেরই অনুকরণ। প্রাচীনকালে প্রতিলোমবিবাহ নিন্দিত ছিল, বর্ত্তমান কুলীন ব্রাহ্মণেরা শ্রোত্রিয়ে কন্যাবিবাহ দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন, কেন করিয়াছেন ? না উহা প্রতিলোমবিবাহ। প্রাচীনকালেও কুলীনের দৌহিত্র হইতে শ্রোত্রিয়ের দৌহিত্রের সম্মান যে অধিক ছিল, নিম্নলিখিত প্রমাণে তাহা প্রকাশ পায়। যথা,—

"সবর্ণাপুত্রানন্তরপুত্রয়োরনন্তরপুত্রশ্চ গুণবান্, জ্যৈষ্ঠভাগং গৃহ্নীয়াৎ গুণবান্ হি সর্ব্বেষাং ভর্ত্তা ভবতি। ইত্যাদি। অনন্তরজ শব্দের অর্থ, বিশ্বকোষ অভিধান।

পূর্ব্বকালের সবর্ণ অসবর্ণ, আর বর্ত্তমান যুগের কুলীন শ্রোত্রিয় যে এক কথা তাহা পূর্ব্বে অনেক বার আমরা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সকলের গোচর করিয়াছি।

(৭৭) "ত্রয়োবর্ণা ব্রাহ্মণস্য বশে বর্ত্তেরন্। তেষাং ব্রাহ্মণো ধর্ম্মং যদ্ব্রূয়াত্তদ্রাজা চানুতিষ্ঠেৎ।" বশিষ্ঠসংহিতা, প্রথম অধ্যায়।

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
এতেষু বিহিতো ধর্ম্মো ব্রাহ্মণস্য যুধিষ্ঠির॥" অনুশাসনপর্ব্ব, মহাভারত।
"যজ্ঞাবসানে শৈলেন্দ্রং দ্বিজেভ্যো প্রদদৌ প্রভুঃ।
দদৌ স সর্ব্বভূতানাং নির্ম্মলেনান্তরাত্মনা॥
তং শৈলসর্ব্বগাত্রাণি পরস্পরবিশেষিণম্।
ন শক্যং প্রবিভ্যগার্থং ভেত্তুং সর্ব্বোত্তমৈরপি॥ ইঃ।
ন হি শক্যো বলাদ্ভেত্তুং যুষ্মাভিরপসঙ্গিভিঃ।
অপি বর্ষ শতৈর্দ্দিব্যৈঃ পরস্পরবিরোধিভিঃ।" ২১৩অ, হরিবংশ।

"বিজানীহ্যার্য্যান্ যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়াশাসদব্রতান্। শাকী ভব যজমানস্য [illegible] বিশ্বং তাতে সধমাদেষু চাকন।" প্রকৃতিবাদ অ, ২৪৮পৃ, আর্য্যশব্দের অর্থ।

"[illegible] সর্ব্বং পশ্যামি যশ্চ উতার্য্যঃ।" অথর্ব্ববেদসং, ৪কাণ্ড ২০। ৪।

প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বিবাহসম্বন্ধ দ্বারা যে সকল পুত্র হইত তাহাদিগের পিতৃজাতি না হইবার কোন কারণ ছিল না। বর্ত্তমান যুগে আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, ব্রাহ্মণাদি জাতিতে প্রধান পার্থক্য কেবল ভোজ্যান্নতা ও বিবাহসম্বন্ধ না থাকা। সে পার্থক্য যখন প্রাচীন-

---

"প্রিয়ং মাকৃণু দেবেষু প্রিয়ং মাকৃণু মাকৃণু।
প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যত উত শূদ্র উতার্য্যে।" অথর্ব্ববেদসং, ১৯ কাণ্ড, ৬২।১।
"শূদ্রার্য্যৌ চর্ম্মণি পরিমণ্ডলে ব্যায়চ্ছেদে।" ১৩অ, ৩ক, ৭সূ,
শতপথ ব্রাহ্মণ ও কাত্যায়ন প্রণীত শ্রৌত সূত্র।

"শূদ্রশ্চতুর্থবর্ণঃ আর্য্যাস্ত্রৈবর্ণিকাঃ" কাত্যায়নকৃত সূত্রের ভাষ্য।
প্রকৃতিবাদ অভিধান, ২৪৯পৃ, আর্য্যশব্দের অর্থ।
পণ্ডিত রামকমলকৃত।

"মাতুর্যদগ্রেঽজনয়ৎ দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনাৎ।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশস্তস্মাদেতে দ্বিজাঃ স্মৃতঃ। ১অ, ৩০শ্লো, যাজ্ঞবল্ক্যসং।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥" ১০অ, মনুসং।
৮৬৬পৃ, দ্বিজশব্দের অর্থ, প্রকৃতিবাদ অভিধান।

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।" ১অ, ব্যাসসং।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যা স্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ। ১অ, শঙ্খসং। -
"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যঃ শূদ্রশ্চেতি বর্ণশ্চত্বার। ১।
তেষামাদ্যা দ্বিজাতয়স্ত্রয়ঃ। ২।" ২অ, বিষ্ণুসং।

২৯।৫০।১১১অ, হরিবংশ। বিষ্ণুপুরাণ ৪অং,।
শ্রীমদ্ভাগবতের ৯স্কন্ধ দেখ।

এই সমস্ত প্রমাণ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রে উৎপত্তিগত কোন পার্থক্য ছিল না, তাহা থাকিলে এক ব্রহ্মা হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র হইবার ও একমাত্র ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণ হওয়ার প্রমাণ শাস্ত্রে থাকিত না। উল্লিখিত প্রমাণগুলির দ্বারাই নির্ণীত হয় যে, প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণাদি জাতিচতুষ্টয়বিভাগ যোনিগত নহে, গুণ বৃত্তি ও পরস্পরের আচারের অল্প বিভিন্নতাগতমাত্র। মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের ৩১ শ্লোকের অর্থ ও মেধাতিথিকৃত ভাষ্যেও তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত রহিয়াছে।

কালের আর্য্যদিগের মধ্যে ছিল না, তখন তাঁহারা যে বর্ত্তমানযুগের এই প্রকার হিন্দুজাতিভেদ মানিতেন না তাহা বলা বাহুল্য। (৭৮)

উপরিউক্ত প্রমাণ সমুদয়ের দ্বারা উপলব্ধি হয় যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই পৃথক্ পৃথক্ নাম হইতে যেমন ইহারা পৃথক্ তিনটী শ্রেণী (জাতি), তেমনি ইঁহাদিগের সকলের একমাত্র আর্য্য-ও-দ্বিজনাম ও তিনেরই একমাত্র ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম হওয়াতে ইঁহারা সকলেই একজাতি অর্থাৎ একশ্রেণী। অল্পমাত্র আচার ও বৃত্তির পার্থক্য হইতেই কেবল একমাত্র আর্য্যজাতিরই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্য নাম হইয়াছে। একমাত্র ব্রাহ্মণ নাম দ্বারা যদি রাঢ়ীয় বারেন্দ্র বৈদিক শ্রেণী, চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলীন, শ্রোত্রিয়, লাহিড়ি, মৈত্রেয় ও সান্যাল প্রভৃতি একজাতি হয়; এক মনুষ্য নাম দ্বারা যদি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান্, বৌদ্ধ প্রভৃতি একমাত্র মনুষ্যজাতি হয়; তাহা হইলে একমাত্র আর্য্য ও দ্বিজ নাম হইতে এবং একমাত্র ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম সকলের হওয়াতে, তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য একজাতি না হইবেন কেন? যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের এই একটি নাম দ্বারা তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি হন, তাহা হইলে তাঁহাদের সকলের দ্বিজ ও আর্য্য এই দুইটি নাম দ্বারা তাঁহারা কিজন্য একজাতি হইবেন না? যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য নামের (বিভাগে) পরেও তাঁহারা সকলেই এক আর্য্য, এক দ্বিজ নামে অভিহিত ছিলেন, (এখনও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এক আর্য্য, এক দ্বিজ নামেই অভিহিত আছেন) তখন একমাত্র আর্য্য (দ্বিজ) জাতিরই যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিনটী শ্রেণী, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

---

(৭৮) একালের ব্রাহ্মণাদি জাতিতে যে পরস্পর ভোজ্যান্নতা, বিবাহসম্বন্ধ নাই, তাহাতেও তাঁহাদিগের মধ্যে যোনিগত কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না বা ব্রাহ্মণেরা সকলেই শ্বেতবর্ণ হন নাই। ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রেরাও প্রত্যেকে রক্তপীতনীলপ্রভৃতি কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বর্ণবিশিষ্ট হন নাই। আর্য্যশাস্ত্রের যে সমস্ত বচনে আছে, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের, উরু হইতে বৈশ্যের এবং পদ হইতে শূদ্রের জন্ম; তাহার অর্থ ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে নহে, একমাত্র মনুষ্যযোনিতেই। আর্য্যদিগের মাতৃগর্ভে জন্মের পরে উপনয়ন ও বেদাদি অধ্যয়ন হইতে যেমন দ্বিজ, ত্রিজ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক জন্ম হইত, তেমনি ঐ সমস্ত জন্মও ব্রহ্মের মুখ, বাহু, উরু ও পদ গুণসম্পন্ন আধ্যাত্মিক জন্ম।

এই অধ্যায়ে [২১৬পৃ,] আমরা ব্যাস সংহিতার প্রথমাধ্যায়ের

"বিপ্রবৎ বিপ্রাবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু ক্ষত্রবৎ।
জাতকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত বৈশ্যাবিন্নাসু বৈশ্যবৎ॥"

এই শ্লোকের যে অনুবাদ করিয়াছি, বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত ভট্টপল্লিনিবাসী শ্রীযুত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কর্তৃক প্রচারিত ব্যাস সংহিতার মূল ও অনুবাদ দেখিয়া কাহারও মনে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। উক্ত সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ আমরা এই কথা বলি যে, ব্যাসসংহিতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকন্যা ভার্য্যা বিহিত হইয়াছে (৭৯), এবং উক্ত বিধিতে দ্বিজগণের শূদ্রকন্যা ভার্য্যাও কচিৎ বিহিত হয় বলিয়া উক্ত আছে। ইহা দ্বারা ব্যক্ত হয় যে, ব্রাহ্মণ যে ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করিতেন, সেই কন্যাই কেবল বিপ্রবিন্না নহেন, ব্রাহ্মণ যে ক্ষত্রিয় বৈশ্যকন্যাদিগকে বিবাহ করিতেন, তাঁহারাও ন্যায়তঃ বিপ্রবিন্না। এমতাবস্থায় কেবল ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিবাহিতা ব্রাহ্মণকন্যাই বিপ্রবিন্না, এরূপ অনুবাদকে ভ্রমাত্মক না বলিয়া উপায় নাই। "বিপ্রেণ বিন্না"

(৭৯) "বিপ্রবৎ বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু বিপ্রবৎ।
জাত কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ। ৭॥
বৈশ্যাসু বিপ্রক্ষত্রাভ্যাং ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ।
অধমাদুত্তমায়ান্তু জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ॥ ৮॥" ১অ, ব্যাসসং।
(পঞ্চানন তর্করত্ন প্রকাশিত)

"ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা যে ব্রাহ্মণকন্যা, তাহাকে বিপ্রবিন্না কহে। বিপ্রবিন্না পত্নীতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদিসংস্কার ব্রাহ্মণের মত করিবে; ক্ষত্রবিন্নাপত্নী (ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রকন্যাকে ক্ষত্রবিন্না বলে) জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ক্ষত্রিয়-জাতির ন্যায় করিবে; ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিবাহিত শূদ্রকন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি শূদ্রের ন্যায় করিবে। ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বিবাহিত বৈশ্যকন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার বৈশ্যজাতির মত করিবে এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্যকর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্রকন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার শূদ্রজাতির মত করিবে। অধমজাতীয় পুরুষ হইতে উত্তমজাতির স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তান শূদ্রাপেক্ষা অধম।" (বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত)
ভট্টপল্লিনিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত অনুবাদ।

দেখা যায় যে অনুবাদের সর্ব্বত্রই মূল বচনের বিপ্রাৎ ক্ষত্রিয়াৎ বা বৈশ্যাৎ কিংবা বিপ্রেণ, ক্ষত্রিয়েণ, বৈশ্যেন, বিন্না এই অর্থ গৃহীত হইয়াছে, কেবল "ক্ষত্রবিন্নাসু" স্থলেই হয় নাই।

অথবা "বিপ্রাৎ বিন্না, বিবাহিতা যা সা বিপ্রবিন্না" পদ হয়। বিপ্রেণ ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহিতা—বিপ্রবিন্না, এরূপ পদ হইতে পারে না, জোর করিয়া (অনিয়মে) হইতে পারিত যদি মনু যাজ্ঞবল্ক্য ব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণের প্রণীত শাস্ত্রবিধিমতে প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-ও-শূদ্রকন্যাদিগকে বিবাহ না করিতেন। ক্ষত্রবিন্নার অর্থ তর্করত্ন মহাশয়, ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যা করিয়াছেন। ক্ষত্র আর বিন্না এই দুই শব্দের অর্থে কি প্রকারে ব্রাহ্মণ (বিপ্র) শব্দ উপলব্ধি হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। স্বীকার করিলাম, বিপ্রেষু কুলেষু বিন্না, ক্ষত্রেষু কুলেষু বিন্না, বিপ্রবিন্না ক্ষত্রবিন্না পদ হইতে পারে, কিন্তু বিপ্রকুলে ক্ষত্রকুলে বিন্না নারীকে কে বিবাহ করিল, বিবাহকর্ত্তা যে ব্রাহ্মণ তাহা কিসে উপলব্ধি হইবে? আর "বিপ্রবৎ বিপ্রবিন্নাসু" বাক্যের "বিপ্রেণ বিন্নাসু" অর্থাৎ "ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা যে" ইত্যাদি অর্থই বা তর্করত্নমহাশয় কিজন্য করিয়াছেন? তিনি ব্যাসসংহিতার মূলে (সংস্কৃতপুস্তকে) "ক্ষত্রবিন্নাসু বিপ্রবৎ" পাঠ মুদ্রিত করিয়াছেন। কিন্তু উহার অনুবাদ করিয়াছেন "ক্ষত্রবিন্না পত্নীতে (ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রকন্যাকে ক্ষত্রবিন্না বলে) জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ক্ষত্রিয়জাতির ন্যায় করিবে," জিজ্ঞাসা করি, "বিপ্রবৎ" বাক্যের অর্থ ক্ষত্রিয়জাতির ন্যায় হইতে পারে কি প্রকারে? এমতাবস্থায় তর্করত্ন মহাশয়ের প্রচারিত ব্যাসসংহিতার উক্ত বচনের মূল ও অনুবাদ উভয়ই যে ভ্রমাত্মক বা কৃত্রিম তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ব্যাসসংহিতার আলোচিত বচনের আমরা যে অনুবাদ করিয়াছি তাহাই যে শুদ্ধ ও সত্য, নিম্নোদ্ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচনের দ্বারা তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। যথা,—

> "বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
> অম্বষ্ঠো নিষাদঃ শূদ্র্যাং জাত পারশবঃ স্মৃতঃ ॥৯১॥
> বৈশ্যশূদ্র্যোস্তু রাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ তথা স্মৃতৌ।
> বৈশ্যাত্তু শূদ্র্যাং করণো বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥৯২॥"

প্রথম অধ্যায় যাজ্ঞবল্ক্যসং।

উদ্ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচনের অর্থ, বিপ্রাৎ বিন্নাসু ক্ষত্রিয়ায়াং বৈশ্যায়াং শূদ্র্যাং ইত্যাদি করিতে হইবে। বিপ্রাৎ বিন্নাসু আর বিপ্রবিন্নাসু এক কথাই। এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনের দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, উপরি উক্ত ব্যাসবচনের "বিপ্র

এই অধ্যায়ে [২১৬পৃ,] আমরা ব্যাস সংহিতার প্রথমাধ্যায়ের

"বিপ্রবৎ বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু ক্ষত্রবৎ।
জাতকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত বৈশ্যাবিন্নাসু বৈশ্যবৎ॥"

এই শ্লোকের যে অনুবাদ করিয়াছি, বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত ভট্টপল্লিনিবাসী শ্রীযুত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক প্রচারিত ব্যাস সংহিতার মূল ও অনুবাদ দেখিয়া কাহারও মনে তৎপ্রতি সন্দেহ হইতে পারে। উক্ত সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ আমরা এই কথা বলি যে, ব্যাসসংহিতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকন্যা ভার্য্যা বিহিত হইয়াছে (৭৯), এবং উক্ত বিধিতে দ্বিজগণের শূদ্রকন্যা ভার্য্যাও কচিৎ বিহিত হয় বলিয়া উক্ত আছে। ইহা দ্বারা ব্যক্ত হয় যে, ব্রাহ্মণ যে ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করিতেন, সেই কন্যাই কেবল বিপ্রবিন্না নহেন, ব্রাহ্মণ যে ক্ষত্রিয় বৈশ্যকন্যাদিগকে বিবাহ করিতেন, তাঁহারাও ন্যায়তঃ বিপ্রবিন্না। এমতাবস্থায় কেবল ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিবাহিতা ব্রাহ্মণকন্যাই বিপ্রবিন্না, এরূপ অনুবাদকে ভ্রমাত্মক না বলিয়া উপায় নাই। "বিপ্রেণ বিন্না"

(৭৯) "বিপ্রবৎ বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু বিপ্রবৎ।
জাত কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ॥ ৭॥
বৈশ্যাসু বিপ্রক্ষত্রাভ্যাং ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ।
অধমাদুত্তমায়াস্তু জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ॥ ৮॥" ১অ, ব্যাসসং।
(পঞ্চানন তর্করত্ন প্রকাশিত)

"ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা যে ব্রাহ্মণকন্যা, তাহাকে বিপ্রবিন্না কহে। বিপ্রবিন্না পত্নীতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদিসংস্কার ব্রাহ্মণের মত করিবে; ক্ষত্রবিন্নাপত্নী (ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রকন্যাকে ক্ষত্রবিন্না বলে) জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ক্ষত্রিয়-জাতির ন্যায় করিবে; ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিবাহিত শূদ্রকন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি শূদ্রের ন্যায় করিবে। ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বিবাহিত বৈশ্যকন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার বৈশ্যজাতির মত করিবে এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্যকর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্রকন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার শূদ্রজাতির মত করিবে। অধমজাতীয় পুরুষ হইতে উত্তমজাতির স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তান শূদ্রাপেক্ষা অধম।" (বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত)
ভট্টপল্লিনিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত অনুবাদ।

দেখা যায় যে অনুবাদের সর্ব্বত্রই মূল বচনের বিপ্রাৎ ক্ষত্রিয়াৎ বা বৈশ্যাৎ কিংবা বিপ্রেণ, ক্ষত্রিয়েণ, বৈশ্যেন, বিন্না এই অর্থ গৃহীত হইয়াছে, কেবল "ক্ষত্রবিন্নাসু" স্থলেই হয় নাই।

অথবা "বিপ্রাৎ বিন্না, বিবাহিতা যা সা বিপ্রবিন্না" পদ হয়। বিপ্রেণ ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহিতা—বিপ্রবিন্না, এরূপ পদ হইতে পারে না, জোর করিয়া (অনিয়মে) হইতে পারিত যদি মনু যাজ্ঞবল্ক্য ব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণের প্রণীত শাস্ত্রবিধিমতে প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-ও-শূদ্রকন্যাদিগকে বিবাহ না করিতেন। ক্ষত্রবিন্নার অর্থ তর্করত্ন মহাশয়, ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যা করিয়াছেন। ক্ষত্র আর বিন্না এই দুই শব্দের অর্থে কি প্রকারে ব্রাহ্মণ (বিপ্র) শব্দ উপলব্ধি হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। স্বীকার করিলাম, বিপ্রেষু কুলেষু বিন্না, ক্ষত্রেষু কুলেষু বিন্না, বিপ্রবিন্না ক্ষত্রবিন্না পদ হইতে পারে, কিন্তু বিপ্রকুলে ক্ষত্রকুলে বিন্না নারীকে কে বিবাহ করিল, বিবাহকর্ত্তা যে ব্রাহ্মণ তাহা কিসে উপলব্ধি হইবে? আর "বিপ্রবৎ বিপ্রবিন্নাসু" বাক্যের "বিপ্রেণ বিন্নাসু" অর্থাৎ "ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা যে" ইত্যাদি অর্থই বা তর্করত্নমহাশয় কিজন্য করিয়াছেন? তিনি ব্যাসসংহিতার মূলে (সংস্কৃতপুস্তকে) "ক্ষত্রবিন্নাসু বিপ্রবৎ" পাঠ মুদ্রিত করিয়াছেন। কিন্তু উহার অনুবাদ করিয়াছেন "ক্ষত্রবিন্না পত্নীতে (ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রকন্যাকে ক্ষত্রবিন্না বলে) জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ক্ষত্রিয়জাতির ন্যায় করিবে," জিজ্ঞাসা করি, "বিপ্রবৎ" বাক্যের অর্থ ক্ষত্রিয়জাতির ন্যায় হইতে পারে কি প্রকারে? এমতাবস্থায় তর্করত্ন মহাশয়ের প্রচারিত ব্যাসসংহিতার উক্ত বচনের মূল ও অনুবাদ উভয়ই যে ভ্রমাত্মক বা কৃত্রিম তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ব্যাসসংহিতার আলোচিত বচনের আমরা যে অনুবাদ করিয়াছি তাহাই যে শুদ্ধ ও সত্য, নিম্নোদ্ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচনের দ্বারা তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। যথা,—

"বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠো নিষাদঃ শূদ্র্যাং জাত পারশবঃ স্মৃতঃ ॥৯১॥
বৈশ্যশূদ্র্যোস্তু রাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ তথা স্মৃতৌ।
বৈশ্যাত্তু শূদ্র্যাং করণো বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥৯২॥"

প্রথম অধ্যায় যাজ্ঞবল্ক্যসং।

উদ্ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচনের অর্থ, বিপ্রাৎ বিন্নাসু ক্ষত্রিয়ায়াং বৈশ্যায়াং শূদ্র্যাং ইত্যাদি করিতে হইবে। বিপ্রাৎ বিন্নাসু আর বিপ্রবিন্নাসু এক কথাই। এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনের দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, উপরি উক্ত ব্যাসবচনের "বিপ্র

বিপ্রাসু” পদের অর্থ কেবল ব্রাহ্মণের বিবাহিতা ব্রাহ্মণকন্যা নহে। বিপ্রবিপ্রা বলিতে ব্রাহ্মণের বিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা ও শূদ্রকন্যা পত্নীদিগকেও বুঝায়।

"উঢ়ায়াং হি সবর্ণায়ামন্যাং বা কামমুদ্বহেৎ।
তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রো ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে ॥ ১০ ॥
উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়ো বিশাম্।
স তু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম্ ॥ ১১ ॥"

২অ, ব্যাসসংহিতা।

উদ্ধৃত ব্যাসসংহিতার দুইটী বচনের মধ্যে ১০ শ্লোকের যে অনুবাদ তর্করত্ন মহাশয় করিয়াছেন (৮০), তাহা না করিলে হয় না, কারণ প্রথমাধ্যায়ের "বিপ্র বিপ্রাসু" বাক্যের যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহার সহিত ঐক্য থাকা চাই তো? যদি প্রাচীনকালে সবর্ণাকে বিবাহ করিয়া অসবর্ণাকে বিবাহ করিলে সবর্ণে উৎপন্না পত্নীর ও ব্রাহ্মণাদির জাতিচ্যুত এবং সবর্ণে জাত পত্নীর পুত্রের অসবর্ণ হইবার কোন বিধি মন্বাদি স্মৃতিতে থাকিত, তাহা হইলে আমরা অনুবাদকের অর্থ স্বীকার করিতাম। ব্যাসসংহিতার উপরি উক্ত ১০ শ্লোকের পরবর্ত্তী ১১ শ্লোকেই যখন ব্যাস ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকন্যা বিবাহের বিধি দিয়াছেন, তখন সে আশঙ্কা করা বৃথা। সবর্ণাতে সবর্ণপুত্র হইবে অসবর্ণ হইবে না, তাহা বলা বাহুল্য, সুতরাং অসবর্ণে উৎপন্না পত্নীর পুত্র সবর্ণ হইবে অসবর্ণ হইবে না, কোন অংশে হীন হইবে না, ইহাই প্রচারকবিবার অভিপ্রায়েই ব্যাস উক্ত বচনে "তস্যাং" পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার অর্থ বিবাহসংস্কার দ্বারা অসবর্ণে উৎপন্না পত্নী ব্রাহ্মণাদির সবর্ণা হইতেন, সুতরাং তদুৎপন্ন পুত্রও সবর্ণ হইতে হীন হইবে না। যে ব্যাস মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে বলিয়াছেন,

"ত্রিষু বর্ণেষু জাতেষু ব্রাহ্মণাদ্‌ব্রাহ্মণো ভবেৎ।"

তিনি যে স্বীয় সংহিতায় তর্করত্ন অনুবাদকের উক্ত কথা কহিতে পারেন না, তাহা অনুবাদক মহাশয়ের স্মরণকরা উচিত ছিল।

---

(৮০) "সবর্ণা বিবাহ করিয়া ইচ্ছা হইলে অন্য বর্ণাযাকেও বিবাহ করিতে পারে, তাহা হইলে পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভসম্ভূত পুত্র অসবর্ণ হইবে না।" ইত্যাদি।

ভট্টপল্লীনিবাসী পঞ্চানন তর্করত্নকৃত অনুবাদ

ভৃগুবংশীয় ঋচিক চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়, গাধিরাজার কন্যা সত্যবতীকে তিনি বিবাহ করেন, ইহা অনুলোমবিবাহ (৮১), ইহাতেই জমদগ্নি জন্মগ্রহণ করেন। জমদগ্নি আবার ইক্ষ্বাকুবংশীয় ক্ষত্রিয় রেণু নামক নৃপতির রেণুকানাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহাও অনুলোমবিবাহ। এই বিবাহেই পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন। জমদগ্নি পরশুরাম প্রভৃতি সকলেই মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ (৮২)। জমদগ্নি-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ এখনও পশ্চিমদেশে যথেষ্ট আছেন। এই বংশেই বাৎস্য ও সাবর্ণ মুনির জন্ম হয়, এই উভয়গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এবং রাঢ়ীয় বারেন্দ্র প্রভৃতি শ্রেণীতে বঙ্গদেশেও যথেষ্ট আছেন (৮৩)। এমতাবস্থায় ইঁহারা সকলেই মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতার কথিত অনুলোমবিবাহোৎপন্ন

---

(৮১) মহর্ষি ভৃগুই মনুসংহিতার ২ হইতে ১২ অধ্যায় পর্য্যন্তের বক্তা। ভৃগুপুত্র চ্যবন তৎপুত্র ঋচিকের উক্ত বিবাহ যে মনূক্ত অনুলোমবিবাহ ইহা না বলিয়া উপায় নাই।

(৮২) "গাধির্নাম কৌশিকোঽভবৎ। গাধিশ্চ সত্যবতীং নাম কন্যামজনয়ৎ। তাঞ্চ ভার্গব ঋচিকো বব্রে। ....।৫।৬। অনন্তরঞ্চ সা জমদগ্নিমজীজনৎ। ....। ....। জমদগ্নিরিক্ষ্বাকুবংশোদ্ভবস্য রেণোঃ তনয়াং রেণুকামুপযেমে। তস্যাঞ্চাশেষক্ষত্রবংশহন্তারং পরশুরামসংজ্ঞং ভগবতঃ সকললোকগুরোর্নারায়ণস্যাংশং জমদগ্নিরজীজনৎ। ১৬।" ৭অ, ৪অং, বিষ্ণুপুরাণ।

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অধ্যায়ে মান্ধাতানৃপতির পঞ্চাশৎ কন্যাকে ব্রহ্মর্ষি সৌরভি বিবাহ করেন, তাহাতে বহুতর মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ হন বলিয়া উক্ত আছে।

মহাভারতীয় আদিপর্ব্ব, অনুশাসনপর্ব্বের ২অ, ৪অ, ৪২অ, এবং শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্দের তৃতীয়, পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায় ও হরিবংশ দেখ।

উদ্ধৃত প্রমাণগুলিতে স্পষ্টই ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কন্যা-পত্নীতে জাত সন্তানগণের ব্রাহ্মণবর্ণ হওয়ার ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে।

"বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠো" ইত্যাদি। ১অ, যাজ্ঞবল্ক্যসং।

(৮৩) "ভৃগুশ্চ চ্যবনশ্চৈব আপ্নুবানস্তথৈব চ।
ঔর্ব্বশ্চ জমদগ্নিশ্চ বাৎস্যো দণ্ডির্নড়ায়নঃ॥ ১৭
বৈহিনরির্বিরূপাক্ষৌ বৌহিত্যায়নিরেব চ।
বৈশ্বানরিস্তথা নীলী লুব্ধঃ সাবর্ণিকশ্চ সঃ॥ ১৯"

ভৃগুবংশ, ১৯৫অ মৎস্যপুরাণ।

মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ হইতেছেন। ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণদিগের ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করা ও তাহাতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ হওয়ার ইতিহাস প্রদর্শিত হইল। অনুসন্ধান

বাৎস্য সাবর্ণি উভয়েই ভৃগুবংশীয়। মহিমচন্দ্র মজুমদারকৃত গৌড়ে ব্রাহ্মণনামক পুস্তকের ২৬ পৃষ্ঠা গোত্রপ্রবর সংখ্যা দেখ।

বঙ্গদেশের রাঢ়ীয় বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীনের মধ্যেও এই বাৎস্য ও সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ আছেন। যথা,—

১। "শাণ্ডিল্যগোত্রজঃ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোঽপি কাশ্যপশ্রেষ্ঠঃ বাৎস্যশ্রেষ্ঠোঽপি ছান্দড়ঃ॥
... ... ।
বেদগর্ভোপি সাবর্ণো যথাবেদপ্রসিদ্ধকঃ॥"

৫৮পৃ, গৌড়েব্রাহ্মণ পুস্তকধৃত কুলরাম বচন।

"... ... ... ।
ধরাধরো বাৎস্যগোত্রস্তড়িতগ্রামতঃ স্বয়ং।

২। ... ... ।
পরাশরস্তু সাবর্ণো মদ্রদেশাৎ সমাগতঃ।"

৫৯পৃ, গৌড়েব্রা, ধৃত বারেন্দ্র কুলপঞ্জী।

২। ... ... ।
বাৎস্যগোত্রসমুৎপন্নশ্ছান্দড়ো মুনিসত্তমঃ।
বেদগর্ভশ্চ সাবর্ণো মদ্রদেশাৎ সমাগতঃ॥ ঐ
কাশ্যপেঽষ্টাদশজ্ঞেয়াঃ শাণ্ডিল্যে চ চতুর্দ্দশ।
চতুর্ব্বিংশতির্বাৎস্যেঽপি ভরদ্বাজে তথা বিধিঃ।
সাবর্ণে বিংশতির্জ্ঞেয়াঃ গ্রামাহি গাঞিনামকাঃ।

১। সঙ্গামিনী ভীমকালী ভট্টশালী তথৈব চ।
কামকালী কুড়ম্বশ্চ ভাড়িয়ালস্তু লক্ষকঃ। ইত্যাদি।
... ... ।
কালিন্দী চতুরা বন্দী বাৎস্যগোত্রে প্রকীর্ত্তিতাঃ।

৫। সিংদিয়ড় পাকড়ী চ দধিস্থলীচ সেদড়ি।
... ... ।
সাবর্ণে কথিতা এতে গ্রামাহি বিংশতিঃ স্মৃতাঃ॥

৯৭।৯৮পৃ, গৌড়েব্রা, বারেন্দ্রকুলবিবরণ।

করিলে অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি সকল গোত্রেই উহা দেখান যাইতে পারে (৮৪)। প্রাচীনপ্রকালের আর্য্যসমাজে যখন অনুলোমবিবাহ

সন্ন্যাসিনী অর্থ, সান্ন্যাল। উক্ত পুস্তক মূল দেখ। এতদ্দেশীয় ভট্টশালীগ্রামী সুপ্রসিদ্ধ ময়ূরভট্ট বাৎস্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ। গৌড়েব্রা, পু, ১৩৮পৃ, দেখ।

৩। হলনামা চ গাঙ্গুলী কুণ্ডোরাজাধরাস্তথা। ইঃ।
এতে পুত্রা মহাপ্রাজ্ঞাঃ সবর্ণে দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥

১। অষ্টাবথ পরিজ্ঞেয়া উদ্ভূতাশ্চন্দড়ান্মুনেঃ। গাঞিনাম যথা।
কাঞ্জি বিল্লি মহিন্তা চ পুতি তৃপ্তশ্চ পিপ্পলী।
... ... ।
শিমলালশ্চ বিজ্ঞেয়া ইমে বাৎস্যকসংজ্ঞকাঃ।

১৮৮।১৮৯পৃ, গৌড়ে ব্রা, রাঢ়ীয় বিবরণ দেখ।

৯৭ হইতে ১২০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত গৌড়ে ব্রাহ্মণ পুস্তকের রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবিবরণ পাঠ কর। ১২১ হইতে ২৪০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত উক্ত পুস্তকে বঙ্গীয় দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য বৈদিক বৃত্তান্তেও ভৃগুবংশীয় বাৎস্য ও সাবর্ণ গোত্রীয় মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ থাকা জানা যায়। বশিষ্ঠ, অক্ষমালাকে ও মন্দপাল সারঙ্গী নাম্নী শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করেন, তাহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হয়। পরাশর ধীবরকন্যা সত্যবতীতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে উৎপন্ন করেন। এই সকল প্রমাণেই বুঝিতে পারা যায় যে, বশিষ্ঠ শক্তি প্রভৃতি গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় বৈশ্যকন্যাদিগকে বিবাহ করিতেন এবং তাহাতে প্রাচীনকালে বহুসংখ্যক মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশ উক্ত গোত্রীয় ব্রাহ্মণ জাতিতেই আছেন। দ্রোণ অর্থাৎ কলসে মনুষ্যবীর্য্য হইতে কোন মতেই সন্তান হইতে পারে না, সুতরাং ভরদ্বাজের বীর্য্যে উর্ব্বশীতেই দ্রোণাচার্য্যের জন্ম। ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণমাত্রেই এই দ্রোণের বংশ। এমতাবস্থায় উক্ত জাতীয় ব্রাহ্মণেরা যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিতেন এবং তাহাতে যে উক্ত গোত্রে মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বহুতর হইয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য।

(৮৪) কান্যকুব্জ বংশাবলী নামক পুস্তকে জানা যায় যে, তৎপ্রদেশে ভারদ্বাজগোত্রীয় মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ আছেন যথা,—

অথ ভারদ্বাজগোত্রব্যাখ্যানম্।—"শ্রীমন্মহর্ষি ভারদ্বাজ জী জিনকী ভারদ্বাজসংহিতামে বাণ বিদ্যা হৈ জো আজ কাল প্রায় হো গই হৈ তিন ভারদ্বাজজীকে শিষ্য তপোধন নাম ব্রহ্মচারিণে অপনে গুরু ভারদ্বাজ জীকী আজ্ঞাসে চিত্রকূটকে রাজা মহীপাল অগ্নিবংশীকী সৌভাগ্যবতী নাম্নী কন্যাসে বিবাহ কিয়া ঔর অঙ্গেঠা নাম গ্রামমেঁ নিবাসকিয়া বহাং অনেক ব্রাহ্মণো বুলায় অগ্নিহোত্র করকে ব্রাহ্মণোকো দান দক্ষিণাসে সন্তুষ্ট কিয়া। ব্রাহ্মণোনে তপোধন জীকো অগ্নিহোত্রী কহা ঔর ভারদ্বাজগোত্র প্রমাণ দিয়া। তিন তপোধন অগ্নি-

প্রচলিত ছিল, তখন অনুসন্ধান করিলে আর্য্যশাস্ত্র হইতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের এখনও ব্রাহ্মণজাতিতে থাকার আরও যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। উত্তর পশ্চিম ভারতে শাকলদ্বীপী বলিয়া একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা যে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তাহা বৈদ্যপুরাবৃত্তের ব্রাহ্মণাংশের উত্তরখণ্ডে প্রদর্শিত হইবে। মথুরার নিকটবর্ত্তী ভদ্রোলক প্রদেশে অঙ্কলা নামক স্থানে ব্রাহ্মণাচার-বিশিষ্ট অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ আছেন (৮৫)। উড়িষ্যা ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশে ধর, কর, দাস, দত্ত, দেব প্রভৃতি উপাধিধারী ব্রাহ্মণ অনেক আছেন। অস্মদ্দেশীয় ধর, কর, দাস, দত্ত, দেব উপাধিবিশিষ্ট অম্বষ্ঠদিগের গোত্রের সহিত ঐ সকল ব্রাহ্মণের গোত্রেরও একতা দেখা যায়, ইহার দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, ইহারাও স্কন্দ-পুরাণোক্ত অম্বষ্ঠ (৮৬)। গয়ালী ঠাকুরদিগের মধ্যে গুপ্ত উপাধি আছে, অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় তাঁহারাও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণই হইবেন।

হোত্রীকে সাতবীং পীঢ়ীমে এক ধীরধর নাম প্রতাপী উৎপন্ন ভয়ে সো ধীরধর অঁগেঠাকে অগ্নিহোত্রী (ধীরধরকে পুত্র ৫) বালমুকুন্দ ১, দেবকীনন্দন ২, অঘমোচন ৩, মদমোচন ৪, বিহারী ৫। বালমুকুন্দ ঐঁধীপুরকে তিবারী কহায়ে দেবকীনন্দন তিবারী পুরকে তিবারী অঘমোচন চৌসাকে দুবে, মদমোচন সিহোঁনীকে দুবে, বিহারী খুলহাকে দুবে (বালমুকুন্দকে পুত্র ২; হীরা ১, পিহুন ২, শঙ্কর ৩ ইত্যাদি।"

৩৮পৃ, দেবনাগর অক্ষরে বোম্বের ছাপা, কান্যকুব্জ বংশাবলী।
শ্রীবেঙ্কটেশ্বর ছাপাখানায় প্রাপ্তব্য।

অগ্নিবংশীয় নৃপতিগণ ক্ষত্রিয়, টড্ সাহেবকৃত রাজস্থান দেখ।

(৮৫) "সমস্তজনপদতিলককল্পে শ্রীভদোলকদেশে নগরীবরমথুরাসমীপে অঙ্কলানামকং বৈদ্যস্থানমস্তি। যত্র সৌরবঙ্গজা ব্রাহ্মণাঃ সমস্তভূমিপতিমান্যা অশ্বিনীকুমারসমানাঃ পার্ব্বণ-চন্দ্ররুচিযশঃপ্রসাধিতদিঙ্মণ্ডলাবৈদ্যাশ্চাভুবন্। তদন্বয়ে গোবিন্দনাম্না চিকিৎসকশিরোমণি-রভূৎ। ততস্তৎপুত্রো ভিষকৃশিরোমুকুটমণির্জয়পালঃ সমজনি। তত্তনয়শ্চ সমস্তশাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞো ভরতপালঃ সঞ্জাতঃ। তৎপুত্রঃ স্বকুলনভস্তলচন্দ্রমা বিবেকবৃহস্পতিঃ নৃপতিবল্লভঃ শ্রীডল্লনঃ সমভূৎ।" ইত্যাদি।

মঙ্গলাচরণ "নিবন্ধসংগ্রহ" টীকা ডল্লনাচার্য্যকৃত—সুশ্রুতসংহিতা। ডল্লনাচার্য্য অমৃতাচার্য্য প্রভৃতি নাম দ্বারাই পরিব্যক্ত হয় যে অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) ব্রাহ্মণজাতি। ব্রাহ্মণ ব্যতীত আচার্য্য উপাধি অন্য জাতিতে নাই।

(৮৬) "দক্ষিণে গতবান্ ধর শিচত্রকূটসমাশ্রিতঃ। ৮২।

বশিষ্ঠপত্নী অক্ষমালা, মন্দপালের ভার্য্যা শারঙ্গী, কণাদজননী উলকী, শুকদেবের জননী শুকী, ইহারা সকলেই শূদ্রকন্যা হইয়াও ব্রাহ্মণ মহর্ষিদিগের সহিত পরিণীতা হওয়াতে ব্রাহ্মণী (ব্রাহ্মণজাতি) হইয়াছিলেন (৮৭)। ইহাদিগের সন্তানেরাও সকলেই ব্রাহ্মণ। দাসকন্যা অবিবাহিতা সত্যবতীতে মহর্ষি পরাশরের বীর্য্যে উৎপন্ন পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসও ব্রাহ্মণ (৮৮)। উপরি উক্ত বশিষ্ঠ ও পরাশরগোত্রীয় ব্রাহ্মণ (পরাশরগোত্রীয় অর্থাৎ উক্ত ব্যাস ও তৎপুত্র শুকদেবের বংশীয় ব্রাহ্মণ) এখন ভারতে যথেষ্ট আছেন (৮৯)।

ময়ূরগ্রামে গতবান্ দত্তঃ শূদ্রাচারপরায়ণঃ।
স্বস্থানঞ্চ পরিত্যজ্য লীলাচলে দেবাশ্রিতঃ। ৯২।" বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণ,
বিবরণখণ্ড স্কন্দপুরাণ।

এ সকল স্থান উড়িষ্যা ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশেরই নিকটস্থ প্রদেশ। ময়ূরগ্রাম সম্ভবতঃ ময়ূরভঞ্জ হইতে পারে। উদ্ধৃত বচনের ধর, দত্ত, দেবোপাধি অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের দেখাদেখি পরবর্ত্তী কালে আরও অনেকে যে উক্ত প্রদেশে গিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ কি ?

(৮৭) "যাদৃগ্‌গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্‌গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা ॥২২॥
অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাঽধমযোনিজা।
শারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হণীয়তাম্ ॥ ২৩ ॥" ৯অ, মনুসং।
ভাষ্য টীকা দেখ।

"পরাশরকুলোদ্ভূতঃ শুকোনাম মহাতপাঃ।
ভবিষ্যতি যুগে চাস্মিন্ মহাযোগী দ্বিজর্ষভঃ।
ব্যাসাদরণ্যাং সম্ভূতো বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্ ॥" ১৮অ, হরিবংশ।
৬ষ্ঠ খণ্ড নব্যভারত ৬সংখ্যা বর্ণভেদ প্রবন্ধ দেখ।

(৮৮) "শান্তনোর্দাসকন্যায়াং জজ্ঞে চিত্রাঙ্গদঃ সুতঃ।
বিচিত্রবীর্য্যশ্চাবরজো নাম্না চিত্রাঙ্গদো হতঃ ॥ ১৬
যস্যাং পরাশরাৎ সাক্ষাদবতীর্ণো হরেঃ কলা।
বেদগুপ্তো মুনিঃ কৃষ্ণো যতোঽহমিদমধ্যগাম্ ॥ ১৭ ॥"
২২অ, ৯স্ক, শ্রীমদ্ভাগবত।
মহাভারত আদিপর্ব্ব ও হরিবংশ দেখ।

(৮৯) ৮৭ টীকাধৃত হরিবংশীয় বচনের পরে,—
"স তস্যাং পিতৃকন্যায়াং পীবর্য্যাং জনয়িষ্যতি।
কন্যাং পুত্রাংশ্চ চতুরো যোগাচার্য্যান্ মহাবলান্ ॥

চণ্ডালীর পুত্র বিশ্বামিত্র ও বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠও ব্রাহ্মণ। বিভাণ্ডক মুনির পুত্র হরিণীর গর্ভজাত ঋষ্যশৃঙ্গও ব্রাহ্মণ (৯০)। এই সকল প্রমাণ দ্বারা এই ইতিহাস পরিব্যক্ত হয় যে, প্রাচীনকালে বিবাহিতা অবিবাহিতা স্ত্রীতে, বেশ্যাতে, শূদ্রাতে, পশুতে (৯১) পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের বীর্য্যে ব্রাহ্মণ হইত (৯২)।

কৃষ্ণং গৌরং প্রভুং শম্ভুং কন্যাং কীর্ত্তিং তথৈব চ।

একাদশস্তস্য জননী মহিষীত্বমুহস্ত চ॥" ইত্যাদি। ১৮অ, হরিবংশ।

. সত্য ত্রেতা প্রভৃতি যুগের মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের বংশ যে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-জাতিতে আছে, এই সকল প্রমাণদৃষ্টে তাহা নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয়। মনু যাজ্ঞবল্ক্য ও ব্যাসসংহিতা প্রভৃতি দ্বারা যখন সত্য হইতে কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণমাত্রেরই মূর্দ্ধাভি-ষিক্ত অম্বষ্ঠ পুত্রগণের উৎপত্তির ইতিহাস পরিস্ফুট হয়, তখন ব্রাহ্মণের মধ্যে এমন গোত্র নাই যাহাতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ না আছে।

(৯০) ব্রহ্মোবাচ—

"সচ্ছোত্রিয়কুলে জাতো হ্যক্রিয়ো নৈব পূজিতঃ।

অসৎক্ষেত্রকুলে পূজ্যো ব্যাসো বৈভাণ্ডকো যথা॥

ক্ষত্রিয়াণাং কুলে জাতো বিশ্বামিত্রোঽস্তি পূজিতঃ।

বেশ্যাপুত্রো বশিষ্ঠশ্চ অন্যে সিদ্ধাদ্বিজাতয়ঃ॥" ৪৩অ, সৃষ্টিখণ্ড, পদ্মপু

ঋষ্যশৃঙ্গ, ব্যাস, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুণে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, এই কথা যাঁহারা বলিবেন, তাঁহাদিগকে আমরা বলি যে, ব্রাহ্মণজাতিতেই ব্রাহ্মণ হয় ইহা যাঁহাদিগের মত, তাঁহারা উক্ত কথা বলিতে পারেন না। বৈদ্যোৎপত্তি অধ্যায়ে প্রাচীনকালের অম্বষ্ঠদিগের গুণবিষয়ক ইতিহাস প্রদর্শিত হইয়াছে; সুতরাং প্রাচীনকালের অম্বষ্ঠ অব্রাহ্মণ, যাঁহারা গুণের পক্ষপাতী তাঁহারা একথা বলিতে পারেন না।

(৯১) আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ দ্রোণাচার্য্যের জন্ম কলসে হয়, ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না, প্রকৃত প্রস্তাবে ভরদ্বাজঋষির বীর্য্যে ঘৃতাচীতে (স্বর্গবেশ্যাতে) দ্রোণাচার্য্যের উৎপত্তি, ইহাই সত্য কথা। পশুযোনিতে মনুষ্যের বীর্য্যে সন্তান হইত, ইহাও আমরা বিশ্বাস করি না। যাঁহারা উহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতিকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, তাঁহারা যে অনুলোমজ পুত্রদিগকে পিতৃজাতি-চ্যুত করেন নাই এবং তাঁহাদের সময়ে তাঁহারা পিতৃজাতি হইতেন, ইহাই দেখাইবার জন্য আমরা ঐ সকল কথা প্রমাণস্থলে গ্রহণ করিলাম।

(৯২) "গঙ্গাদ্বারং প্রতি মহান্ বভূব ভগবানৃষিঃ।

ভরদ্বাজ ইতি খ্যাতঃ সততং সংশিতব্রতঃ। ইঃ।

এতাবস্থায় ব্রাহ্মণের অনুলোমবিবাহিতা পত্নীর পুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠাদি যে প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণজাতি হইতেন, তাহা পুনঃ পুনঃ বলা অতীব বাহুল্য। মনুসংহিতায় বীজপ্রভাবে তীর্য্যক্ যোনিতে জাত ঋষ্যশৃঙ্গ, মন্দপাল প্রভৃতিকেও ব্রাহ্মণত্ব প্রদত্ত হইয়াছে (৯৩), সেই মনুসংহিতার ভাষ্য ও টীকা করিতে যাইয়া

দদর্শাপ্সরসং সাক্ষাৎ ঘৃতাচীমাপ্লুতামৃষিঃ॥ ইঃ।

আদিপর্ব্ব ১৩১অ, মহাভারত।

ভরদ্বাজস্য চ স্কন্নং দ্রোণ্যাং শুক্রমবর্দ্ধত।

মহর্ষেরুগ্রতপসস্তস্মাদ্ দ্রোণো ব্যজায়ত॥"

গৌতমান্মিথুনং জজ্ঞে শরস্তম্বাচ্ছরদ্বতঃ।

অশ্বত্থাম্নশ্চ জননী কৃপশ্চৈব মহাবলঃ॥ ইঃ। ৬৩অ, ঐ ঐ।

"শ্রুত্বা তু সর্পসত্রায় দীক্ষিতং জনমেজয়ম্।

জনয়ামাস যং কালী শক্তেঃ পুত্রাৎ পরাশরাৎ।

কন্যৈব যমুনাদ্বীপে পাণ্ডবানাং পিতামহম্॥"

আদিপর্ব্ব, ৬০অ, মহাভারত।

(৯৩) "বীজমেকে প্রশংসন্তি ক্ষেত্রমেকে মনীষিণঃ।

বীজক্ষেত্রে তথৈবান্যে তত্রেয়ন্তু ব্যবস্থিতিঃ॥ ৭০॥

অক্ষেত্রে বীজমুৎসৃষ্টমন্তরেব বিনশ্যতি।

অবীজকমপি ক্ষেত্রং কেবলং স্থণ্ডিলং ভবেৎ॥ ৭১॥

যস্মাদ্বীজপ্রভাবেণ তির্য্যগ্জা ঋষয়োঽভবন্।

পূজিতাশ্চ প্রশস্তাশ্চ তস্মাদ্বীজং প্রশস্যতে॥ ৭২॥" ১০অ, মনুসং।

ভাষ্য—"........। কেচিদাহুর্বীজমেব জ্যায়স্তথা চ ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ ক্ষত্রিয়াদিস্ত্রীষু মাতৃজাতিত উৎকৃষ্টঃ। অন্যে পুনরাহুঃ ক্ষেত্রং শ্রেষ্ঠং যতঃ ক্ষত্রিয়ো যত্র ক্ষেত্রে জাতঃ তজ্জাতীয়ো ভবতি তস্যৈব চ তদপত্যম্। ইঃ। ৭০।

অক্ষেত্রে উষরে উৎসৃষ্টমুত্তমমপি বীজমন্তরৈবাদত্বৈব ফলং নশ্যতি। অবীজমযোগ্যবীজকং বা ক্ষেত্রং স্থণ্ডিলমেব ভবেৎ কেবলম্। ততো ন ফলং লভ্যত ইত্যর্থঃ। ৭১।

পূজিতাঃ সর্ব্বেণ কেনচিৎ প্রণম্যন্তে প্রশস্তাঃ স্তুতিবচনৈঃ স্তূয়ন্তে তস্মাদ্বীজং বিশিষ্যত ইতি বীজপ্রাধান্যবাদিনস্তদেতদযুক্তং তত্রেয়ন্তু ব্যবস্থিতি রিতি। .... বীজ প্রাধান্যা-ন্মন্দপালাদীনাং তির্য্যগজা ঋষয় ইতি বীজপ্রাধান্যং তদ্দর্শনাৎ, ন তত্র বীজপ্রাধান্যেন তদপত্যানামৃষিত্বমপি তু তপঃশ্রুতাদিজেন প্রভাবেণ ধর্ম্মবিশেষেণ।৭২। মেঃ।"

ভট্ট মেধাতিথি এবং ভট্ট কুল্লূক ব্রাহ্মণের মনুষ্য (দ্বিজ) কন্যাপত্নীর পুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠাদিকে অব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, ধন্য তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্যে, ধর্ম্মভাবে ও জাতিভেদপ্রবৃত্তিকে! ভট্ট কুল্লূক মনুসংহিতার টীকার প্রারম্ভে ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন (৯৪), করিবার কথাই বটে।

৯৩টীকাধৃত ৭০।৭১।৭২ এই ৩টি মনুবচনের সরলার্থ দ্বারা উপলব্ধি হয় যে, মনুর পূর্ব্বেই কোন কোন ঋষি বীজের, কোন কোন ঋষি ক্ষেত্রের, কেহ কেহ বা বীজক্ষেত্র উভয়েরই প্রাধান্য (তুল্যতা) স্বীকার করিতেন, কিন্তু ভগবান্ মনু তাহারই মীমাংসা করিতে যাইয়া বলিতেছেন, ক্ষেত্রহীন বীজ ও বীজবিহীন ক্ষেত্র উভয়ই অকর্ম্মণ্য, এই হেতু দ্বারা সন্তানোৎপাদনবিষয়ে বীজ এবং ক্ষেত্রের উৎকর্ষতা ও প্রয়োজনীয়তার তুল্যতা সত্ত্বেও বীজেরই প্রভাব অধিক দেখা যায়, যেহেতু ব্রাহ্মণ বেদবেত্তা ঋষিদিগের বীজপ্রভাবে তির্য্যগ্ যোনিজ (অর্থাৎ একান্ত নীচজাতীয়া স্ত্রীতেও) বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ঋষিগণেরই উৎপত্তি হইয়াছে। ভাষ্য আর টীকাকার ৭০ শ্লোকের ভাষ্য টীকাতে যে বলিয়াছেন, ক্ষেত্রস্বামীরই পুত্র হয় অতএব ক্ষেত্রই প্রধান, এই অর্থ, মনুর উক্ত বচনের নহে, তাঁহাদিগের স্বকল্পিত। এখানে ক্ষেত্রের অর্থ স্ত্রীজাতি, ক্ষেত্রস্বামী বলিতেও স্ত্রীর পতিকেই

টীকা—"………। কেচিৎ পণ্ডিতা বীজং স্তুবন্তি হরিণ্যামুৎপন্নস্য ঋষ্যশৃঙ্গাদের্ঋমুনিত্ব-দর্শনাৎ। অপরে পুনঃ ক্ষেত্রং স্তুবন্তি ক্ষেত্রস্বামিপুত্রদর্শনাৎ অন্যে পুনর্বীজক্ষেত্রে উভে অপি স্তুবন্তি সুবীজস্য সুক্ষেত্রে সমৃদ্ধিদর্শনাৎ এতস্মিন্ মতভেদে বক্ষ্যমাণেয়ং ব্যবস্থা জ্ঞেয়া। ৭০। কু,।

অক্ষেত্রে ইতি। উষরপ্রদেশে বীজমুপ্তং ফলমদদদন্তরাল এব বিনশ্যতি শোভনমপি ক্ষেত্রং বীজরহিতং স্থণ্ডিলমেব কেবলং স্যাৎ ন তু শস্যমুৎপদ্যতে তস্মাৎ প্রত্যেকনিন্দয়া সুবীজ-ঞ্চৈব সুক্ষেত্র ইতি প্রাগুক্তং উভয়প্রাধান্যমেবাভিমতম। ৭১। কু,।

ইদানীং বীজপ্রাধান্যপক্ষে দৃষ্টান্তমাহ যস্মাদিতি। যস্মাদ্বীজমাহাত্ম্যেন তির্য্যগ্জাতিহরিণ্যাদি-জাতা অপি ঋষ্যশৃঙ্গাদয়ো মুনিত্বং প্রাপ্তাঃ পূজিতাশ্চ অভিবাদাত্মাদিনা বেদজ্ঞানাদিনা প্রশস্তা বাচা সংস্তুতাঃ তস্মাদ্বীজং প্রশস্যতে। এবঞ্চ বীজপ্রাধান্যনিগমনং বীজযোন্যো-র্মধ্যে বীজোৎকৃষ্টা জাতিঃ প্রধানমিত্যেবম্পরতয়া বোদ্ধব্যং। ৭২। কু,।" ঐ ঐ।

(৯৪) "দ্বেষাদিদোষরহিতস্য সতাং হিতায় মন্বর্থতত্ত্বকথনায় মমোদ্যতস্য।
দৈবাদ্ যদি ক্বচিদিহ স্খলনং তথাপি নিস্তারকো ভবতু মে জগদন্তরাত্মা ॥৪॥"

কুল্লূকভট্টকৃত মন্বর্থ মুক্তাবলী টীকার অনুক্রমণিকা।

বুঝিতে হইবে, স্ত্রীর পিতৃকুল বা জাতিকে বুঝাইবে না, সুতরাং ভাষ্য টীকাকার-দিগের কথাতেও সন্তান (৯৫) পিতৃজাতিই হইতেছে। ৭২ শ্লোকের ভাষ্যে স্বামী মেধাতিথি বলিয়াছেন, ঋষ্যশৃঙ্গ মন্দপাল প্রভৃতি বীজপ্রভাবে ব্রাহ্মণ (মুনি) হন নাই, বিদ্যা ও তপঃপ্রভাবেই হইয়াছেন। এই কথা মনুর হইলে তিনি "যস্মাদ্বীজপ্রভাবেণ" না লিখিয়া "যস্মাত্তপঃপ্রভাবেণ" লিখিতেন। সন্তানের উৎপত্তির উপাদান উত্তম না হইলে তাহাতে যে বিদ্যা-তপস্যাদি কিছুই সম্ভবে না, তাহা বলা বাহুল্য। মনু তাহাই দেখাইবার জন্যই এখানে "যস্মাদ্বীজপ্রভাবেণ" ইত্যাদি বলিয়াছেন। টীকাকার কুল্লূকভট্টের এখানে আমা-দের সহিত ঐক্য আছে (৯৬)।

(৯৫) "ব্রাহ্মণঃ।—পুং স্ত্রীং ব্রহ্ম বেদং শুদ্ধচৈতন্যং বা বেত্ত্যধীতে বা অণ্, ব্রহ্মণো মুখে জাতত্বাৎ ব্রহ্মণোঽপত্যম্ বা অণ্। ১ বিপ্রে জাতিভেদে স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীপ্। ২ পৃক্কায়াং স্ত্রী ঙীপ্। "ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ" ইত্যুক্তে ৩ পরব্রহ্মজ্ঞে ত্রিং। ব্রাহ্মণক্ষেত্রে ব্রাহ্মণাজ্জাত-দেহে তৎসঙ্কল্পজাতদেহে চ ব্রাহ্মণত্বজাতিঃ স্বীক্রিয়তে যথা গোময়বৃশ্চিকোভয়জাতদেহস্য বৃশ্চিকত্বং তদ্বৎ তত্র সঙ্কল্পজাতদেহে ব্রাহ্মণত্বং যথা নারদদ্রোণাদি। ইদানীঞ্চ ব্রাহ্মণস্য সত্যসঙ্কল্পস্যাভাবান্ন তথাত্বম্। কিঞ্চ কলৌ অসবর্ণাবিবাহনিষেধাদপি ন তথাত্বম্।"

"ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণস্যান্ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাদ্বৈশ্যায়ামপি চৈব হি॥ ভাং।"

৪৬১০।১১পৃ বাচস্পত্যাভিধানম্।

প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণক্ষেত্রে (ভার্য্যাতে) যে ব্রাহ্মণপুত্র হইত, তাহা বাচস্পতি মহাশয়ও স্পষ্টই বলিয়াছেন, এবং গোময়বৃশ্চিকে যেমন বৃশ্চিকের জন্ম তেমনি কুৎসিত-যোনিতেও ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক জাত নারদ দ্রোণাদির ব্রাহ্মণ হওয়ার কথাও কহিয়াছেন। কলিতে ব্রাহ্মণদিগের সেই প্রকার সত্যসংকল্পের (ন্যায়ানুমোদিত ভাবের) অভাব ও কলিতে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়াতেই এই কলিযুগে (বর্ত্তমান সময়ে) সবর্ণে অসবর্ণে উৎপন্না পত্নীতে এবং বিবাহিতা অবিবাহিতা বেশ্যাতে (উর্ব্বশীতে) ব্রাহ্মণের বীর্য্যে আর ব্রাহ্মণ হয় না। যথা মহাভারত, ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক জাত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে, ইত্যাদি বলিতেও তিনি ক্রটী করেন নাই।

(৯৬) "সুবীজঞ্চৈব সুক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে যথা।
তথার্য্যাজ্জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বং সংস্কারমর্হতি॥৬৯॥" ১০অ, মনুসং।

এই বচনের আর্য্য আর আর্য্যার অর্থ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের স্ত্রীপুরুষ। ইহা-

"যথা ত্রয়াণাং বর্ণানাং দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে।
আনন্তর্য্যাৎ স্বযোন্যান্তু তথা বাহ্যেষ্বপি ক্রমাৎ॥ ২৮॥"

১০অ, মনুসংহিতা।

যেমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অনুলোমা পত্নীতে ও স্বজাতীয়া পত্নীতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য উৎপন্ন হয়, তেমনি এতদ্ব্যতীত অর্থাৎ প্রতিলোমেও শূদ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের, ক্ষত্রিয়কন্যা ব্রাহ্মণকন্যা স্ত্রীতেও শূদ্রের এবং ক্ষত্রিয়-বৈশ্যেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ভাষ্য আর টীকাকার এখানে দ্বিজ ছয় বলিয়াছেন (৯৭) কিন্তু বচনের প্রকৃতার্থ তাহা নহে, কারণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সবর্ণে উৎপন্না ও অনুলোমা পত্নীতে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্য স্বামীকর্তৃক উৎপন্ন পুত্রগণ যে দ্বিজ, তাহা ভগবান্ মনু এই অধ্যায়ের ৪১ শ্লোকে বলিয়াছেন ; এ বচনে দ্বিজ মাত্র ছয় এই কথা বলিলে, ইহার পরবর্ত্তী উক্ত ৪১ শ্লোকে দ্বিরুক্তি দোষ ঘটে (৯৮)। যদি বল,

দিগকে যখন বচনে সুবীজ আর সুক্ষেত্র বলা হইয়াছে, তখন অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণজাতি না হইবার কোন কারণ নাই, যেহেতু বিবাহিতা ব্রাহ্মণ পুরুষ আর বৈশ্যকন্যাতেই অম্বষ্ঠের উৎপত্তি।

(৯৭) "অস্য ব্রাহ্মণস্য ত্রয়াণাং বর্ণানামাত্মা জায়তে দ্বয়োর্বর্ণয়োঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োর্দ্বিজত্বং জায়তে তথা স্বযোনৌ। এবং ত্রয়াণাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো দ্বিজান্ জনয়তি। এবং বাহ্যেষ্বপি প্রাতিলোম্যেন বৈশ্যক্ষত্রিয়াভ্যাং ক্ষত্রিয়াব্রাহ্মণ্যোরাত্মা দ্বিজত্বং ভবতি। সতি চ দ্বিজত্বে উপনয়নং কর্ত্তব্যম্। বক্ষ্যতি চ এতে ষট্ দ্বিজধর্ম্মাণ ইতি। এতাবাংস্তু বিশেষঃ। অনুলোমতা মাতৃজাত্যা মাতৃজাতীয়া স্তুতিমাত্রমিদং বক্ষ্যামঃ। ২৮। মে,।" ভাষ্য।

"যথা ত্রয়াণাং বর্ণানাং ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং মধ্যাদ্দ্বয়োর্ব্বর্ণয়োঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োর্গমনে ব্রাহ্মণস্যানুলোম্যাদ্ দ্বিজ উৎপদ্যতে সজাতীয়ায়াঞ্চ দ্বিজো জায়তে। এবং বাহ্যেষ্বপি বৈশ্যক্ষত্রিয়াভ্যাং ক্ষত্রিয়াব্রাহ্মণ্যোর্জাতেষূৎকর্ষাপক্রমো ভবতি শূদ্রজাতপ্রতিলোমাপেক্ষয়া দ্বিজাদুৎপন্নপ্রতিলোমপ্রাশস্ত্যার্থমিদম্। মেধাতিথিস্তু দ্বিজত্বপ্রতিপাদকমেতৎ এষাং বচনমুপনয়নার্থমিত্যাহ। তন্ন। প্রতিলোমাস্তু ধর্ম্মহীনা ইতি গৌতমেন সংস্কারনিষেধাৎ। ২৮। কু,।"

(৯৮) "স্বজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণাস্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥৪১॥" ১০অ, মনুসং।

চতুর্থ অধ্যায়ের ৪৮টীকাতে আমরা দেখাইয়াছি যে, প্রতিলোমক্রমে অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ক্ষত্রিয়কন্যা ব্রাহ্মণকন্যা (আসুর-গান্ধর্ব্বাদি বিধিমতে) বিবাহিতা পত্নীতে জাত সূত মাগধ ও বৈদেহক প্রভৃতি দ্বিজ এবং সমুদায়ে দ্বিজ নয় প্রকার।

সবর্ণে উৎপন্না আর অনুলোমা পত্নীতে পিতৃজাতি হয়, একথাও ৫ শ্লোকেই পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এস্থলে পুনরায় তাহা বলিলেও পুনরুক্তি দোষই ঘটিতেছে? উত্তর, না, সবর্ণে উৎপন্না আর অনুলোমাপত্নীতে স্বজাতি হয়, পূর্ব্ববর্ত্তী ৫ শ্লোকের সেই বিধিকে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করিয়া, প্রতিলোমক্রমেও যে স্বজাতি (পিতৃজাতি) হয় তাহাই এ বচনে পরিব্যক্ত হইয়াছে। মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের কোন বচনেই সন্তানদিগকে পিতৃজাতি ব্যতীত মাতৃজাতি বলিয়া উক্ত হয় নাই। তাহা যে হইতে পারে না, তাহা পরবর্ত্তী ১০৭টীকাধৃত প্রমাণে ব্যক্ত হইবে। প্রাচীন শাস্ত্রের এবং প্রাচীনকালের এইটিই বিধি ও ইতিহাস; ভাষ্য টীকাকারেরা এই কলিযুগের প্রবর্ত্তিত পৌরাণিক জাতিভেদের অনুসরণ করিয়াই মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের বহু বচনের অন্যায় অর্থ করিয়া (৯৯) প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত বিধি ও ইতিহাসকে পৌরাণিক জাতভেদবিধি আর ইতিহাসরূপে সাধারণের ভিতরে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ৯৯টীকাধৃত মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ২৫।২৬।২৭ শ্লোকের মধ্যে ২৫শ্লোকে মনু সূত মাগধ

(৯৯) "সঙ্কীর্ণযোনয়ো যে তু প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
অন্যোঽন্যব্যতিষক্তাশ্চ তান্ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥২৫॥
সূতোবৈদেহকশ্চৈব চণ্ডালশ্চ নরাধমঃ।
মাগধঃ ক্ষত্তৃজাতিশ্চ তথায়োগব এব চ ॥ ২৬ ॥
এতে ষট্ সদৃশান্ বর্ণান্ জনয়ন্তি স্বযোনিষু।
মাতৃজাত্যাং প্রসূয়ন্তে প্রবরাসু চ যোনিষু ॥ ২৭ ॥" ১০অ, মনুসং।

ভাষ্য—ব্যতিষঙ্গঃ সম্বন্ধঃ ইতরেতর .... প্রতিলোমৈরনুলোমৈশ্চ। মে। ২৫।

টীকা—যে সঙ্কীর্ণযোনয়ঃ প্রতিলোমৈরনুলোমৈশ্চ পরস্পরসম্বন্ধাৎ জায়ন্তে তান্ বিশেষেণ বক্ষ্যামি। ২৫। কু.।

ভাষ্য—উক্তলক্ষণা এতে প্রতিলোমা উত্তরার্থং পুনরুপন্যস্যন্তে ॥ ২৬ ॥ মে.।

টীকা—এতে ষড়ুক্ত লক্ষণাঃ সূতাদয়ঃ উত্তরার্থমনূদ্যন্তে ॥ ২৬ ॥ কু.।

ভাষ্য—এতে সূতাদয়ঃ প্রতিলোমাঃ স্বযোনিসদৃশান্ জনয়ন্তি তজ্জাতীয়ানীত্যর্থঃ। ইঃ। ২৭। মে.।

টীকা—এতে পূর্ব্বোক্তা ষট্ প্রতিলোমজাঃ স্বযোনিষু ... ... সূতোৎপত্তিং কুর্ব্বন্তি। যথা শূদ্রেণ বৈশ্যায়াং জাত আয়োগব উচ্যতে আয়োগব্যামেব মাতৃজাতৌ. প্রবরাসু বৈশ্যা-ক্ষত্রিয়া-ব্রাহ্মণীযোনিষু চকারাদপকৃষ্টায়ামপি শূদ্রজাতৌ সর্ব্বত্র সদৃশান্ বর্ণান্ জনয়ন্তি"। ইঃ। ২৭।

প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ যোনিদিগের ও তাহারা স্বস্ব যোনিতে অথবা তাহাদের হইতে উচ্চ নীচ ব্রাহ্মণাদি শ্রেণীর কন্যাতে যে সকল পুত্র উৎপাদন করে তাহাদিগের জাতি-বিধি বলিতেছি বলিয়া তৎপরবর্ত্তী ২৬ শ্লোকে সূতাদির নামকীর্ত্তনপূর্ব্বক ২৭ শ্লোকে প্রতিলোমজ পুত্র সূতাদির তুল্যোৎপন্না স্ত্রীতে কিংবা অনুলোম প্রতি-লোমক্রমে অর্থাৎ তাহাদিগের হইতে উচ্চ বা নিম্নশ্রেণীর কন্যাতে যে সকল পুত্র উৎপন্ন হইত, তৎসমুদয়কে ও ২৮ শ্লোকে সূতাদিকেও পিতৃজাতি বলিয়াছেন; এমতাবস্থায় আমরা যে প্রতিলোমজ পুত্র সূতাদিকেও পিতৃজাতি বলিলাম, তাহার প্রতিবাদ করিবার কোন উপায় নাই। ১০ অধ্যায়ের ১১।১২।২৪ শ্লোকে মনু প্রতিলোমজ সূতাদিকেই বর্ণসঙ্কর কহিয়াছেন, ১০ অধ্যায়ের কোন শ্লোকেও অনুলোমজ অম্বষ্ঠদিগকে তিনি বর্ণসঙ্কর বলেন নাই। কেবল ১০ শ্লোকে অনুলোমজদিগকে অপসদমাত্র বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার অনর্থক ২৭ শ্লোকের "মাতৃজাত্যাং" পদকে "মাতৃজাত্যাঃ" করিয়া তাহার মধ্যে অম্বষ্ঠকেও ধরিয়া লইয়াছেন। পূর্ব্বে কোন স্থানে মনু অম্বষ্ঠকে যে মাতৃজাতি (১০০) বলিয়া প্রচার করেন নাই, উহা যে ভাষ্য টীকাকারের নিজের মত, তাহা আমরা উপরে সপ্রমাণ করিতে ত্রুটী করি নাই। টীকাকার ২৭ শ্লোকের সদৃশ শব্দ লইয়াও নানা কথা তুলিয়াছেন (১০১), কিন্তু তাহা মূলশূন্য, যেহেতু মনু পরবর্ত্তী ২৮ শ্লোকে "তথা বাহ্যেষ্বপি ক্রমাৎ" বাক্য দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী বচনের সূত মাগধ বৈদেহক প্রভৃতি প্রতিলোমজ পুত্র সকলকেহ পিতৃজাতি কহিয়াছেন। প্রতিলোমবিবাহে (আসুরগান্ধর্ব্বাদি বিবাহ ব্যতীত) বিবাহসংস্কার হইত না, তাহা আমরা পূর্ব্বে অনেক স্থলে দেখাইয়াছি। সেই হেতু সে স্থলে স্ত্রীপুরুষের শাস্ত্রবিধি মতে একত্ব (একজাতিত্ব)ও হইত না, তাহাতেই মন্বাদি শাস্ত্রে প্রতিলোমজদিগকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অনুলোমবিবাহে যে বিবাহসংস্কার দ্বারা সর্ব্বত্রই স্ত্রী পতির জাতি প্রাপ্ত হইতেন তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব

---

(১০০) ভাষ্য—"………। তদ্যথা সূতঃ সূতায়াং সূতমেব জনয়তি এবং চণ্ডালশ্চণ্ডা য়াম্। যে চ মাতৃজাত্যাঃ প্রসূয়ন্তেঽনুলোমা মাতৃজাতীয়া যে পূর্ব্বমুক্তাস্তানন্তরনাম্ন ইতি তেঽপি স্বযোনিষু সদৃশান্ জনয়ন্তি। যথাম্বষ্ঠোঽম্বষ্ঠ্যাম্।" ইঃ। মে,। ২৭।

(১০১) "সদৃশত্বঞ্চ ন পিত্রপেক্ষয়া কিন্তু মাতৃজাত্যা চাতুর্ব্বর্ণস্ত্রীষেব পিতৃতোঽধিকগর্হিত-পুত্রোৎপত্তের্ব্বক্ষ্যমাণত্বাৎ।" ইঃ। ২৭। কু,।

অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহাদিগের মাতা পতির জাতি, তাহাদিগকে বর্ণসঙ্কর বলা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ভাষ্যকার মেধাতিথি আর টীকাকার কুল্লূকভট্ট অন্যায়পূর্ব্বক মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের ২ শ্লোকে ও অন্যান্য স্থলে এবং ১০ অধ্যায়ের কতিপয় শ্লোকে যে অম্বষ্ঠ প্রভৃতিকেও বর্ণসঙ্কর কহিয়াছেন, তাহার অসারত্ব এই অংশের সর্ব্বত্রই প্রদর্শিত হইল এবং অপবাদখণ্ডনাংশেও প্রদর্শিত হইবে।

অম্বষ্ঠোৎপত্তি অধ্যায়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা এই ইতিহাস পরিব্যক্ত হইয়াছে যে, সত্যযুগ হইতে কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত আর্য্যদিগের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত থাকা হেতু এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ব্রাহ্মণের অনুলোমবিবাহিতা পত্নী বৈশ্যকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ স্বামী কর্তৃক বহুসংখ্যক অম্বষ্ঠনামা পুত্রের এবং অম্বষ্ঠা নাম্নী কন্যার জন্ম হইয়াছিল। অম্বষ্ঠ যখন ব্রাহ্মণজাতি, তখন উক্ত ইতিহাস দ্বারা ইহা পরিস্ফুট হইতেছে যে, উপরি উক্ত যুগত্রয় ও কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা পত্নীর সন্তান ব্রাহ্মণগণ, ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা পত্নীর সন্তান মূর্দ্ধাভিষিক্ত এবং অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের কন্যা ও ভগিনীদিগকে, বিবাহ করিতেন। যখন এই সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রকন্যাদিগকে বিবাহ করিতেন, এবং প্রতিলোমক্রমে ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রেরাও বৈশ্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণকন্যাদিগকে (সকল স্থলে মন্ত্রবিবাহ করিতে না পারিলেও আসুর গান্ধর্ব্বাদি নিন্দিত বিবাহের বিধিমতে) বিবাহ করিতেন, অপিচ প্রতিলোমজ পুত্র সূত মাগধ প্রভৃতিও উক্ত রূপে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতীয়া কন্যাদিগকে বিবাহ করিতেন (১০২) তখন ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা ও শূদ্রকন্যা

(১০২) "ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ॥ ৩২॥
হত্বা ছিত্বা চ ভিত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥ ৩৩॥
সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥ ৩৪॥" ৩অ, মনুসং।

মহাভারতের অনুশাসপর্ব্বের ৪৪অ, ও অন্যান্য পুরাণ এবং সংহিতা দেখ।

মনুসংহিতার ৩ অধ্যায়ের ২৪।২৫।২৬ শ্লোকে ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে ব্রাহ্মাদি অনিন্দিত বিবাহচতুষ্টয় ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রাক্ষস আর গান্ধর্ব্ব, বৈশ্য শূদ্রের পক্ষে আসুর ইত্যাদি বিবাহ

পত্নীর গর্ভজ মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ আর নিষাদ (১০৩) ব্রাহ্মণগণ এবং ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা ভার্য্যার পুত্র ব্রাহ্মণগণ পরস্পর পরস্পরের কন্যাদিগকে যে প্রাচীন কালে বিবাহ করিতেন তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় বলিতে হইল যে, প্রাচীনকালে অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কন্যাগণই অম্বষ্ঠব্রাহ্মণদিগের পত্নী ও অম্বষ্ঠব্রাহ্মণদিগের জননী, কন্যাগণও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের পত্নী হইতেন, তাহা হইলেই সমুদয় ব্রাহ্মণের মধ্যেই অম্বষ্ঠব্রাহ্মণদিগের দৌহিত্র ও অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণের মধ্যেও অন্যান্য ব্রাহ্মণের দৌহিত্র বংশ আছে, ইহা নিশ্চয় কথা। তৎপরে অম্বষ্ঠগণ যখন ব্রাহ্মণ তখন আর্য্য ব্রাহ্মণেরা যে তাঁহাদের সন্তানদিগকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতেন তাহাও নিশ্চয় কথা। অতএব উক্ত প্রকারেও যে প্রাচীন কালে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের রক্ত ও বীর্য্য সমুদায় ব্রাহ্মণজাতিতে সংক্রামিত হইয়াছে তাহাও বলা বাহুল্য।

অম্বষ্ঠ নাম দ্বারাই বুঝিতে পারা যায় যে, অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি। "অম্ব" "স্থা" "ড" করিয়া যে অম্বষ্ঠ হইয়াছে, "অম্ব" শব্দের অর্থ যে পিতা তাহা "অম্বষ্ঠ শব্দের অর্থ" অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের বৈশ্যকন্যা পত্নীর পুত্রদিগকে এরূপ করিয়া অম্বষ্ঠ নাম শাস্ত্রকার মহর্ষিগণ কেন দিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে, উক্ত পুত্রগণ তাঁহাদিগের পিতৃস্থ (পিতৃজাতি) অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণ, এই কথা সকলকে বুঝাইবার জন্য তাঁহারা উক্ত পুত্রগণকে অম্বষ্ঠ নাম দিয়া-

বিধিকৃত হইয়াছে। অতএব বিধি অনুসারেই প্রাচীনকালে যে সর্ব্বদাই প্রতিলোমবিবাহ ঘটিত তাহা বলা বাহুল্য।

(১০৩) অম্বষ্ঠমাতা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে যে মনুর ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ব্রাহ্মণের শূদ্রকন্যাপত্নীও মন্ত্রবিবাহিতা স্ত্রী। ব্রাহ্মণের উক্ত পত্নীতে জাত সন্তানের নামই নিষাদ। নিষাদজননী যখন ব্রাহ্মণের মন্ত্রবিবাহিতা, তখন নিষাদ যে ব্রাহ্মণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি আর মহাভারতকার অনুশাসনপর্ব্বেও নিষাদ দুই প্রকার বলিয়াছেন। এক অনুলোমে অপর প্রতিলোমে। প্রতিলোমে জাতই চণ্ডাল। মনু ১০ অধ্যায়ে যে নিষাদের মৎস্যবধকরা বৃত্তি উক্ত হইয়াছে তাহা প্রতিলোমজ চণ্ডালবিষয়েই, অনুলোমবিবাহোৎপন্ন নিষাদের সম্বন্ধে অনুশাসনপর্ব্বে স্বতন্ত্র বৃত্তি উক্ত হইয়াছে।

ছেন। প্রথমে এই অর্থেই যে, অম্বষ্ঠ নামের সৃষ্টি হয় তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

যদি বল, অম্বষ্ঠ যদি ব্রাহ্মণজাতি হইবে, এবং বিবাহসংস্কার দ্বারা অম্বষ্ঠমাতা বৈশ্যকন্যা যদি ব্রাহ্মণজাতি হইবেন, তবে মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রের দায়বিভাগ বিধি ইত্যাদিতে কেবল ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা পত্নীর সন্তানদিগকে ব্রাহ্মণ, বিপ্র এবং ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা ভার্য্যাকে ব্রাহ্মণী সবর্ণা, আর অন্যান্যাকে ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা অসবর্ণা বলিয়া উক্ত হইয়াছে কেন? এবং অম্বষ্ঠদিগকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া ক্ষত্রিয়াপুত্র, বৈশ্যাপুত্র, ক্ষত্রিয়াজ বৈশ্যাজ মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠ ইত্যাদি বলা হইয়াছে কি জন্য? (১০৪)। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, ইহা বলিবার সুবিধা ও পরিচয়ার্থে বুঝিতে হইবে। বিবাহসংস্কার দ্বারা তাঁহারা স্বামীর জাতি প্রাপ্ত হইতেন কিন্তু তাঁহাদিগের জন্ম যে ক্ষত্রিয় বৈশ্যকুলে, (অসবর্ণে) তাহা ত আর মিথ্যা নহে? অতএব অসবর্ণে উৎপন্না বৈশ্যকন্যা ক্ষত্রিয়কন্যা ইত্যাদি অর্থেই তাহাদিগকে, অসবর্ণা ও বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া এবং তাঁহাদিগের গর্ভজ সন্তানকেও অসবর্ণাজ বৈশ্যাজ, ক্ষত্রিয়াজ, বৈশ্যাপুত্র ক্ষত্রিয়াপুত্র ইত্যাদি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আর উহাকে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা ভার্য্যার গর্ভজ পুত্রগণের একটু অধিক সম্মানখ্যাপকও বলা যাইতে পারে। যেমন দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরাদি সকলেই কুরুবংশ বা কৌরব, কিন্তু পরিচয়ার্থে দুর্য্যোধনাদিকে কৌরব ও যুধিষ্ঠিরাদিকে পাণ্ডব কহে; দশরথের পুত্রদিগের মধ্যে একমাত্র রামকেই দাশরথি ও রাঘব কহে; শাস্ত্রকারেরা প্রথম পুত্রকেই পুত্র কহিয়াছেন (১০৫)। ইহা শ্রীরামচন্দ্র,

(১০৪) "ত্র্যংশং দায়াদ্ধরেদ্বিপ্রো দ্বাবংশৌ ক্ষত্রিয়াসুতঃ।
বৈশ্যাজঃ সার্দ্ধমেবাংশমংশং শূদ্রা সুতো হরেৎ ॥ ১৫১ ॥
চতুরংশান্ হরেদ্বিপ্রস্ত্রীনংশান্ ক্ষত্রিয়াসুতঃ।
বৈশ্যাপুত্রো হরেদ্দ্ব্যংশমংশং শূদ্রাসুতো হরেৎ ॥ ১৫৩ ॥" ৯অ, মনুসং।

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৪৪।৪৫।৪৬।৪৭ প্রভৃতি অধ্যায়, বিষ্ণু যাজ্ঞবল্ক্য অত্রি প্রভৃতি সংহিতা দেখ।

(১০৫) "উক্তবাক্যে মুনৌ তস্মিন্নুভৌ রাঘবলক্ষ্মণৌ।
প্রতিনন্দ্য কথাং বীরাবূচতুর্মুনিপুঙ্গবম্ ॥১॥" ৩৬সর্গ, বালকাণ্ড রামায়ণ।
"রাঘবো লক্ষ্মণশ্চৈব শত্রুঘ্নো ভরতস্তথা।
স্বান্ স্বান্ দারানমুগম্য রেমিরে হৃষ্টমানসাঃ ॥" ৯৩অ, উত্তরখণ্ড, পদ্মপু।

কৌরব ও প্রথম পুত্র প্রভৃতির শ্রেষ্ঠত্ব-জ্যেষ্ঠত্ব-নিবন্ধন একটু অধিক সম্মানপ্রদর্শনার্থমাত্র। বাস্তবিক পক্ষে কুরুপাণ্ডবেরা সকলেই কুরু বা কৌরব। দশরথের পুত্রচতুষ্টয়ই দাশরথি বা রাঘব এবং পিতার দ্বিতীয় তৃতীয়াদি পুত্রেরাও পুত্রই, তাহারাও পৈতৃক দায়াধিকারী, জ্যেষ্ঠানুক্রমে পৈতৃক শ্রাদ্ধাধিকারী। যখন স্পষ্টই দেখা যায় যে মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মণের চতুর্ব্বর্ণোৎপন্না পত্নীর পুত্রগণকেই পিতৃজাতি (ব্রাহ্মণ) বলিয়াছেন (১০৬) তখন পরিচয়ার্থে কিংবা বলিবার সুবিধার্থে বা সম্মানার্থে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা ভার্য্যার পুত্রদিগকে ব্রাহ্মণ বিপ্র অথবা সবর্ণাজ; মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠকে এবং অন্যান্যকে ক্ষত্রিয়াজ, বৈশ্যাজ, অসবর্ণাজ কিংবা মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ, অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ, নিষাদব্রাহ্মণ বলিয়া যে উক্ত হইয়াছে (ও হইবে) তাহাতে আর সন্দেহ কি? অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণজাতিবিষয়ে শাস্ত্রীয় এত প্রমাণসত্ত্বেও এইমাত্র কারণে যে অম্বষ্ঠ অব্রাহ্মণ হইতে পারে না, তাহা দূরদর্শিমাত্রেই অবশ্য স্বীকার করিবেন।

এতক্ষণ উপরে যাহা প্রদর্শিত ও বলা হইল তাহা হইতে প্রকাশ পায় যে, প্রাচীনকালে একমাত্র ব্রাহ্মণজাতিতে (সাধারণ শ্রেণীতে) সবর্ণাজ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ ও নিষাদ. সমুদয়ে এই চারিটী শ্রেণী ছিল। এখানে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রথমে যাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ক্ষত্রিয়াদি শ্রেণীতে বিবাহ করা হেতুতেই একমাত্র ব্রাহ্মণের মধ্যে উক্ত শ্রেণী চতুষ্টয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল; এবং সাধু বাগছি রুদ্রবাগছি, বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়,

"জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানবঃ।
পিতৄণামনৃণশ্চৈব স তস্মাৎ সর্ব্বমর্হতি॥ ১০৬॥
যস্মিন্নৃণং সন্নয়তি যেন চানন্ত্যমশ্নুতে।
স এব ধর্ম্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান বিদুঃ॥ ১০৭॥" ৯অ, মনুসং।
অন্যান্য স্মৃতি ও পুরাণ দেখ।

(১০৬) "সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যাজ্ঞেয়াস্তএব তে॥ ৫॥" ১০অ, মনুসং।
"ব্রাহ্মণস্যানুপূর্ব্বেণ চতস্রস্তু যদি স্ত্রিয়ঃ।
তাসাং জাতেষু পুত্রেষু বিভাগেহয়ং বিধিঃ স্মৃতঃ॥ ১৪৯॥"
১৫০। ১৫১ শ্লোক দেখ। ৯অ, মনুসং।
বিষ্ণুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ও অন্যান্য স্মৃতিপুরাণ দেখ।

বৈদিকশ্রেণী, রাঢ়ীয়শ্রেণী, বারেন্দ্রশ্রেণী ইত্যাদির ন্যায় এক একটা (স্থানবোধক) শব্দ দ্বারা তাঁহারা পরস্পর চিহ্নিত হইয়াছিলেন মাত্র; প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহারা সকলে এক ব্রাহ্মণজাতি ছিলেন। স্থূল কথা এই যে, সত্য হইতে কলিযুগ পর্য্যন্ত যতগুলিন স্মৃতি ও পুরাণের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার একখানিতেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সমুদয়ে এই চারি জাতি ব্যতীত পঞ্চম জাতি উক্ত হয় নাই, আর্য্যেরা কোন গ্রন্থেই কোন কালেই উক্ত চারি জাতির অতিরিক্ত জাতি স্বীকার করেন নাই (১০৭); অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহোৎপন্ন সন্তানদিগকে আর্য্যশাস্ত্রের সর্ব্বত্রই পিতৃ বা মাতৃজাতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে (১০৮)। অনু-

(১০৭) "ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রোনাস্তি তু পঞ্চমঃ ॥৪॥ ১০অ, মনুসং।
এষ ধর্ম্মবিধিঃ কৃৎস্নশ্চাতুর্ব্বর্ণস্য কীর্ত্তিতঃ।
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি প্রায়শ্চিত্তবিধিং শুভম্ ॥ ১৩১ ॥ ১০অ, মনুসং।
১৩০ শ্লোক দেখ।

"চতুর্ণামপি বর্ণানাং প্রেত্য চেহ হিতাহিতান্।
অষ্টাবিমান্ সমাসেন স্ত্রীবিবাহান্নিবোধত ॥ ২০ ॥" ৩অ, মনুসং।
"চতুর্ণামপি বর্ণানাং দারা রক্ষ্যতমাঃ সদা ॥ ৩৫৯ ॥" ৮অ, মনুসং।
"বর্ণাশ্চত্বারো রাজেন্দ্র চত্বারশ্চাপি আশ্রমাঃ।
স্বধর্ম্মে যে তু তিষ্ঠন্তি তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥" ৭অ, হারীতসং।

বিষ্ণুপুরাণ ৪অংশের ২ অধ্যায় ও ১০অধ্যায়, পরাশরসংহিতার প্রথমাধ্যায় ১৭।৩৪ শ্লোক, ৪অ, ব্যাসসংহিতার ১৫ শ্লোক, মনুসংহিতার ১২ অ, ১শ্লোক, সম্বর্তসংহিতার ১অ, ১।৫।৬ শ্লোক, বশিষ্ঠসংহিতার ৪অ, বিষ্ণুসংহিতার ২অধ্যায়ের ১।২ শ্লোক, অত্রিসংহিতার ১অধ্যায়ের ৫শ্লোক, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ৩।৫৭ ৩অধ্যায়ের ৩৩২ শ্লোক, যমসংহিতার ১০ শ্লোক, অন্যান্য স্মৃতিপুরাণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত দেখ।

(১০৮) মনুসংহিতার ১০অধ্যায়ের ২৮।৪১।৬৬।৬৭।৬৮।৬৯।৫।৬।৭ শ্লোক ও বিষ্ণুসংহিতার ১৬অ, ২ শ্লোক, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার ১অ, ৯০শ্লোক, এবং ১০৭টীকাধৃত ও ৯৯ টীকার প্রমাণের আলোচনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, অনুলোম প্রতিলোমজাত সন্তানেরা সকলেই তাহাদের স্বস্ব পিতৃজাতি হইতেন। কেবল মহাভারতের পরবর্ত্তী পুরাণাদিতে মাতৃজাতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উদ্ধৃত ১০৭টীকাধৃত প্রমাণাবলিতে ব্যক্ত হয় যে মনু প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রকারেরা যাহা কিছু ধর্ম্মাদি বলিয়াছেন তৎসমুদয়ই চতুর্ব্বর্ণ বিষয়েই বলিয়াছেন। যদি অনুলোমপ্রতিলোমজ পুত্রগণ ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির অন্তর্গত না হয়, তাহা হইলে

লোম প্রতিলোম বিবাহ দ্বারা একমাত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রজাতির মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এক দুই বা ততোধিক শ্রেণীর উৎপত্তি হওয়া ভিন্ন আর্য্যপ্রণীত কোন শাস্ত্রেই অনুলোম-ও-প্রতিলোমজ সন্তানগণকে ব্রাহ্মণাদি জাতিচতুষ্টয়ের বহির্ভূত স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া উক্ত হয় নাই। সকল শাস্ত্রেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের যে দশকর্ম্ম, অশৌচ ও ধর্ম্মবিধি উক্ত হইয়াছে, তৎসমস্তই অনুলোমজ প্রতিলোমজ সন্তানদিগের সম্বন্ধেও সত্যযুগ হইতে কলিযুগ পর্য্যন্ত (বর্ত্তমানসময়াবধি) প্রযুজ্য হইয়া আসিতেছে; কোন শাস্ত্রেই অনুলোম-ও-প্রতিলোমজ পুত্রগণের দশকর্ম্ম ও অশৌচবিধি স্বতন্ত্ররূপে উক্ত হইয়াছে ইহা

মনুসংহিতা প্রভৃতি কোন স্মৃতিতেই এবং কোন পুরাণেই অনুলোমজ পুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠ এবং প্রতিলোমজ সূতাদির ধর্ম্মবৃত্তি প্রভৃতি উক্ত হয় নাই বলিয়া সাব্যস্ত হয়। ১০৭টীকাধৃত বচনে দেখা যায় যে ভগবান্ মনু ১০অধ্যায়ের প্রথমে ৪ শ্লোকে চারি জাতির অতিরিক্ত জাতি নাই বলিয়া শেষোক্ত ১৩০।১৩১ শ্লোকে চারি বর্ণের ধর্ম্ম বলিলাম বলিয়াই উক্ত অধ্যায়ের উপসংহার করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টতঃ পরিস্ফুট হইতেছে যে, মনু অনুলোমজ প্রতিলোমজ প্রভৃতিকেও চারি জাতির অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। আর আর শাস্ত্রকারগণও যে এ বিষয়ে মনুরই অনুসরণ করিয়াছেন, ১০৭টীকাধৃত প্রমাণের দ্বারা তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। অম্বষ্ঠোৎপত্তি ও অম্বষ্ঠমাতা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ে এবং এ অধ্যায়েও আমরা দেখাইয়াছি যে সত্য হইতে কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত আর্য্যসমাজে অনুলোম ও প্রতিলোম অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত ছিল এবং তাহা হইতে উক্ত সুদীর্ঘকালে অসংখ্য অনুলোম ও প্রতিলোমজ পুত্রকন্যার জন্ম হইয়াছিল। তাহাদিগের বিবাহের বিধি ও ইতিহাস কোন শাস্ত্রেই স্বতন্ত্ররূপে উক্ত হয় নাই। শাস্ত্রীয় সবর্ণ অনুলোম বিবাহের যে বিধি তাহাই যে তৎসম্বন্ধেও এক বিবাহবিধি; ব্রাহ্মণকন্যা ক্ষত্রিয়কন্যা বৈশ্যকন্যা শূদ্রকন্যা এবং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্র শব্দে যে অনুলোম প্রতিলোমজাত কন্যাপুত্র, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই কলিযুগেও শুকদেবের কন্যা কৃত্বীর সহিত অনুহনামক চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় নৃপতির বিবাহ হয়। ইহা প্রতিলোমবিবাহ, যেহেতু কৃত্বী ব্রাহ্মণকন্যা। কৃত্বীর ব্রহ্মদত্ত নামে জগদ্বিখ্যাত সন্তান হয়, তিনি মাতৃজাতি হন নাই, পিতৃজাতি হইয়াছিলেন। ১৩অ, হরিবংশপর্ব্ব, হরিবংশ দেখ। ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য্যের কন্যাকে চন্দ্রবংশীয় যযাতি বিবাহ করেন। ইহাও প্রতিলোমবিবাহ, ইহাতে যদু তুর্ব্বসু ও অসবর্ণা অর্থাৎ দানবনন্দিনী শর্ম্মিষ্ঠাতে যযাতির দ্রুহ্য অণু ও পুরু এই পঞ্চ পুত্র হয়। যদু পুরু প্রভৃতি তাঁহাদের বংশীয়েরা সকলেই পিতৃজাতি অর্থাৎ ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণ ৪অং, ১০অ, ৬।২ শ্লোক দেখ।

মহাভারতের আদিপর্ব্ব দেখ।

দেখা যায় না। (১০৯) পরন্তু এই কলিযুগেই যে বর্ত্তমান বহুজাতির সৃষ্টি হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেও প্রমাণের অভাব নাই (১১০)। এমতাবস্থায় একথা বলা অন্যায় নহে

(১০৯) "প্রেতশুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি দ্রব্যশুদ্ধিং তথৈব চ।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ৫৭ ॥"
"শুদ্ধ্যেদ্বিপ্রোদশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রোমাসেন শুদ্ধ্যতি ॥ ৮৩ ॥ ৫অ, মনুসং।

অত্রিসংহিতার ৮৫ শ্লোক, ২৭৯ শ্লোক, বিষ্ণুসং ২২অঃ ১।২।৩ শ্লো। যাজ্ঞবল্ক্যসং ৩অঃ, ১৮।২২ শ্লো, উশনঃসং ৮অ, ৩৪শ্লো, অন্যান্য সংহিতা দেখ।

"নামধেয়ং দশম্যান্তু দ্বাদশ্যাং বাস্য কারয়েৎ।
পুণ্যে তিথৌ মুহূর্ত্তে বা নক্ষত্রে বা গুণান্বিতে ॥ ৩০ ॥
মাঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্ ॥ ৩১ ॥
গর্ভাষ্টমাব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ ॥ ৩৬ ॥
চতুর্থে মাসি কর্ত্তব্যং শিশোর্নিষ্ক্রমণং গৃহাৎ।
ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি যদ্বেষ্টং মঙ্গলং কুলে ॥ ৩৪ ॥
চূড়াকর্ম্ম দ্বিজাতীনাং সর্ব্বাসামেব ধর্ম্মতঃ।
প্রথমেঽব্দে তৃতীয়ে বা কর্ত্তব্যং শ্রুতিচোদনাৎ ॥ ৩৫ ॥"

৩২। ৩৩। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৬২। ৬৫। ১২৭ শ্লোক দেখ। ২অ, মনুসংহিতা।

সমুদয় আর্য্যপ্রণীত শাস্ত্রেই এই প্রকার অশৌচগ্রহণ, দশকর্ম্মাদির ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, এবং সেই সত্যযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা উক্ত চারি জাতির ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই অনুলোম ও প্রতিলোমজ সন্তানদিগের সম্বন্ধেও নিয়োগ করিতেছেন এবং তাঁহারাও তাহাই প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। যাঁহাদিগের আচরিত ধর্ম্মকর্ম্মাদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের অনুষ্ঠিত সমস্ত ক্রিয়াকলাপ, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণাদি জাতিচতুষ্টয়ের বহির্ভূত জাতি অর্থাৎ তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতি নহেন, তাহার অতিরিক্ত জাতি, এই সিদ্ধান্ত যাঁহারা করিয়াছেন বা করেন তাঁহাদিগকে আর আমরা কি বলিব? অনুলোমজ সন্তানদিগের মধ্যে কাহারও ব্রাহ্মণ, কাহারও ক্ষত্রিয়, কাহারও বৈশ্য এবং কাহারও শূদ্রধর্ম্মাদি হইলে তাহাদিগকেও যে সেই সেই জাতি বলিতেই হইবে তাহা কে না স্বীকার করিবেন?

(১১০) "প্রজাপতিমুখাজ্জাতা আদৌ বিপ্রাহি বৈদিকাঃ।
করাচ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা ঊর্ব্বোর্বৈশ্যাশ্চ জজ্ঞিরে ॥
পাদাৎ শূদ্রাশ্চ সংভূতাস্ত্রিবর্ণস্য চ সেবকাঃ।
সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু বর্ণাশ্চত্বার এবচ।

যে, ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবিবাহোৎপন্ন অম্বষ্ঠাদিকে যে আমরা বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্মণাদি জাতি হইতে স্বতন্ত্র জাতি দেখিতেছি, তাহা আর্য্যশাস্ত্র ও আর্য্যরীতি-বিরুদ্ধ ব্যবহার। আর এই অধ্যায়ে যাহা যাহা প্রদর্শিত হইল তৎসমুদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ইহা বলিলেও অন্যায় হয় না যে, মনুসংহিতার উক্ত অযথা ভাষ্য আর টীকার প্রসাদেই অর্থাৎ তাহাই সমাজে প্রচারিত হওয়াতেই অম্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণজাতিহারা হইয়াছেন। ভট্ট মেধাতিথি ও ভট্ট কুল্লূকের অন্যায় মনুব্যাখ্যা হইতেই যে প্রাচীন ভারতের চারি জাতি হইতে বর্ত্তমান চৌষট্টি (অসংখ্য) জাতি ও তাহা হইতে যে নানা প্রকার ভেদভাবের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই (১১১)।

ইতি বৈদ্যশ্রীগোপীচন্দ্র-সেনগুপ্ত-কবিরাজকৃত-বৈদ্যপুরাবৃত্তে
ব্রাহ্মণাংশে পূর্ব্বখণ্ডে অম্বষ্ঠো ব্রাহ্মণজাতি-
র্নামাষ্টমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

ষট্‌ত্রিংশজ্জাতয়ঃ শূদ্রাঃ কলিকালে কিলাভবন্।
ব্রাহ্মণঃ পতিতো ভূত্বা মাসিকো ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥"

জাতিমালাধৃত, পরশুরাম সংহিতা।

(১১১) ১১০টীকাধৃত পরশুরামসংহিতার বচনে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরযুগ পর্য্যন্ত আর্য্যসমাজে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্র এই চারি জাতির অতিরিক্ত জাতি ছিল না, অতএব উপরে আমরা যে বলিয়াছি আর্য্যদিগের সময়ে অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলির প্রথম পর্য্যন্ত চারি জাতির অতিরিক্ত জাতি ছিল না, অনুলোম ও প্রতিলোমবিবাহোৎপন্ন সন্তানেরা সকলেই তাহাদের পিতৃজাতির অন্তর্গত ছিল, পরশুরামসংহিতার প্রমাণেও তাহা সত্য বলিয়া নির্ণীত হইতেছে। পরশুরাম বলিতেছেন, ৩৬প্রকার শূদ্রজাতির উৎপত্তি এই কলিযুগে হইয়াছে। মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ভাষ্য টীকায় ভট্ট মেধাতিথি ও ভট্ট কুল্লূক প্রভৃতিও অনুলোম প্রতিলোমজদিগকে পিতৃজাতিও না, মাতৃজাতিও না অর্থাৎ পিতৃ-মাতৃ জাতি হইতে ভিন্ন জাতি বলিয়া প্রচার করাতে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজত্রয়ের মধ্যেও অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন জাতি হইতেও যে এই কলিযুগেই বহু জাতির উৎপত্তি হইয়াছে তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমরা অনুমানে চৌষট্টি জাতি বলিলাম, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে গণনা করিলে বোধ হয় বর্ত্তমান হিন্দুজাতির সংখ্যা ইহা হইতে অনেক অধিক হইবে।

নবমাধ্যায়।

অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের ঔরসপুত্র।

অম্বষ্ঠমাতা বৈশ্যকন্যা (ব্রাহ্মণের বিবাহিতা স্ত্রী) অসবর্ণে (ভিন্নশ্রেণীতে) উৎপন্ন হইলেও বিবাহসংস্কার দ্বারা যে ব্রাহ্মণের সবর্ণ, অম্বষ্ঠেরা যে ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন বহু শাস্ত্র দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অম্বষ্ঠ যে ব্রাহ্মণের ঔরসপুত্র, এ অধ্যায়ের তাহাই আলোচ্য বিষয়। যদি বল, পতিপত্নীতে যখন অম্বষ্ঠের উৎপত্তি, তখন অম্বষ্ঠ যে ব্রাহ্মণের ঔরসপুত্র, সে চর্চ্চা অতীব বাহুল্য। কথাটী শুনিতে অতিশয় বাহুল্যই বটে, কিন্তু প্রতিবাদী মহাশয়েরা প্রাচীন সকল শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শাস্ত্রীয় কোন বচনেরই অর্থ করেন না, অম্বষ্ঠমাতা যে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা পত্নীর ন্যায় পত্নী অর্থাৎ স্বীয় ক্ষেত্র, তৎসম্বন্ধে আরও আপত্তি উত্থাপন করিতেও পারেন, এমতাবস্থায় এই অধ্যায়টিরও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা যাইতেছে।

"মৃতসূতকে তু দাসীনাং পত্নীনাঞ্চানুলোমিনাম্।
স্বামিতুল্যং ভবেচ্ছৌচং মৃতে স্বামিনি যৌনিকম্॥ ৮৯॥
একত্র সংস্কৃতানাস্তু মাতৃণামেকভোজিনাম্।
স্বামিতুল্যং ভবেচ্ছৌচং বিভক্তানাং পৃথক্ পৃথক্॥ ৯১॥".

অত্রিসংহিতা।

স্বামীর জীবিতাবস্থায় যে সকল জন্ম মরণ ঘটে তাহাতে এবং স্বামীর মৃত্যুতে অনুলোমা পত্নীগণের স্বামীর তুল্য অশৌচ হইবে, দাসীদিগের যে কুলে জন্ম সেই কুলের জন্ম মরণাশৌচ হইয়া থাকে। ৮৯।

সপত্নীপুত্রকন্যার জন্মমরণে একসময়ে বা পৃথক্ পৃথক্ সময়ে পরিণীতা একান্নভুক্তা কিংবা পরস্পর ভিন্নভোজি-বিমাতৃগণের স্বামীর তুল্য অশৌচ হইয়া থাকে। ৯১।

"পত্নীনাং দাসানামানুলোম্যেন স্বামিনস্তুল্যমশৌচম্। ১৮।
মৃতে স্বামিন্যাত্মীয়ম্। ১৯।" ২২অ, বিষ্ণুসংহিতা।

স্বামির মৃত্যুতে অনুলোমা পত্নীদিগের স্বামীর স্বজাত্যুক্ত অশৌচ হয়। দাস

অর্থাৎ ভৃত্যদিগের প্রভুকুলের অশৌচ হয় না, যে কুলে জন্ম সেই কুলের অশৌচই হইয়া থাকে।

ভট্টপল্লিনিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় উপরি উক্ত অত্রি ও বিষ্ণু সংহিতার যে প্রকার অযথা অনুবাদকরত বঙ্গবাসিপ্রেসে মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন (১), সে প্রকার অনুবাদ করিতে আমরা বাধ্য নহি, যেহেতু ৬ অধ্যায়ে আমরা মনুসংহিতা প্রভৃতি বহু প্রাচীন শাস্ত্র দ্বারা অনুলোম বিবাহিতা পত্নীদিগের স্বামীর জাতি গোত্র প্রাপ্ত হওয়া সপ্রমাণ করিয়াছি। মহর্ষি অত্রি ঐ সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ করেন নাই, তাঁহার কৃত সংহিতায় তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বিধান না থাকিলেও যখন মন্বাদির উক্ত বিধির অত্রি প্রতিবাদ করেন নাই, তখন উক্ত বিষয়ে মনুপ্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগের সঙ্গে যে তাঁহার ঐক্য ছিল তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং মহর্ষি অত্রি যে তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদের অর্থ দিয়া উপরি উদ্ধৃত বচন দুইটি রচনা করেন নাই, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। মহর্ষি বিষ্ণু স্বীয় সংহিতার চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়ে বলিয়াছেন,—

"অথ ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভার্য্যা ভবন্তি। ১।

তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্য। ২। দ্বে বৈশ্যস্য। ৩। একা শূদ্রস্য। ৪। তাসাং সবর্ণাবেদনে পাণিগ্রাহঃ। ৫। অসবর্ণাবেদনে শরঃ ক্ষত্রিয়কন্যয়া। ৬। প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া। ৭। বসনদশান্তঃ শূদ্রকন্যয়া। ৮।" ২৪অ, বিষ্ণুসংহিতা।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন প্রকাশিত।

"চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

আরম্ভ। বর্ণানুক্রমে ব্রাহ্মণের চারি ভার্য্যা হইতে পারে। ক্ষত্রিয়ের তিন,

---

(১) "জন্মমরণে হীনবর্ণা দাসী ও অনুলোমা পত্নীদিগের স্বামীর সদৃশ অশৌচ হইবে; স্বামী মরিলে, যে কুলে যে বংশে তাহারা জন্মিয়াছিল, তদনুরূপ অশৌচ হইবে। ৮৯। সপত্নীপুত্রের জন্ম বা মৃত্যু হইলে একদাপরিণাত একান্নবর্ত্তী অসবর্ণা মাতৃগণের স্বামীর সমান (স্বামিবর্ণানুসারে) অশৌচ হইবে; কিন্তু সকলে বিভক্ত হইলে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরিণীতা হইলে স্ব স্ব বর্ণানুসারে অশৌচ হইবে। ৯১।" অত্রিসংহিতার অনুবাদ।

"হীনবর্ণীয় পত্নী এবং দাসবর্গের স্বামীর অশৌচে স্বামীর সমান অশৌচ হইবে। ১৮। স্বামীর মৃত্যুর পরে নিজ বর্ণানুরূপ অশৌচ হইবে। ১৯।" বিষ্ণুসংহিতার অনুবাদ, ২২অ,।

বৈশ্যের দুই এবং শূদ্রের এক। (যথা ব্রাহ্মণের ভার্য্যা ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা; ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা এবং শূদ্রা ইত্যাদি)। সবর্ণবিবাহে স্ত্রীলোকেরা পাণিগ্রহণ করিবে; অসবর্ণবিবাহে ক্ষত্রিয়কন্যা শর গ্রহণ করিবে, বৈশ্যকন্যা প্রতোদ ও শূদ্রকন্যা বসনদশাগ্রভাগ গ্রহণ করিবে।"

ভট্টপল্লিনিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নকৃত অনুবাদ।

বঙ্গবাসিপ্রেসে মুদ্রিত।

"সবর্ণাসু বহুভার্য্যাসু বিদ্যমানাসু জ্যেষ্ঠয়া সহ ধর্ম্মকার্য্যং কুর্য্যাৎ।১। মিশ্রাসু কনিষ্ঠয়াপি সমানবর্ণয়া।২। সমানবর্ণায়া অভাবে ত্বনন্তরৈবাপদি চ।৩। ন ত্বেব দ্বিজঃ শূদ্রয়া।৪।" ২৬অ, বিষ্ণুসং। ঐ প্রকাশিত।

"সবর্ণা বহুপত্নী বিদ্যমান থাকিলে জ্যেষ্ঠা (অর্থাৎ তন্মধ্যে প্রথম পরিণীতা) ভার্য্যার সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবে। মিশ্রা (অর্থাৎ সবর্ণা অসবর্ণা) বহু পত্নী থাকিলে সবর্ণা পত্নী কনিষ্ঠা হইলেও তাহার সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবে। সমান বর্ণা পত্নীর অভাবে অব্যবহিত পরবর্ণার সহিতও কার্য্য করিবে। (যথা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ার সহিত ইত্যাদি)। আপৎকালেও অর্থাৎ সবর্ণা পত্নীর রজোদোষাদি হইলেও ঐ নিয়ম। কিন্তু দ্বিজ শূদ্রাপত্নীর সহিত ধর্ম্মকার্য্য কদাচ করিবে না (২)।" ২৬অ, বিষ্ণুসং। ঐ তর্করত্নকৃত অনুবাদ।

মহর্ষি বিষ্ণুর উল্লিখিত বচনের বেদনের অর্থ নিশ্চয়ই মন্ত্রবিবাহ অর্থাৎ পাণিগ্রহণ সংস্কার, তর্করত্ন মহাশয়কেও তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। যেহেতু মন্ত্রবিবাহিতা ভার্য্যা না হইলে বিষ্ণু কদাচ ব্রাহ্মণাদির দ্বিজকন্যা ভার্য্যাগণের সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিতে বিধি দিতেন না। প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ যাহাদিগের সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিতেন, বেদোক্ত বিবাহসংস্কার দ্বারা যাঁহারা পতির জাতি হইতেন, সেই সমস্ত অনুলোমবিবাহিতা দ্বিজকন্যা ভার্য্যাদিগকে

(২) "দ্বিজ শূদ্রাপত্নীর সহিত ধর্ম্মকার্য্য কদাচ করিবে না।" তর্করত্ন মহাশয়ের এই কথাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, দ্বিজগণকে বিষ্ণু দ্বিজকন্যাপত্নীমাত্রের সহিতই ধর্ম্মকার্য্য করিতে বলিয়াছেন। অতএব বিষ্ণুসংহিতার অনন্তরশব্দের অর্থ অব্যবহিত হইতেছে না। অনন্তর, একান্তর, দ্ব্যন্তর হইতেছে। অনন্তর শব্দের যে এই সকল অর্থ হয়, অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। উদ্ধৃত অনুবাদে যে অনন্তর শব্দের অব্যবহিতার্থ করা হইয়াছে তাহা অসঙ্গত।

স্বামীর অশৌচবিষয়ে দাসীদিগের তুল্যাধিকারিণী যে মহর্ষি বিষ্ণু করিতে পারেন না ও করেন নাই, তাহা বুদ্ধিমানেরা কখনই অস্বীকার করিবেন না। অনুলোমবিবাহিতা পত্নীগণের সহিত যখন ধর্ম্মকার্য্যকরিবার বিধি আছে এবং প্রাচীনকালের আর্য্যগণ তাঁহাদিগকে লইয়া ধর্ম্মকার্য্যে ব্রতী হইতেন, তখন পুত্রাদির ও সবর্ণে উৎপন্না পত্নীর অভাবে অসবর্ণে উৎপন্না ভার্য্যাই যে ব্রাহ্মণ-স্বামীর শ্রাদ্ধাধিকারিণী হইতেন, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতেছে। এখন তর্করত্ন মহাশয়কে প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, প্রাচীনকালে অনুলোমবিবাহিতা বৈশ্যকন্যার ব্রাহ্মণস্বামীর মৃত্যু হইলে উক্ত কন্যার যদি পিতৃকুলের পঞ্চদিন অশৌচ গ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত হেতুতে সেকালের বৈশ্যকন্যা পত্নী কি তাঁহার ব্রাহ্মণস্বামীর শ্রাদ্ধ ষোড়শাহে করিতেন? কি আশ্চর্য্য! যে স্ত্রীকে বিবাহ করা যাইত, যাহার পাককরা অন্নব্যঞ্জনাদি ব্রাহ্মণস্বামী আহার করিতেন, যাহাকে লইয়া ধর্ম্মকার্য্যাদিও করিতেন, সেই স্ত্রী অসবর্ণে উৎপন্ন ইহারও অর্থ যে কুলীন স্বামীর শ্রোত্রিয়কন্যা পত্নী, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এমতাবস্থায়ও বর্ত্তমান যুগের ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়েরা পূর্ব্বোদ্ধৃত বচনসমুদয়ের কেন যে উক্ত প্রকার অসরলার্থ করেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

"শর্ম্মবদ্‌ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মেতি ক্ষত্রসংযুতম্‌।
গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥"

২অ, মনুসং ৩২শ্লোকের কুল্লুকভট্টকৃত টীকাধৃত বচন।
৩অংশ, ১০অ, বিষ্ণুপুরাণ ৯ শ্লোক দেখ।

ব্রাহ্মণের শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা, বৈশ্যের গুপ্ত ও শূদ্রের দাসাত্মক নাম হইবে, অর্থাৎ ইহাদিগের যথাক্রমে শর্ম্মা, বর্ম্মা, গুপ্ত ও দাস উপাধি জানিবে।

এই বচনের বৈশ্য আর শূদ্রের গুপ্ত দাস উপাধি উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহার অর্থ যেমন দাস উপাধি বৈশ্যের নহে শূদ্রের, তেমনি অত্রি আর বিষ্ণুর "যৌনিকম্‌" আর "আত্মীয়ম্‌" এই দুইটি পদ দাসী ও দাস সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। অতএব ব্রাহ্মণের অনুলোমা পত্নী বৈশ্যকন্যা (অম্বষ্ঠমাতা) যে ব্রাহ্মণের স্বীয় ক্ষেত্র তাহা প্রাচীন সমুদয় শাস্ত্র দ্বারা বুঝিতে পারা যায়।

ভগবান্‌ মনু বলিয়াছেন,—

"স্বক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যম্।
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিতম্॥ ১৬৬॥"

৯অ, মনুসংহিতা।

স্বীয় পত্নীতে স্বয়ং যে পুত্র উৎপন্ন করা যায়, তাহাকেই ঔরসপুত্র বলিয়া জানিবে। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ পুত্র মধ্যে (প্রথমকল্পিত) এই পুত্রই মুখ্য অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

অম্বষ্ঠমাতা ব্রাহ্মণের বিবাহিতা স্ত্রী (স্বীয় ক্ষেত্র), সুতরাং মনুর মতে অম্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণের ঔরসপুত্র হইতেছেন। টীকাকার কুল্লূকভট্ট বৌধায়নের একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া, ভগবান্ মনুর "স্বক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু" ইত্যাদি বচনের অর্থে কেবল সবর্ণে উৎপন্না পত্নীর সন্তানকে ঔরসপুত্র সাব্যস্ত করিয়াছেন, এবং সেই কারণেই নানা পুস্তকে বিকৃত অনুবাদও প্রচারিত হইয়াছে।

টীকা—"স্বইতি। স্বভার্য্যায়াং কন্যাবস্থায়ামেব কৃতবিবাহসংস্কারায়াং যং স্বয়মুৎপাদয়েৎ তং পুত্রং ঔরসং মুখ্যং বিদ্যাৎ। সবর্ণায়াং সংস্কৃতায়াং স্বয়মুৎপাদিতমৌরসং পুত্রং বিদ্যাদিতি বৌধায়নদর্শনাৎ সজাতীয়ায়ামেব স্বয়মুৎপাদিত ঔরসো জ্ঞেয়ঃ। ১৬৬।" কু.। ৯অ, মনুসং।

ভট্টকুল্লূক বলিতেছেন, যে স্ত্রীকে কন্যাবস্থায় বিবাহ করা যায়, সেই ভার্য্যাতে স্বয়ং যে পুত্র উৎপাদন করে তাহারই নাম ঔরসপুত্র। সবর্ণে উৎপন্না পত্নীতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যের বৈশ্যকন্যা ও শূদ্রের শূদ্রকন্যা পত্নীতে পুত্র ঔরস, এই কথা বৌধায়ন বচনে দেখা যায়; অতএব স্বজাতীয়া (ব্রাহ্মণাদির স্ব স্ব বর্ণে উৎপন্না) ভার্য্যাতে স্বয়ং স্বামী যে পুত্র উৎপন্ন করেন তাহাকেই ঔরসপুত্র বলিতে হইবে।

ভাষ্যকার মেধাতিথি এ বিষয়ে ভট্ট কুল্লূকের সহিত একমত হন নাই; তিনি সবর্ণে অসবর্ণে উৎপন্না ভার্য্যাতে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্রমাত্রকেই ঔরসপুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (৩)। টীকাকার যে কন্যাবস্থাতে বিবাহিতা স্ত্রীতে

(৩) ভাষ্য—"আত্মীয়বচনঃ স্বশব্দো ন সমানজাতীয়তামাহ। এতেন স্বয়ং সংস্কৃতায়াং জাত ঔরস ইতরথাঽসংস্কৃতায়াং নিবৃত্তিপরঃ সংস্কৃতশব্দঃ সম্ভাব্যতে। ততশ্চান্যেন সংস্কৃতায়ামন্য ঔরসঃ স্যাৎ। উক্তার্থে চ স্বশব্দে ক্ষত্রিয়াদিপুত্রা অপ্যৌরসা ভবন্তি তেষামন্যৎ পুত্রলক্ষণমস্তি।" ইত্যাদি। ১৬৬ মে,। ৯অ, মনুস।

স্বামীকর্ত্তৃক উৎপন্ন পুত্রকে ঔরসপুত্র বলিয়াছেন, অম্বষ্ঠেরাও সেই পুত্রই, যেহেতু প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়,বৈশ্যকন্যাদিগকে কন্যাবস্থাতেই বিবাহ করিতেন এবং তাঁহারাও ব্রাহ্মণের সংস্কৃতা পত্নী। টীকাকার বৌধায়ন বচন অবলম্বন-করত যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের এই আপত্তি যে, তিনি যদি বৌধায়ন বচন না দেখিতেন, তাহা হইলে "স্বক্ষেত্রে সংস্কৃতায়াস্তু" মনুবচনের অর্থ করিতে যাইয়া তিনি অম্বষ্ঠাদি অনুলোমজ পুত্রগণকে ব্রাহ্মণাদির ঔরসপুত্র বলিতেন কি না? ইহার উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে, বলিতেন। তাহা স্বীকার করিলেই অম্বষ্ঠেরা যে ব্রাহ্মণের ঔরসপুত্র মনুবচনের দ্বারা তাহা নির্ণীত হইল। বৌধায়ন বলিয়াছেন, সবর্ণে উৎপন্না পত্নীতে স্বয়ং যে পুত্র উৎপন্ন করা যায় সেই পুত্র ঔরস। ইহার দ্বারা উপরে আমরা মনুবচনের যে অর্থ করিয়াছি তাহার বাধা জন্মে না। কারণ বৌধায়ন এমন কথা বলেন নাই যে, অসবর্ণে উৎপন্না পত্নীতে স্বামীকর্ত্তৃক জাত সন্তান ঔরসপুত্র নহে।

"সবর্ণাপুত্রানন্তরপুত্রয়োরনন্তরপুত্রশ্চ গুণবান্
জ্যৈষ্ঠভাগং গৃহ্নীয়াৎ গুণবান্ হি সর্ব্বেষাং ভর্ত্তা ভবতি ॥"

অনন্তরজশব্দের অর্থ, বিশ্বকোষ অভিধানধৃত, বৌধায়ন বচন।

সবর্ণাপুত্র আর অনুলোমজ পুত্রের মধ্যে অনুলোমজ পুত্রই গুণবান্ (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) হইলে গুণবান্ পুত্রই পৈতৃক ধনের জ্যেষ্ঠভাগ গ্রহণ করিবে, কারণ গুণবান্ অন্যান্য পুত্রদিগের ভর্ত্তা হইয়া থাকে।

দেখ, বিশ্বকোষধৃত বৌধায়ন বচনে যখন সবর্ণাপুত্র হইতে অনুলোমজপুত্রকে স্পষ্টতঃ গুণবান্ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তখন বৌধায়নের মতে যে অম্বষ্ঠাদি অনুলোমবিবাহোৎপন্ন পুত্রও ঔরসপুত্র, তাহা বলা বাহুল্য। টীকাকারের উদ্ধৃত বৌধায়নবচনে বিশ্বাস করিয়া আমরা বিশ্বকোষধৃত বৌধায়নবচনে অবিশ্বাস করিতে পারি না। তার পরে আমরা এই কথা বলি যে, অম্বষ্ঠমাতা বৈশ্যকন্যা বিবাহসংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণজাতি হইতেন, তাহা "অম্বষ্ঠমাতা ব্রাহ্মণজাতি" অধ্যায়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে, বৌধায়নের সবর্ণা বাক্যের অর্থ ব্রাহ্মণের বৈশ্যকন্যা (অনুলোমবিবাহিতা) পত্নীও। যেহেতু সবর্ণে উৎপন্ন সবর্ণা আর বিবাহসংস্কার দ্বারা সবর্ণা একই কথা। প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতির (বর্ণের) অর্থ যে বর্ত্তমান

যুগের কুলীন শ্রোত্রিয়াদি শ্রেণীমাত্র ছিল, তাহা 'অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি' অধ্যায়ে ও অন্যান্য অধ্যায়ে আমরা আর্য্যশাস্ত্র দ্বারা বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছি। বর্ত্তমান যুগের কুলীন যে শ্রোত্রিয় কিংবা বংশজ কন্যাদিগকে বিবাহ করেন, তদুৎপন্ন সন্তান কি ঔরসপুত্র নহে? এখন যেন ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়-বৈশ্যে বিবাহসম্বন্ধ নাই, অশৌচসম্বন্ধ নাই, সপিণ্ডতা ও ভোজ্যান্নতা (পরস্পর পরস্পরের পাক-করা অন্নব্যঞ্জনাদি আহারকরারূপ প্রথা) নাই; কিন্তু প্রাচীনকালে তো ব্রাহ্মণের সঙ্গে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের (শূদ্রের পর্য্যন্ত) এ সকল সম্বন্ধই ছিল (৪)। আর এরূপ স্থলে প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ আর বৈশ্যে কুলীন, শ্রোত্রিয় বা বংশজে পরস্পর যে পার্থক্য সেই প্রকার পার্থক্য ছিল বলিয়া আমরা যে কহিয়াছি তাহা বলা কি অন্যায় হইয়াছে? এরূপ স্থলে বৈশ্যকন্যার বিবাহসংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণ পতির গোত্র জাতি (শ্রেণী) প্রাপ্ত হওয়ার বিধি যে আর্য্যশাস্ত্রে আছে তাহাও কি অসঙ্গত?

আমাদিগের উপরি উক্ত মীমাংসায় যাঁহাদিগের আপত্তি থাকিবে, তাঁহারা এই হেতুতে নিরুত্তর হইবেন যে, বৌধায়নসংহিতা প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ নহে। তাহা হইলে পরাশরসংহিতায় যে একবিংশতি মহর্ষি প্রণীত একবিংশতি সংহিতার নাম উক্ত হইয়াছে (৫) তাহাতে অবশ্যই বৌধায়নেরও নাম থাকিত। ইহাতেই উপলব্ধি হয় যে, বৌধায়নকৃত গ্রন্থ অতিশয় আধুনিক। এই কলি-যুগে যুধিষ্ঠিরাদিরও অনেক পরে উক্ত গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিবে। যখন মনু-সংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন সংহিতাগুলিতে অনুলোমবিবাহিতা পত্নীমাত্রেই পতি-কর্ত্তৃক জাত সন্তানদিগকে ঔরসপুত্র বলিয়া উক্ত আছে (৬) তখন বৌধায়ন

(৪) ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদিতে প্রাচীনকালে যে বিবাহসম্বন্ধ ভোজ্যান্নতাদি ছিল তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে, সপিণ্ডতা ও অশৌচসম্বন্ধ থাকা, ব্রাহ্মণাংশের উত্তরখণ্ডের "স্মৃত্যুক্ত অম্বষ্ঠোৎপত্তি সমালোচনা" অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইবে।

(৫) "মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥ ৮ ॥
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ॥ ৫ ॥" ১অ, যাজ্ঞবল্ক্যসং।

(৬) অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের ঔরসপুত্র, এ বিষয়ে আমরা মনুবিরুদ্ধ বিধি আর আর স্মৃতি ও

বচন, মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থের বিধি ও ইতিহাসের বহির্ভূত ও বিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য এবং অবিশ্বাসযোগ্য (৭)। বৌধায়ন স্মৃতি আধুনিক গ্রন্থ হওয়াতে প্রাচীন মনুসংহিতা প্রভৃতির বিধি অনুসারে সত্য হইতে কলি- যুগের প্রথম পর্য্যন্ত সবর্ণে অসবর্ণে উৎপন্না পত্নীমাত্রেই স্বামী কর্ত্তৃক জাত সন্তান সমাজে ঔরসপুত্ররূপে প্রচলিত ছিল বুঝিতে হইবে, বৌধায়নের উক্ত বিধি দ্বারা তাহাতে বাধা ঘটে নাই। এমতাবস্থায় প্রাচীন এই ইতিহাস পরিব্যক্ত হই- তেছে যে, বৌধায়নের পূর্ব্বে সত্য হইতে কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন প্রামাণ্য শাস্ত্রের বিধিমতে অম্বষ্ঠেরা ব্রাহ্ম- ণের ঔরসপুত্র মধ্যে পরিগণিত ছিলেন (৮)। এতগুলিন প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থানুসারে এত দীর্ঘকাল (সত্য হইতে কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত) যে অম্বষ্ঠ আর্য্যসমাজে ব্রাহ্মণের ঔরসপুত্র ছিলেন, একমাত্র বৌধায়নের মতানুসারে সেই অম্বষ্ঠের অগৌরব হইতে পারে না, এবং এতগুলিন শাস্ত্রের বিরুদ্ধে টীকাকারের উদ্ধৃত একমাত্র বৌধায়নবচনকে বিধি ও ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিবার যে কোন যুক্তি বা কারণ নাই, তাহা বুদ্ধিমানেরা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

পুরাণে দেখিতে পাই নাই। যদি থাকে তবে তাহাও মনুবিরুদ্ধ বলিয়া নিম্নোধৃত শাস্ত্রীয় বিধি দ্বারা অগ্রাহ্যযোগ্য এবং যুক্তিমতেও অগ্রাহ্য হইবেই হইবে।

(৭) "বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥" বৃহস্পতিসং।
বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহ পুস্তক ও রঘুনন্দন ভট্ট, উদ্বাহতত্ত্বধৃত।

(৮) সত্যযুগ হইতে কলিযুগ পর্য্যন্ত এই নিমিত্ত বলি যে,—
কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ॥ ২৩॥ ১অ, পরাশরসং।

এই পরাশর বচন দ্বারা মনুসংহিতা সত্যযুগের আর পরাশরসংহিতা কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতেছে; এবং ৫টীকাধৃত মনুর পরবর্ত্তী অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতা হইতে কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র (স্মৃতি) পরাশরসংহিতাতে উল্লিখিত মহর্ষিগণও ঔরসপুত্র বিষয়ে মনুর অতিরিক্ত কিছুই বলেন নাই; বিশেষ পরবর্ত্তী ১১টীকাধৃত মহাভারতবচনে পৌন- র্ভব (বিধবার পুনর্ব্বিবাহোৎপন্ন) পুত্রকেও ঔরসপুত্র বলিয়া উক্ত হওয়াতে সত্য হইতে কলিযুগ অর্থাৎ মহাভারতের সৃষ্টিকাল পর্য্যন্ত অম্বষ্ঠেরা যে ব্রাহ্মণের ঔরসপুত্রমধ্যে পরিগণিত হইতেন তাহা না বলিয়া আমরা আর কি বলিব?

এই কলিযুগের পরাশর ও তৎপুত্র ব্যাসের রচিত স্মৃতি ও মহাভারতের কাল পর্য্যন্ত যাঁহারা ঔরসপুত্র ছিলেন, তৎপরবর্ত্তী বৌধায়নের মতে তাঁহারা অনৌরস হইবেন কি প্রকারে ? (৯)।

যদি বল মহাভারতকার অম্বষ্ঠকে অপসদ বলিয়াছেন (১০) ঔরসপুত্র বলেন নাই। এ কথার উত্তর এই যে, অপসদ বলিলেই ইহা সপ্রমাণ হয় না যে অম্বষ্ঠ অনৌরস। অম্বষ্ঠ অনৌরসপুত্র, এই কথা মহাভারতের কোথাও উক্ত হয় নাই। মহাভারতকার যখন পৌনর্ভবপুত্রকেও ঔরসপুত্র বলিয়াছেন, (১১) তখন

(৯) বর্ত্তমান যুগের ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়েরা প্রাচীন আর্য্যজাতিভেদের প্রকৃত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া ও বর্ত্তমান হিন্দুজাতিভেদকে নিত্য জ্ঞান করিয়া প্রাচীন আর্য্য-শাস্ত্রের ভাষ্য টীকাদি করিতে যাইয়াই যে এই সকল ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই।

(১০) "ত্রিষু বর্ণেষু যে পুত্রা ব্রাহ্মণস্য যুধিষ্ঠির।
বর্ণয়োশ্চ দ্বয়োঃ স্যাতাং যৌ রাজন্যৌ স্বভাবতঃ॥
একোদ্বিবর্ণ এবাথ তথাত্রৈবোপলক্ষিতঃ।
ষড়েতেঽপসদাজ্জ্ঞেয়াস্তথাপধ্বংসজাঙ্‌শৃণু॥" [৪৯অ, অনুশাসনপ, মহাভারত।

মহাভারতের এই বচনের অপসদ শব্দের স্থলে অপধ্বংসজ ও অপধ্বংসজ স্থলে অপসদ শব্দ (লিপিকরদিগের ভ্রমবশতই বা ঈর্ষাবশতই হউক) প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বৈদ্যপুরাবৃত্তের ব্রাহ্মণাংশের উত্তরখণ্ডে পৌরাণিক বৈদ্যোৎপত্তি সমালোচনাধ্যায়ে মনুসংহিতা প্রভৃতি দ্বারা প্রদর্শিত হইবে। যাহা হউক, আমরা প্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত মহাভারতে বিশুদ্ধ পাঠ দেখিতে পাই, কেন না উহার পাঠ এই :—"ষড়পধ্বংসজাস্তেহি তথৈবাপসদান্ শৃণু।"

(১১) "যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে॥" ৯অ, মনুসং।
"অর্জ্জুনস্যাত্মজঃ শ্রীমানিরাবান্নাম বীর্য্যবান্।
সুতায়াং নাগরাজস্য জাতঃ পার্থেন ধীমতা।
ঐরাবতেন সা দত্তা হ্যনপত্যা মহাত্মনা।
পত্যৌ হতে সুপর্ণেন কৃপণা দীনচেতনা।
ভার্য্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ পার্থঃ কামবশানুগাম্।
অজানন্নর্জ্জুনশ্চাপি নিহতং পুত্রমৌরসম্।
জঘান সমরে শূরান্ রাজন্যান্ ভীষ্মরক্ষিণঃ॥" ৯১অ, ভীষ্মপর্ব্ব,
মহাভারত। বিদ্যাসাগরধৃত।

তন্মতে যে অম্বষ্ঠ ঔরসপুত্র, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। মনুসংহিতাতে অনুলোম বিবাহোৎপন্ন পুত্রদিগকে মনু ঔরসপুত্র আর অপসদ উভয়ই বলিয়াছেন (১২)। তাহাতেই ব্যক্ত হইতেছে, ঔরস এক কথা আর অপসদ অন্য কথা। শাস্ত্রমতে জ্যেষ্ঠপুত্র হইতে কনিষ্ঠপুত্র অপসদ, তবে কি কনিষ্ঠপুত্র ঔরসপুত্র নহে? (১৩)। কি আশ্চর্য্য! যে স্ত্রীকে শাস্ত্রমতে বিবাহ করা হইত, বিবাহসংস্কারনিবন্ধন যে নারী পতির জাতি গোত্র প্রাপ্ত হইতেন, সেই ভার্য্যাতে পতি স্বয়ং যে পুত্র উৎপন্ন করিতেন (১৪) সেই পুত্র ঔরষপুত্র নহে, টীকাকার ভট্ট মহাশয় কেমন করিয়া কোন্ প্রমাণে ইহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তিনি এতগুলিন প্রাচীন ও প্রামাণ্য শাস্ত্রমতের বিরুদ্ধে একমাত্র বৌধায়নবচন উদ্ধৃত করিয়া কেবল সবর্ণে উৎপন্ন পত্নার গর্ভে স্বামী কর্তৃক জাত পুত্রকে ঔরস বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, ব্যাস বৃহস্পতির মীমাংসার প্রতি ও এই অধ্যায়ের

(১২) "স্বে ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যম্।
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিতম্॥ ১৬৬॥" ৯অ, মনুসং।
"বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্ব্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ॥ ১০॥" ১০অ, মনুসং।

(১৩) "জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানবঃ।
পিতৃণামনৃণশ্চৈব স তস্মাৎ সর্ব্বমর্হতি॥ ১০৬॥
যস্মিন্নৃণং সন্নয়তি যেন চানন্ত্যমশ্নুতে।
স এব ধর্ম্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্ বিদুঃ॥ ১০৭॥" ৯অ, মনুসং।
(১০৫। ১০৮। ১০৯। ১১০)

(১৪) "পতির্ভার্য্যাং সংপ্রবিশ্য গর্ভোভূত্বেহ জায়তে।
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং যতোঽস্যাং জায়তে পুনঃ॥ ৮॥" ৯অ, মনুসং।

"পতি শুক্ররূপে ভার্য্যায় প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভভাবাপন্নতায় ভার্য্যাতে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে, জায়ার জায়াত্ব এই যে, জায়াতে জন্ম হয়, এজন্য উঁহাকে জায়া বলা যায়; সেই হেতু জায়াকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবে।" পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণিকৃত অনুবাদ।

অম্বষ্ঠমাতা বৈশ্যকন্যা যে প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণের ভার্য্যা তাহা পুনঃ পুনঃ বলা বাহুল্য। ভার্য্যাতে পতি স্বয়ং পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্য ভার্য্যার অপর নাম জায়া, ইহাই যখন প্রাচীন মন্বাদি শাস্ত্রকারদিগের মত, তখন তাঁহাদিগের মতে যে ব্রাহ্মণের অনুলোম বিবাহিতা স্ত্রীতে ব্রাহ্মণস্বামী কর্তৃক উৎপন্ন পুত্র অম্বষ্ঠাদি ঔরসপুত্র, তাহাও পুনঃ পুনঃ বলা অতীব বাহুল্য।

সংগৃহীত বিশ্বকোষধৃত বৌধায়নের বচনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। ইহা অপেক্ষা দুঃখের ও বিস্ময়ের বিষয় আর কি আছে?

কেহ বলিবেন, বৌধায়ন বচন এখানে মন্বাদির বিরুদ্ধ হয় নাই, স্পষ্টার্থক মাত্র হইয়াছে। একথার উত্তর আমরা উপরেই দিয়াছি, এস্থলে পুনরালোচনায় নিষ্প্রয়োজন। টীকাকার মহাশয় উক্ত বচন অবলম্বনে যাহা হিন্দুসমাজমধ্যে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে মন্বাদির মতের আংশিক বিপরীত বিধি তাহাতে আর সন্দেহ কি? মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা সবর্ণে অসবর্ণে উৎপন্ন ভার্য্যাতেই স্বামী কর্ত্তৃক জাত সন্তানদিগকে ঔরসপুত্র কহিয়াছেন, টীকাকার মহাশয় বৌধায়নের উক্ত বচন অবলম্বনকরত কেবল সবর্ণাতেই ঔরস হয় প্রচার করিয়াছেন, ইহা যে মন্বাদির আংশিক বিপরীত বিধি তাহা কে অস্বীকার করিবেন? যাহা হউক, অনুলোমবিবাহোৎপন্ন সন্তানদিগকে "যেন তেন প্রকা-রেণ" পিতৃজাতিচ্যুত করিবার জন্য কলিযুগের পণ্ডিত মহাশয়েরা যে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন এবং কলিযুগের পৌরাণিক ব্রাহ্মণদিগের হইতেই যে উক্ত সঙ্কল্পের সূত্রপাত হয় এবং ভাষ্য টীকাকার মহোদয়গণের সমসমকালে উক্ত সঙ্কল্পের সম্পূর্ণ পরিপক্কাবস্থা হইয়াছিল, তাহাই প্রদর্শনার্থই এই পুস্তকের সৃষ্টি; এবং সেই জন্যই আমরা অনুক্রমণিকাতে প্রথমেই বলিয়াছি,—

গোপিতং যৎ পুরাবৃত্তং বৈদ্যজাতেশ্চিরন্তনম্।
সত্যং বৃথাজাতিপ্রিয়ব্রাহ্মণেন কলৌ যুগে॥
শাস্ত্রালাপৈরসদ্ভিশ্চ টীকাভাষ্যাদিভিস্তথা।
তৎ সর্ব্বঞ্চ বিশেষেণ গ্রন্থেঽস্মিন্ সম্প্রদর্শিতম্॥

ইতি বৈদ্যশ্রীগোপীচন্দ্র-সেনগুপ্ত-কবিরাজকৃত-বৈদ্যপুরাবৃত্তে
ব্রাহ্মণাংশে পূর্ব্বখণ্ডে অম্বষ্ঠো ব্রাহ্মণৌরস-
পুত্রো নাম নবমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

সমাপ্তশ্চায়ং ব্রাহ্মণাংশঃ পূর্ব্বখণ্ডঃ।

———

আক্ষেপোক্তি।

ওহে প্রিয় বৈদ্যপুরাবৃত্ত! অভাগার—
অতিশয় পরিশ্রম যতনের ধন;
পঁচিশ বৎসর কাল গেল যে আমার,
তথাপি হ'লনা তব প্রচার মুদ্রণ।
অম্বষ্ঠের দ্বারে দ্বারে অর্থভিক্ষা করি,
ব্রাহ্মণাংশ পূর্ব্বখণ্ড কেবল তোমার—
করিনু প্রচার; দৈন্যদোষে বোধ করি,—
অমুদ্রিত রৈল তব অংশ পারাবার।
বড় সাধ ছিল চিতে তোমার প্রচারে,—
বৈদ্যবিষয়ক কুসংস্কার সমাজের—
নাশিব, বৈদ্যবিদ্বেষ ত্যজিবে সবারে,
ম্লানমুখ উজ্জ্বল হইবে অম্বষ্ঠের।
দরিদ্রতা তাও বুঝি দিল না করিতে।
অন্তরের এ বাসনা অন্তরে রহিয়া,
জ্ঞান হয় ক্রমে ক্রমে হৃদয়-ভূমিতে—
ভস্মাবৃত বহ্নিপ্রায় যাইবে নিবিয়া!
চির ভাগ্যহীন আমি, আমার বলিতে,—
আছে একমাত্র দুঃখ জ্বালাইতে মোরে।
একমাত্র পুত্ররত্ন ছিল অবনীতে,
অকস্মাৎ হরি তারে নিল কাল চোরে!
শোকাগ্নি-সাগরে এবে ডুবিয়াছি আমি,
হৃদয় ভরিয়া মাত্র জ্বলে শোকানল;
নেবে না অনল যদি সিন্ধুজলে নামি,
হইতেছে ক্রমে ক্ষীণ প্রাণ মন বল!

মন যে কিছুই আর চাহে না করিতে,
অনুৎসাহে ভরিয়াছে হৃদয় আগার ;
সদাই মনের সাধ কেবল মরিতে,
কি আর করিব তব মুদ্রণ প্রচার ?
পৃথিবী সবার পক্ষে নহে সুখস্থান,
অভাগার এ জীবন তাহার প্রমাণ।

দুঃখী গ্রন্থকার
শ্রীগোপীচন্দ্র সেনগুপ্ত।
সিরাজগঞ্জ—পাবনা।

বিজ্ঞাপন।

নিতান্ত শোকসন্তপ্তহৃদয়ে পাবনা জিলার অধিবাসী অম্বষ্ঠগণের দ্বারে দ্বারে অর্থভিক্ষা করিয়া এই দরিদ্রকর্ত্তৃক বৈদ্যপুরাবৃত্তের ব্রাহ্মণাংশের পূর্ব্বখণ্ডমাত্র প্রচারিত হইল। যদি বঙ্গদেশের বৈদ্যমহোদয়গণ প্রত্যেক পরিবারের নিমিত্ত এই পূর্ব্বখণ্ড পুস্তক এক একখানি নির্দ্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় ও ব্যক্তিবিশেষে উপযুক্ত অর্থভিক্ষা প্রদান করেন, তবেই বৈদ্যপুরাবৃত্তের ব্রাহ্মণাংশের উত্তরখণ্ড এবং উহার অপরাপর অংশ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে, নতুবা এই পর্য্যন্তই—নিবেদন ইতি।

বিনীত ও দরিদ্র

শ্রীগোপীচন্দ্র সেনগুপ্ত।

সিরাজগঞ্জ—জিলা পাবনা।

শুদ্ধিপত্র।

মূল।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা
তৎসমুদায়ই	তৎসমুদয়েই	৬
মত	যত	১২
সরোজিয়া	সরোযিয়া	২৮
মহাভারতকারানুসারী	মহাভারতকার	২৯
জতুকর্ণ	জাতূকর্ণ	৩৫
বেদবেদাদির	বেদবেদাঙ্গাদির	৩৭
অম্বষ্ঠ যে	যে অম্বষ্ঠ	৫৫
বলীবর্দ্দনামায়ামঃ	বলীবর্দ্দনামায়াসঃ	১৪৫
পাণিগ্রহণিকা মন্ত্র	পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ	১৫৬
নির্ণয়কে	নির্ণায়ক	১৫৮
প্রতিগৃহ্লান্ত	প্রতিগৃহ্লন্তি	১৫৯
সাধ্বাভির্ম্মথনং	সাধ্বীভির্ম্মথনং	১৭০
শ্রীধরস্বামী	শ্রীধরস্বামী বিষ্ণুপুরাণ	১৭৯
কেবল শব্দের	কেবল "কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃস্যুঃ ......স্বরাঃ এই কয়েক শব্দের	১৮৪
ক্ষত্রিয়স্যাস্ত	ক্ষত্রিয়স্যাস্তে	১৯১
বংশ	বংশজ	১৯৩
টীকাকারের	টীকাকার	১৯৯
বিরুদ্ধ ও	বিরুদ্ধ হইলেও	২০৩
জায়তে	জায়ন্তে	২২২
উপরি উক্তি	উপরি উক্ত	২৩০
পঞ্চদিন	পঞ্চদশ	২৬০

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা।
স্বক্ষেত্রে	স্বে ক্ষেত্রে	২৬১
অম্বষ্ঠের	অম্বষ্ঠ	২৬৪
অগৌরব	অনৌরস	২৬৪
ঔরষ	ঔরস	২৬৬

টীকা।

নির্ম্মায়	নির্ম্মথ্য	১০
উদয়াচার্য্য	উদয়নাচার্য্য	১২
বারসো	বরাংশৌ	১৩
সিং	শিং	১৬
সমমকালবর্ত্তী	সমসমকালবর্ত্তী	২৪
জতুকর্ণং	জাতুকর্ণং	৩২
অথাস্ত	অনস্ত	৩২
(ধীবরপত্নীরও)	(ধীবরকন্যাবও)	৪০
জসৈঃ	জনৈঃ	৪৫
এক	এই	৫২
দেখাইলেন	দেখাইয়াছিলেন	৬০
শস্ত্রৈষণীয়	তিস্রৈষণীয়	৬২
অহল্যাহনি	অহন্যহনি	৬৫
হ্থর্ব্বদে	হ্থর্ব্ববেদে	৮১
৩ অ,	৩০ অ,	৮১
কুগ্রাসী	কুগ্রামী	৮২
একটু প্রাধান্য	একটু অপাধান্য	৮৪
মাহিষ্যাণান্	মাহিষ্যাণাম্	৯১
কমুনৈব যনাদ্বীপে	কনৈব যমুনাদ্বীপে	৯৪
অত্যুক্ত	অত্র্যুক্ত	১০০
ক্ষত্রি	ক্ষত্রী	১০৫